হেনরী রাইডার হ্যাগার্ডের

# নেশা

রূপান্তর: খসরু চৌধুরী

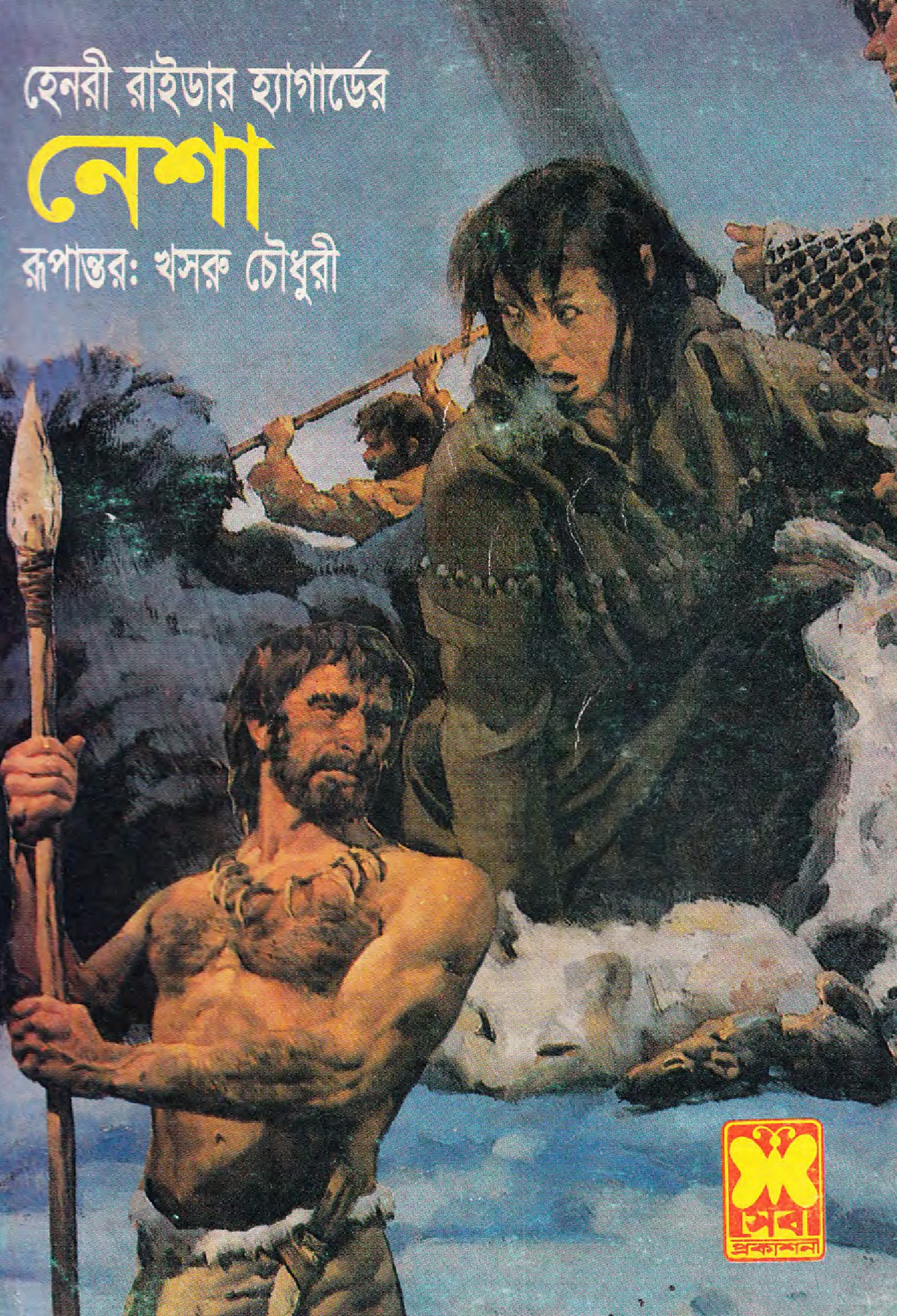

সেবা প্রকাশনী

www.BanglaBook.org

হেনরি রাইডার হ্যাগার্ড-এর

একখণ্ডে সমাপ্ত সুবিশাল রোমাঞ্চোপন্যাস

# নেশা

## রূপান্তর: খসরু চৌধুরী

ধীরে ধীরে উঠতে লাগল নীল,
রহস্যময় ধোঁয়া। ঝাপটা মারল
অ্যালান কোয়াটারমেইনের মুখে।
তারপর?
কার কথা যেন ভেসে আসছে দূর থেকে।
মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে
বিশাল হিমবাহ।
অদূরে দিগন্তপ্রসারী সাগর।
সৈকতের ওপর ছোট ছোট কুটির।
সেই কুটির থেকে বেরিয়ে এল মানুষ।
গায়ে পশুছাল! হাতে বর্শা!
কারা এরা?

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০
শো-রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
শো-রুম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

www.BanglaBook.org

# এক

মনটা ভার হয়ে আছে। একের পর এক বেশ কিছু ঘটনা ঘটে গেল। বারবার মনে পড়ছে লেডি র‍্যাগনালের কথা। কি সর্বনেশে অভ্যাসটাই না সে করিয়েছিল আমাকে। মধ্য আফ্রিকায় পাওয়া তার সে-ই শেকড়-তাদুকি, যেটা শুঁকলেই সময়ের পর্দা উধাও হয়ে যায়। মানুষ চলে যায় সুদূর অতীতে। হাজার হাজার বছর আগের কোন মানুষের দেহে গিয়ে যেন বাসা বাঁধে আত্মা। তবে, সেই প্রাচীন মানুষের চিন্তাধারাটা প্রাচীন হয় না। তার যুগের মানুষের চেয়ে সে অনেক উন্নত কল্পনাশক্তির অধিকারী। অর্থাৎ, প্রাচীন মানুষের দেহে কিছুক্ষণের জন্যে বাসা বাঁধে আধুনিক অ্যালান কোয়াটারমেইনের আত্মা।

লুনা হোমসের সাথে আমার সম্পর্কের কথা ভাবলাম। প্রথম যেদিন র‍্যাগনাল ক্যাস্‌লে তাকে দেখি, সেদিনই মুগ্ধ হয়ে যাই। মুগ্ধতা ছিল তার চোখেও। কিন্তু মাঝখানে এসে দাঁড়ালেন লর্ড র‍্যাগনাল। বিয়ে করলেন তাকে। লুনা হোমস হয়ে গেল লেডি র‍্যাগনাল। আমাদের অন্তরের কথাটা অনুচ্চারিতই রয়ে গেল। কতকিছুই মানুষের করা হয়ে ওঠে না!

মিশরে এক অভিযানে গিয়ে মারা গেলেন লর্ড র‍্যাগনাল। শোক মুছে যেতে পূর্বস্মৃতি জেগে উঠল আমাদের দুজনের মনে। নতুন করে যেন টের পেলাম, পরস্পরকে ভালবাসি আমরা। লুনা অনেকটা কাছে চলে এল। কিন্তু আমি ওর কাছে যেতে পারলাম না। ঘণ্টার পর ঘণ্টা আমরা একসাথে কাটিয়েছি। কিন্তু 'তোমাকে ভালবাসি'-এ কথাটা আর বলে উঠতে পারিনি। সভ্যতার সংকোচ? হয়তো বা তাই!

এই সময়টাতেই আমাকে তাদুকির নেশায় অভ্যস্ত করায় লুনা। সে এক অদ্ভুত ঘোরের মধ্যে অতীতে গিয়ে হাজির হওয়া। ব্যাপারটার মধ্যে দারুণ রোমাঞ্চ আছে। আমরা দুজন একসাথে নেশা করতাম। আশ্চর্যের কথা, অতীতেও আমরা একই জায়গায় গিয়ে হাজির হতাম। এই যে অতীতে ফিরে যাওয়া-আমার মতে এটা স্রেফ ঘোর। লুনা এ কথা মানতে রাজি নয়। সে বলত, আমরা নাকি সত্যি সত্যিই সে-ই প্রাচীন যুগে চলে যাই। অবশ্য তার এরকম চিন্তার পেছনে কারণ ছিল। সে পুনর্জন্মে বিশ্বাস করত। নেশার ঘোরটা কাটত এক অদ্ভুত সময়ে। অতীতে গিয়ে সে সন্ধান পেত এক পুরুষের। আমি এক নারীর। দুজনই দুজনকে প্রচণ্ড ভালবাসে। কিন্তু মাঝখানে দুস্তর বাধা। অনেক কষ্ট, অনেক ত্যাগ স্বীকার করার পর দুজন যখন মিলনের মুখোমুখি, ঠিক সে সময়েই কেটে যায় নেশা।

একবার আমরা গিয়ে হাজির হলাম প্রাচীন মিশরে। আমি আর অ্যালান কোয়াটারমেইন নই। শাবাকা। আর সে হলো রাজকন্যা আমাদা, দেবী আইসিসের মন্দিরের হাই-প্রিস্টেস। একই ঘটনা ঘটল সেবারেও। নানা বাধা-

www.BanglaBook.org

বিপত্তি, রক্তক্ষয়ের মধ্যে দিয়ে আমরা যখন মিলনের মুখোমুখি, সেসময় নেশা কেটে গেল আমার। কিন্তু ওর নেশা কাটল দু-এক সেকেন্ড পর। বলল, ও নাকি দেখেছে, বিয়ে হয়ে গেছে আমাদের। আমি কথাটার গুরুত্ব দিলাম না। তখন বুঝিনি, কিন্তু এখন বুঝতে পারছি, সেদিনের অবহেলায় কতখানি ব্যথা পেয়েছিল লুনা।

পরদিন ওর একটা চিঠি পেলাম। লিখেছে:

শাবাকা,

বারবার তো দেখছ, আমাদের ভাগ্য একই সুতোয় গাঁথা। তবু কেন তুমি ভাগ্যকে এড়িয়ে যেতে চাও? নেশা করার ব্যাপারে কখনোই তুমি সরাসরি রাজি হওনি। প্রত্যেকবারই তুমি চাইতে, তাদুকির নীলাভ ধোঁয়া আর উঠবে না। আমরা আর ফিরে যাব না অতীতে। অথচ বারবারই তো আমরা ফিরে গেছি। তুমি এমন করতে কেন, জানি না। তুমি কি চাইতে, অতীতে গিয়ে আমি যেন তোমার সাথে মিলিত না হই? তুমি যা-ই চাও, আমার সঙ্গ তো তুমি কখনোই এড়িয়ে যেতে পারোনি। সৃষ্টির আদি থেকে আমি তোমার সাথেই আছি। থাকবও, যতদিন পৃথিবীতে সূর্য উঠবে ততদিন পর্যন্ত।

তবু, যতদিন পর্যন্ত তুমি আর আমার সাথে মিলিত হতে না চাও, (অতীতে বা ভবিষ্যতে) ততদিন পর্যন্ত বিদায়।

—আমাদা।

অদ্ভুত এই চিঠি হাতে নিয়ে বিমূঢ় হয়ে রইলাম অনেকক্ষণ। কি করব এখন? র‍্যাগনাল ক্যাস্‌লে যাব? পরে ভাবলাম—না।

পরদিনও মাথার ভেতরে ঘুরঘুর করতে লাগল ওই চিন্তা। এতদিন যা ছিল আমাদের দুজনের অন্তরে, লুনা এবার সেটা খোলাখুলিই বলে ফেলেছে। এখন কি করব আমি? সিদ্ধান্ত নিলাম, আজ থেকে লুনার সাথে সব সম্পর্ক শেষ। অন্তত ওর তাদুকি শেষ না হওয়া পর্যন্ত তো বটেই। এই অতীতে বা ভবিষ্যতে যাওয়া অব্যাহত থাকলে আমাদের দুর্ভোগ বাড়বে বই কমবে না।

কয়েকদিন পর বসে বসে খবরের কাগজ পড়ছিলাম। হঠাৎ চোখ পড়ল একটা খবরের ওপর। শীতকালটা কাটানোর জন্যে লেডি র‍্যাগনাল ইংল্যান্ড ছেড়ে মিশরের উদ্দেশ্যে পাড়ি জমিয়েছেন। খুবই অবাক হলাম। ও মিশর গেল কি ভেবে? তা-ও একা একা? ওর সাহসের প্রশংসা করতে হয়। দূর! এসব কি ভাবছি আমি? নিজের ইচ্ছেমত যা কিছু করার অধিকার ওর আছে। আমি ভাবার কে?

এরপর ছ'সপ্তাহ কেটে গেছে। আমি গেছি তিতির শিকার করতে। একটা ঝাঁক সামনে দিয়ে দৌড়ে যেতেই দুটোকে ফেললাম। ব্যবহৃত কার্ট্রিজ ফেলে দিয়ে বন্দুকে নতুন কার্ট্রিজ ভরছি, এমন সময় চোখে পড়ল, অনেক ওপর দিয়ে অত্যন্ত দ্রুতবেগে উড়ে যাচ্ছে একজোড়া বুনো হাঁস। বন্দুক বন্ধ করেই তুললাম ওপরে, মনে সংশয়, ফেলতে পারব কিনা। এই জাতের হাঁস

www.BanglaBook.org

আশপাশের অঞ্চলে বিরল, বিশেষ করে বছরের এই সময়ে। হঠাৎ মিশর আর লেডি র‍্যাগনালের স্মৃতিতে আলোড়িত হয়ে উঠল মনটা।

একটা মরুভূমি দেখতে পেলাম। তার মধ্যে একটা মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ। মন্দিরের মধ্যে বসে ভেঙে পড়া একটা সানশেড দুহাতে ধরে আছে লেডি র‍্যাগনাল। তারপরই দেখলাম, আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে আমার সাথে কথা বলে চলেছে সে। কিন্তু কথা বলছে এমন এক ভাষায়, যার বিন্দুবিসর্গও আমি বুঝি না। যেমন হঠাৎ করে এসেছিল, তেমনি হঠাৎ করেই চোখের সামনে থেকে উধাও হয়ে গেল এসব দৃশ্য।

সম্পূর্ণ ঘটনাটা ঘটে গেল মাত্র আধ সেকেন্ডের মধ্যে। হাঁসদুটোর দিকে বন্দুক তুলতে শুরু হয়েছিল, শেষ হলো হাঁসদুটো মাটিতে পড়ার আগেই। মনটা অতীতে ফিরে গেলেও অবচেতন আমি ঠিকই গুলি করেছিলাম। গুলি মিসও হয়নি।

দুদিন সারা মন জুড়ে রইল অদ্ভুত এই ঘটনার কথা। দুদিন পর খবরের কাগজ হাতে পেয়ে প্রথমেই চোখ পড়ল কায়রোর একটা খবরের ওপর:

কায়রো থেকে প্রেরিত এক বার্তা মারফত আমরা জানতে পেরেছি যে, বিখ্যাত ইজিপ্টোলজিস্ট লর্ড র‍্যাগনালের বিধবা স্ত্রী লেডি র‍্যাগনাল গতকাল হঠাৎ করেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছেন। নীলনদের কিছুটা পেছনে, লুক্সর আর আশুয়ানের মাঝখানে আইসিসের মন্দির অবস্থিত। সেই মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ দেখতে গিয়েছিলেন লেডি র‍্যাগনাল। এখানেই এক খননকার্য চলাকালীন লর্ড র‍্যাগনাল দুর্ঘটনায় পতিত হয়ে মৃত্যুবরণ করেছিলেন। ভয়ঙ্কর সেই দুর্ঘটনার পর লর্ড র‍্যাগনালের মৃতদেহ পর্যন্ত উদ্ধার করা যায়নি। এখানে তাঁর স্মৃতিতে যে মনুমেন্ট নির্মিত হয়েছে, সেটা দেখতে দেখতেই লেডি র‍্যাগনাল পড়ে যান এবং শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। লুক্সর থেকে ইংরেজ মেডিক্যাল অফিসার এসে মৃতদেহ দেখে সার্টিফিকেট দেন, লেডি র‍্যাগনাল হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন। লেডি র‍্যাগনাল যেখানে মারা গেছেন, সেখানেই সমাহিত করা হয়েছে তাঁকে।

মিশর যাবার আগে লুনা আমাকে যে চিঠিটা লিখেছিল, সেটা পেয়ে আমি অবাক হয়েছিলাম। এখন এই সংবাদটা পড়ে প্রথমটায় আরও অবাক, পরে হতভম্ব হয়ে গেলাম। কিছুক্ষণ পর আতঙ্ক ভর করল আমার ওপর। শেষমেষ তীব্র বেদনায় আচ্ছন্ন হয়ে গেল হৃদয়। মনে হলো, সবকিছুর জন্যে আমিই দায়ী। ওর সাথে দেখা করলেও পারতাম। বিয়ে করতেই বা বাধা ছিল কোথায়? অনুশোচনা বড় দেরি করে আসে। এখন কোনকিছুই আর ওকে ফিরিয়ে আনতে পারবে না। আমাদের দুজনের মাঝে পড়ে গেল চিরকালের যবনিকা।

কিন্তু যবনিকা যে পড়েনি, সেটা বুঝলাম কয়েক সপ্তাহ পর। একটা টেলিগ্রাম পেলাম। লন্ডনের এক আইনজীবী জানতে চাইছেন, আমি গ্র্যাঞ্জের বাড়িতেই আছি কিনা। সে টেলিগ্রামের উত্তর দেয়ার পরদিনই এক ভদ্রলোক

www.BanglaBook.org

এসে হাজির। নিজের পরিচয় দিলেন, মেলিস অ্যান্ড মেলিস ফার্মের মি. মেলিস। ইনিই আমাকে টেলিগ্রাম করেছিলেন।

বললেন, 'আপনিই তো মি. কোয়াটারমেইন?'

বো করে জানালাম, তাঁর অনুমান সঠিক।

তিনি বললেন, 'আপনার সম্বন্ধে যতদূর জানতে পেরেছি, আপনি খুবই অ্যাডভেঞ্চার প্রিয়। আমাদের মরহুম ক্লায়েন্ট লর্ড র‍্যাগনাল এবং অনারেবল লুনা হোমস অর্থাৎ লেডি র‍্যাগনালের সাথে আপনার বেশ ভালই জানাশোনা ছিল বলে আমাদের বিশ্বাস। খুবই দুঃখজনক ব্যাপার, ভদ্রমহিলা কিছুদিন আগে মারা গেছেন, শুনেছেন বোধহয়।'

আবার জানালাম, তাঁর অনুমান সঠিক। আমার মুখের দিকে চেয়ে আবার বলে চললেন তিনি;

'কিছুদিন আগে লেডি র‍্যাগনাল আমাদের অফিসে এসে স্বেচ্ছায় একটা উইল করে যান। উইলটার একটা কপি আমি এনেছি। র‍্যাগনাল পরিবারের বিশাল সম্পত্তির সবটুকুই তিনি আপনাকে দান করে গেছেন।'

'হায় ঈশ্বর, তাই নাকি!' নিজের অজান্তে বিস্ময়ধ্বনি ছুটে গেল আমার মুখ দিয়ে।

'আপনার কাছে লুকাব না,' শুকনো হাসি হেসে বললেন মি. মেলিস, 'আমি এবং আমার পার্টনার এরকম একটা উইল করতে তাঁকে বারণই করেছিলাম। কিন্তু তিনি তাঁর সিদ্ধান্তে অটল রইলেন।

'বললেন, "আপনারা ভেবেছেন, আমি পাগল হয়ে গেছি, তাই না? আমি জানতাম, আপনারা এরকম ভাববেন। তাই, লন্ডনের দুজন বিখ্যাত স্পেশালিস্টকে দিয়ে পরীক্ষা করিয়েছি। নিজের কথা সব খুলে বলেছি। এই দেখুন, তাঁদের সার্টিফিকেট।"

'আমরা সার্টিফিকেটগুলো পড়লাম। ওগুলো এখনও আমাদের কাছেই আছে। তিনি শারীরিক ও মানসিকভাবে সম্পূর্ণ সুস্থ। এরপর আমরা তাঁর উইল লিখতে শুরু করি। এক পর্যায়ে হঠাৎ তিনি অত্যন্ত অদ্ভুত এক মন্তব্য করেন; তবে, সে বিষয়ে আমরা কোন উচ্চবাচ্য করিনি।

'তিনি বলেন, "আমি মনস্থির করেছি, কোনদিনই আর বিয়ে করব না। মি. কোয়াটারমেইনকে যতটুকু জেনেছি তাতে মনে হয়, তিনি এই উইল প্রত্যাখ্যান করতে পারেন। সেক্ষেত্রে, টুকরো-টাকরা দু'একটা জিনিস ছাড়া সমুদয় বিষয়-সম্পত্তি সমাজসেবী, শিক্ষা ও দাতব্য প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে ভাগ করে দেয়া হবে। এই নিন সেই প্রতিষ্ঠানগুলোর লিস্ট। তবে, এক্ষেত্রেও, কোন প্রতিষ্ঠানকে কতটা বা কোন প্রতিষ্ঠান লিস্ট থেকে বাদ যাবে কিনা, সে ব্যাপারে সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব মি. কোয়াটারমেইনেরই থাকবে।" নিশ্চয় পরিস্থিতিটা পুরো বুঝতে পেরেছেন, স্যার?'

'তা পেরেছি,' জবাব দিলাম আমি। 'তাছাড়া বোঝার যেটুকু বাকি আছে, উইলটা পড়লেই নিশ্চয় সেটুকুও বুঝতে পারব। যাই হোক, আপনি এতটা পথ এসেছেন, নিশ্চয় খিদে পেয়েছে। আসুন, লাঞ্চটা সেরে নিই।'

www.BanglaBook.org

লাঞ্চ করতে করতে বিভিন্ন রকমের আলোচনা করলাম আমরা। পরে এসে বসলাম স্টাডিরুমে। মি. মেলিস দলিল পড়ে তার অর্থ বুঝিয়ে দিলেন আমাকে। সেসবের বিশদ বিবরণ দিয়ে লাভ নেই। মোট কথা, বিশাল একটা সম্পত্তি আমার নামে উইল করা হয়েছে। সম্পত্তির মোট দাম যে কত হবে তার ঠিক নেই। অবশ্য দু'একটা শর্ত আরোপ করা হয়েছে। শর্ত পূরণ না করলে উইল কার্যকর হবে না। বছরের কোন একটা সময়ে র‍্যাগনাল ক্যাসলে আমাকে থাকতেই হবে। আর, লর্ড র‍্যাগনালের এক আত্মীয়, মি. অ্যাটারবি স্মিথের ওপর ইনজাংশন জারি করতে হবে, যাতে তিনি এই সম্পত্তির কণাটুকুও না পান। কারণ, লেডি র‍্যাগনাল মি. অ্যাটারবি বা তাঁর পরিবারের কাউকে একদম পছন্দ করতেন না। শর্ত মেনে নিলে বিশাল এই সম্পত্তি আমি বংশ-পরম্পরায় ভোগদখল করতে পারব।

'আশাকরি আপনাকে মোটামুটি সব বুঝিয়ে বলতে পেরেছি,' শেষমেষ বললেন মি. মেলিস। 'আপনাকে শুধু একটা জিনিস দেবার আছে। লেডি র‍্যাগনাল আপনাকে একটা চিঠি দিয়ে গেছেন। এখনই সেটা আপনাকে দেব। তাছাড়া, দলিল-টলিল সব তৈরি করে এনেছি আমি। এখানে আপনার একটা সই লাগবে শুধু। তাহলেই কাজ শেষ। র‍্যাগনাল পরিবার কয়েক পুরুষ ধরে আমাদের ফার্মের ওপর আস্থা রেখেছে। আশাকরি আপনিও রাখবেন।'

লুনা মারা যাবার পর থেকেই মি. অ্যাটারবি স্মিথ নাকি ফার্ম তোলপাড় করে ফেলছেন। আমি যাতে তাঁর বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নিতে পারি, সেই কাগজ সাথে করে নিয়ে এসেছেন মি. মেলিস। ব্যাগের ভেতর তিনি কাগজটার তল্লাশি চালাচ্ছেন, হঠাৎ মনস্থির করে ফেললাম।

বললাম, 'কাগজের জন্যে আপনাকে ব্যস্ত হতে হবে না, মি. মেলিস। লেডি র‍্যাগনাল ঠিক অনুমানই করেছিলেন। আমি তাঁর সম্পত্তি নেব না। সম্পত্তি লিস্ট মোতাবেক দাতব্য প্রতিষ্ঠানগুলোতে ভাগ করে দেয়া হবে।'

হাঁ করে আমার কথা শুনলেন তিনি। ঢোক গিলে বললেন, 'জীবনে পাগল উইলকারী বা পাগল উত্তরাধিকারী আমি দেখেছি, কিন্তু এরকম কেস এই প্রথম, যার উইলকারী ও উত্তরাধিকারী উভয়েই পাগল। স্যার, আশাকরি ব্যাপারটা একটু খুলে বলবেন।'

'নিশ্চয়,' পাইপ ধরিয়ে বললাম আমি। 'আমি এমনিতেই বেশ ধনী। আরও টাকা বা সম্পত্তি নিয়ে ঝামেলা বাড়াতে চাই না।'

'কিন্তু মি. কোয়াটারমেইন,' বাধা দিলেন তিনি, 'আপনার একটা ছেলে (সেসময় হ্যারি জীবিত ছিল) আছে। এরকম একটা সম্পত্তি পেলে সে হয়তো বড় কোন কাজকারবারে হাত দিতে পারত।'

'হ্যাঁ, তা হয়তো ঠিক। কিন্তু মি. মেলিস, আমার ছেলের ব্যাপারে আমার নিজেরও একটা প্ল্যান আছে। আমি চাই না, সে জীবনের শুরুতেই বিশাল কোন সম্পত্তির অধিকারী হোক। তার চেয়ে বরং ও নিজেই নিজের জীবিকা

www.BanglaBook.org

অর্জন করতে শিখুক। ও ডাক্তার হবে। ব্যাপারটা ইতিমধ্যে আমি ওকে বুঝিয়েও বলেছি। হ্যারি বোকা ছেলে নয়। আমার সাথে একমত হয়েছে সে।

'তাছাড়া, আমি এই মি. অ্যাটারবি স্মিথের সাথে অহেতুক মামলার ঝামেলায় জড়িয়ে পড়তে চাই না। বছরের অর্ধেক র‍্যাগনাল ক্যাস্‌লে বাস করার কোন ইচ্ছেও আমার নেই। এই শর্ত মানতে গেলে আমার মন যখন আফ্রিকায় যাবার জন্যে ছটফট করবে, তখন হয়তো আমি যেতে পারব না। যাক গে। মোট কথা হলো, এই সম্পত্তি আমি ত্যাগ করছি। এটাই আমার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত।'

মি. মেলিস উঠে ঘড়ি দেখলেন।

'যদি কিছু মনে না করেন,' বললেন তিনি, 'ডগ কার্ট (দুজনের বসার উপযোগী ঘোড়ার গাড়ি) ধরলে বোধহয় বিকেলের ফিরতি ট্রেনটা পাওয়া যাবে। আমি উইল, অন্যান্য দলিলের কপি ও চিঠিটা আপনার কাছে রেখে যেতে চাই। আপনি অবসরমত পড়ে দেখবেন। আপনার নিজস্ব সলিসিটর ও বন্ধুবান্ধবদের পরামর্শ নিয়ে আশাকরি কয়েকদিনের মধ্যে লিখে জানাবেন আমাকে। আমাদের আজকের আলাপ নেহাত আলাপই। আজকের কোন কথাই আমি চূড়ান্ত বলে ধরে নিচ্ছি না।'

ডগ কার্ট এসে গিয়েছিল। ফলে, এখানেই শেষ হলো আমাদের কথাবার্তা। দরজায় দাঁড়িয়ে আমি চেয়ে রইলাম মি. মেলিসের গমনপথের দিকে। তিনি আমার দিকে তাকিয়ে মাথা ঝাঁকালেন। কোন সন্দেহ নেই, এখন তিনি ভাবছেন, পাগলা-গারদই আমার উপযুক্ত বাসস্থান।

'যাক বাবা, ঝামেলা চুকানো গেছে!' নিজের মনেই বললাম আমি। 'এখন কার্টিস আর গুডকে বলতে হবে ব্যাপারটা। নাহ্! ওদেরও বলব না। বললে ওরাও আমাকে পাগল ভাববে আর মেলা যুক্তিতর্ক খাড়া করবে। আপাতত কাগজপাতিগুলো বাঁধাছাঁদা করে রাখি।'

দলিলগুলো একত্র করলাম। উইলের কপির নিচেই পেলাম মুখবন্ধ খামটা। নোট দেয়া আছে:—'এই চিঠি আমার মৃত্যুর পর বিলি করতে হবে। আর, মি. কোয়াটারমেইন যদি আমার আগেই মারা যান, তাহলে চিঠিটা না পড়েই খামসুদ্ধ পুড়িয়ে ফেলতে হবে।'

অতি পরিচিত হাতের লেখা। যখনই মনে হলো, এই লেখার অধিকারিণী আর এই পৃথিবীর কেউ নয়, কোনদিনই তাকে আর দেখতে পাব না, ভেতরটা কেমন করে উঠল আমার। একবার চিঠিটা রেখে দিলাম। তারপর আবার তুলে নিয়ে সিল ভেঙে পড়তে লাগলাম:

প্রিয় সাথী, প্রিয়তম সাথী, অন্তত এই চিঠিতে তোমাকে এই সম্বোধন করতে কোন অসুবিধে নেই আমার। কারণ, তোমার এই চিঠি খোলার অর্থ, আমি তখন পা বাড়িয়েছি অন্য এক জগতে। নেশা করে মিশরের যেসব ঘটনা আমরা দেখেছিলাম, তার সবই তোমার কাছে ছিল স্বপ্ন। আমি কিন্তু সেগুলোকে সত্যিই ভাবতাম। তাছাড়া, আমার নেশা একটু বেশি স্থায়ী হত

www.BanglaBook.org

বলে আমি তোমার চেয়ে বেশি ঘটনা ঘটতে দেখতাম। তুমি দেখেছ, শাবাকা ও আমাদার মিলন হয়নি। আমি কিন্তু দেখেছি, ওদের বিয়ে হয়ে গেছে। একদল লোক সাথে করে মধ্য আফ্রিকার দক্ষিণ দিকে রওনা হয়েছে তারা নতুন এক সাম্রাজ্যের সন্ধানে, যেখানে বাস করত কেন্দা গোত্র।—এইখানে আমার ঘোর কেটে যায়।

আমি সবসময় বিশ্বাস করে এসেছি, পৃথিবীতে এটাই আমাদের প্রথম সাক্ষাৎ নয়। বরং যুগে যুগে, অনন্তকাল ধরে এই সাক্ষাৎকার চলতে থাকবে।

আমি জানি, তুমি লম্বা চিঠি দেখলে বিরক্ত হও। তাই, এখন খুলে বলব এই চিঠি লেখার উদ্দেশ্য। আমি একটা উইল করতে যাচ্ছি। সেই উইলে আমার সমস্ত বিষয়-আশয় তোমাকে দান করে যাব। তোমার সাথে আমার কোন আত্মীয়তা বা অন্য সম্পর্ক নেই। সেদিক থেকে বিচার করলে ব্যাপারটা হয়তো অদ্ভুত ঠেকবে। কিন্তু এমন করবই না বা কেন? আমি পৃথিবীতে সত্যিকার অর্থেই একা। কোন আত্মীয় নেই আমার। আমার স্বামীরও দূর সম্পর্কের কিছু কাজিন ছাড়া কে-ইবা আছে? অ্যাটারবি স্মিথের কথা তো জানো, আমার স্বামী যাকে আমার চেয়েও বেশি অপছন্দ করতেন। আমি ঠিক করেছি, অ্যাটারবিদের কাউকে এই সম্পত্তির এক কানাকড়িও ভোগ করতে দেব না। তাই তাড়াহুড়ো করে এই উইল করছি। তবে, অ্যাটারবিদের বঞ্চিত করাই এর একমাত্র উদ্দেশ্য নয়। আমার অন্তর বলছে, এই পৃথিবীতে আমার সময় দ্রুত ফুরিয়ে আসছে।

কিন্তু তোমার ধাত তো আমি জানি। উইলের শর্ত, অ্যাটারবি স্মিথের সাথে মামলা—এসব ঝামেলার মধ্যে নিজেকে না জড়িয়ে তুমি এই উইল প্রত্যাখ্যানও করতে পারো। তাই, বিকল্প ব্যবস্থাও করে যাচ্ছি।

আত্মীয়স্বজনহীন কোন বিধবা তার সমুদয় সম্পত্তি যদি দাতব্য প্রতিষ্ঠানে বা বিজ্ঞানের অগ্রগতির জন্যে দান করে তাতে কারও কিছু বলার থাকবে না। কিন্তু এখানেও তুমি পুরোপুরি ছাড়া পাচ্ছ না। দাতব্য প্রতিষ্ঠানগুলোর একটা তালিকা আমি দিচ্ছি বটে, তবু সর্বময় কর্তৃত্ব তোমারই থাকবে। তুমি ইচ্ছে করলে এই তালিকা ছোট করতে পারো, টাকা সবার মধ্যে সমান ভাগে ভাগ না করে কমবেশি করতে পারো। মোটকথা, যা ইচ্ছে তা-ই করতে পারো। এসব ঝামেলা সহ্য করার জন্যে তোমার নামে পাঁচ হাজার পাউন্ড রেখে যাচ্ছি। সম্পত্তি প্রত্যাখ্যান করলেও এই পাঁচ হাজার পাউন্ড প্রত্যাখ্যান কোরো না, এটা আমার অনুরোধ। আর, ব্যক্তিগত উপহার হিসেবে র‍্যাগনাল পরিবারের বিখ্যাত ক্যারালাইন সিলভারগুলো তোমাকে দিয়ে যাচ্ছি। এসবের তো খুবই প্রশংসা করতে তুমি। তাই, যদি তুমি নাও, আমি খুব খুশি হব। এসব ছাড়াও শিল্পকলার আওতায় পড়ে, এমন যে কোন পছন্দসই জিনিস তুমি বেছে নিতে পারো।

সবশেষে—সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কথাটা বলি। কেন্দা ব্রেজিয়ারসহ তাদুকির সিন্দুকটা তোমাকে আমি দিয়ে যাচ্ছি। আশাকরি বন্ধুত্বের নিদর্শন হিসেবে

www.BanglaBook.org

বলে আমি তোমার চেয়ে বেশি ঘটনা ঘটতে দেখতাম। তুমি দেখেছ, শাবাকা ও আমাদার মিলন হয়নি। আমি কিন্তু দেখেছি, ওদের বিয়ে হয়ে গেছে। একদল লোক সাথে করে মধ্য আফ্রিকার দক্ষিণ দিকে রওনা হয়েছে তারা নতুন এক সাম্রাজ্যের সন্ধানে, যেখানে বাস করত কেন্দা গোত্র।—এইখানে আমার ঘোর কেটে যায়।

আমি সবসময় বিশ্বাস করে এসেছি, পৃথিবীতে এটাই আমাদের প্রথম সাক্ষাৎ নয়। বরং যুগে যুগে, অনন্তকাল ধরে এই সাক্ষাৎকার চলতে থাকবে।

আমি জানি, তুমি লম্বা চিঠি দেখলে বিরক্ত হও। তাই, এখন খুলে বলব এই চিঠি লেখার উদ্দেশ্য। আমি একটা উইল করতে যাচ্ছি। সেই উইলে আমার সমস্ত বিষয়-আশয় তোমাকে দান করে যাব। তোমার সাথে আমার কোন আত্মীয়তা বা অন্য সম্পর্ক নেই। সেদিক থেকে বিচার করলে ব্যাপারটা হয়তো অদ্ভুত ঠেকবে। কিন্তু এমন করবই না বা কেন? আমি পৃথিবীতে সত্যিকার অর্থেই একা। কোন আত্মীয় নেই আমার। আমার স্বামীরও দূর সম্পর্কের কিছু কাজিন ছাড়া কে-ইবা আছে? অ্যাটারবি স্মিথের কথা তো জানো, আমার স্বামী যাকে আমার চেয়েও বেশি অপছন্দ করতেন। আমি ঠিক করেছি, অ্যাটারবিদের কাউকে এই সম্পত্তির এক কানাকড়িও ভোগ করতে দেব না। তাই তাড়াহুড়ো করে এই উইল করছি। তবে, অ্যাটারবিদের বঞ্চিত করাই এর একমাত্র উদ্দেশ্য নয়; আমার অন্তর বলছে, এই পৃথিবীতে আমার সময় দ্রুত ফুরিয়ে আসছে।

কিন্তু তোমার ধাত তো আমি জানি। উইলের শর্ত, অ্যাটারবি স্মিথের সাথে মামলা—এসব ঝামেলার মধ্যে নিজেকে না জড়িয়ে তুমি এই উইল প্রত্যাখ্যানও করতে পারো। তাই, বিকল্প ব্যবস্থাও করে যাচ্ছি।

আত্মীয়স্বজনহীন কোন বিধবা তার সমুদয় সম্পত্তি যদি দাতব্য প্রতিষ্ঠানে বা বিজ্ঞানের অগ্রগতির জন্যে দান করে তাতে কারও কিছু বলার থাকবে না। কিন্তু এখানেও তুমি পুরোপুরি ছাড়া পাচ্ছ না। দাতব্য প্রতিষ্ঠানগুলোর একটা তালিকা আমি দিচ্ছি বটে, তবু সর্বময় কর্তৃত্ব তোমারই থাকবে। তুমি ইচ্ছে করলে এই তালিকা ছোট করতে পারো, টাকা সবার মধ্যে সমান ভাগে ভাগ না করে কমবেশি করতে পারো। মোটকথা, যা ইচ্ছে তা-ই করতে পারো। এসব ঝামেলা সহ্য করার জন্যে তোমার নামে পাঁচ হাজার পাউন্ড রেখে যাচ্ছি। সম্পত্তি প্রত্যাখ্যান করলেও এই পাঁচ হাজার পাউন্ড প্রত্যাখ্যান কোরো না, এটা আমার অনুরোধ। আর, ব্যক্তিগত উপহার হিসেবে র‍্যাগনাল পরিবারের বিখ্যাত ক্যারালাইন সিলভারগুলো তোমাকে দিয়ে যাচ্ছি। এসবের তো খুবই প্রশংসা করতে তুমি। তাই, যদি তুমি নাও, আমি খুব খুশি হব। এসব ছাড়াও শিল্পকলার আওতায় পড়ে, এমন যে কোন পছন্দসই জিনিস তুমি বেছে নিতে পারো।

সবশেষে—সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কথাটা বলি। কেন্দা ব্রেজিয়ারসহ তাদুকির সিন্দুকটা তোমাকে আমি দিয়ে যাচ্ছি। আশাকরি বন্ধুত্বের নিদর্শন হিসেবে

www.BanglaBook.org

ওই শেকড় ব্যবহার করবে। আর, তাদুকি রাখবেও খুব যত্ন করে। পবিত্রভাবে।

আমি জানি, যত অবহেলাই করো, এই একটা ব্যাপারে তুমি আমাকে এড়িয়ে যেতে পারবে না। আজ হোক, কাল হোক, তুমি তাদুকি ব্যবহার করবেই। শেষের দিকে তুমি আমার সাথে নেশা করতে বসতে চাইতে না। কিন্তু, যেহেতু এখন আমি মৃত, নেশা তুমি করবেই। জীবিত অবস্থায় আমার যে অন্তরের পুরো খবর তুমি পাওনি, সেটা তুমি পেতে চাইবে মরার পরে। সাধারণত মৃত্যুর পরই একজনের প্রকৃত মূল্য বোঝা যায়। আমি আশা করতে পারি, আমার ক্ষেত্রেও তা-ই ঘটবে।

আমার আর কিছু বলার নেই। বিদায়—কিছুক্ষণের জন্যে।

—লুনা র‍্যাগনাল।

পুনশ্চ:—ইচ্ছে করলে এই চিঠি পুড়িয়ে ফেলতে পারো। কারণ, তাতে কিছুই যাবে আসবে না আমার। আমি জানি, এই চিঠির বিষয়বস্তু তুমি কোনদিনই ভুলতে পারবে না। আবার কোনদিন তোমার সাথে কথা বলতে পারব, ভাবতে কি আনন্দই না লাগছে!

এল. আর.

BanglaBook.org

## দুই

র‍্যাগনাল পরিবারের সম্পত্তির বিশদ বিবরণ দেবার কোন কারণ দেখছি না। তবে এই ঘটনা নিয়ে আহামরি কোন হৈ চৈ হলো না। কারণ, আমি কোন বিখ্যাত ব্যক্তি নই, নিতান্তই নিরিবিলি মানুষ। তবে যারাই এ ঘটনা জানল, তাদের সবাই আমাকে পাগল ঠাওরাল। স্যার হেনরি কার্টিস ও ক্যাপ্টেন গুডকে এই সংবাদ দিতে চাইনি আমি। তবু কেমন করে জানি তাদের কানে গেছে এ কথা। তারাও আমাকে অল্পবিস্তর পাগল ভাবতে ছাড়ল না।

অখ্যাত এক সোসাইটি জার্নাল এক প্যারা সংবাদ ছাপল এই হেডিংসহ: শিকারী-সন্ন্যাসী: কোটি টাকা পায়ে ঠেলা হস্তী-দন্ত ব্যবসায়ী!

ভয় দেখানো বেশ কিছু উড়ো চিঠি পেলাম। বুঝতে পারলাম, অ্যাটারবি স্মিথদের কাজ। কিন্তু এসবের কোন তোয়াক্কা করলাম না।

র‍্যাগনালদের সম্পত্তি দাতব্য প্রতিষ্ঠানগুলোতে ভাগ বাঁটোয়ারা করতে গিয়ে ঝামেলার চূড়ান্ত হলো। কয়লাখনি ও অন্যান্য সম্পত্তি বিক্রি করা, বারবার মেসার্স মেলিস অ্যান্ড মেলিসকে সাক্ষাৎকার দেয়া ছাড়াও নানা বিরক্তিকর ব্যাপার দেখা গেল। ইংল্যান্ডের প্রায় সমস্ত দাতব্য প্রতিষ্ঠানগুলো যেন হামলে পড়ল আমার ওপর। ভাবসাব দেখে মনে হলো, এই প্রতিষ্ঠানগুলোর শতকরা আশি ভাগই ভিখারী। কোন প্রতিষ্ঠান গোপনে, কোনটা প্রকাশ্যে সাহায্য চাইতে লাগল। অতএব, এদের সামলানোর দায় উকিলদের কাঁধে চাপিয়ে গা ঢাকা

www.BanglaBook.org

দিলাম আমি।

একসময় একটা লিস্ট অবশ্য তৈরি করে ফেললাম। বেশির ভাগ টাকা দিলাম যোগ্য প্রতিষ্ঠানগুলোতে। বিশেষ করে যেসব জড়িত আছে প্রত্নতাত্ত্বিক ব্যাপারে। কারণ, লর্ড ও লেডি ব্যাগনাল উভয়ের খুব উৎসাহ ছিল প্রত্নতত্ত্বে। যে প্রতিষ্ঠানগুলো অভাবীদের জন্যে খাটে তাদেরও কিছু টাকা দিলাম। শুনেছিলাম, একটা মঠ প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে লেডি ব্যাগনাল খুব আগ্রহ দেখিয়েছিলেন। ফলে, সেখানেও টাকা দিলাম কিছু। আর, ব্যাগনাল ক্যাসলকে স্থানীয় একটা হাসপাতাল রূপে গড়ে তোলার ব্যবস্থাও আমি করলাম।

কোর্ট থেকে এ বিষয়ে অনুমোদন পাবার সাথে সাথে আমার দায়িত্ব শেষ হয়ে গেল। কোন সঙ্কোচ না করে ফি নিলাম। অন্যভাবে পাঁচ হাজার পাউন্ড আয় করতে গেলে এত খাটুনি করতে হত না। রূপোর পুরানো, অত্যন্ত চমৎকার প্লেটগুলো আমাকে হস্তান্তর করা হলো। অর্থাৎ, আমার ব্যাঙ্ককে। ফলে, একবার দেখতেও পেলাম না প্লেটগুলো। কোনদিন দেখতে পাব কিনা, তা-ও জানি না। বিখ্যাত চিত্রকরের আঁকা লেডি ব্যাগনালের বিবাহপূর্ব একটা পোর্ট্রেটও পেলাম আমি। সেটাকে ঝুলিয়ে রাখলাম ডাইনিংরুমে। যতবার খেতে যাই, পোর্ট্রেটটা আমার চোখে পড়ে। ধীরে ধীরে লুনার কথা এত বেশি করে মনে পড়তে লাগল যে, পোর্ট্রেটটাকে অন্য ঘরে নিয়ে যাওয়ার কথাও ভাবলাম।

মিশরীয় সংগ্রহগুলো একটা জাদুঘরে দিয়ে দিলাম। জাদুঘরটার নাম বলব না। শুধু তাদুকির সিন্দুকটা রেখে দিলাম। স্টাডিরুমের একটা কাবার্ডের মধ্যে ওটা ঢুকিয়ে রাখলাম এই আশায় যে, দেখতে না পেয়ে ধীরে ধীরে ওটার কথা ভুলে যাব। কিন্তু আমার এই প্ল্যান একেবারে ব্যর্থ হলো। আমার মনে হতে লাগল, সিন্দুকটা যেন জীবিত। কেউ যেন বন্দী হয়ে আছে কাবার্ডের মধ্যে, বেরিয়ে আসতে চায়।

এভাবে কিছুদিন চলল। এবারে ধরল নতুন এক চিন্তা। মনে হলো, তাদুকির সিন্দুকের মধ্যে অন্য যেসব জিনিস আছে, সেগুলো এমনভাবে রেখেছি যে, উল্টে পড়ে যেতে পারে। অবচেতন মনের এই চিন্তা ক্রমে ক্রমে বিশ্বাসে পরিণত হলো। আমি আর থাকতে পারলাম না। বেডরুম থেকে চাবি নিয়ে এসে সিন্দুকটা খুললাম।

খুলেই বুঝতে পারলাম, আমার অবচেতন মন মিথ্যে সন্দেহ করেনি। কালো পাথরের বড় বাটিটা বসানো আছে আবলুস কাঠের তেপায়ার ওপর। আলোর স্বল্পতার জন্যেই কিনা জানি না, রাখার সময় ঠিকমত রাখিনি আমি। একটা পা ছিল সিন্দুকের কিনারায়, ফলে, সিন্দুকটা খুলতেই সবসুদ্ধ হুমড়ি খেয়ে পড়ল সামনের দিকে। চোখের পলকে ধরে ফেললাম পাথর-বাটিটা। কিন্তু আবলুসের তেপায়া পড়ে গেল মেঝের ওপর। হার্থর‍্যাগের ওপর বাটিটা রেখে তেপায়াটা তুলে পরীক্ষা করলাম, কোথাও ভেঙেছে কিনা। ভাঙেনি। কেন্দা ল্যান্ডের মন্দিরে হাজার বছর আগে যেমন ছিল, এখনও ঠিক তেমনি

www.BanglaBook.org

আছে।

এবার বাটিটাকে ভালমত বসিয়ে কৌতূহলের সাথে ওটার গড়ন ও শিল্পকৌশল দেখতে লাগলাম। খুব ভারী হলেও বাটিটা বেশ সুন্দর। দুদিকের হাতলের ওপর খোদাই করা নারীর মাথা এতই জীবিত, মনে হলো, জীবিত কোন মডেল দেখেই কাজটা করা হয়েছে। যে প্রিস্টেস এই বাটি প্রথম ব্যবহার করেছিল, মডেলটা বোধহয় তারই। অথবা এই মূর্তি হয়তো আমাদার, যাকে আমি দেখেছিলাম তাদুকির নেশায়।

মূর্তির চোখ যেন রহস্যময় দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে আমার দিকে। ফাঁক করা ঠোঁট যেন আমন্ত্রণ জানাচ্ছে। কিন্তু, কিসের আমন্ত্রণ? বুঝেছি। ওই চোখ আমাকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছে নেশা করার। নেশা ধরিয়ে ওই চোখ আমাকে দেবে গোপন জগতের সন্ধান।

ধুত্তোর! যতসব আজেবাজে চিন্তা। ওয়াইন, এমনকি চা খেয়েও তাদুকি ব্যবহার করা উচিত নয়। কিন্তু তখনই মনে পড়ল, ডিনারের সময় আমি শুধু পানি খেয়েছি। ক্ল্যারাট্ বা পোর্ট খাইনি। আসলে খুব অল্পই খেয়েছি আমি, খিদে ছিল না। নাকি এই ভেবে ওয়াইন খাইনি যে, যদি হঠাৎ করে তাদুকি ব্যবহার করি, তাহলে যেন বিপদে পড়তে না হয়? আসল কারণটা ভেবে বের করতে পারলাম না। মানুষের হৃদয়ের গোপন খবর জানা সত্যিই খুব শক্ত।

চমৎকার রঙ করা কাঠের সিন্দুকটা খুলে রূপোর বাক্সটা বের করে আনলাম। কালের প্রভাবে কিছুটা কালো হয়ে এসেছে বাক্সটা। এই প্রথম দেখলাম, ওটার গায়ে খোদাই করা আছে উৎসবের পোশাক পরিহিতা দেবী আইসিসের মূর্তি। একজন দেবতাও আছে, সম্ভবত অসিরিস বা পটা। ছোট্ট বেদীর ওপর দুহাত ছড়িয়ে বোধহয় মন্ত্রোচ্চারণ করছে। হাতে ধরে আছে পদ্মফুল আর ক্রস-অব-লাইফ। রূপোর বাক্সটা খুলতেই একটা সৌরভ আমাকে আচ্ছন্ন করে ফেলল। মাথাটা পরিষ্কার হতেই চোখে পড়ল তাদুকির বান্ডিল। এখনও বেশ কিছুটা রয়ে গেছে। ওখানে লুনার লেখা আধপাতা একটা চিঠি পেলাম। লিখেছে:

বন্ধু,

আমি জানি, এই তাদুকি তুমি ব্যবহার করবেই। যখন নেশা করবে, সাবধান থেকো, খুব বেশি যেন ব্যবহার কোরো না। তাহলে হয়তো এত দূরে চলে যাবে যে, আর ফিরে আসতে পারবে না। ছোট ছোট পুঁটলি (বোধহয় তেরোটা) করা আছে। একবারের নেশার জন্যে একটা পুঁটলিই যথেষ্ট। তবে, অভ্যস্ত হয়ে পড়লে মাত্রা কিছুটা বেড়ে যেতে পারে। আরেকটা কথা। যখন নেশা করবে, তখন তোমার একজন সাথী থাকলে ভাল হয়। একজন মেয়ে হলেই ভাল। তবে, তোমার প্রতি সহানুভূতিশীল কোন বিশ্বাসী পুরুষ হলেও চলবে। এই কথা বলার একটা গোপনীয় কারণ আছে। কারণটা বলে

www.BanglaBook.org

তোমাকে বিব্রত করতে চাই না।

এল. আর.

'ভালই হলো,' ভাবলাম আমি, 'এখানে মেয়ে বলতে আছে শুধু ঝি। তাদের কাউকে সাথে করে নিশ্চয় আমি নেশা করব না।' চেয়ার ছেড়ে উঠে জিনিসগুলো কেবল সরিয়ে রাখব, এমন সময় দরজা খুলে গেল। ঘরে ঢুকল ক্যাপ্টেন গুড।

'কি হে, কেমন আছ,' বলল সে। 'কার্টিস বলছে, সে নাকি এক কৃষকের মুখে শুনেছে, ব্র্যাথালের জলাভূমিতে প্রচুর স্নাইপ পড়ছে। তাই শুনতে পাঠাল, আগামীকাল ভোরে যাবে নাকি---কিন্তু ঘরে কিসের গন্ধ ভেসে বেড়াচ্ছে? তুমি কি সুগন্ধী সিগারেট টেনেছ? নাকি হ্যাসিশ?'

'না, ঠিক টানিনি। তবে টানার কথা ভাবছিলাম,' খোলা রূপোর বাক্সটার দিকে হাত তুলে বললাম আমি।

গুড খুব কৌতূহলী মানুষ। এগিয়ে গিয়ে তাদুকি শুঁকল সে। বাক্স ও ব্রেজিয়ার পরীক্ষা করল। ভাবল, ওটা গ্রীসের তৈরি। শেষমেষ একগাদা প্রশ্ন করে আমাকে অস্থির করে তুলল। ওকে থামানোর জন্যে লেডি র‍্যাগনালের কাহিনীটা বলতে হলো আমাকে।

'তাই নাকি!' লাফিয়ে উঠল গুড। 'এই মহিলার সম্পত্তিই তো তুমি প্রত্যাখ্যান করেছ। না, তুমি ডন কুইক্সোট বা স্যাঙ্কো-পাঞ্জার গাধার একেবারে জাত বংশধর। যাক, এই গল্প সম্পত্তির চেয়ে অনেক বেশি রোমাঞ্চকর। নেশার ঘোরে তুমি কি দেখতে পেতে, বলো তো?'

'দেখতে পেতাম হাজার হাজার বছর আগের সুন্দরী এক মেয়েকে। নানারকম অ্যাডভেঞ্চারে জড়িয়ে পড়তাম আমরা। সবকিছুর শেষে যখন কেবল আমাদের বিয়ে হতে যাবে, ঠিক সেসময় ভেঙে যেত ঘোর।'

'দারুণ ব্যাপার! আমার মনে হয়, তোমার সারাটা জীবনই আধো আধো প্রেমে ভরা। এবার একটু বেশি পরিমাণে নেশা করো, দেখো, ঠিক কাজ হয়ে যাবে।'

মাথা ঝাঁকিয়ে তাদুকির সাথে পাওয়া চিঠিটা ওর দিকে এগিয়ে দিলাম। মনোযোগ দিয়ে পড়ে বলল সে:

'হুঁ, অ্যালান, দেখা যাচ্ছে, তোমার একজন সাথী দরকার। যদি মেয়ে না পাওয়া যায়, তাহলে তোমার প্রতি সহানুভূতিশীল এবং বিশ্বাসী একজন পুরুষ হলেও চলবে। সেই পুরুষটি হলাম আমি। আমার প্রতি তোমার দারুণ বিশ্বাস, তোমার প্রতিও আমার অফুরান সহানুভূতি। তাহলে শোনো, বাছা। অ্যাডভেঞ্চার, তা সে সত্যিই হোক বা কাল্পনিক, তার জন্যে বন্ধুত্বের বেদীতে নিজেকে উৎসর্গ করতে রাজি আছি আমি। তুমি জোগাড়যন্ত্র করো, আমি তৈরি। কি চিন্তা করছ। আমি ডিনারের পর ওয়াইন বা হুইস্কি খেয়ে এসেছি? না, খাইনি। শুধু একটা সেদ্ধ ডিম আর সামান্য চা। ব্যস। নাও, আর দেরি

www.BanglaBook.org

কোরো না। চলো, প্রাচীন মিশরে বা অন্য যে কোন জাহান্নামে গিয়ে তোমার সুন্দরীর সাথে মিলিত হওয়া যাক।'

'গুড, শোনো, এই নেশার ব্যাপারে বেশ কিছু বিপদের আশঙ্কা আছে। তোমার সবটা শোনা দরকার–'

'অর্থাৎ, আমার এমন জায়গায় যাওয়া উচিত নয়, যেখানে ফেরেশতারা যেতে ভয় পায়, এই তো? দেখো, তুমি ওখানে গিয়েছ। এবং তুমি ফেরেশতা নও। তাছাড়া, এখানকার এই একঘেয়ে জীবনে বৈচিত্র্য আনার জন্যে ঝুঁকি নিতে রাজি আছি আমি। নাও, শুরু করো। তা, আমাদের যেন কি করতে হবে?'

বুঝতে পারলাম, ভাগ্য আমাকে নিয়ে খেলা শুরু করেছে। নইলে গুডই বা এসময়ে এসে হাজির হবে কেন? সত্যি বলতে কি, এই অসময়ে গুডের উপস্থিতি, আমার সাথী হতে চাওয়া–সবকিছুই ঘটছিল যেন অদৃশ্য কোন হাতের ইশারায়। ওকে আর বাধা দিয়ে লাভ নেই ভেবে আমিও হাল ছেড়ে দিলাম। সুতরাং গোটা ব্যাপারটা বুঝিয়ে বললাম।

'হুঁ!' সে বলল অবশেষে। 'আমি তো ভেবেছিলাম, তুমি কৌতুক করছ। আচ্ছা অ্যালান, তুমি কি সত্যি মনে করো, এর মধ্যে কোন বিপদ আছে?'

'হ্যাঁ, মনে করি। বিপদ যতটা না দেহের, তারচেয়ে বেশি আত্মার। নিজের অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি, যে একবার তাদুকির নেশা করেছে, সে আবার করতে চাইবে। আরেকবার ভেবে দেখো। এখনও সময় আছে।'

'না,' জবাব দিল গুড। 'তুমি শুরু করো।'

'বেশ। তাহলে শোনো, গুড। ওই আর্মচেয়ারটা আমার কাছে টেনে আনো। আমাদের ঠিক মাঝখানে, কিছুটা সামনে ব্রেজিয়ারটা রাখব আমি। আগুন ধরার সাথে সাথে নীল একটা শিখা তিরিশ সেকেন্ড ধরে জ্বলবে। এই শিখা নিবুনিবু হয়ে এলে উঠতে থাকবে তাদুকির ধোঁয়া। তখন মাথাটা একটু কাত করে সামনে ঝুঁকবে, যাতে ধোঁয়ার ঝাপটা সরাসরি তোমার মুখে লাগে। ঝোঁকার সময় শরীরের ভারটা এমনভাবে রাখবে, যাতে মাথা গুলিয়ে আসার সাথে সাথে মেঝেতে হুমড়ি খেয়ে না পড়ে চেয়ারের গায়ে এলিয়ে পড়ো। একটু সাবধান হলেই দেহের ভার এভাবে রাখা সহজ। এরপর মুখ হাঁ করে ওই ধোঁয়া ফুসফুসে টেনে নেবে। তাদুকি খুব তাড়াতাড়ি কাজ করে। সুতরাং, দুই কি তিনবার টানাই যথেষ্ট হবে।'

'বুঝেছি, লাফিং গ্যাসের মত। জ্ঞান যখন ফিরবে, তখন যেন দেখি না যে, ফোকলা হয়ে গেছি–তাহলেই হলো। শেষবার যখন নেশাটা করি তখন বুঝলে–'

'ফাজলামো থামাও, গুড। এটা সিরিয়াস ব্যাপার, ফাজলামোর কোন বিষয় নয়।'

'এরকম মজার একটা ব্যাপার সিরিয়াস হয়ে গেল? লে বাবা! আর কিছু করতে হবে?'

www.BanglaBook.org

'না। যদি নির্দিষ্ট কাউকে দেখতে চাও, তাহলে, ইউ মাইট কনসেনট্রেট ইওর থট্‌স অন হিম–'

'হিম! প্রথম যে জাহাজে কাজ পাই, সেটার নেভিগেটিং লেফটেন্যান্ট ছাড়া আমি আর কোন পুরুষের কথা ভাবতে চাই না।'

'বেশ। দেন কনসেনট্রেট ইওর থটস অন "হার"।'

'তাহলে আর খামোকা বকবক করছ কেন? কেউ কি কোন পুরুষের দেখা পাবার জন্যে বিষ পান করতে পারে?'

'আমি পারি,' দৃঢ় কণ্ঠে বললাম।

'মিথ্যে কথা,' বিড়বিড় করল গুড। 'তো, তোমার ওই কয়লা পোড়ানোর জন্যে এত তাড়াহুড়ো করছ কেন বাপু? আমি এখনও তৈরি হইনি। মনে হচ্ছে, দুঃস্বপ্ন দেখতে যাচ্ছি আমরা।'

'না,' লেডি র‍্যাগনালের অনুকরণে জ্বলন্ত কাঠের টুকরো তাদুকিতে ফেলতে ফেলতে বললাম আমি। 'এখন ভালভাবে বসো, গুড। জানি না, কি ঘটতে চলেছে! অর্ধেক ডোজও তোমাকে চিরকালের মত পাগল বানিয়ে ফেলতে পারে। ওই দেখো, নীল শিখা বেরোচ্ছে। মুখ হাঁ করে যেভাবে বলেছি, সেভাবে শরীরের ভার রেখে বসো। মাথা ঘোরা শুরু হলে তৃতীয়বার টান দিয়েই পেছনে হেলান দিও।'

নীল শিখা নিবুনিবু হয়ে আসার সাথে সাথে সেই রহস্যময় ধোঁয়া তরঙ্গায়িত হয়ে উঠল।

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, এসো,' বলে গুড এত জোরে মাথা নামিয়ে আনল যে, ঠাস করে বাড়ি খেলো আমার মাথার সাথে।

বিড়বিড় করে উঠল গুড, যা না করাই ভাল ছিল। কারণ, ও প্রায় এমন সব কথা বলে, যেগুলো ছাপার অযোগ্য। একটু পরই ওর কথা আর কানে এল না। ও যে সাথে আছে, এটাও ভুলে গেলাম।

ভীষণ স্বচ্ছ হয়ে এল ভেতরটা। মনে হলো, প্লেটো বা অন্যান্য গ্রীক মহাপণ্ডিতদের মত পৃথিবীর যাবতীয় সমস্যা সম্বন্ধে আলোচনা করে চলেছি। যতটুকু মনে পড়ে, আলোচনার একটা বিষয়বস্তু ছিল--পুনর্জন্ম সম্ভব কিনা। ধীরে ধীরে এই অবস্থা কেটে গেল। এবারে মনে হলো, অসীম একটা মই-য়ে উঠে আকাশ ছোঁয়ার চেষ্টা করছি।

একটা করে ধাপ উঠছি আর নিচের ধাপটা অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। নিচে মুখ ব্যাদান করে আছে নিকষ কালো অন্ধকার। নামার আর উপায় নেই। শুধু উঠে যেতে হবে। যতই উঠছি, বিষাদে ছেয়ে যাচ্ছে মন। মাথায় আসছে হাজারো রকম অদ্ভুত চিন্তা।

হঠাৎ মনে হলো, আমার পুনর্জন্ম হয়েছে। অদৃশ্য একটা হাত আমাকে ক্রমেই এগিয়ে নিয়ে চলেছে সামনের দিকে। কানের কাছে কে যেন ফিসফিস করে বলছে:

'এই তো তুমি এসে গেছ অতীতে। পুনর্জন্মে তুমি তো অবিশ্বাস করতে। দেখো, চেয়ে দেখো, তোমার পুনর্জন্ম হয়েছে কিনা। হে অবিশ্বাসী, দেখো।

২–নেশা

www.BanglaBook.org

দেখো এবং বিশ্বাস করো।'

এবারে র‍্যাগনাল ক্যাসলে যেমন অনুভূতি হত, তেমনি হলো। এই আমি, আজকের অ্যালান যেন বদলে গেলাম। চিন্তাশক্তিটা আধুনিক মানুষের মতই রইল। কিন্তু আমি যেন প্রবেশ করলাম আরেকটা দেহের খোলসে। যার সমাজ, চালচলন, আশা-আকাঙ্ক্ষা, ভয়, ভালবাসা, ঘৃণা আমি চিনি।

যে কণ্ঠটা কানের কাছে ফিসফিস করছিল, দেখতে না পেলেও আমি নিশ্চিত, ওটা লেডি র‍্যাগনালের কণ্ঠ। ধীরে ধীরে কণ্ঠটা সুদূরে মিলিয়ে গেল। আলগা হলো হাতের বাঁধন।

আমি একজন মানুষকে দেখলাম। ঠাণ্ডায়, ঊষার ক্ষীণ আলোর নিচে পেছন ফিরে দাঁড়িয়ে আছে। লোমশ, গভীর বুকের গাট্টাগোট্টা একজন মানুষ। বয়স হবে বছর তিরিশেক। চামড়া সাদা হলেও আধুনিক মানুষ সে নয়, এটা জানি। গায়ে তার পশুছালের পোশাক। এখনকার খুব কম মানুষের শরীরই এরকম হয়। ভীষণ ভারী শরীর অথচ হাত-পা খুব একটা মোটা নয়। ঘাড় খাটো হলেও বেশ মোটা। পাঁচ ফুট সাত ইঞ্চির বেশি লম্বা না হলেও ওজন পনেরো স্টোনের কম হবে না। কিন্তু তাকে কোনমতেই মোটা বলার উপায় নেই। অসাধারণ নিরেট একটা শরীর। মাথার মাঝখান থেকে দুদিকে ভাগ করা কালো, লম্বা চুল নেমে এসেছে কাঁধ পর্যন্ত।

মাথা ঘুরিয়ে পেছনদিকে তাকাল সে। যেন দেখে নিতে চায়, সে একা কিনা, পিছু নেয়নি তো কোন বুনো জানোয়ার। মুখটা চোখে পড়ল এবার। অল্প খাড়া, চওড়া কপাল। লোমশ ভ্রূর নিচে গভীর একজোড়া বড় বড়, ধূসর চোখ। মুহূর্তে এদিক-ওদিক নেচে বেড়াচ্ছে চোখের তারা। কিন্তু স্থির অবস্থায় যেন বিষণ্ণ, ভীষণ চিন্তাযুক্ত। সোজা নাক, তাতে বড় বড় ফুটো। বোঝা যায়, এই মানুষ কুকুর বা হরিণের মতই ঘ্রাণশক্তির অধিকারী। মানানসই মুখে কিছুটা মোটা ঠোঁট। চমৎকার, ঝকঝকে দাঁত, আমাদের চেয়ে কিছুটা চওড়া। অত্যন্ত ভারী চিবুকে খাটো খাটো দু'মুঠো দাড়ি, যদিও গালে একটুও দাড়ি নেই।

হাত দুটো খুব লম্বা। মধ্যমার ডগা নেমে এসেছে প্রায় মালাইচাকি পর্যন্ত। কোমরের নিচে কিল্ট*-এর মত একটা পোশাক। কাঁধের ওপর ভারী, লোমশ একটা আলখাল্লা। মনে হলো, ভালুকের চামড়ার। বাঁ হাতে খাটো হাতলওয়ালা একটা বর্শা। ফলকটা চকমকি বা অন্য কোন শক্ত, উজ্জ্বল পাথরের তৈরি। কোমরবন্ধে কাঠের হাতলওয়ালা একটা কুঠার গোঁজা। দু'পাউন্ড ওজনের একটা ভারী, ধারাল পাথর হাতলের চেরা প্রান্তের মাঝখানে ঢুকিয়ে তৈরি করা হয়েছে কুড়ালের ফলক। ফলকটার ওপর এবং নিচ, দুদিক থেকেই জানোয়ারের পেশির রগ দিয়ে শক্ত করে বাঁধা হয়েছে।

ঘোরের মাঝে বুঝতে পারলাম, আমি অ্যালান, আজকের আধুনিক মানুষ,

* স্কটল্যান্ডীয়দের ঝালরওয়ালা ঘাগড়াবিশেষ।

www.BanglaBook.org

ঢুকে গেছি হাজার হাজার বছর আগের ওই নিষ্ঠুর, শক্তিশালী মানুষটার দেহে। দেহ-মন একাকার হয়ে গিয়েছে আমাদের। জানি না কেন, মনে হলো, আমার সামনে দাঁড়িয়ে আছে আমার সুপ্রাচীন পূর্বপুরুষ, যাদের অস্তিত্ব বাদ দিলে আমারও অস্তিত্ব থাকে না।

আমি, অ্যালান কোয়াটারমেইন এখন মূল দৃশ্য থেকে সরে যাব। আমি আর অ্যালান নই। আমি ওয়াই। শিকারী ওয়াই। ছোট একটা আদিম গোত্রের হবু সর্দার। এই গোত্রের কোন নাম নেই, নামের দরকারও নেই। ওয়াই বিশ্বাস করে, পৃথিবীতে তাদের গোত্রের অধিবাসী ছাড়া আর কোন মানুষ নেই। ওয়াই বহু প্রাচীন মানুষ। কিন্তু তার চিন্তাধারা তার যুগের তুলনায় অনেক উন্নত। সুতরাং ওয়াই হলো আদিম যুগের একজন আধুনিক মনের মানুষ। তার আত্মা গোপন যে গল্প শোনাল আমার আত্মাকে, সেই গল্পই আমি শোনাব আমার আধুনিক ভঙ্গিতে।

## তিন

BanglaBook.org

ওয়াইয়ের গোত্রের সবাই বরফ-দেবতার পুজো করে। সে-ও কতদিন ধরে এ পুজো চলে আসছে, সে জানে না। তবে একটা গল্প সে শুনেছে। তার পূর্বপুরুষেরা নাকি শীতের প্রকোপে দক্ষিণ-পুবদিক সরতে সরতে ওই পাহাড় পেরিয়ে এখানে এসে উপস্থিত হয়েছে। উঁচু, বরফে মোড়া পাহাড়গুলো থেকে ভেসে এসেছে বিশাল বিশাল হিমবাহ। এই নীল-কালো হিমবাহগুলোর মধ্যেই দেবতারা বাস করে। বরফ পাহাড়ের মাঝখানে জন্মগ্রহণ করে দেবশিশুরা। বসন্তকালে উপত্যকার কালো জঠর থেকে বেরিয়ে আসে তারা বড় বড় বরফস্তূপে ভর করে। ভেসে চলে যায় দক্ষিণদিকে। প্রধান হিমবাহটা খুব সামান্যই নড়াচড়া করে। এটাই দেবতাদের বাসস্থান।

বুড়ো আর্ক এই গোত্রের জীবিত সবার জন্ম দেখেছে। শৈশবে সে নাকি তার দাদার মুখে একটা গল্প শুনেছিল। দাদার যৌবনকালে হিমবাহটা নাকি এখনকার মত উপত্যকার অতটা ওপরে ছিল না। ঢালের গায়ে চূড়ো পর্যন্ত ছিল লম্বা পাইনের বন। অধিকাংশ সময়েই বরফগুলো কালো দেখায়। ভেতরে দেবতারা কথা বললে বরফ আর্তনাদ করে, শব্দ করে ফেটে যায়। এই দেবতারা কে বা কেমন হতে পারে, জানে না ওয়াই। শুধু এটুকু জানে, তার পূর্বপুরুষেরা দেবতাদের বিশ্বাস করেছে, ভয় পেয়েছে। সে-ও বিশ্বাস করে, ভয় পায়। কারণ, দেবতাদের ক্ষমতা সাংঘাতিক। গোত্রের ভাগ্য সম্পূর্ণ নির্ভর করে এদের হাতে।

শরৎকালে, কুয়াশার মাঝে অনেকে হিমবাহের সামনে বড় বড় ছায়ামূর্তিকে ঘোরাফেরা করতে দেখেছে। মূর্তিগুলো কখনও কখনও গোত্রের সবাই যেখানে বাস করে, সেই সৈকতেও নেমে আসে! এদের হাসির শব্দও

নেশা

www.BanglaBook.org

শুনেছে কেউ কেউ। তাদের পুরোহিত, জাদুকর নগী ও তার প্রেমিকা ডাইনী তারেন–যে দিনের বেলা অদৃশ্য হয়ে থাকে, বেরোয় শুধু রাতে, বলে, তারা নাকি দেবতাদের সাথে কথাও বলেছে। দেবতারা ওদের গোপন দৈবজ্ঞান দিয়ে যায়। অথচ ওয়াই রাতে দেবতাদের মুখোমুখি বসে থেকেছে। কিন্তু দেবতারা কখনও তার সাথে কথা বলেনি। দেবতারা এতই নিঃশব্দ হয়ে থাকে যে, ওয়াইয়ের যখন পেটভরা থাকে, মন খুশি, শিকার ভাল হয়, তখন সে দেবতাদের এইসব গল্পের ব্যাপারে সন্দিহান হয়ে পড়ে। বরফের ভেতর থেকে যখন শব্দ ভেসে আসে, সেগুলোকে তার দেবতাদের আলাপ মনে হয় না। মনে হয়, বরফ জমে যাওয়ার জন্যে বা গলার ফলেই এমন শব্দ হচ্ছে।

তবে, অবিশ্বাসের মাঝে কিছু জিনিস আছে, যা তাকে বিশ্বাস করতেই হয়। বরফের মাঝে একজন দেবতা আছে। আলো ওখানে গিয়ে ঠিকরে পড়লেই শুধু তাকে দেখা যায়। যুগ যুগ ধরে গোত্রের সবাই এই দেবতাকে ডাকে স্লীপার বলে। ঘুমন্ত দেবতা। কারণ, এই দেবতা কখনোই স্থান পরিবর্তন করে না। ওয়াই এই দেবতার সম্বন্ধে বিশেষকিছু জানতে পারেনি। শুধু দেখেছে এর লম্বা নাক, গোড়াটা গাছের মত মোটা, ডগার দিকটা ক্রমে সরু হয়ে এসেছে। নাকের দু'পাশে, প্রকাণ্ড মাথার ভেতর থেকে বেরিয়ে এসেছে বিরাট, বাঁকানো দাঁত। মাথার পেছনে তিমির মত ফোলানো বিশাল শরীর। শরীরের সবটুকু দৃষ্টিগোচর হয় না।

এই দেবতাকে ওয়াই অস্বীকার করতে পারে না। কারণ, কেউ একে ঘুরে বেড়াতে বা কথা বলতে দেখেনি। ওয়াই বুঝতে পারে না, এই দেবতা বরফের মাঝে চিরদিন ঘুমানোর ব্যাপারটাই বা বেছে নিল কেন।

ওয়াই তার সুন্দরী বৌ, আকার সাথে তর্ক করার পর এই হিমবাহে উঠেছে দেবতাদের পরামর্শ নিতে। নির্দিষ্ট একটা ব্যাপারে তাদের মতামত জানতে। চারদিকে তখনও অন্ধকার। ওয়াই যে জন্যে এসেছে তা হলো:

বিশালদেহী, হিংস্র হেঙ্গা তাদের গোত্রপ্রধান। জন্মেছে ওয়াইয়ের দশ বসন্ত আগে। যে সবচেয়ে শক্তিশালী, সে-ই হবে গোত্রের শাসনকর্তা–এটাই নিয়ম। যদি অন্য কেউ শাসনকর্তা হতে চায়, তাহলে হেঙ্গা যে গুহাতে থাকে, সেখানে গিয়ে তাকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করতে হবে। যুদ্ধে হেঙ্গাকে খুন করতে পারলে সে হবে গোত্রপ্রধান। যতদিন পর্যন্ত এটা কেউ না পারবে, ততদিন হেঙ্গাই গোত্রপ্রধান থাকবে। সে গোত্রপ্রধান হয়েছিল তার বাবাকে খুন করে।

গোত্রের অধিবাসীদের সাথে সে এখন নিষ্ঠুরতার চূড়ান্ত করছে। কোন কাজ করে না। অন্যের খাবার, পোশাক কেড়ে নেয়। মেয়েদেরও ছিনিয়ে নেয় সে বাবা-মা বা স্বামীর কাছ থেকে। তারপর কিছুদিন ইচ্ছেমত ভোগ করে ছুঁড়ে ফেলে দেয়। অথবা হত্যা করে ছিনিয়ে নেয় আরেকজনকে। তার এই অত্যাচারে বাধা দেবার মত কেউ নেই। কারণ, সবাই তাকে পবিত্র মানুষ ভাবে। পবিত্র মানুষ যা খুশি তা-ই করতে পারে। তাকে বাধা দেয়ার একটামাত্র

www.BanglaBook.org

রাস্তাই আছে। দ্বন্দ্বযুদ্ধে তাকে পরাজিত ও হত্যা করা। তাহলে সে হবে নতুন শাসনকর্তা। হেঙ্গার গুহাটাও সে পাবে। কিন্তু কি লাভ তাতে? সে-ও নজর দেবে মেয়েদের ওপর। করবে নিজের পছন্দমত অত্যাচার। তারপর একদিন সে-ও নিহত হবে দ্বন্দ্বযুদ্ধে। সুতরাং কোন বুড়োমানুষ এই গোত্রের প্রধান হয়ে থাকতে পারে না। বয়স সবার শক্তি কেড়ে নেবে। আর তখন কোন যুবক, যে তাকে ঘৃণা করে, হত্যা করে ছিনিয়ে নেবে কর্তৃত্ব। এজন্যে পারতপক্ষে গোত্রপ্রধান হতেও চায় না বেশির ভাগ অধিবাসীই। কারণ, তাহলে একদিন না একদিন মরতেই হবে। সে মৃত্যু বীভৎস, রক্তক্ষয়ী। অন্তত ওইভাবে মরার চেয়ে অত্যাচার সহ্য করা ভাল।

এসব জেনেশুনেও গোত্রপ্রধান হতে চায় ওয়াই। হেঙ্গার নিষ্ঠুরতা ও কুশাসন তার ভয়ানক অপছন্দ। তাছাড়া সে জানে, হেঙ্গাকে সে না মারলে ঈর্ষার বশবর্তী হয়ে হেঙ্গা তাকে ঠিকই মারবে। ওয়াই গোত্রের সেরা শিকারী। তার জন্যেই সবাই মাংস খেতে পায়। গোত্রের সবাই তাকে ভালবাসে, নইলে হেঙ্গা অনেক আগেই তাকে মেরে ফেলত। হেঙ্গা জানে, গোত্রের সবাই যাকে ভালবাসে তাকে মারলে সবার ঘৃণা তার ওপর এসে পড়তে পারে। তবে, সামনাসামনি হত্যা করার সাহস না থাকলেও গুপ্তহত্যার চেষ্টা চালাতে কসুর করছে না হেঙ্গা। এই তো কিছুদিন আগে ওয়াই যখন তার গর্তের ফাঁদগুলো পরীক্ষা করতে গিয়েছিল, একটা বর্শা সাঁই করে চলে গেছে তার পাশ দিয়ে। বর্শাটা তুলে নিয়েই পালিয়ে এসেছে ওয়াই। বর্শাটা হেঙ্গার। পচা কাৎলা মাছ ও শেকড়-বাকড় মিলিয়ে তৈরি করা তীব্র বিষ মাখানো ছিল ওটার ফলায়। শিকার করতে হেঙ্গাও মাঝে-সাঝে এই বিষ ব্যবহার করে। এই ঘটনা সে বলেছে শুধু তার বৌ, আকা-কে।

এরপর ঘটেছে আরেক জঘন্য ঘটনা। এক ছেলে, এক মেয়ে ও বৌ-এই হলো ওয়াইয়ের সংসার। ছেলে ফো-র বয়েস দশ বছর। এই ছেলেই পৃথিবীতে ওয়াইয়ের সবচেয়ে ভালবাসার জিনিস। মেয়ে ফোয়া-র বয়েস নয়। গোত্রে সবার পরিবারই ছোট। ছেলেপিলে খুব কম। কারণ, শিশুমৃত্যুর হার খুব বেশি। ঠাণ্ডায়, খাবারের অভাবে ও নানাবিধ অসুখে বহু শিশু মারা যায়। তাছাড়া, মেয়ে হলে অনেক বাবা-মা-ই তাদের পরিত্যাগ করে। ফেলে দিয়ে আসে বনে। সেখানে হয় অনাহারে নয়তো বন্যজন্তুর কবলে পড়ে মারা যায় সে মেয়ে।

এক সন্ধ্যায় ফোয়াকে পাওয়া গেল না। সবাই ভাবল, বন থেকে নেকড়ে বা ভালুক এসে নিয়ে গেছে। আকা কাঁদল। ওয়াই মেয়েকেও খুব ভালবাসত। প্রথমে খুঁজেপেতে দেখল সে। পেল না। তারপর যখন দেখল আশেপাশে কেউ নেই, সে-ও কাঁদল।

দুদিন পর সকালে কুটির থেকে বেরোতেই দরজার কাছে চামড়ায় মোড়া একটা জিনিস তার চোখে পড়ল। মোড়ক খুলতেই ভেতর থেকে বেরিয়ে পড়ল ফোয়া। ঘাড় ভাঙা। গলায় বড়, মোটা মোটা আঙুলের ছাপ। ওয়াই

www.BanglaBook.org

বুঝতে পারল, এটা কার কাজ। এর আগে গোত্রপ্রধান ছাড়া আর কাউকে হত্যা করা হয়নি। মেয়ের দখল বা রাগারাগিকে কেন্দ্র করে হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়েছে বটে, কিন্তু সেটা সংখ্যায় খুবই কম। গোত্রের মানুষজনকে সে যখন মেয়ের মৃতদেহ দেখাল, দুই একবার মাথা ঝাঁকিয়ে নীরব হয়ে গেল সবাই। যাকে খুশি তাকে হত্যা করার অধিকার তো হেঙ্গার আছে!

শিরায় শিরায় রক্ত গর্জে উঠল ওয়াইয়ের। বৌ-কে সব কথা খুলে বলল সে। হেঙ্গার সাথে লড়তে চায়।

'হেঙ্গাও তাই চায়,' জবাব দিল আকা, 'সে তো একটা গাধা, ভাবে, লড়াইয়ে তোমাকে খতম করতে পারবে। আমি তো বহুদিন থেকে এটা চেয়েছি। কারণ, আমি জানি, তুমি ওকে হারাতে পারবে। কিন্তু তুমি তো কোনদিন আমার কথা শুনতে চাওনি।'

এরপর আর কথা না বাড়িয়ে চামড়ার কম্বল মুড়ি দিয়ে ঘুমানোর ভান করল আকা।

সকালে সে বলল:

'ওয়াই, শোনো। ঘুমের মধ্যে একটা বুদ্ধি পেলাম। মনে হলো, ফোয়া যেন এসে দাঁড়িয়েছে সামনে। বলছে:

'বাবা রাতের বেলা বরফ-দেবতাদের কাছে গিয়ে প্রার্থনা করুক। তাদের পরামর্শ চাক। হিমবাহের চুড়ো থেকে যদি একটা পাথর গড়িয়ে পড়ে তাহলে বুঝতে হবে, দেবতারা তাকে লড়াই করতে বলছে। বাবা যেন তখন লড়াই করে আমার হত্যার প্রতিশোধ নেয়। কেড়ে নেয় হেঙ্গার সর্দারি। আর, পাথর যদি গড়িয়ে না পড়ে তাহলে বুঝতে হবে, দেবতারা নিষেধ করছে। তবুও যদি বাবা লড়ে, হেঙ্গার হাতে মারা পড়বে সে। হেঙ্গা পরে ফো-কেও হত্যা করবে। তারপর তোমাকে নিয়ে গিয়ে তার আরেকটা বৌ বানাবে। আমাদের মরা মেয়ে এসে যখন অমন করে বলছে, এই কথা তোমার শোনা উচিত। বরফ দেবতাদের কাছে গিয়ে প্রার্থনা করো। দেখো, তারা কি বলে।'

ওয়াই তার বৌয়ের দিকে তাকাল সন্দেহের চোখে। এই গল্প খুব একটা বিশ্বাস হয়নি তার। জবাব দিল:

'এ ধরনের একটা স্বপ্নের ওপর পুরোপুরি নির্ভর করা ঠিক নয়। তবে, আমি জানি, হেঙ্গা একজন ভীষণ শক্তিশালী, ভয়ঙ্কর মানুষ হওয়া সত্ত্বেও তুমি চেয়েছ, আমি তার সাথে লড়ি। আচ্ছা, ওর সাথে লড়াইয়ে আমি যদি মারা যাই, তাহলে তোমার ও ফো-র কি দশা হবে?'

'ভাগ্যে যা আছে, তার চেয়ে বেশি কিছু হবে না, স্বামী। গোত্রের সবাই বলাবলি করবে, মেয়ের মৃত্যুর প্রতিশোধ নেয়ার সাহস ওয়াইয়ের নেই। বলো, লড়াই না করে ভীতুর মত বেঁচে থেকে এসব কথা সহ্য করা কি ভাল হবে?'

'জানি না, বৌ, জানি না। এসব কথা যদি বলাবলি হয়, তাহলে বলব, এসব মিথ্যে। আমি ফো আর তোমার কথা ভাবছি। আমার কথা মোটেও নয়।'

www.BanglaBook.org

'তাহলে যাও, স্বামী। দেখো, বরফ দেবতারা কি সঙ্কেত দেয়।'

'হ্যাঁ, যাব। কিন্তু আকা, ঘটনা অন্যরকম ঘটলে তার জন্যে পরে আমাকে দোষ দিতে পারবে না।'

'ঘটনা অন্যরকম ঘটবে না,' ফোয়ার মৃত্যুর পর এই প্রথম হাসল আকা।

সে জানে, লড়াই করলে ওয়াই জিতবেই। হেঙ্গা মারা গেলে ফোয়ার মৃত্যুর প্রতিশোধ নেয়া হবে। সেইসাথে ওয়াই হবে গোত্রের সর্দার। তবে, এ কথা ভেবে সে হাসেনি। ঊষালগ্নে হিমবাহের চুড়ো থেকে একটা পাথর গড়িয়ে পড়বে, এ ব্যাপারে সে নিশ্চিত।

সেইরাতে চুপিসারে বেরিয়ে পড়ল শিকারী ওয়াই। পাহাড়ের ভাঙাচোরা পথ পেরিয়ে একসময় এসে দাঁড়াল বিশাল হিমবাহের পাদদেশে। চারপাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে ক্ষুধার্ত নেকড়ের পাল। তারা ওয়াইয়ের গন্ধ পেয়ে ঘিরে ধরল। অন্ধকারে জ্বলজ্বল করে জ্বলতে লাগল তাদের চোখ। কিন্তু সে শিকারী, নেকড়েকে ভয় পাবে কেন। তাছাড়া, মেয়ের শোকে হিংস্র হয়ে গিয়েছিল সে। চিৎকার ছেড়ে সে আক্রমণ করল ধাড়ি, পালের গোদাটাকে। গলায় বসিয়ে দিল বর্শা। মোচড়াতে লাগল নেকড়েটার শরীর, লাল চোয়ালের ভেতর থেকে বেরিয়ে পড়ল দাঁত। কড়মড়াতে লাগল। এবার পাথরের কুঠারের এক ঘায়ে নেকড়েটার মগজ বের করে দিল ওয়াই। বিড়বিড় করতে লাগল:

'এভাবেই হেঙ্গা মরবে! এভাবেই হেঙ্গা মরবে।'

সর্দারের এ অবস্থা দেখে পালিয়ে গেল অন্য নেকড়েগুলো। মৃতদেহটা টেনে নিয়ে গিয়ে একটা পাথরের ওপর রাখল ওয়াই, যাতে অন্য নেকড়েগুলো পৌঁছতে না পারে। সকালে এটার ছাল খুলবে।

শেষমেষ হিমবাহের মুখোমুখি হলো সে। চন্দ্রালোকে ঈষৎ ঝিকমিক করছে। চওড়ায় চারশো ধাপ মত হবে। এখানে সে এসেছিল বারো চাঁদ আগে। স্রোতে ভেসে আসা একটা কাঠের দণ্ড ঢুকিয়ে দিয়েছিল দুই পাথরের মাঝখানে। আরেকটা পাঁচ ধাপ নিচে। কারণ, তার মনে হয়েছিল, বরফ এগিয়ে আসছে।

আসলেও তাই। প্রথম দণ্ডটা অদৃশ্য হয়েছে। হিমবাহ পৌঁছেছে দ্বিতীয়টার প্রায় কাছে। দেবতারা জেগে গেছে! চলেছে তারা সাগরের দিকে!

ওয়াইয়ের সারা শরীর কেঁপে উঠল। ঠাণ্ডায় নয়, ঠাণ্ডা তার গা সওয়া। ভয়ে। এই জায়গাটা তার কাছে ভয়ঙ্কর মনে হয়। এটা দেবতাদের আবাস, যারা সবসময় ক্রুদ্ধ থাকে। হঠাৎ তার মনে হলো, দেবতাদের তুষ্ট করার মত কিছুই আনা হয়নি। আবার সে ফিরে গেল নেকড়ের মৃতদেহের কাছে। বর্শা আর কুঠার দিয়ে অতিকষ্টে বিচ্ছিন্ন করল ধূসর মাথাটা। তারপর সেটা এনে হিমবাহের নিচের দিকের একটা পাথরের ওপর রেখে বিড়বিড় করে বলল:

'এখনও রক্ত ঝরছে, আর দেবতারা রক্ত পছন্দ করে। আমি শপথ করে বলছি, হেঙ্গাকে মারতে পারলে তাকেও সমর্পণ করব দেবতাদের পায়ে। নেকড়ের মাথার চেয়ে অনেক ভাল হেঙ্গার মাথা।'

www.BanglaBook.org

এবারে হাঁটু গেড়ে বসে প্রার্থনা করতে লাগল সে:

'হে শক্তিশালী দেবতাগণ, হে ঘুমন্ত দেবতা, ওয়াই সর্বান্তকরণে তোমাদের পুজো করছে। তোমাদের কাছে প্রার্থনা করছে, তাকে সঙ্কেত দাও। হেঙ্গা গোত্রের মানুষের ওপর অত্যাচার চালাচ্ছে। সবাই মুখ বুজে যন্ত্রণা সহ্য করছে। কিন্তু গোত্রের পুরানো নিয়ম অনুসারে বিদ্রোহী হতে পারছে না। আমি, ওয়াই, তার সাথে লড়তে চাই। সে বুনো ষাঁড়ের মত শক্তিশালী। সে যদি আমাকে পরাজিত করে তাহলে শুধু আমাকে হত্যা করেই ক্ষান্ত হবে না। আকাকে নিয়ে যাবে। আমার ছেলে ফো-কে হত্যা করবে। হয়তো তার মাংসও খাবে। তাদের কথা চিন্তা করে আমি লড়াই করতে ভয় পাচ্ছি। তবু, হেঙ্গার অত্যাচারের প্রতিশোধ নিতে চাই আমি। ওর গুহা দখল করে জনগণের মধ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে চাই। তাদের খাবার কেড়ে খেতে চাই না, বরং তাদের জন্যে খাবার জমিয়ে রাখতে চাই। মেয়েদের ছিনিয়ে নিতে চাই না, বরং যাদের বৌ নেই তাদের দিতে চাই। হে দেবতাগণ, তোমাদের জন্যে নিয়ে এসেছি সদ্য কাটা নেকড়ের মাথা। এর চেয়ে ভাল দেবার মত কিছু নেই আমার। তবে হেঙ্গাকে যদি হত্যা করতে পারি, তাহলে ওকেও এনে দেব তোমাদের। কারণ, আমাদের পূর্বপুরুষরা সবাই বলে গেছে, রক্ত তোমাদের খুব পছন্দ।'

ওয়াই থামল। আর কি বলতে হবে, বুঝতে পারছে না সে। হঠাৎ মনে পড়ল, সে দেবতাদের অনুরোধ করেনি। তাই বলল:

'আমাকে দেখাও, আমার কি করা উচিত। সেই পুরানো রীতি অনুসারে আমি কি হেঙ্গাকে সরাসরি দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করব? নাকি আকা, ফো ও নেকড়ে-মানব—বেঁটে জ্ঞানী প্যাগকে সাথে করে নিয়ে পালিয়ে যাব জঙ্গলের ওপারে? আমাকে সঙ্কেত দাও দেবতা। যদি আমাকে লড়তে হয়, তাহলে পাহাড়ের মাথা থেকে গড়িয়ে দাও একটা পাথর। আর যদি পালাতে হয়, তাহলে কোন পাথর ফেলো না। সূর্য ওঠার পরেও একঘণ্টা এখানে থাকব আমি। যদি পাথর পড়ে, গিয়ে হেঙ্গাকে লড়াইয়ে আহ্বান করব। আর, পাথর না পড়লে রাতের আঁধারে পালিয়ে যাব আকা আর ফো-কে নিয়ে। প্যাগ যেতে চাইলে ওকেও সাথে নেব। কিন্তু আমরা যদি পালাই, হে দেবতাগণ, ক্ষতি হবে তোমাদেরই। তোমরা পূজারী হারাবে।'

প্রার্থনা শেষ করল ওয়াই। প্রার্থনার শেষ লাইনটা তার খুব পছন্দ হয়েছে। কথাটা হঠাৎ করেই মুখে এসে গেছে। বলার আগের মুহূর্ত পর্যন্ত জানত না, এরকম কথা বলবে। প্রার্থনা শেষে ভীষণ ক্লান্তি অনুভব করল সে। সারাদিন শিকার করে বা মাছ ধরেও এত ক্লান্তি লাগে না তার। হাঁটু গেড়ে সে চুপচাপ চেয়ে রইল সামনের বরফখণ্ডটার দিকে। সে জানে, দেবতারা ইচ্ছে করলে খুব দ্রুত এগিয়ে আসতে পারে। একেবারে নিচে না যাওয়া পর্যন্ত দ্রুততা বাড়তেই থাকে।

একটা কথা ভেবে বিস্মিত হলো সে। বছরে মাত্র ছোট দু'একটা দেবতা এগিয়ে আসে। যদি সবগুলো দেবতা একবারে এগিয়ে আসে, তাহলে কেমন

www.BanglaBook.org

হবে! বনের ভেতর থেকে একবার বরফ-শিশুকে জন্ম দিতে দেখেছে সে। পশ্চিম উপত্যকার দিক থেকে বিদ্যুদ্‌বেগে নেমে এল বরফ-শিশু। ভীষণ বেগে গিয়ে পড়ল সাগরে। লাফিয়ে আকাশ ছুঁয়ে ফেলল জলরাশি। তবে, কারও কোন ক্ষতি হয়নি। শুধু সৈকতে রোদ পোয়ানোর দু'একটা সীল আহত হতে পারে। কিন্তু অন্যসব ছোট হিমবাহের সাথে মাঝের বিশাল হিমবাহটাও যদি বরফ-শিশুর জন্ম দেয়, তাহলে কি ভয়াবহই না হবে ব্যাপারটা! নিচের সৈকতে বসবাসকারী তাদের গোত্রের একজন মানুষও বাঁচবে না। পৃথিবী জনশূন্য হয়ে যাবে।

পৃথিবী সম্বন্ধে কোন ধারণা অবশ্য ওয়াইয়ের নেই। কয়েক মাইল জুড়ে যে সৈকত, বন আর পাহাড়—এটাই তার পৃথিবী। অনেক উঁচুতে উঠে সে অবশ্য দূরে আরও সৈকত, বনভূমি, এমনকি পাহাড় দেখেছে। কিন্তু সেসব তার কাছে স্বপ্নপুরী। অন্তত সেখানকার কোন মানুষ তো তার চোখে পড়েনি। চোখে পড়েনি তাদের রান্নার আগুনের ধোঁয়া বা কানে আসেনি তাদের কথাবার্তার আওয়াজ। গল্প অবশ্য শোনা যায়, মানুষ নাকি আরও আছে। জ্ঞানী, বেঁটে প্যাগও তাই ভাবে। কিন্তু ওয়াই বাস্তববাদী মানুষ। এসব গল্পের কোন দাম তার কাছে নেই। এই যে নিচের সৈকতে বাস করছে মানুষ, এরাই তার কাছে সব। এরা যদি মারা যায়, পৃথিবী তাহলে হয়ে পড়বে জনশূন্য।

তবে, এদের ভাগ্যে যা-ই হোক, আকো আর ফো বেঁচে থাকলেই হলো। মানুষ মারা গেলে সীল, পাখি, মাছ—বিশেষ করে স্যামন ও ফুটকিওয়ালা ট্রাউট খুব খুশি হবে। কারণ, তখন আর তাদের কেউ শিকার করবে না। জীবন হয়ে উঠবে নির্বিঘ্ন।

এসব সুদূরপ্রসারী ধারণা তাকে ক্লান্ত করে। কারণ, সে সবে চিন্তা করতে শিখেছে। সুতরাং চিন্তা বাদ দিয়ে আবার সে তাকাল সামনের বরফের দিকে। অন্ধকারকে ধীরে ধীরে হটিয়ে দিচ্ছে আলো। অল্পক্ষণের মধ্যেই সূর্য উঠবে। কতরকম মুখ বরফ দেবতার। বড়, ছোট, কিম্ভূত। আলো-ছায়ার পরিবর্তনের সাথে সাথে তাদের চেহারাও পরিবর্তিত হয়। সন্দেহ নেই, এরা নিচুস্তরের দেবতা। কিন্তু সংখ্যায় সম্ভবত এরাই বেশি। তবে, সবাই যেমন বদ, তেমনি নিষ্ঠুর। এখন কুঁতকুঁতে চোখে, বিদ্রূপের ভঙ্গিতে তারা তাকিয়ে আছে ওয়াইয়ের দিকে।

এদের পেছনে আছে স্লীপার—বিশালদেহী ঘুমন্ত দেবতা। এই দেবতাকে সে অস্বীকার করতে পারে না। আরও ভাল করে দেখার জন্যে হামাগুড়ি দিয়ে হিমবাহের মুখোমুখি গিয়ে দাঁড়াল সে। ঠিক এইসময় পুবাকাশে উঁকি দিল সূর্য। বরফের ফাটল দিয়ে রশ্মি এসে পড়ল হিমবাহের ওপর। এত ভাল করে এর আগে সে কখনও ঘুমন্ত দেবতাকে দেখেনি।

স্লীপার আসলেই বিশাল। স্লীপারের পেছনে মানুষের দেহের মত আরেকটা মূর্তি। এই মূর্তির কথা সে অনেকবার শুনেছে, কিন্তু চোখে কোনদিন দেখেনি। ওটা কি সত্যিই মূর্তি, নাকি ছায়া? ওয়াই নিশ্চিত হতে পারল না। সূর্যের আলো

www.BanglaBook.org

ঢেকে গেল মেঘের ছায়ায়। মূর্তিটাকে আর দেখতে পেল না সে। অপেক্ষা করতে লাগল, কখন মেঘটা সরে যায়। হঠাৎ হিমবাহের একেবারে প্রান্তের একটা বড় পাথর খুলে গেল। হুড়মুড় করে নেমে এল পাথরটা। ওয়াইকে টপকে গিয়ে পড়ল সে একটু আগে যেখানটায় দাঁড়িয়েছিল, সেইখানে। প্রচণ্ড চাপে মুহূর্তে ছাতু হয়ে গেল নেকড়ের মাথা। বিরাট বিরাট লাফ দিতে দিতে ভীষণ শব্দে পাথরটা নেমে গেল সৈকতের দিকে।

'ঘুমন্ত দেবতা আমাকে রক্ষা করেছে,' নিজের মনে বলল ওয়াই। 'আগের জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকলে এতক্ষণে আমার অবস্থাও হত নেকড়েটার মাথার মত।'

চকিতে তার মনে ঝিলিক দিয়ে উঠল একটা কথা। এই পাথর তো অযথা গড়িয়ে পড়েনি। পড়েছে তার প্রার্থনার জবাবে। দেবতারা সঙ্কেত দিয়ে তার ইচ্ছায় সম্মতি জানাচ্ছে।

ঢাল বেয়ে দৌড়ে নেমে এল ওয়াই। পাহাড়ের গায়ের ছোট্ট একটা গর্তে ঢুকে বসে পড়ল। এখানে পাথর পড়ার কোন ভয় নেই। গোড়া থেকে গোটা ব্যাপারটা চিন্তা করতে লাগল সে। দ্বিধার একটা ভাব দেখা দিল তার মনে। সে দেবতাদের কি জিজ্ঞেস করেছিল? পাথর পড়লে তাকে কি হেঙ্গার সাথে লড়াই করতেই হবে? নাকি করতে হবে না? ও, হ্যাঁ, হ্যাঁ, মনে পড়েছে। আকা চায়, লড়াই তাকে করতেই হবে। গা কেঁপে উঠল তার। চোখের সামনে ভেসে উঠল হেঙ্গার দৈত্যের মত শরীরটা। ওরকম একটা লোকের সাথে লড়াই করতে চাওয়া এক কথা, আর লড়াই করা অন্য কথা। তবু, দেবতারা চায়, সে লড়ুক। তাদের আদেশ অমান্য করা সম্ভব নয়। উপরন্তু গড়িয়ে পড়া পাথরের হাত থেকে তাকে বাঁচিয়ে দেবতারা নিশ্চিত সঙ্কেত দিয়েছে, লড়াইয়ে সে জিতবে। নাকি দেবতারা চায়, হেঙ্গা তাকে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলুক? তারা তো নিষ্ঠুর, রক্ত দেখতে ভালবাসে। তাছাড়া, তারা যেরকম বদ, বদ হেঙ্গাকে জিতিয়ে দিয়েই কি তারা খুশি হবে না?

এসব প্রশ্নের উত্তর তার জানা নেই। শুধু জানে, হেঙ্গাকে লড়াইয়ে আহ্বান করবে সে। দুজন লিপ্ত হবে মরণপণ লড়াইয়ে। ধীরে ধীরে হাঁটতে হাঁটতে সৈকতের দিকে গেল সে। যেখানে নেকড়েটাকে মেরেছিল, সেখানে এসে অবাক হয়ে দেখল, কে যেন ওটার ছাল কিছুটা খুলেছে। বর্শার হাতলে চেপে বসল তার আঙুল। শিকারীর আইনে এটা অপরাধ। একজনের শিকার আরেকজন চুরি করতে পারে না। এবারে চোরের মাথাটা নজরে পড়ল ওয়াইয়ের। হাসল সে। শিথিল হলো বজ্রমুষ্ঠি। ছাল খুলেছে প্যাগ। তার ভৃত্য। ভীষণ ভালবাসে সে ওয়াইকে।

প্যাগ দেখতে অদ্ভুত। বড় মাথা, একচোখো, চওড়া বুক, লম্বা বাহু, শক্তিশালী চেহারা। মোটা খাটো খাটো পা, আট বছরের বালকের মত। থ্যাবড়া নাক, বড় মুখ। চেহারাটা অদ্ভুত হলেও নিজের চারপাশে সবসময় সে একটা কৌতুকের পরিমণ্ডল ঘিরে রাখে। যৌবন অতিক্রান্ত হয়েছে প্যাগের। শোনা

www.BanglaBook.org

যায়, সে নাকি এত কুৎসিত ছিল যে, জন্মের পরপরই ওর মা ওকে বনে ফেলে দিয়ে আসে। কারণ, প্যাগের বাবা সেসময় গিয়েছিল সীল শিকারে। সে ফিরে এসে এরকম একটা সন্তান জন্ম দেয়ার জন্যে তার ওপর রেগে যেতে পারে। তার চেয়ে বরং বললেই চলবে, মরা সন্তান জন্মেছিল।

একসময় ওর বাবা ফিরল শিকার থেকে। এই সংবাদ শুনে বনে গেল সে। সন্তানের হাড়গোড় সে একনজর দেখতে চায়। অথচ গিয়ে পেল জীবিত বাচ্চাকে। একটা চোখ পাথরের ঘায়ে নষ্ট করে দেয়া হয়েছে। মুখেও অনেক ক্ষতচিহ্ন। ওর বাবা ছিল দয়ালু। তাছাড়া, প্যাগ তার প্রথম সন্তান; বুকে জড়িয়ে ধরে বাচ্চাকে কুটিরে নিয়ে এল সে। ওর মা-কে বাধ্য করল বাচ্চার যত্ন নিতে। সে-ও খুশি মনে বাচ্চাকে লালন-পালন করতে লাগল। তবে, কেন সে ভয় পেয়েছিল, এ কথা কাউকে বলল না; প্যাগের বাবাও চেপে গেল, প্যাগকে সে ঠিক কোথায় খুঁজে পেয়েছিল।

ধীরে ধীরে বড় হয়ে উঠল প্যাগ। কিন্তু মেয়েদের প্রতি তার অন্তরে জন্ম নিল এক অনন্ত ঘৃণা। বেশিরভাগ সময় সে বনেই কাটাতে লাগল। তারপর কি জানি কি কারণে একসময় সবাই তাকে 'নেকড়ে-মানব' বলে ডাকতে লাগল। প্রকৃতি তার দেহ কুৎসিত করলেও পুষিয়ে দিল অন্যদিকে। বুদ্ধিতে সে গোত্রের সবাইকে হার মানাল। সেইসাথে দিনে দিনে বাড়ল তার জিহ্বার ধার, যে জিহ্বা সে ব্যবহার করতে লাগল মেয়েদের বিরুদ্ধে।

মেয়েরাও তাকে ঘৃণা করতে লাগল। একবার আকাল পড়লে একটা ষড়যন্ত্র করল তারা। হেঙ্গার বাবা তখন সর্দার। সব মেয়ে গিয়ে তাকে বলল, আকালের ফলে গোত্রের যে দুর্দশা তার জন্যে প্যাগই দায়ী। সর্দার প্যাগকে তাড়িয়ে দিল। ক্ষুধায়, তৃষ্ণায় প্যাগ যখন মৃতপ্রায়, সেসময় তাকে খুঁজে পেল ওয়াই। প্যাগকে তার কুটিরে নিয়ে এল সে। আকা অবশ্য তাকে খুব একটা পছন্দ করল না। তবু, ভৃত্য হিসেবে তাদের সাথে থেকে গেল প্যাগ। গোত্রের আইন আছে, যদি কেউ কাউকে মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করে তাহলে সে তার কেনা গোলাম হয়ে থাকবে। সত্যি বলতে কি, ওয়াইয়ের কাছে প্যাগ তার চেয়ে বেশি। প্যাগও তাকে ভীষণ ভালবাসে। সে ভালবাসা প্রথম সন্তানের প্রতি কোন নারীর ভালবাসা বা নববধূর প্রতি কোন তরুণের ভালবাসার চেয়েও বেশি। কারণ, তীক্ষ্ণ শীতের মধ্যে খিদেয় সে যখন ধুঁকছিল, তখন ওয়াই তাকে রক্ষা করেছে। মেয়েদের বা সর্দারের রোষের তোয়াক্কা করেনি।

'ওয়াইয়ের সাথে সে ঘুরতে লাগল ছায়ার মত। সে তার জন্যে যে কোন ত্যাগ স্বীকার, এমনকি মরতেও প্রস্তুত। ওয়াই-ও তাকে খুব ভালবেসে ফেলল। ফলে, আকা তাকে এমনিতেই ঘৃণা করত, সে ঘৃণা বেড়ে গেল আরেক ধাপ।

হেঙ্গার বাবা সব শুনে বলল যে, প্যাগকে দুবার ফেলে দিয়ে আসা হলো। অথচ দুবারই সে বেঁচে গেল। এতে বোঝা যাচ্ছে, এভাবে তার মৃত্যু হোক, দেবতারা চায় না। তবে, ওয়াই যেহেতু তার ভার নিয়েছে, তার খাবার ব্যবস্থাও ওয়াইয়েরই করতে হবে। আর লক্ষ রাখতে হবে, প্যাগ যেন কাউকে জখম না

www.BanglaBook.org

করে। ওয়াই যদি একটা একচোখো নেকড়েকে রাখতে চায়, রাখুক। এটা তার ব্যাপার। এখানে অন্য কারও মাথা ঘামানোর দরকার নেই।

এই ঘটনার কিছুদিন পরেই হেঙ্গা তার বাবাকে হত্যা করে সর্দার হয়। প্যাগের ব্যাপারটাও ধীরে ধীরে ভুলে যায় সবাই। সুতরাং, ওয়াইয়ের পরিবারে স্থায়ী আসন গেড়ে বসে প্যাগ। আকা ঘৃণা করলেও ওয়াই এবং তার সন্তানেরা প্যাগকে খুবই ভালবেসে ফেলে।

# চার

'চমৎকার চামড়া,' লাল চকমকির ছুরিটা নেকড়ের দিকে ধরে বলল প্যাগ, 'বসন্ত আসতে দেরি হচ্ছে এবার। তাই লোম ঝরে পড়তে শুরু করেনি এখনও। এটা দিয়ে একটা আলখাল্লা তৈরি করে দেয়া যাবে ফো-কে। এই গরমেও তার গরম পোশাক দরকার। সর্দি-কাশি হয়েছে বেচারার।'

'হ্যাঁ,' উদ্বিগ্নভাবে জবাব দিল ওয়াই। 'কালো, দাঁতালো ধাড়ি ভালুকটার তাড়া খেয়ে জলে নেমে পড়েছিল ফো। সে জানত, ভালুক জলে নামে না। শপথ করে বলছি, এই ভালুকটাকে শেষ করব আমি। ওর বোন, ফোয়ার জন্যেও দুঃখ পেয়েছে বেচারা।'

'ঠিকই বলেছ, ওয়াই,' দাঁত খিঁচিয়ে বলল প্যাগ, একমাত্র চোখটা ধক ধক করে জ্বলে উঠল ঘৃণায়, 'ফো দুঃখ পেয়েছে, আকা দুঃখ পেয়েছে, তুমি দুঃখ পেয়েছ, আমি, নেকড়ে-মানব প্যাগও দুঃখ পেয়েছি। ওহ্, সেদিন কেন তুমি আমাকে জোর করে শিকারে নিয়ে গেলে? আমার মন একটুও টানছিল না। বুঝতে পারছিলাম, অশুভ কিছু ঘটবে। আমি ফোয়ার সাথে থাকতে চেয়েছিলাম। কিন্তু আকা কেন তাকে ছেড়ে দিল? আমি ফোয়াকে কুটিরে রাখতে বলেছিলাম, তাই?'

'এরকমই ইচ্ছে ছিল দেবতাদের, প্যাগ,' বিড়বিড় করে বলল ওয়াই। মাথাটা ঘুরিয়ে নিল অন্যপাশে।

'দেবতা! কিসের দেবতা? এই ইচ্ছে ছিল ওই দু-পেয়ে শয়তানটার। হেঙ্গার। দাঁতাল বাঘটার। ধাড়ি, কালো ভালুকটাকে না মেরে এই বাঘটাকেই মারো, ওয়াই। আর, যদি না পারো, আমাকে অনুমতি দাও। একজন মেয়ের কথা আমি জানি, যে হেঙ্গাকে ঘৃণা করে। আর আমি তৈরি করতে পারি ভাল বিষ। খুব ভাল বিষ।'

'না। এভাবে মারা অপরাধ। এটা আমাদের ওপর অভিশাপ বয়ে আনতে পারে। তবে আমার উচিত তাকে মারা। আমি মারলে কোন দোষ হবে না। হ্যাঁ, আমি ব্যাটাকে মারবই। এ ব্যাপারে আমি দেবতাদের সাথে কথা বলেছি।'

'হুঁ, তাই তো বলি, নেকড়ের মাথাটা গেল কোথায়! তুমি পুজো দিয়েছ।

www.BanglaBook.org

তা, দেবতারা তোমাকে কি বলল, ওয়াই?'

'তারা আমাকে সঙ্কেত দিয়েছে। আকা বলেছিল, দেবতারা যদি ভাবে হেঙ্গার সাথে আমার লড়াই করা উচিত, তাহলে একটা পাথর গড়িয়ে পড়বে। পাথর গড়িয়ে পড়েছে। অল্পের জন্যে বেঁচে গেছি। আমি সেসময় বরফের একেবারে কাছে গিয়ে মহাদেবতা স্লীপারকে দেখছিলাম।'

'আমার বিশ্বাস হয় না, ওটা দেবতা, ওয়াই। ওটা অজানা কোন জানোয়ার। পেছনে যে মানুষের ছায়া, সে একজন শিকারী। জানোয়ারটাকে শিকার করতে এসে দুজনেই আটকা পড়ে যায় তুষারে। তারপর জমে বরফ হয়ে যায়।'

ওয়াই তাকিয়ে রইল প্যাগের দিকে। এভাবে তো সে কোনদিন ভাবেনি।

'কিন্তু এটা কিভাবে হতে পারে, প্যাগ? যুগ যুগ ধরে স্লীপার ওখানে আছে। আমাদের পূর্বপুরুষেরা স্লীপারকে ওখানেই দেখেছে। ওরকম কোন্ জানোয়ার আছে? আর, আমরা ছাড়া মানুষও তো আর নেই।'

'কেমন করে নিশ্চিত হলে, ওয়াই? এই জায়গাটা ছোট নয়। পাহাড়ের চুড়োয় উঠলে দেখবে, যতদূর চোখ যায়, চলে গেছে পাহাড়ের সারি। পাহাড়ের মাঝে মাঝে আছে সমতলভূমি। বন। তাছাড়া, এই যে সাগর, সাগরের ওপারে কি আরও সৈকত থাকতে পারে না? আর, সৈকতই যদি থাকে, তাহলে কেন মানুষ থাকবে না? দেবতারা কি শুধু আমাদের তৈরি করেছে? মানুষ যত বেশি তৈরি করবে, তাদের তো ততই সুবিধে। ইচ্ছেমত খেলতে পারবে তাদের নিয়ে। হত্যা করতে পারবে।'

এইসব বিদ্রোহী কথা শুনে মাথা ঝাঁকাল ওয়াই। প্যাগ বলে চলল:

'আর, পাথর গড়িয়ে পড়া? সূর্যের আলোয় কিনারার বরফ গলে গেলে এরকম ঘটতেই পারে। দেবতাদের কথা বলার কথাটাই ধরো। ওটা আসলে বরফ ফাটার শব্দ ছাড়া আর কিছু নয়।'

'থামো, প্যাগ, থামো,' কানে আঙুল দিয়ে বলল ওয়াই, 'আমি আর শুনতে চাই না এসব ভয়ঙ্কর কথা। এসব কথা শুনতে পেলে দেবতারা আমাদের মেরে ফেলবে।'

'গোত্রের মানুষেরা শুনলেও ছাড়বে না। কারণ, তারা এমন এক জিনিসের ভয় করে, যা কোনদিন চোখে দেখেনি। কিন্তু দেবতারা—ওই যে দেবতার দল,' ভীষণ ঘৃণায় হিমবাহের দিকে আঙুল নির্দেশ করল প্যাগ।

ওয়াই একেবারে বেকুব বনে গেল। কোন কথা জোগাল না মুখে। বসে পড়ল সে একটা পাথরের ওপর। গোত্রের প্রথম নাস্তিক প্যাগ কিন্তু চুপ করল না। আবার বলতে লাগল:

'দেবতা যদি কাউকে মানতেই হয়, আমি বেছে নেব সূর্যকে। সূর্যের জন্যেই সবকিছু বেঁচে আছে। সবকিছু বেড়ে ওঠে সূর্যের আলোয়। প্রাণীরা মিলিত হয়, পাখি ডিম পাড়ে, সীল আসে তার বাচ্চাকে নিয়ে যাওয়ার জন্যে, ফুল ফোটে। সূর্য না থেকে যদি শুধু কুয়াশা আর তুষার থাকত, কেউ বাঁচত না। বাঁচলেও খুব কষ্টকর হত সে বেঁচে থাকা। হিংস্র হয়ে উঠত নেকড়ে,

www.BanglaBook.org

তা, দেবতারা তোমাকে কি বলল, ওয়াই?'

'তারা আমাকে সঙ্কেত দিয়েছে। আকা বলেছিল, দেবতারা যদি ভাবে হেঙ্গার সাথে আমার লড়াই করা উচিত, তাহলে একটা পাথর গড়িয়ে পড়বে। পাথর গড়িয়ে পড়েছে। অল্পের জন্যে বেঁচে গেছি। আমি সেসময় বরফের একেবারে কাছে গিয়ে মহাদেবতা স্লীপারকে দেখছিলাম।'

'আমার বিশ্বাস হয় না, ওটা দেবতা, ওয়াই। ওটা অজানা কোন জানোয়ার। পেছনে যে মানুষের ছায়া, সে একজন শিকারী। জানোয়ারটাকে শিকার করতে এসে দুজনেই আটকা পড়ে যায় তুষারে। তারপর জমে বরফ হয়ে যায়।'

ওয়াই তাকিয়ে রইল প্যাগের দিকে। এভাবে তো সে কোনদিন ভাবেনি।

'কিন্তু এটা কিভাবে হতে পারে, প্যাগ? যুগ যুগ ধরে স্লীপার ওখানে আছে। আমাদের পূর্বপুরুষেরা স্লীপারকে ওখানেই দেখেছে। ওরকম কোন্ জানোয়ার আছে? আর, আমরা ছাড়া মানুষও তো আর নেই।'

'কেমন করে নিশ্চিত হলে, ওয়াই? এই জায়গাটা ছোট নয়। পাহাড়ের চুড়োয় উঠলে দেখবে, যতদূর চোখ যায়, চলে গেছে পাহাড়ের সারি। পাহাড়ের মাঝে মাঝে আছে সমতলভূমি। বন। তাছাড়া, এই যে সাগর, সাগরের ওপারে কি আরও সৈকত থাকতে পারে না? আর, সৈকতই যদি থাকে, তাহলে কেন মানুষ থাকবে না? দেবতারা কি শুধু আমাদের তৈরি করেছে? মানুষ যত বেশি তৈরি করবে, তাদের তো ততই সুবিধে। ইচ্ছেমত খেলতে পারবে তাদের নিয়ে। হত্যা করতে পারবে।'

এইসব বিদ্রোহী কথা শুনে মাথা ঝাঁকাল ওয়াই। প্যাগ বলে চলল:

'আর, পাথর গড়িয়ে পড়া? সূর্যের আলোয় কিনারার বরফ গলে গেলে এরকম ঘটতেই পারে। দেবতাদের কথা বলার কথাটাই ধরো। ওটা আসলে বরফ ফাটার শব্দ ছাড়া আর কিছু নয়।'

'থামো, প্যাগ, থামো,' কানে আঙুল দিয়ে বলল ওয়াই, 'আমি আর শুনতে চাই না এসব ভয়ঙ্কর কথা। এসব কথা শুনতে পেলে দেবতারা আমাদের মেরে ফেলবে।'

'গোত্রের মানুষেরা শুনলেও ছাড়বে না। কারণ, তারা এমন এক জিনিসের ভয় করে, যা কোনদিন চোখে দেখেনি। কিন্তু দেবতারা—ওই যে দেবতার দল,' ভীষণ ঘৃণায় হিমবাহের দিকে আঙুল নির্দেশ করল প্যাগ।

ওয়াই একেবারে বেকুব বনে গেল। কোন কথা জোগাল না মুখে। বসে পড়ল সে একটা পাথরের ওপর। গোত্রের প্রথম নাস্তিক প্যাগ কিন্তু চুপ করল না। আবার বলতে লাগল:

'দেবতা যদি কাউকে মানতেই হয়, আমি বেছে নেব সূর্যকে। সূর্যের জন্যেই সবকিছু বেঁচে আছে। সবকিছু বেড়ে ওঠে সূর্যের আলোয়। প্রাণীরা মিলিত হয়, পাখি ডিম পাড়ে, সীল আসে তার বাচ্চাকে নিয়ে যাওয়ার জন্যে, ফুল ফোটে। সূর্য না থেকে যদি শুধু কুয়াশা আর তুষার থাকত, কেউ বাঁচত না। বাঁচলেও খুব কষ্টকর হত সে বেঁচে থাকা। হিংস্র হয়ে উঠত নেকড়ে,

www.BanglaBook.org

ভালুকেরা। মানুষকে পেলে ছিঁড়ে খেত। সুতরাং সূর্যই আমার ভাল দেবতা। আর কালো বরফগুলো হলো বদ দেবতা।'

এরপর একেবারে অন্য প্রসঙ্গে চলে গেল প্যাগ। জানতে চাইল:

'হেঙ্গার কি করবে, ওয়াই? তাকে লড়াইয়ে আহ্বান করবে?'

'হ্যাঁ,' হিংস্র কণ্ঠে জবাব দিল ওয়াই, 'আজই।'

'তুমিই হয়তো জিতবে! হয়তো তাকে খুন করবে এভাবে,' চকমকির ছুরিটা ঘ্যাচ ঘ্যাচ করে নেকড়েটার পেটে চালাতে চালাতে বলল প্যাগ। 'তবু, হেঙ্গার সাথে লড়া সোজা ব্যাপার নয়। আমাদের মধ্যে হেঙ্গার মত লোক আর নেই। জাদুকর নগী একটা ঠকবাজ মিথ্যুক। কিন্তু ওর একটা কথা বোধহয় সত্যি। হেঙ্গার জন্মের সময় ওর মা নাকি ভুল করেছিল। ফলে, যমজ বাচ্চার বদলে একটা বাচ্চার জন্ম দেয় সে। নইলে হেঙ্গার গাঁট দুটো কেন? দাঁত দুসারি কেন, একটার পেছনে আরেকটা? দেহেও সে দুটো মানুষের সমান। আর, শয়তানীতে দ্বিগুণেরও বেশি। তবু, সে মানুষ। দেবতা নয়। তার শরীর বেঢপ হয়ে গেছে, পাকতে শুরু করেছে চুল। অতএব, তার খুলি ভাঙার শক্তি রাখে এমন কেউ তাকে শেষ করতে পারবে। আমি বিষ ব্যবহার করতাম। কিন্তু তুমি তো আবার বলছ, সেটা উচিত হবে না। ঠিক আছে। ব্যাপারটা আরেকবার ভাল করে ভেবে দেখি। লড়াইয়ের আগে আমরা আবার কথা বলব। ইতিমধ্যে আরেকটা কথা বলে নিই। বাড়ি গেলে তো কিচমিচ করা মেয়েদের জ্বালায় কোন কথা বলার উপায় নেই। যদি হেঙ্গা তোমাকে হত্যা করে, তাহলে আমাকে কি করতে হবে, বলো। তুমি নিশ্চয় চাও না, সে আকাকে ধরে নিয়ে যাক, ক্রীতদাস বানাক ফো-কে?'

'না। চাই না,' জবাব দিল ওয়াই।

'তাহলে হয় ওদের হত্যা করার অনুমতি দাও, নয়তো এমন কোন ব্যবস্থা করতে বলো, যাতে ওরা নিজেরাই নিজেদের মারতে পারে।'

'সেই অনুমতিই দিলাম, প্যাগ।'

'বেশ। তা আমার ব্যাপারে তোমার কি ইচ্ছে?'

'জানি না,' ক্লান্তস্বরে জবাব দিল ওয়াই; 'তোমার যা ইচ্ছে হয়, করো। আমি তোমার ভাল চাই।'

অর্ধেক খোলা নেকড়ের চামড়াটা তুলে একমাত্র চোখটা মুছল প্যাগ। বলল:

'তুমি আমাকে ভালবাসো না, ওয়াই। লোকে আমাকে নেকড়েমানব, কুৎসিত, দুর্মুখ—কত কি বলে। অথচ দেখো, আমি কিন্তু যথাসাধ্য করি তোমার জন্যে। আমি তোমাকে জিজ্ঞেস করলাম, তুমি মরে গেলে তোমার পরিবারকে মারার পর কি করব। তুমি বললে কিনা, যা ইচ্ছে করো। কেন, তুমি বলতে পারলে না, আমাকে খুঁজো আঁধারের মাঝে। যদি না পাও তাহলে ভেবো পাওয়ার কিছু নেই বলেই পেলে না। আমার যা ইচ্ছে, তাই করব? নিজেকে নিয়ে তো মাথাব্যথা নেই আমার।'

'তুমি দেবতাদের বিশ্বাস করো না, অথচ বিশ্বাস করো, আঁধারে খুঁজলে

www.BanglaBook.org

ভালুকেরা। মানুষকে পেলে ছিঁড়ে খেত। সুতরাং সূর্যই আমার ভাল দেবতা। আর কালো বরফগুলো হলো বদ দেবতা।'

এরপর একেবারে অন্য প্রসঙ্গে চলে গেল প্যাগ। জানতে চাইল:

'হেঙ্গার কি করবে, ওয়াই? তাকে লড়াইয়ে আহ্বান করবে?'

'হ্যাঁ,' হিংস্র কণ্ঠে জবাব দিল ওয়াই, 'আজই।'

'তুমিই হয়তো জিতবে! হয়তো তাকে খুন করবে এভাবে,' চকমকির ছুরিটা ঘ্যাচ ঘ্যাঁচ করে নেকড়েটার পেটে চালাতে চালাতে বলল প্যাগ। 'তবু, হেঙ্গার সাথে লড়া সোজা ব্যাপার নয়। আমাদের মধ্যে হেঙ্গার মত লোক আর নেই। জাদুকর নগী একটা ঠকবাজ মিথ্যুক। কিন্তু ওর একটা কথা বোধহয় সত্যি। হেঙ্গার জন্মের সময় ওর মা নাকি ভুল করেছিল। ফলে, যমজ বাচ্চার বদলে একটা বাচ্চার জন্ম দেয় সে। নইলে হেঙ্গার গাঁট দুটো কেন? দাঁত দুসারি কেন, একটার পেছনে আরেকটা? দেহেও সে দুটো মানুষের সমান। আর, শয়তানীতে দ্বিগুণেরও বেশি। তবু, সে মানুষ। দেবতা নয়। তার শরীর বেঢপ হয়ে গেছে, পাকতে শুরু করেছে চুল। অতএব, তার খুলি ভাঙার শক্তি রাখে এমন কেউ তাকে শেষ করতে পারবে। আমি বিষ ব্যবহার করতাম। কিন্তু তুমি তো আবার বলছ, সেটা উচিত হবে না। ঠিক আছে। ব্যাপারটা আরেকবার ভাল করে ভেবে দেখি। লড়াইয়ের আগে আমরা আবার কথা বলব। ইতিমধ্যে আরেকটা কথা বলে নিই। বাড়ি গেলে তো কিচমিচ করা মেয়েদের জ্বালায় কোন কথা বলার উপায় নেই। যদি হেঙ্গা তোমাকে হত্যা করে, তাহলে আমাকে কি করতে হবে, বলো। তুমি নিশ্চয় চাও না, সে আকাকে ধরে নিয়ে যাক, ক্রীতদাস বানাক ফো-কে?'

'না। চাই না,' জবাব দিল ওয়াই।

'তাহলে হয় ওদের হত্যা করার অনুমতি দাও, নয়তো এমন কোন ব্যবস্থা করতে বলো, যাতে ওরা নিজেরাই নিজেদের মারতে পারে।'

'সেই অনুমতিই দিলাম, প্যাগ।'

'বেশ। তা আমার ব্যাপারে তোমার কি ইচ্ছে?'

'জানি না,' ক্লান্তস্বরে জবাব দিল ওয়াই; 'তোমার যা ইচ্ছে হয়, করো। আমি তোমার ভাল চাই।'

অর্ধেক খোলা নেকড়ের চামড়াটা তুলে একমাত্র চোখটা মুছল প্যাগ। বলল:

'তুমি আমাকে ভালবাসো না, ওয়াই। লোকে আমাকে নেকড়েমানব, কুৎসিত, দুর্মুখ–কত কি বলে। অথচ দেখো, আমি কিন্তু যথাসাধ্য করি তোমার জন্যে। আমি তোমাকে জিজ্ঞেস করলাম, তুমি মরে গেলে তোমার পরিবারকে মারার পর কি করব। তুমি বললে কিনা, যা ইচ্ছে করো। কেন, তুমি বলতে পারলে না, আমাকে খুঁজো আঁধারের মাঝে। যদি না পাও তাহলে ভেবো, পাওয়ার কিছু নেই বলেই পেলে না। আমার যা ইচ্ছে, তাই করব? নিজেকে নিয়ে তো মাথাব্যথা নেই আমার।'

'তুমি দেবতাদের বিশ্বাস করো না, অথচ বিশ্বাস করো, আঁধারে খুঁজলে

www.BanglaBook.org

আমাকে পাওয়া যাবে?' বড় বড়, বিষণ্ণ চোখ মেলে বলল ওয়াই।

'হ্যাঁ, আমি বিশ্বাস করি। তবে এরকম চিন্তা কেন এল মাথায়, জানি না। আমার মনে হয়, সত্যিকারের টান থাকলে খুঁজে পাওয়া যায়। তুমি ফোয়াকে খুঁজে পাবে, আমি পাব তোমাকে। আমার ধারণা ভুলও হতে পারে, তাতে আমার কিছু যায় আসে না।'

ছাল খোলা শেষ হতে ছালটা চওড়া কাঁধে তুলে নিল প্যাগ। তারপর চুপচাপ হেঁটে চলল দুজনে সৈকতের দিকে। দ্রুতগতি ওয়াই আগে, পেছনে হেলে দুলে প্যাগ।

সৈকতের ওপর ছড়ানো-ছিটানো কুটির। ছোট ছোট কুটিরগুলোর চারপাশে চক্কর দিচ্ছে ভীষণ দর্শন কিছু কুকুর। তবে, এরা মোটামুটি পোষ মানা। গোত্রের সবার কাছে এই কুকুরগুলোর মূল্য অনেক। এদের সাহায্যেই নেকড়ে বা বনের অন্যান্য হিংস্রজন্তুকে কোণঠাসা করে ফেলে তারা।

ওয়াই আর প্যাগকে দেখার সাথে সাথে ঘেউ ঘেউ করে ছুটে এল কুকুরগুলো। তারপর ওদের গায়ের গন্ধ শুঁকে শান্ত হয়ে গেল। বেশিরভাগ ফিরে গেল কুটিরে। ওয়াইয়ের নিজস্ব দু'তিনটে কুকুর শুধু রয়ে গেল। তারা দুপায়ে ভর করে লাফিয়ে উঠল ওয়াইয়ের ওপর। লেজ নাড়তে নাড়তে চেটে দিল হাত-মুখ। বিরাট হাউন্ড, তার শিকারের সাথী ইয়ো-র মাথায় থাবড়া মারল ওয়াই। তাই দেখে অন্য দুটো ভীষণ ঈর্ষায় জ্বলে উঠে ঝাঁপিয়ে পড়ল ইয়োর টুঁটি লক্ষ্য করে। অনেক কষ্টে তাদের আলাদা করল প্যাগ।

গোলমালের শব্দ শুনে কুটির থেকে বেরিয়ে এল অন্যেরা। ওয়াইয়ের মতই কালো চুল ওদের। তবে বেশিরভাগই ওয়াইয়ের চেয়ে বেঁটে, হালকা-পাতলা। সবার চেহারাই প্রায় একরকম। নতুন লোকের পক্ষে এদের আলাদা করে চেনা খুব কঠিন।

হিংস্রতার মধ্যে, কষ্টকর জীবনযাপনের ফলে সবার মধ্যে একটা শক্ত ভাব আছে। ওয়াইয়ের মত কারও কারও চোখ সুন্দর। কিন্তু সে চোখে চোরা চাহনি। আর, সে চাহনিতে আতঙ্কের আভাস।

গোত্রে ছেলে-মেয়ে কম। তারা ছোট ছোট দল বেঁধে ঘুর ঘুর করে রান্নার আশেপাশে। রান্না সাধারণত করা হয় স্রোতে ভেসে আসা কাঠের গুঁড়ির ওপর। ঘুর ঘুর করতে করতে যখন দেখে আশেপাশে কেউ নেই, চট করে একমুঠো মাংস তুলে মুখে দেয়। বেশিরভাগ সময়েই রান্না হয় সীলের মাংস। সে রান্না কোন পাত্রে নয়। কাঠের ওপর মাংস রেখে নিচে আগুন জ্বেলে সেকা হয়। খুব অল্প বাচ্চাই সৈকতে যায়। তারা লাঠি ও কচ্ছপ বা অন্যকিছুর শক্ত খোলস নিয়ে খেলা করে।

বেশিরভাগ মেয়ের চেহারা পুরুষদের চেয়েও বিষণ্ণ। কারণ, সংসারের যাবতীয় শক্ত কাজ তাদেরই করতে হয়। পুরুষদের ওপর এরা সম্পূর্ণ নির্ভরশীল। পুরুষেরা মেয়েদের ছিনিয়ে আনে বা অন্য মেয়ের সাথে বদলাবদলি করে। তাছাড়া, এদের কাছে যেসব জিনিস দামী, যেমন, হাড়ের বড়শি, চকমকির হাতিয়ার, আঁশের দড়ি ও পাকা চামড়া—এসবের সাথেও মেয়ে-বদল

www.BanglaBook.org

হয়।

ওয়াইয়ের কুটির অন্যান্যগুলোর চেয়ে অনেকটা বড়, সুন্দর। কুটিরের ওপরে বন থেকে কেটে আনা ফারের দণ্ড বাঁধা, যেমন থাকে তাঁবুতে। শীতের হাত থেকে বাঁচার জন্যে শুকনো ফার্ন আর সাগরের আগাছার ছাদ ঢেকে দেয়া হয়েছে চামড়া দিয়ে। গোত্রের মোটামুটি সবাই ওয়াইকে সম্মান করে। পুরুষেরা তার পথ থেকে সরে দাঁড়ায়। কিছু কিছু মেয়ে তাকিয়ে থাকে সহানুভূতির দৃষ্টিতে। তারা জানে, হেঙ্গা কয়েকদিন আগে ওর মেয়েকে চুরি করে মেরে ফেলেছে। একজন কথাটা ফিসফিস করে বললও আরেকজনকে। ওয়াই চলে যেতেই সেই বয়স্কা, নিন্দুক মহিলাটি বলল:

'তাতে হয়েছেটা কি, শুনি? বরং আগামী শীতে একজনের খাবারের কথা তাকে আর ভাবতে হবে না। মেয়েরা বড় হয়েই বা কি লাভ? গতি তো হবে আমাদেরই মত।'

এখানে কোন বালিকা নেই। হয় শিশু অথবা বয়স্কা। কমবয়েসী কয়েকটা মেয়ে কৌতূহল চাপতে না পেরে প্যাগের কাঁধে ঝোলানো চামড়াটার কথা জানতে চাইল। মেয়েদের সাথে ঝগড়া করার ব্যাপারে প্যাগের সুনাম আছে। এবারও সে তার নামের প্রতি অবিচার করল না। তাদের সে বলল আলসের মত দাঁড়িয়ে না থেকে নিজেদের চরকায় তেল দিতে। রেগে গেল মেয়েরা। তাকে বিশ্রী সব গাল পাড়তে লাগল, তার অঙ্গহানি নিয়ে বিদ্রূপ করল, মুখ ভ্যাংচাতে লাগল। শেষমেষ প্যাগ একটা কুকুর লেলিয়ে দিতে দৌড়ে পালাল সবাই।

কুটিরের কাছাকাছি আসতেই সামনের পর্দাটা একপাশে সরে গেল। ছুটে বেরিয়ে এল বছর দশেকের পাতলা, সুন্দর একটা ছেলে। উজ্জ্বল, প্রাণবন্ত চোখ। এখানকার ওই বয়সের কারও চেহারার সাথে তার মিল নেই। এই ছেলেই-ফো। বাপের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল সে। বলল:

'আমার সর্দি ভাল হয়নি। বাইরে ঠাণ্ডা বাতাস, মা তাই কুটিরের ভেতরেই খাবার তৈরি করছে। আমি তোমার ও প্যাগের পায়ের শব্দ পেলাম। এতক্ষণ তুমি কোথায় ছিলে, বাবা? সকালে উঠে দেখি, তুমি নেই।'

'দেবতাদের কাছে,' পিঠে চুমু খেয়ে হিমবাহের দিকে মাথা হেলিয়ে বলল ওয়াই।

এইসময় ফো-র চোখ পড়ল প্যাগের কাঁধ থেকে মাটি ছুঁই ছুঁই করা নেকড়ের চামড়াটার ওপর। টুপ টুপ করে এখনও রক্ত ঝরছে ওটা থেকে।

'এটা কোথায় পেলে?' চিৎকার করে উঠল সে। 'কি সুন্দর চামড়া! নেকড়ে, ধাড়ি নেকড়ের চামড়া এটা। এটাকে তুমি মেরেছ, প্যাগ?'

'না, আমি এটার ছাল খুলেছি। বুঝতে শেখো, ফো। তোমার বাবার বর্শার দিকে তাকাও। লাল হয়ে আছে না?'

'তোমার ছুরিও লাল হয়ে আছে, প্যাগ। তোমরা দুজনেই সাহসী। কেমন করে বুঝব, কে মেরেছে এই ধাড়ি জানোয়ারটাকে? তা, চামড়াটা দিয়ে তোমরা কি করবে?'

www.BanglaBook.org

'তোমার আলখাল্লা বানিয়ে দেব।'

'খুব ভাল। তাড়াতাড়ি বানাও, প্যাগ। আলখাল্লাটা গায়ে দিলে গরম লাগবে। বাতাস খুব ঠাণ্ডা। বাবা, কুটিরের ভেতর খাবে এসো। খেতে খেতে আমাদের বলো, কেমন করে নেকড়েটা মারলে তোমরা।' ওয়াইয়ের হাত ধরে তাকে টেনে নিয়ে চলল ফো। কুকুরগুলো নিয়ে প্যাগ গেল তার নিজের ডেরায়।

কুটিরের ভেতরটা বেশ বড়। লম্বায় ষোলো ফুট, চওড়ায় বারো ফুট মত। মাঝখানে একটা মাটির চুলোয় খড়ি পুড়ছে। ধোঁয়া উঠে বেরিয়ে যাচ্ছে ছাদের একটা ফুটো দিয়ে। বাতাস ছেয়ে আছে কটু গন্ধে। কিন্তু ওয়াই এসবে অভ্যস্ত। গন্ধ তার নাকে ঢুকল না।

চুলোর ওপাশে দাঁড়িয়ে আছে আকা। চোখা কাঠে মাংসের টুকরো ফুঁড়েছে ভাজার জন্যে। স্তনের নিচে সীলের চামড়ার একটা ঘাঘরা। এখানে গরম, তাই গাউন পরেনি। বছর তিরিশেক বয়স হবে আকার। সুগঠিত শরীর। ঘন, কালো, পরিষ্কার চুল নেমে এসেছে কোমর পর্যন্ত। চারভাগ করে চারটে বেণী বেঁধেছে আকা। ঘাস ও পেশির তন্তু দিয়ে বেণীর ডগা বাঁধা। অন্যান্য মেয়েদের চেয়ে অনেক বেশি ফরসা সে। দেহের অনাবৃত অংশগুলো শুধু বাদামী। মুখমণ্ডল সামান্য চওড়া ও ঝগড়াটে গোছের হওয়া সত্ত্বেও বেশ সুন্দর। গোত্রের অন্যান্য মেয়েদের মত আকার চোখও বড় বড়, বিষণ্ণ।

ওয়াই ঢুকতেই অনুসন্ধানী দৃষ্টিতে তাকে জরিপ করল আকা। জোর করে হেসে কাঠের একটা গুঁড়ি এগিয়ে দিল। ঘরে বসার মত কিছু নেই। আসবাবপত্র বলতে কিছু নেই এদের। কোন কোন সময় চওড়া, বড় কোন পাথরকে টেবিল বা চেরা কাঠকে কাটাচামচের মত ব্যবহার করা হয়। কুটিরের মেঝেতে সমুদ্রের আগাছা গাদা করে তৈরি হয়েছে বিছানা। তার ওপরে বিভিন্ন রকমের চামড়া। বড় বড় খোলায় সীলের চর্বি ভরে তৈরি হয়েছে বাতি। চর্বির ওপর ভাসছে শ্যাওলার সলতে।

গুঁড়িটার ওপর বসল ওয়াই। ধোঁয়ায় কালো, আধপোড়া, বড় একটা সীলের টুকরো এগিয়ে দিল আকা। গপ গপ করে সেটা খেয়ে ফেলল ওয়াই।

লজ্জিত ভঙ্গিতে লুকানো একটা পুঁটলি বের করে আনল ফো। পাতার মোড়ক খুলে বিছিয়ে দিল মাটির ওপর। জমাট বাঁধা সাগরের জল শুকিয়ে ঝুরঝুরে হয়ে আছে। একবার ওয়াই হঠাৎ জমাট বাঁধা সাগরের জল মিশিয়ে ফেলেছিল খাবারের সাথে। কিন্তু খেয়ে বুঝেছিল, খাবারের স্বাদ অনেক বেড়ে গেছে। এভাবে ওয়াই-ই প্রথম লবণ আবিষ্কার করে। অন্য সবাই তাকিয়ে থাকে অভিজাত এই আবিষ্কারের দিকে। কিন্তু ভেবে পায় না, এটা খাওয়া উচিত হবে কিনা। ওয়াই খেয়ে ফেলে। তারপর থেকে লেগে যায় এটা সংগ্রহ করার পেছনে। ফোয়াও লবণ সংগ্রহ করত। এই লবণ সংগ্রহ করতে গিয়েই বেচারি হেঙ্গার হাতে মারা পড়ে।

ফোয়ার কথা মনে হতেই মনটা বেদনায় ছেয়ে গেল ওয়াইয়ের। পাতাটা একপাশে সরিয়ে রাখল সে। সাথে সাথে মুখটা কালো হয়ে গেল ফো-র। তার

www.BanglaBook.org

'তোমার আলখাল্লা বানিয়ে দেব।'

'খুব ভাল। তাড়াতাড়ি বানাও, প্যাগ। আলখাল্লাটা গায়ে দিলে গরম লাগবে। বাতাস খুব ঠাণ্ডা। বাবা, কুটিরের ভেতর খাবে এসো। খেতে খেতে আমাদের বলো, কেমন করে নেকড়েটা মারলে তোমরা।' ওয়াইয়ের হাত ধরে তাকে টেনে নিয়ে চলল ফো। কুকুরগুলো নিয়ে প্যাগ গেল তার নিজের ডেরায়।

কুটিরের ভেতরটা বেশ বড়। লম্বায় ষোলো ফুট, চওড়ায় বারো ফুট মত। মাঝখানে একটা মাটির চুলোয় খড়ি পুড়ছে। ধোঁয়া উঠে বেরিয়ে যাচ্ছে ছাদের একটা ফুটো দিয়ে। বাতাস ছেয়ে আছে কটু গন্ধে। কিন্তু ওয়াই এসবে অভ্যস্ত। গন্ধ তার নাকে ঢুকল না।

চুলোর ওপাশে দাঁড়িয়ে আছে আকা। চোখা কাঠে মাংসের টুকরো ফুঁড়েছে ভাজার জন্যে। স্তনের নিচে সীলের চামড়ার একটা ঘাঘরা। এখানে গরম, তাই গাউন পরেনি। বছর তিরিশেক বয়স হবে আকার। সুগঠিত শরীর। ঘন, কালো, পরিষ্কার চুল নেমে এসেছে কোমর পর্যন্ত। চারভাগ করে চারটে বেণী বেঁধেছে আকা। ঘাস ও পেশির তন্তু দিয়ে বেণীর ডগা বাঁধা। অন্যান্য মেয়েদের চেয়ে অনেক বেশি ফরসা সে। দেহের অনাবৃত অংশগুলো শুধু বাদামী। মুখমণ্ডল সামান্য চওড়া ও ঝগড়াটে গোছের হওয়া সত্ত্বেও বেশ সুন্দর। গোত্রের অন্যান্য মেয়েদের মত আকার চোখও বড় বড়, বিষণ্ণ।

ওয়াই ঢুকতেই অনুসন্ধানী দৃষ্টিতে তাকে জরিপ করল আকা। জোর করে হেসে কাঠের একটা গুঁড়ি এগিয়ে দিল। ঘরে বসার মত কিছু নেই। আসবাবপত্র বলতে কিছু নেই এদের। কোন কোন সময় চওড়া, বড় কোন পাথরকে টেবিল বা চেরা কাঠকে কাঁটাচামচের মত ব্যবহার করা হয়। কুটিরের মেঝেতে সমুদ্রের আগাছা গাদা করে তৈরি হয়েছে বিছানা। তার ওপরে বিভিন্ন রকমের চামড়া। বড় বড় খোলায় সীলের চর্বি ভরে তৈরি হয়েছে বাতি। চর্বির ওপর ভাসছে শ্যাওলার পলতে।

গুঁড়িটার ওপর বসল ওয়াই। ধোঁয়ায় কালো, আধপোড়া, বড় একটা সীলের টুকরো এগিয়ে দিল আকা। গপ গপ করে সেটা খেয়ে ফেলল ওয়াই।

লজ্জিত ভঙ্গিতে লুকানো একটা পুঁটলি বের করে আনল ফো। পাতার মোড়ক খুলে বিছিয়ে দিল মাটির ওপর। জমাট বাঁধা সাগরের জল শুকিয়ে ঝুরঝুরে হয়ে আছে। একবার ওয়াই হঠাৎ জমাট বাঁধা সাগরের জল মিশিয়ে ফেলেছিল খাবারের সাথে। কিন্তু খেয়ে বুঝেছিল, খাবারের স্বাদ অনেক বেড়ে গেছে। এভাবে ওয়াই-ই প্রথম লবণ আবিষ্কার করে। অন্য সবাই তাকিয়ে থাকে অভিজাত এই আবিষ্কারের দিকে। কিন্তু ভেবে পায় না, এটা খাওয়া উচিত হবে কিনা। ওয়াই খেয়ে ফেলে। তারপর থেকে লেগে যায় এটা সংগ্রহ করার পেছনে। ফোয়াও লবণ সংগ্রহ করত। এই লবণ সংগ্রহ করতে গিয়েই বেচারি হেঙ্গার হাতে মারা পড়ে।

ফোয়ার কথা মনে হতেই মনটা বেদনায় ছেয়ে গেল ওয়াইয়ের। পাতাটা একপাশে সরিয়ে রাখল সে। সাথে সাথে মুখটা কালো হয়ে গেল ফো-র। তার

www.BanglaBook.org

এত কষ্ট করে জোগাড় করা লবণ বাবা নেবে না! আবার পাতাটা টেনে নিল ওয়াই। মাংস রাখল তার ওপর। পেট ভরে যেতে বাকি মাংসটুকু খেতে ইশারা করল সে ফো ও আকাকে। তৎক্ষণাৎ সাবাড় হয়ে গেল সে মাংস। গতকাল থেকে তারা কিছু খায়নি। কারণ, এদের নিয়মে পরিবারের প্রধানকে অভুক্ত রেখে খাওয়া চলে না। শেষমেষ রোদে শুকানো মাছের মজুত থেকে একথাবা নিয়ে চিবুতে লাগল ওয়াই। মাছগুলো পাথরের মত শক্ত হয়ে গেছে। তবে ওয়াইয়ের কোন অসুবিধে হলো না। একমুঠো বাগদা চিংড়িও খেলো ওয়াই। খুব সুস্বাদু। পাথরের ফাঁকে ফাঁকে খুঁজে ধরেছে ফো। ছাইয়ের মৃদু তাপে রান্না করেছে আকা।

ভোজনপর্ব শেষ হলো। অবশিষ্ট যে মাংসটুকু ছিল তা প্যাগের কাছে নিয়ে যেতে বলল ওয়াই। ফো-কে বলল, না ডাকা পর্যন্ত সে যেন প্যাগের কাছেই থাকে। ঝর্নার জল খেলো ওয়াই। খোলাতে ও পাথরে করে জল ধরে রাখে আকা। পাত্রের মত ফাঁপা এই পাথর তার সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ।

কুটিরের প্রবেশপথে একটা চামড়া পর্দার মত ঝোলানো আছে। চামড়াটার গায়ে একটা ফাঁস। সেই ফাঁসের ভেতরে একটা হাড় ঢুকিয়ে কাঁটার মত আটকে দিল ওয়াই। তারপর আবার বসে পড়ল কাঠের গুঁড়ির ওপর।

'দেবতারা কি বলল?' তর আর সইছে না আকার। 'তোমার প্রার্থনার জবাব দিয়েছে?'

'হ্যাঁ। সূর্য ওঠার সাথে সাথে পাহাড়ের ওপর থেকে একটা পাথর খুলে পড়েছে। যাবার পথে ছাতু করে দিয়েছে আমার নৈবেদ্য।

'কি নৈবেদ্য দিয়েছিলে?'

'নেকড়ের মাথা। উপত্যকা বেয়ে ওঠার সময় মেরেছিলাম।'

কিছুক্ষণ গভীরভাবে কি যেন চিন্তা করল আকা। তারপর বলল:

'আমার মন বলছে, লক্ষণটা শুভ। ওই নেকড়েটা হলো হেঙ্গা। ওটাকে যখন মারতে পেরেছ, হেঙ্গাকেও মারবে। চামড়াটা দিয়ে তো ফো-র আলখাল্লা তৈরি করে দেবে, তাই না? এই লক্ষণটাও শুভ। হেঙ্গার জায়গায় ফো-ই একদিন হবে এখানকার সর্দার। অন্তত তুমি যদি হেঙ্গাকে মারো, তাহলে ফোয়ার মত তাকে আর অপঘাতে মরতে হবে না।'

কথাগুলো শুনতে শুনতে খুশির একটা ভাব ছড়িয়ে পড়ল ওয়াইয়ের মুখে।

'তোমার কথায় আমি আরও শক্তি পাচ্ছি। এখনই বাইরে গিয়ে সবাইকে বলব, হেঙ্গাকে লড়াইয়ে আহ্বান করতে যাচ্ছি।'

'যাও, নির্ভয়ে লড়াই করো। তুমি যদি মারাই যাও, তাহলেই বা কি? তুমি মারা গেলে আমরাও মারা যাব। খুব শিগগিরই মারা যাব। প্যাগ সে ব্যবস্থা করবে। তখন আবার গিয়ে মিলিত হব তোমার সাথে।'

'আবার মিলিত হবে! কোথায়, বৌ?' কৌতূহলী চোখে জানতে চাইল ওয়াই।

www.BanglaBook.org

হঠাৎ মুখভঙ্গি সম্পূর্ণ বদলে গেল আকার। গোত্রের অন্যান্য মেয়েদের মতই একটা নিস্তেজ ভাব, একটা শূন্যতা সেখানে ভর করল।

'জানি না,' নীরস কণ্ঠে জবাব দিল সে। 'মিলিত হব হয়তো আলোয়, হয়তো আঁধারে, অথবা বরফ-দেবতাদের কাছে—কে বলতে পারে? তবে মিলিত হবই কোথাও। তুমি কথা বলছিলে প্যাগের সাথে। প্যাগ দেবতাদের ঘৃণা করে। ও আসলেই একটা নেকড়ে। মানুষ নয়। রাতে শিকার করে বেড়ায় নেকড়েদের সাথে। তাই, শীতে আমরা যখন শুকিয়ে যাই, সে হয় মোটা।'

একটা অবিশ্বাসের হাসি হেসে উঠল ওয়াই। বলল:

'বেশ তো, সে না হয় নেকড়েই হলো। তবে, নেকড়েটা কিন্তু আমাদের খুব ভালবাসে। আহা, ওরকম নেকড়ে যদি আমাদের আরও থাকত!'

'ঠাট্টা করছ, করো। সব পুরুষ মানুষই ঠাট্টা করে। কিন্তু তোমাদের চেয়ে আমরা অনেককিছুই বেশি বুঝি। আমরা জানি, ওই বামনটা রাতে নেকড়ে হয়ে যায়। যারা ওর ক্ষতি করতে চেয়েছে, তারা কি নেকড়ের হাতে মারা পড়েনি? নেকড়েরা ওর বাবাকে খেয়েছে। যেসব মেয়েরা ষড়যন্ত্র করে ওকে বনে পাঠিয়েছিল, তারা অথবা তাদের সন্তান মারা পড়েছে নেকড়ের হাতে।'

হঠাৎ করেই থেমে গেল আকা। তার যেন মনে হলো, সে খুব বেশি বকবক করে ফেলেছে। স্বর নামিয়ে বলল:

'এসব বোধহয় গল্প। মুখে মুখে বেড়ে গেছে। আমরা তো ওকে দেখতে পারি না। প্যাগ অবিশ্বাসী। তোমাকেও অবিশ্বাসী করে তুলছে। তুমি যদি ভেবে থাকো, মরার পর আমরা আর পৃথিবীতে থাকব না, তাহলে একটা কথার জবাব দাও। ওই দূরে যখন কবর দিলে ফোয়াকে, তখন তার সাথে খাবার, পাথরের গুটির মালা, মেরে ফেলা পোষা পাখি, শীতের গাউন, পাইন কাঠের পুতুল—এসব দিলে কেন? একরাশি হাড়ের এগুলো কোন কাজে লাগবে? শুকনো মাছ আর জলও দিয়েছ তুমি। তাহলে, তুমি কি ভাবোনি, এগুলো সে খাবে?'

থেমে ওয়াইয়ের দিকে অপলক চেয়ে রইল সে।

'শোকে তুমি পাগল হয়ে গেছ,' খুব নরম স্বরে বলল ওয়াই, আকার কথা শুনে তার ভেতরটা অন্যরকম হয়ে গেছে, 'আমিও পাগল হয়েছি, তবে অন্যভাবে। জিনিসগুলো ফোয়ার সাথে কেন দিলাম, জানি না। জীবিত মানুষের প্রিয় জিনিস মরার পর তার সাথে দেয়া আমাদের রীতি। হয়তো তাই দিয়েছি।'

ঘুরে কুটির থেকে বেরিয়ে গেল ওয়াই। আকা তাকিয়ে তাকিয়ে দেখল। তারপর বিড়বিড় করতে লাগল আপনমনে:

'সে ঠিকই বলেছে। আমি ফোয়ার শোকে আর ফো-র চিন্তায় পাগল হয়ে গেছি। আমরা, মেয়েরা, সন্তানকে যে ভীষণ ভালবাসি। হ্যাঁ, ওদের বাপের চেয়েও অনেক বেশি ভালবাসি। ফোয়াকে ফিরে পাবার আশা ছেড়ে দিলে তো আমি এখনি মারা যাব। কিন্তু তার আগে ওয়াই হেঙ্গার খুলি ভেঙে মগজ বের

www.BanglaBook.org

করে ফেলছে, এটা আমার দেখে যাওয়া দরকার। আর ওয়াই যদি মারা যায়, প্যাগকে বলব হেঙ্গাকে বিষ খাওয়াতে। ওয়াই প্যাগকে খুব ভালবাসে। সবাই বলে সে একটা নেকড়ে, আমিও তাকে ঘৃণা করি। কিন্তু সে নেকড়েই হোক বা দৈত্যই হোক, তাতে আমার কিসের মাথা ব্যথা? প্যাগ তো ওয়াই ও ফো-কে ভালবাসে। তাছাড়া, হেঙ্গার ওপর প্রতিহিংসা চরিতার্থ করতে সে আমাকে সাহায্য করবে।'

এইসময় তার কানে এল শিঙ্গার আওয়াজ। উইনি-উইনি শিঙ্গা বাজিয়ে লোকজনদের খবর শোনার জন্যে একত্র হতে বলছে। আকা বুঝতে পারল, কি খবর শোনানো হবে। তাড়াতাড়ি চামড়ার গাউনটা গায়ে দিয়ে শিঙ্গার আওয়াজ লক্ষ্য করে জনসমাবেশের দিকে এগিয়ে চলল সে।

সমতল একটা যায়গায় মেয়ে-পুরুষ-শিশু সবাই জড়ো হয়েছে। গর্ভধারিণী মহিলা, অত্যন্ত অসুস্থ আর নড়তে অসমর্থ এমন বুড়ো ছাড়া সবাই এসেছে। দৌড়াতে দৌড়াতে উত্তেজিত কথাবার্তা বিনিময় করছে তারা। সবাই অনুভব করছে, তাদের নিরুত্তাপ জীবনে অন্তত কিছু একটা ঘটতে চলেছে। বারব্যর সমাবেশের উল্টোদিকের গুহামুখের দিকেও অঙ্গুলি নির্দেশ করছে তারা। ওই গুহাতেই হেঙ্গা থাকে। যুগ যুগ ধরে ওটা সর্দারদের বাসস্থান। পবিত্র জায়গা। সর্দারের অনুমতি ছাড়া কেউ ওখানে ঢুকতে পারে না।

এগোতে এগোতে আকা টের পায়, সবাই তাকে দেখছে। কারণ, সে ওয়াইয়ের মেয়েমানুষ। সবাই গুজব শুনেছে শক্তিশালী ওয়াই, ওস্তাদ শিকারী ওয়াই, যার মেয়েকে হত্যা করা হয়েছে, অদ্ভুত কিছু একটা ঘটাতে চলেছে। তবে সে অদ্ভুত ব্যাপারটা কি, এ বিষয়ে কেউ নিশ্চিত নয়। সবাই মনে মনে চাইল, এ ব্যাপারে আকাকে প্রশ্ন করবে। কিন্তু আকার অতি শীতলভাব দেখে সে সাহস কারও হলো না। চুপচাপ হাঁটছিল আকা আর ফো-কে খুঁজছিল। হঠাৎ তার চোখে পড়ল, ফো হেঁটে চলেছে প্যাগের সাথে। প্যাগের কাঁধে এখনও সেই নেকড়ের চামড়া। প্যাগ বামন, তাই নেকড়ের ল্যাজটা ছেঁচড়ে যাচ্ছে মাটিতে। বোটকা গন্ধ ছড়াচ্ছে চামড়াটা। আকা লক্ষ্য করল, প্যাগকে সবাই রাস্তা ছেড়ে দিচ্ছে। তবে, এটা শ্রদ্ধা বা ভালবাসার কোন প্রকাশ নয়। ভয়।

'ওই যে,' এক মহিলা বলল আরেকজনকে, 'চলেছে দুর্মুখ বামনটা।'

'হ্যাঁ,' জবাব দিল আরেকজন, 'এমন ধড়ফড় করে চলেছে যে, চামড়াটা রেখে আসতেও ভুলে গেছে। শুনেছ, ওয়াইয়ের বৌয়ের বাচ্চাটা হারিয়ে গেছে? ভালুক নাকি নিয়ে গেছে, কিন্তু কে নিয়ে গেছে, সেটা সম্ভবত বেশি জানে ওই নেকড়ে-মানবটা।'

'তবু, দেখো, ফো ওকে ভয় পায় না। সে ওর হাত ধরে হাসছে।'

'না, কারণ—' বলেই কথা বন্ধ হয়ে গেল মেয়েটার। তার চোখ পড়েছে আকার ওপর।

আকা অবাক হয়ে ভাবল, প্যাগ কুৎসিত আর মেয়েদের ঘৃণা করে বলে না হয় মেয়েরাও ওকে ঘৃণা করে। কিন্তু তারা ওকে আধা-নেকড়ে ভাবে কেন।

www.BanglaBook.org

হয়তো সে ওয়াইয়ের সাথে শিকার করে বলে। কিন্তু একজন মানুষ একইসাথে মানুষ ও নেকড়ে হয় কিভাবে? সে নিজেও বিশ্বাস করে, প্যাগ নেকড়েদের সাথে মেশে। প্যাগ নিজেই এ গল্প ছড়ায়নি তো, যাতে সবাই তাকে ভয় পায়?

সমাবেশে পৌঁছে প্যাগ ও ফো-র কাছ ঘেঁষে দাঁড়াল সে। মানুষগুলো কেউ কেউ দাঁড়িয়ে আছে, কোথাও কয়েকজন বসে আছে গোল হয়ে। যেবার প্রচুর খাদ্য মজুত হয়, সেবার এখানে নাচ হয় গ্রীষ্মকালে। মন্ত্রণাসভাও বসে। মাঝে মধ্যে কুস্তিও হয় যুবকদের মধ্যে। পুরস্কার—ভালবাসার মেয়েটি।

সমাবেশের চেহারাটা দাঁড়িয়েছে আয়তক্ষেত্রের মত। ক্ষেত্রের মাথায় দাঁড়িয়ে আছে গোত্রের ঘোষক উইনি-উইনি ওরফে কাঁপুনি। শীত-গরম নির্বিশেষে সে থরথর করে কাঁপে। গোত্রের নেতাদের কাউকে কাউকেও দেখা যাচ্ছে।

বুড়ো, লোভী তুরি—খাদ্যের ভাণ্ডারী। দুর্ভাগা পিটোকিটি—কোন কিছুতেই শান্তি হয় না তার। শুকনোমুখো, অশুভ হোয়াকা—সবসময় দুর্ভাগ্যের ভবিষ্যদ্বাণী করে সে চিৎকার দিয়ে। দুর্বল, তালপাতার সেপাই হু—পরপর দুদিন তার মেজাজ একরকম থাকে না। ধনী রাহী—পাথরের কুঠার ও বড়শির ব্যবসা করে কর্মহীন সুখের দিন কাটে তার। পেটমোটা হোটেহো। তারেন—নগীর দোসর। বরফ দেবতার পুরোহিত ও জাদুকরী নগী—যাকে দেখা যায় শুধু অশুভ কিছু ঘটার আগে।

আর আছে সাহসী মোয়ানাঙ্গা—ওয়াইয়ের ছোটভাই। দারুণ যোদ্ধা। ছ-জনের বিরুদ্ধে একা লড়েও জিতেছে সে। জিতে পেয়েছে গোত্রের সবচেয়ে সুন্দরী, মিষ্টি চেহারার তানা-কে। দুজন বলপূর্বক চুরি করার চেষ্টা করেছিল তানাকে। দুজনকেই শেষ করে দিয়েছে মোয়ানাঙ্গা।

গোল গোল চোখের হাসিখুশি চেহারার মানুষ সে। রাগতে অবশ্য দেরি হয় না। কিন্তু, মোটামুটি বেশ ভাল মেজাজের মানুষ। গোত্রে ওয়াইয়ের পরই তার সম্মান। ওয়াইকে সে খুব ভালবাসে। একেবারে এক আত্মা দুজনের। এজন্যে দুজনকেই অপছন্দ করে হেঙ্গা। হয়তো ভাবে, দুজন একত্র হলে তার আর রক্ষা নেই।

সবাই মাথা নিচু করে আলাপ করছিল। ওয়াই আসতেই চুপ মেরে গেল। চারদিকে তাকিয়ে ওয়াই বলল:

'তোমাদের সাথে আমার কথা আছে।

'আমরা শুনছি, তুমি বলো,' জবাব দিল মোয়ানাঙ্গা।

'তাহলে শোনো,' বলতে লাগল ওয়াই। 'আমাদের তো নিয়ম আছে, যে কেউ সর্দারকে লড়াইয়ে আহ্বান করতে পারে। আর, সে লড়াইয়ে সর্দার মারা গেলে সে হয় নতুন সর্দার। তাই না?'

'এরকম একটা নিয়ম আছে বটে,' বলল বুড়ো জাদুকর আর্ক। মেয়েদের বশ করার জন্যে প্রেমের দাওয়াই প্রস্তুত করে সে। আর, শীতকালে তার দাদারও দাদার জন্মের আগের ভীষণ অদ্ভুত অদ্ভুত সব গল্প শোনায়। 'আমি এই

www.BanglaBook.org

ঘটনা দুবার দেখেছি। দ্বিতীয়বার হেঙ্গা তার বাবাকে মেরে গুহা দখল করে।'

'হ্যাঁ,' বলল হোয়াকা, 'কিন্তু লড়াইয়ে প্রতিদ্বন্দ্বী যদি পরাজিত হয়, তাহলে তাকেই শুধু খতম করা হবে না, খতম করা হবে তার পরিবারকেও'—আকো আর ফো-র দিকে তাকাল সে—'এমনকি, হয়তো তার বন্ধু বা ভাইকেও।' এবার সে তাকাল মোয়ানাঙ্গার দিকে। 'হ্যাঁ, নিঃসন্দেহে এই হলো নিয়ম। গুহায় থাকবে শুধু সর্দার। কিন্তু, যতদিন নিজ শক্তিতে টিকে থাকতে পারবে, ততদিনই। তার চেয়ে শক্তিশালী কেউ গুহা দখল করতে পারবে। তার মেয়েদের, বাচ্চা-কাচ্চা থাকলে তাদের নিতে পারবে, হত্যা করতে পারবে, ক্রীতদাস হিসেবে রাখতে পারবে। মোটকথা, যা খুশি তাই করতে পারবে। তবে, এই ক্ষমতা তার থাকবে ততদিন, যতদিন না সে দুর্বল হয়ে আরেকজনের হাতে মারা পড়ে।'

'আমি জানি,' বলল ওয়াই। 'এবার শোনো সবাই। হেঙ্গা আমার সাথে শয়তানি করেছে। আমার মেয়ে, ফোয়াকে চুরি করে নিয়ে গিয়ে মেরে ফেলেছে সে। অতএব, আমি তাকে হত্যা করব। শাসক হিসেবেও সে নিষ্ঠুর। কারও বৌ, মেয়ে বা খাবার তার হাত থেকে নিরাপদ নয়। তার শয়তানিতে দেবতারা রেগে গেছে। শীতকাল এবার এত লম্বা কেন, বসন্ত আসছে না কেন, জানো? হেঙ্গার শয়তানির জন্যে। অতএব, আমি তাকে হত্যা করে গুহা দখল করতে চাই। শান্তির শাসন কায়েম করতে চাই আমি। সবার কুটিরে যেন থাকে যথেষ্ট খাবার। রাতে যেন নির্বিঘ্নে ঘুমোতে পারে সবাই। তোমরা কি বলো?'

থরথর করে কাঁপতে কাঁপতে উইনি-উইনি বলল:

'তোমার যা খুশি তুমি অবশ্যই করতে পারো, ওয়াই। তবে আমরা এর মধ্যে জড়াব না। যদি জড়াই তোমাকে মারার পর হেঙ্গা আমাদেরও মারবে। হেঙ্গা তোমাকে মারবেই। কারণ, সে তোমার চেয়ে শক্তিশালী। সে বাঘ, বুনো ষাঁড়, উন্মত্ত ভালুক। তোমার যা খুশি করো। কিন্তু একা একা করো। আমাদের টেনো না। আমরা পেছন ফিরে থাকব, চোখে দেব হাত। কিছুই দেখব না।'

থুথু করে মাটিতে থুতু ছিটাল প্যাগ। নিচু, গজরানো স্বরে বলল:

'কোন রাতে, তারার আলোয় কিছু একটা দেখবে তুমি উইনি-উইনি। রাতে সেই জিনিসটা যখন দেখবে, আমার মনে হয়, কাঁপতে কাঁপতে হাত-পা-মাথা খুলে পড়বে তোমার।'

'নেকড়ে-মানব!' চমকে উঠে বলল উইনি-উইনি। 'আমাকে বাঁচাও! আমরা এখানে একত্র হয়েছি কথা বলার জন্যে। কিন্তু নেকড়ে-মানব আমাকে ভয় দেখাচ্ছে কেন?'

কেউ উত্তর দিল না। প্যাগকে অনেকেই ভয় করে। কিন্তু ক্রীতদাসী থেকে শুরু করে সবাই ঘৃণা করে উইনি-উইনিকে।

'ওর কথায় কান দিও না ভাই,' বলল মোয়ানাঙ্গা। 'হেঙ্গাকে লড়াইয়ে আহ্বান করার জন্যে যখন যাবে তুমি, আমিও তোমার সাথে যাব। আমার মনে

www.BanglaBook.org

হয়, আরও অনেকেই যাবে। এই ঘটনার সাক্ষী হতে চাইবে ওরা। আমাদের পূর্বপুরুষদের তো এরকমই নিয়ম ছিল। যদি কেউ যেতে না চায়, থাকুক। তারপর সর্দার হয়ে যখন গুহায় বসবাস করবে, তখন তাদের কি ব্যবস্থা করতে হবে, সেটা তো তুমি ভাল করেই জানো।'

'সেই ভাল,' বলল ওয়াই। 'চলো, আর দেরি না করে এখনই রওনা দেয়া যাক।'

# পাঁচ

হেঙ্গাকে কিভাবে লড়াইয়ে আহ্বান জানানো হবে, সে ব্যাপারে মতামত দিল অনেকেই। বুড়ো আর্ক এ ব্যাপারে লম্বা-চওড়া এক বক্তৃতা ঝাড়ল। মেলা যুক্তি খাড়া করল সে। কিন্তু নিজের যুক্তি নিজেই খণ্ডন করল বারম্বার। দুর্বল হু লাফিয়ে উঠে বলল, এ ব্যাপারে সে-ই হবে দলনেতা। সে কারও তোয়াক্কা করে না। হঠাৎ মত পাল্টে ফেলল সে। বলল, এইসব ব্যাপার উইনি-উইনির এখতিয়ারে পড়ে। উইনি-উইনি গুহার সামনে গিয়ে তিনবার শিঙ্গা ফুঁকে সর্দারকে ডাকুক। এই কথায় চিৎকার দিয়ে একমত হলো সবাই। উইনি-উইনিকে ঠেলে দিল মিছিলের পুরোভাগে।

উইনি-উইনির পরেই থাকল রক্তাক্ত নেকড়ের ছাল গায়ে প্যাগ। সে উইনি-উইনিকে সোজা হাঁটার জন্যে মাঝেমাঝেই তীক্ষ্ণধার চকমকির ছুরির মৃদু খোঁচা দিতে লাগল। প্যাগের পেছনে ওয়াই এবং মোয়ানাঙ্গা। তারপর গুরুজন ও বাকি সবাই। মিছিলটা গুহার কাছাকাছি যেতে ধীরে ধীরে পিছিয়ে পড়ল অনেকে। ফলে, মিছিলের সামনের লোকেরা যখন গুহামুখে পৌঁছল, তখনও কিছু লোক রয়ে গেল সমাবেশে।

প্যাগের হাত থেকে পালাতে না পেরে থেকে গেল উইনি-উইনি। ওয়াই, মোয়ানাঙ্গার কিছুটা পেছনে হোয়াকা, অশুভ ভবিষ্যদ্বাণীর তোড় বেরিয়ে আসছে তার মুখ দিয়ে। তার পাশে গট গট করে হেঁটে এল আকা। আর কিছু সাহসী লোক এল কৌতূহলী হয়ে। অন্যরা অনেক পিছিয়ে পড়ল। লুকালও কেউ কেউ।

'শিঙ্গা ফোঁকো!' গর্জে উঠল প্যাগ। উইনি-উইনি একটু ইতস্তত ভাব করতেই পিঠে খেলো ছুরির খোঁচা।

শিঙ্গা মুখে তুলল উইনি-উইনি। কাঁপা কাঁপা শব্দ বেরিয়ে এল।

'আরও জোরে ফোঁকো,' বলল প্যাগ।

আবার শিঙ্গা মুখে তুলল উইনি-উইনি। কিন্তু ফোঁকার আগেই বড় একটা পাথর ছুটে এসে আঘাত হানল তার শরীরের মাঝখানে। পড়ে গিয়ে হাঁপাতে লাগল সে। যন্ত্রণায় মোচড়াতে লাগল দেহ।

আরও পাথর আসতে পারে ভেবে একপাশে সরে গেল প্যাগ।

www.BanglaBook.org

পাথর এল না। বিরাট একটা লোমশ দেহ বেরিয়ে এল। কালো কুচকুচে ভ্রূ, হাতে মস্ত একটা কাঠের গদা। স্বয়ং হেঙ্গা। বছর চল্লিশেক বয়স হবে তার। ষাঁড়ের মত বুকের ওপর বসানো প্রকাণ্ড মাথা। কালো, লম্বা চুল নেমে এসেছে কাঁধ পর্যন্ত। মোটা, ছড়ানো ঠোঁটের ভেতর থেকে বেরিয়ে এসেছে হলুদ, নোংরা দাঁত। পদমর্যাদার চিহ্ন হিসেবে কাঁধ থেকে ঝুলছে একটা গুহা-বাঘের চামড়া। সেই বাঘের নখ ও দাঁত দিয়ে তৈরি একটা কলার গলার চারপাশে।

'বিশ্রামের সময় আমাকে বিরক্ত করতে কে পাঠিয়েছে ওই কুত্তাটাকে?' গমগম করে উঠল হেঙ্গার কণ্ঠ। গদাটা উইনি-উইনির দিকে ধরে আছে সে।

'আমি,' জবাব দিল ওয়াই—'আমি এবং সবাই। আমার মেয়েকে তুমি হত্যা করেছ, সর্দার। তাই লড়াই করব আমি তোমার সাথে। গোত্রের নিয়ম অনুসারে লড়তে তোমাকে হবেই।'

চিৎকার থামিয়ে গনগনে চোখে ওয়াইয়ের দিকে তাকাল হেঙ্গা।

'তাই নাকি?' ঘৃণার একটা হিসহিসানি প্রকাশ পেল তার কণ্ঠে। 'আমি জানতাম, একদিন তুই এই সংবাদ নিয়ে আসবি, তাই তো তোকে সাহস দেয়ার জন্যে তোর ছুঁড়িটাকে খতম করেছি। বাকিগুলোকেও খতম করব'—চকিত দৃষ্টি নিক্ষেপ করল সে দূরে দাঁড়ানো ফো-র ওপর। 'তুই আমাকে খুব জ্বালিয়েছিস, ওয়াই। আমি সত্যিই এর একটা শেষ দেখতে চাই। বল, কখন তোর হাড় গুঁড়ো করলে সবাই খুশি হবে?'

'সূর্য ডোবার একঘণ্টা আগে, হেঙ্গা। কারণ, জনগণের সর্দার হয়ে আজ রাতে এই গুহাতে আমি ঘুমাতে চাই,' শান্ত স্বরে জবাব দিল ওয়াই।

'তাই হবে রে, কুত্তা। সূর্য ডোবার একঘণ্টা আগে আমি পৌঁছে যাব সমাবেশে। আজ রাতে গুহাতে একজন ঘুমাবে ঠিকই, তবে তুই নয়। আকা। তুই ঘুমাবি নেকড়ের পেটে। এখন দূর হ! বছরের প্রথম স্যামন মাছ পেয়েছি। এখন ওটা রান্না করে খাব। স্যামন খেতে আমার খুব ভাল লাগে।'

হঠাৎ আকা বলে উঠল:

'খা, খুব ভাল করে খা, শয়তান। আমার মেয়েকে তুই মেরেছিস। আমি বলছি, দেখবি, এই খাওয়াই হবে তোর শেষ খাওয়া।'

কর্কশ একটা হাসি দিয়ে গুহার ভেতর ঢুকে পড়ল হেঙ্গা। ওয়াই এবং আর সবাই ফিরতি পথ ধরল।

'হেঙ্গাকে কে স্যামন দিয়েছে?' জানতে চাইল মোয়ানাঙ্গা।

'আমি,' জবাব দিল প্যাগ। 'গতরাতে জালে পড়েছিল স্যামনটা। সেটাই পাঠিয়ে দিয়েছি। অবশ্য ঠিক পাঠিয়ে দিইনি। গুহার মুখের কাছে একটা পাথরের ওপর রেখে এসেছিলাম।'

'কেন?' আবার জানতে চাইল মোয়ানাঙ্গা।

'কারণ, আমি জানি, স্যামনের ওপর হেঙ্গার খুব লোভ। বিশেষ করে বছরের প্রথম দিককার। গোটা মাছটাই সাবাড় করবে সে। ফলে, লড়াইয়ের সময় ওর শরীর ভারী হয়ে যাবে।'

www.BanglaBook.org

'বাহ! বেশ চালাকি তো! এমন বুদ্ধি আমার মাথায় আসতই না,' বলল মোয়ানাঙ্গা। 'কিন্তু ওয়াই যে ওর সাথে লড়বে, এটা কি করে জানলে?'

'আমি জানতাম না। ওয়াই-ও না। তবু আমি আন্দাজ করেছি। আকা ওয়াইকে দেবতার কাছে পাঠিয়েছিল পরামর্শ নিতে। কোন নারী যখন কোন পুরুষকে দেবতাদের সঙ্কেত জানতে পাঠায়, দেবতারা তখন সেই নারীর ইচ্ছে অনুসারেই সঙ্কেত দেয়। অন্তত সেই নারী বলবে যে, দেবতারা সঙ্কেত দিয়েছে। পুরুষও তাই বিশ্বাস করবে।'

'এই কথা আরও চালাকির,' গোল গোল চোখে প্যাগের দিকে তাকিয়ে বলল মোয়ানাঙ্গা। 'কিন্তু আকা কেন চায়, ওয়াই হেঙ্গার সাথে লড়ুক?'

'দুই কারণে। এক, এতে তার সন্তান হত্যার প্রতিশোধ নেয়া হবে। দুই, সে ভাবে, ওয়াই ভালমানুষ। ওয়াই জিতলে সে হবে সর্দার-বৌ। কিন্তু এ ব্যাপারে সে নিশ্চিত নয়। তাই বুদ্ধি এঁটেছে, ওয়াই মারা গেলে আমি আত্মহত্যা করার আগে ওকে আর ফো-কে হত্যা করব। অথবা, ওদের মেরে আত্মহত্যা না করে যে কোন ভাবে আমি হেঙ্গাকে খতম করার চেষ্টা করব।'

'তাহলে কি তুমি তখন সর্দার হবে, নেকড়ে-মানব?' বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞেস করল মোয়ানাঙ্গা।

'বোধ হয় হব। তবে বেশিদিনের জন্যে নয়। যার দিকে সবাই থুথু ছিটিয়েছে, গালাগালি করেছে, সে কি চাইবে না তাদের একদিন শাসন করতে? তবু, যেহেতু তুমি ওয়াইয়ের ভাই, ওকে ভালবাস, তোমাকে একটা কথা বলছি, শোনো। আমি শুধু ওয়াইকে ভালবাসি। তোমার চেয়েও বেশি ভালবাসি। ফো তার ছেলে, তাই ওকেও ভালবাসি। ওয়াই মারা গেলে আমিও বেশিদিন বাঁচব না। তোমার হাতেই আমি সর্দারী তুলে দেব, মোয়ানাঙ্গা। তারপর হারিয়ে যাব। তবে কয়েকবছর পর শীতের রাতে কুটিরের চারপাশ থেকে হয়তো আমার গর্জন শুনতে পাবে। নেকড়ের পালের সাথে ঘুরে বেড়াব আমি। বেকুবেরা তো বলে, নেকড়েদের সাথে আমার নাকি খুব ভাব।'

অশুভ বামনটার দিকে আবার তাকিয়ে দেখল মোয়ানাঙ্গা। ওর কথা তার অন্তরাত্মা কাঁপিয়ে দিয়েছে। প্যাগ্‌ এ ধরনের কথা আরও বলে, তাই প্রসঙ্গ পাল্টে জিজ্ঞেস করল:

'লড়াইয়ে দুজনের মধ্যে কে জিতবে, প্যাগ?'

প্যাগ থামল। আঙুল তুলে দেখাল সাগরের দিকে। তীর থেকে কিছু দূরে ভীষণ লড়াই বেধেছে এক হাঙর আর তিমিতে। হাঙর তিমিটাকে তেড়ে নিয়ে গেছে অগভীর জলে। তিমিটা ছটফট করছে, কিন্তু পালাবার পথ নেই। শূন্যে লাফিয়ে উঠছে হাঙরটা। নামার সময় প্রতিবারই তলোয়ারের মত বাঁকা ল্যাজ দিয়ে প্রচণ্ড আঘাত হানছে তিমির মাথায়। যন্ত্রণায় মোচড়াচ্ছে তিমিটা। বিশাল লেজের বাড়িতে জলে ফেনা উঠে যাচ্ছে, কিন্তু অত্যন্ত ভারী দেহ নিয়ে কিছুই করতে পারছে না। বিরাট হাঁ মেলে খাবি খাচ্ছে তিমিটা। দুই চোয়ালের

www.BanglaBook.org

মাঝখান দিয়ে তীরবেগে ছুটে গেল হাঙরটা। টেনে ছিঁড়ে ফেলল জিহ্বা। উল্টে গেল তিমিটা। গলগল করে রক্ত বেরুচ্ছে। মৃত্যু আসন্ন।

'ওই দেখো,' বলল প্যাগ। 'বিশালদেহী আলসে হেঙ্গা আর ক্ষিপ্রগতি ওয়াই। ওয়াই আজ জিতবে এবং সে ও তার বন্ধুরা মাংস খাবে তিমির। এই হলো আমার জবাব, আর খুবই শুভ ওই লক্ষণ। যাই, ওয়াইকে লড়াইয়ের জন্যে তৈরি করি গিয়ে।'

কুটিরে পৌঁছে আকা ও ফো-কে বাইরে যেতে বলল সে। তারপর আলখাল্লা খুলে দিয়ে ওয়াইকে শোয়াল মাটিতে। সারা শরীরে মালিশ করল সীলের চর্বি। তারপর ধারাল একটা চকমকি আর খোলা দিয়ে চুল যতদূর সম্ভব খাটো করে দিল, যাতে হেঙ্গা খামচে ধরতে না পারে। যেটুকু চুল অবশিষ্ট রইল, সেটুকুতেও সীলের চর্বি মাখাল। এবার ওয়াইকে একটু ঘুমিয়ে নিতে বলে কুটির ছেড়ে বেরিয়ে এল সে। সাথে নিল ওয়াইয়ের কুঠার, নেকড়ে মারা বর্শা আর চকমকির ছুরিটা। সিন্ধুঘোটকের দাঁতের দুটো চওড়া টুকরো দিয়ে তৈরি ছুরিটার বাঁট।

কুটিরের বাইরে ঘুরে বেড়াচ্ছিল আকা। বাঁকা একটা হাসি তার ঠোঁটে। প্যাগকে বেরিয়ে আসতে দেখে কুটিরের দিকে যেতে উদ্যত হলো সে।

'উঁহু,' বলল প্যাগ, 'তুমি কুটিরে ঢুকবে না।'

'কেন?' বলল আকা।

'ওয়াই বিশ্রাম নিচ্ছে। ওকে কিছুতেই বিরক্ত করা চলবে না।'

'ও, সবার ঘৃণিত একটা কুৎসিত জানোয়ার, নেকড়ে-মানব-যে কিনা দয়ার ওপর নির্ভরশীল, সে আমার স্বামীর কুটিরে ঢুকতে পারবে, আর আমি বৌ হয়ে পারব না?' হিংস্র ভঙ্গিতে বলল সে।

'না। কারণ, সে লড়তে যাচ্ছে। এসব পুরুষদের কারবার। হয় সে মরবে, নয়তো মারবে। সুতরাং লড়াই শেষ না হওয়া পর্যন্ত কোন মেয়ের ওখানে প্রবেশ না করাই ভাল।'

'তুমি মেয়েদের ঘৃণা করো, মেয়েরাও তোমাকে সইতে পারে না। তাই ও কথা বলছ।'

'এসব কথা বলছি এজন্যে যে, মেয়েরা পুরুষের শক্তি কমিয়ে তো দেয়ই, উপরন্তু দুর্বল প্যাচাল পেড়ে তাদের বিরক্ত করে। সাহসেরও বারোটা বাজায়।'

লাফ দিয়ে একপাশে সরে গেল আকা, যেন ছুটে গিয়ে কুটিরে ঢুকবে। কিন্তু বর্শা হাতে প্যাগকেও লাফিয়ে উঠতে দেখে থেমে গেল সে। এই বামনকে সে ভীষণ ভয় পায়।

'শোনো,' প্যাগ বলল। 'আমাকে এভাবে যা-তা বলে ভাল করলে না তুমি। আমি তোমার বন্ধু। অবশ্য আমি তোমাকে খুব একটা দোষ দিই না। তোমার ঘৃণার কারণটা আমি বুঝি। ওয়াই আমাকে তোমার চেয়ে বেশি ভালবাসে বলে ঈর্ষায় ভোগো তুমি। ফো-ও আমাকে বেশি ভালবাসে, যদিও একটু অন্যভাবে।'

www.BanglaBook.org

'তোকে ভালবাসে, তাই না? কুৎসিত বামন কোথাকার!' হিসহিস করে উঠল আকা।

'হ্যাঁ, আকা, বাসে। তুমি জানো না, ভালবাসা বিভিন্ন ধরনের। নারীর প্রতি পুরুষের ভালবাসা কিছুক্ষণ থেকেই মিলিয়ে যায়। কিন্তু পুরুষের প্রতি পুরুষের ভালবাসা স্থায়ী। তুমি ঈর্ষাকাতর। আজই ওয়াইকে বলেছি, সেদিন ওয়াই যদি আমাকে শিকারে না নিয়ে যেত, ফোয়াকে চুরি করে হত্যা করতে পারত না গুহা-মানব। মিথ্যে কথা বলে আমি থেকে যেতে পারতাম। ছুতোর অভাব হয় না আমার। কিন্তু আমি তার সাথে কেন গিয়েছিলাম, সেটা নিশ্চয় ভুলে যাওনি। বলেছিলাম, ফোয়াকে সাবধানে রাখা দরকার, ওর কাছে আমি থাকি। তুমি বলেছিলে, তোমার মেয়ের দেখাশোনার জন্যে কোন নেকড়ের বাচ্চার প্রয়োজন নেই, তুমিই যথেষ্ট। অথচ তুমি যথেষ্ট ছিলে না। তোমার কথার খোঁচায় শিকারে গেলাম আমি। আর মারা পড়ল ফোয়া।'

মাথা ঝুলে পড়ল আকার। কোন জবাব দিল না সে। প্যাগ মিথ্যে বলেনি।

'বাদ দাও ওসব,' আবার বলল প্যাগ; 'যে মারা গেছে তাকে তো আর ফেরানো যাবে না। আজও আমি ভেবেচিন্তেই কথাগুলো বলেছিলাম। অথচ তুমি সে-কথায় কান না দিয়ে কুটিরে ঢুকে ওয়াইকে জাগাতে চাইছিলে। বিশ্রাম নষ্ট হলে লড়াইয়ে উল্টো ফল হতে পারে। মারা পড়তে পারে ওয়াই। আর ওয়াই মারা পড়ার অর্থ তোমারও মারা পড়া। ফো-ও রেহাই পাবে না।'

'ওয়াই কি ঘুমিয়েছে?' একটু দুর্বল শোনাল আকার গলা।

'মনে হয়, ঘুমাচ্ছে। আমি তাকে ঘুমাতে বলেছি। এসব ব্যাপারে সে আমার কথা শোনে। গতরাতেও তার ঘুম হয়নি। যাক। আমার যা বলার, বলেছি। এখন তুমি যেতে পারো। রাস্তা খোলা। গিয়ে গভীর ঘুম থেকে তুলে প্যাচাল পেড়ে ওর অবস্থা কাহিল করো। বলো, ফোয়া ও দেবতাদের কি স্বপ্ন দেখেছ। তাহলে সে শয়তান, দানব হেঙ্গার সাথে লড়াইয়ের জন্যে পুরোপুরি প্রস্তুত হতে পারবে।'

'আমি যাব না,' পা ঠুকতে ঠুকতে বলল আকা। 'যদি লড়াইয়ে ওয়াই মারা পড়ে, তাহলে তুমি আমাকে রেহাই দেবে না। বলবে, আমিই ওর মৃত্যুর কারণ। কিন্তু, কুৎসিত নেকড়ে-মানব, একটা কথা কান খুলে শুনে রাখো। লড়াইয়ে যদি সে জেতে তাহলে আমাদের দুজনের মধ্যে যে কোন একজনকে তার বেছে নিতে হবে। তোমাকে যদি সে গুহায় নিয়ে যায়, আমি তাহলে এই কুটিরেই থাকব।'

প্যাগ তার স্বভাবসিদ্ধ চাপা হাসি হাসল। জবাব দিল:

'তাহলে তো ওর ভালই হবে। হেঙ্গা মরে গেলে শুধু গুহাটাই রেখে যাবে না। কিছু সুন্দরীকেও রেখে যাবে। সেই সুন্দরীদের গুহা থেকে বের করে দেয়াও হবে কঠিন। যাই হোক, তোমার যা খুশি, তাই করো। শুধু বলব, আমাকে গালাগালি করে তুমি ভাল করলে না। পৃথিবী থেকে বিদায় নেয়ার ব্যাপারে আমাকে তোমার দরকার হতে পারে।'

www.BanglaBook.org

এখানেই বিদ্রূপের ইতি টেনে একটা মাত্র জ্বলজ্বলে চোখে আকাকে দেখতে লাগল সে। লোকে বলে, এই চোখে সে নাকি অন্ধকারেও বনবিড়ালের মত দেখতে পায়। খুবই শান্ত স্বরে প্যাগ এবার বলল:

'আমাকে গালাগাল করো কেন? আমি কুৎসিত, তাই? এই কুৎসিত হওয়ার জন্যে কি আমি দায়ী না একজন মেয়ে দায়ী? আমার ডান চোখটা কি আমি নষ্ট করেছি, না একটা মেয়ে পাথরে বাড়ি মেরে ওটা উপড়ে ফেলেছে? ওয়াইকে ভালবাসি, সে জন্যে আমার ওপর রাগ করো কেন? একজন মেয়ের নিষ্ঠুরতার হাত থেকে সে-ই তো আমাকে রক্ষা করেছে। কেন তোমরা বোঝো না; কুৎসিত হলেও আমার চেয়ে জ্ঞানী ও হৃদয়বান এখানে আর কেউ নেই। আর, এই জ্ঞান ও হৃদয় ওয়াইয়ের সেবার জন্যে। ওয়াইয়ের যারা কাছের মানুষ, তাদের সেবার জন্যে। আমাকে ঈর্ষা করো কেন?'

'কেন করি, জানতে চাও, প্যাগ? তুমি সত্যি কথা বলো, সেজন্যে। ওয়াই এবং ফো-র কাছে তুমি আমার চেয়ে বেশি আপন, সেজন্যে। ওয়াই যদি কোনদিন এমন কারও দেখা পায়, যাকে সে তোমার চেয়ে বেশি ভালবাসবে, শুধু তখনই তোমার সাথে আমার বন্ধুত্ব হতে পারে। তার আগে নয়।'

'হতেও পারে ওরকম,' চিন্তিত স্বরে জবাব দিল প্যাগ। 'এখন আমাকে আর বিরক্ত কোরো না। নষ্ট করার মত সময় আমার হাতে নেই। লড়াইয়ের জন্য অস্ত্র তৈরি করতে হবে। তোমাকে তো বলেছি, রাস্তা খোলা। যাও, কুটিরে যাও। গিয়ে তোমার বানানো গপ্পো শোনাও।'

একটু ইতস্তত করে আকা জবাব দিল:

'না। অস্ত্র তৈরির ব্যাপারে আমি তোমাকে সাহায্য করব। কারণ, আমার আঙুল তোমার চেয়ে বেশি পাকা। এখন অন্তত এক ঘণ্টা আমাদের মধ্যে শান্তি বিরাজ করতে দাও। ইচ্ছে হলে উপহাস চালিয়ে যেতে পারো। আমি কোন জবাব দেব না।'

হো হো করে হেসে উঠে প্যাগ বলল:

'মেয়েরা সত্যিই অদ্ভুত। এতই অদ্ভুত যে, আমিও তাদের বুঝতে পারি না। এখন এসো! লেগে পড়ো! বর্শা ও কুঠারটার ধার পড়ে গেছে। ঘষতে হবে। বাঁধনগুলোও পুরানো হয়ে গেছে।'

এরপর কিছুক্ষণের জন্যে ব্যস্ত হয়ে পড়ল প্যাগ ও আকা। এ কাজে তাদের সাহায্য করল ফো। বর্শা ও কুঠার যতটা ধার করা সম্ভব, তারা করল। কাজ শেষ করে ওজন পরখ করল প্যাগ। তারপর অভিশাপ দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিল।

'বড় বেশি হালকা,' বলল সে। 'হেঙ্গার গদার বিরুদ্ধে এই খেলনা কি কাজে লাগবে?'

উঠে দৌড়ে তার আস্তানায় গেল সে। ফিরে এল চকচকে একটা ডেলা হাতে করে। ডেলাটা কুঠারের মত দেখতে।

'এই যে,' বলল সে। 'দেখো, এই জিনিসটা খুব একটা বড় নয় কিন্তু ওজনে আগেরটার তিনগুণ। পাহাড়ের পাশে মেলা টুকরো-টাকরার মধ্যে

www.BanglaBook.org

পেয়েছিলাম এটা। গত শীতে সীলের বাতির আলোয় কাজ করে করে এটাকে এই চেহারায় এনেছি।'

আকা হাতে নিল ওটা। হাত নিচের দিকে নেমে যেতে চায়, এত ভারী। ধার পরীক্ষা করল। নতুন তৈরি করা চকমকিটার চেয়ে অনেক বেশি ধারাল। আকা জানতে চাইল, এটা আসলে কি।

'জানি না,' জবাব দিল প্যাগ। 'বাইরে থেকে দেখে তো মনে হয়, আগুনে দেয়া একটা পাথর। কিন্তু ভেতরটা দেখো, ঝিকমিক করছে। ভীষণ শক্তও এটা। এরকম অন্য একটা টুকরো দিয়েই শুধু এটার কাজ করা গেছে। প্রথমে আগুনে ফেলেছি। লাল টকটকে হবার পর তুলে বাড়ি দিয়েছি। তারপর ঘষেছি টাটকা বালি ও পানি দিয়ে।'

প্যাগ জিনিসটা চিনতে পারেনি। এটা আসলে উল্কার লোহা। নিজের অজান্তেই প্যাগ হয়ে গেছে সৃষ্টির প্রথম কামারদের একজন।

'এটা ভাঙবে না?' সন্দেহ আকার গলায়।

'না। আমি পরীক্ষা করে দেখেছি। যে আঘাতে সবচেয়ে শক্ত পাথরের ছাতু হয়ে যাবার কথা, তাতে এটার গায়ে আঁচড়ও পড়েনি। কিন্তু যে জিনিস দিয়ে এটাকে আঘাত করবে, সেটা ভেঙে যাবে। আমি অবশ্য এটা নিজের জন্যে তৈরি করেছি কিন্তু ওয়াইকে এটা দেয়া দরকার। এখন আমাকে সাহায্য করো দেখি।'

কালো, আধা জীবাশ্ম হয়ে যাওয়া বিরাট এক হরিণের পায়ের নিচের দিকের হাড় দিয়ে তৈরি হলো কুঠারের হাতল। পাথরের মত শক্ত এই হাড়কে অসীম ধৈর্যে হাতলের মত করেছে প্যাগ। অনেক ঘষাঘষি, রেইন ডিয়ারের চামড়ার ফালি দিয়ে বাঁধাবাঁধির পর শেষ হলো কুঠার তৈরির কাজ। হাতিয়ারটার দিকে তাকিয়ে গর্বে বুক ফুলে উঠল প্যাগের। বলল:

'দেখো! এটার চেয়ে চমৎকার কুঠার এখানে আর কেউ দেখেনি!'

'হাড়টা ভেঙে যাবে না তো?' আকার সন্দেহ এখনো দূর হয়নি।

'না। কোন মানুষ বা কোন ঝাঁকুনিই এটাকে ভাঙতে পারবে না। তাছাড়া, চামড়ার বাঁধনটা দেখেছ? এক আঙুল পর পর বাঁধন দিয়েছি। যাই, ওয়াইকে ডেকে তুলে কুঠারটা দিই।'

আকাকে রেখে একটুকরো চামড়া দিয়ে কুঠার আর হাতলটা পালিশ করতে করতে কুটিরে গিয়ে ঢুকল সে। শিশুর মত ঘুমাচ্ছে ওয়াই। বিছানার চামড়াটার ওপর কুঠারটা রেখে কুটিরের সামনের দিকে গেল সে। ছায়ায় লুকিয়ে থেকে পা দিয়ে খসখস শব্দ করল মেঝেতে। ওয়াই জেগে গেল। প্রথমেই তার চোখ পড়ল কুঠারের ওপর। উঠে বসে কুঠারটা তুলে নিয়ে আগ্রহী চোখে পরীক্ষা করতে লাগল সে। সবকিছু দেখে বুঝল, এটা একটা অপূর্ব জিনিস। এই ধরনের চকচকে পাথর সে কোনদিন দেখেনি। যে-কোন পাথরের চেয়ে তিনগুণ ভারী এটা। কালো হাড়টা সিন্ধুঘোটকের দাঁতের মতই শক্ত। কুঠারের ফলাটার দুদিকেই ধার, আর সে ধার চকমকির চেয়েও বেশি। কুঠারটা মুঠো করে ধরে দেখল সে। ওহ! এরকম কুঠার শুধু স্বপ্নেই দেখা

www.BanglaBook.org

যায়। বরফের মাঝে লড়াই করার সময় একমাত্র দেবতারাই বুঝি ব্যবহার করে এরকম কুঠার।

হেলে-দুলে ছায়ার নিচ থেকে বেরিয়ে এল প্যাগ। বলল:

'এখন উঠতে হবে, ওয়াই। তা, নতুন কুঠারটা কেমন লাগল, বলো দেখি?'

'নিশ্চয় এটা দেবতারা তৈরি করেছে,' ঢোক গিলে বলল ওয়াই। 'এটা দিয়ে আমি একাই একটা সাদা ভালুক পর্যন্ত মেরে ফেলতে পারব!'

'হ্যাঁ, দেবতারাই এটা তৈরি করেছে বটে। এটা দেবতাদের উপহার। তবে, উপহারটা তোমাকে তারা পাঠাল কিভাবে, সেটা পরে বলব। তোমাকে দেবতারা এটা উপহার দিয়েছে আঁধারে শিকার খুঁজে বেড়ানো সাদা কোন জানোয়ারকে মারার জন্যে নয়। বরং তার চেয়ে হিংস্র জন্তু মারার জন্যে, যেটা দিন-রাত সবসময় ঘুরে বেড়ায়। এটা জয়ীর কুঠার, ওয়াই। যতক্ষণ এটা হাতে থাকবে, কেউ তোমাকে হারাতে পারবে না। এখন শোনো। হেঙ্গা ছুটে আসবে তার বিশাল গদা নিয়ে। লাফ দিয়ে একপাশে সরে গিয়ে গায়ের জোরে আঘাত হানবে ওর হাতে। হাত বা গদার হাতল, যেখানেই এই কুঠারের আঘাত পড়বে, সাথে সাথে ছাতু হয়ে যাবে সে জায়গা। কিন্তু তার হাত অক্ষত থাকলে ছুটে এসে চেপে ধরে তোমার মেরুদণ্ড বা ঘাড় ভেঙে দেয়ার চেষ্টা করবে সে। একটুও সময় পেলে আঘাত হানবে ওর পা বা হাঁটুতে। কণ্ডরা কেটে খোঁড়া করে দেবে। এরপরও সে যদি তোমাকে ধরে রাখে, সমস্ত জোর খাটিয়ে পিছলে বেরিয়ে যাবে। যেভাবে তেল মাখিয়েছি, পিছলে যেতে পারবে। তারপর ধরার আগেই যেখানে সুযোগ পাবে—ঘাড়, মাথা, মেরুদণ্ড—কোপ বসাবে। এই কুঠার শুধু আঁচড় কাটবে না। আস্ত ঢুকে যাবে। শেষ করে ফেলবে ওকে। সবচেয়ে বেশি খেয়াল রাখবে, কুঠারটা যেন হাত থেকে ছুটে না যায়। হাতলে একটা চামড়ার ফালি বাঁধা আছে। কব্জির ওপর দিয়ে দু'প্যাঁচ দিয়ে নেবে ওটা। না, তারচেয়ে বরং হরিণের রগ দিয়ে বেঁধে দিই। তাহলে আর কোন চিন্তা থাকবে না। দেখি, হাতটা এগিয়ে দাও তো।'

হাত বাড়িয়ে দিল ওয়াই। দক্ষ হাতে চামড়ার ফালিটা রগ দিয়ে বেঁধে দিল প্যাগ। ওয়াই বলল:

'তোমার কথা সব বুঝতে পেরেছি। এখন ঠিকঠাক মত সব করতে পারব কিনা, জানি না। তবে, আশ্চর্য এই কুঠার ব্যবহারের আপ্রাণ চেষ্টা করব আমি, এটা ঠিক।'

আরেকবার ওয়াইয়ের সারা শরীরে তেল মাখাল প্যাগ। তারপর সীলের চর্বিতে চোবানো একটুকরো মাছ ও সামান্য জল খেতে দিল। শেষে চামড়ার একটা আলখাল্লা ওর কাঁধে চাপিয়ে দিয়ে বেরিয়ে এল কুটির থেকে।

আকা আর মোয়ানাঙ্গা দাঁড়িয়ে ছিল বাইরে। ওয়াইয়ের দিকে তাকিয়ে আকা জানতে চাইল:

'আমার মানুষের বাবরি কেটে দিল কে?'

www.BanglaBook.org

'আমি,' জবাব দিল প্যাগ, 'ভালর জন্যেই কেটেছি।'

ম্যাটিতে পা ঠুকে ঠাণ্ডা স্বরে আকা বলল:

'ওই চুলগুলো কাটার সাহস তোমার হলো কি করে? এত ভাল লাগত আমার ওগুলো। এজন্যেই তোমাকে আমি ঘৃণা করি।'

'আমার সাথে ঝগড়া করার ছুতো খোঁজো তুমি। এখন ঘৃণা করছ, তবে, পরে হয়তো ধন্যবাদ দিতে হবে। আর সে-জন্যে ঘৃণা হয়তো আরেকধাপ বাড়বে তোমার।'

'না, তা হতে পারে না,' বলল আকা। এগোতে লাগল তারা সমাবেশের জন্যে নির্দিষ্ট জায়গার দিকে।

সবাই এসে গোল হয়ে দাঁড়িয়ে গেছে ইতিমধ্যেই। কারও মুখে কথা নেই। আসলে, কথা বলার মত অবস্থা নেই কারও। এই লড়াইয়ের ওপর তাদের ভাগ্য নির্ভর করছে। নিষ্ঠুর হেঙ্গাকে তারা ভালবাসে না। ওয়াইকে ভালবাসে। তবু, তারা কিছু বলতে চায় না। লড়াইয়ে কি হবে, বলা কি যায়! হেঙ্গার গদার আঘাতে মরার ইচ্ছে তো কারও নেই।

ওয়াইয়ের নতুন কুঠার দেখে খুবই অবাক হলো তারা। হাত তুলে দেখাল, একে অন্যকে গুঁতো মারল। ওয়াইয়ের খাটো চুল দেখেও অবাক হলো। চুল কেন কাটা হয়েছে, বুঝতে পারল না। পরে ভাবল, চুলগুলো নিশ্চয় দেবতাকে নৈবেদ্য দেয়া হয়েছে।

সময় হয়ে এল। ঠাণ্ডা কুয়াশায় আচ্ছন্ন সৈকত ও সাগর। সূর্য দেখা যাচ্ছে না। কিন্তু অস্ত যেতে যে একঘণ্টার বেশি বাকি নেই, সেটা অনুভব করল সবাই। এবং আরও নিশ্চুপ হয়ে গেল। সমাবেশের প্রান্তে দাঁড়িয়ে নজর রাখছিল একজন। তার গলা ভেসে এল:

'আসছে! হেঙ্গা আসছে!' ঘুরে সবাই তাকাল গুহার দিকে।

পাথরের ছায়ার নিচ থেকে বেরিয়ে এসেছে দৈত্য। নির্বিকারভাবে ভারী ভারী পা ফেলে এগিয়ে আসছে। নিচু হয়ে ফো-কে চুমু খেলো ওয়াই। তারপর ইশারায় আকাকে ফো-র দিকে নজর রাখতে বলে প্যাগ ও মোয়ানাঙ্গার সাথে গিয়ে দাঁড়াল ফাঁকা জায়গাটার মাঝখানে। বুড়ো জাদুকর আর্ক আগে থেকেই দাঁড়িয়েছিল ওখানে। তার দায়িত্ব, লড়াইয়ের নিয়ম-কানুন বলে দেয়া। ওয়াই এগিয়ে যেতেই অশুভ হোয়াকা বলে উঠল:

'বিদায়, ওয়াই। তোমার সাথে আর তো দেখা হবে না। তোমার অভাব খুব অনুভব করব আমরা। তোমার মত ভাল শিকারী তো আর পাব না। আমাদের আর এত মাংস খাওয়াবে কে?'

প্যাগ ঘুরে গনগনে চোখে তাকিয়ে বলল:

'আমাকে কিন্তু তুমি ঠিকই দেখতে পাবে, অশুভ দাঁড়কাক কোথাকার!'

ওয়াই এসব কথায় কান দিল না। তার মনে পড়ল, আজ ঘুমের মধ্যে সুন্দর একটা স্বপ্ন দেখেছে সে। গোটা স্বপ্নটা মনে পড়ছে না। বিষয়টা মোটামুটি এরকম:

অত্যন্ত সুন্দর একটা দেশে বসে আছে সে। সূর্য আলো দিচ্ছে, কুলু কুলু

www.BanglaBook.org

'আমি,' জবাব দিল প্যাগ, 'ভালর জন্যেই কেটেছি।'

ম্যাটিতে পা ঠুকে ঠাণ্ডা স্বরে আকা বলল:

'ওই চুলগুলো কাটার সাহস তোমার হলো কি করে? এত ভাল লাগত আমার ওগুলো। এজন্যেই তোমাকে আমি ঘৃণা করি।'

'আমার সাথে ঝগড়া করার ছুতো খোঁজো তুমি। এখন ঘৃণা করছ, তবে, পরে হয়তো ধন্যবাদ দিতে হবে। আর সে-জন্যে ঘৃণা হয়তো আরেকধাপ বাড়বে তোমার।'

'না, তা হতে পারে না,' বলল আকা। এগোতে লাগল তারা সমাবেশের জন্যে নির্দিষ্ট জায়গার দিকে।

সবাই এসে গোল হয়ে দাঁড়িয়ে গেছে ইতিমধ্যেই। কারও মুখে কথা নেই। আসলে, কথা বলার মত অবস্থা নেই কারও। এই লড়াইয়ের ওপর তাদের ভাগ্য নির্ভর করছে। নিষ্ঠুর হেঙ্গাকে তারা ভালবাসে না। ওয়াইকে ভালবাসে। তবু, তারা কিছু বলতে চায় না। লড়াইয়ে কি হবে, বলা কি যায়! হেঙ্গার গদার আঘাতে মরার ইচ্ছে তো কারও নেই।

ওয়াইয়ের নতুন কুঠার দেখে খুবই অবাক হলো তারা। হাত তুলে দেখাল, একে অন্যকে গুঁতো মারল। ওয়াইয়ের খাটো চুল দেখেও অবাক হলো। চুল কেন কাটা হয়েছে, বুঝতে পারল না। পরে ভাবল, চুলগুলো নিশ্চয় দেবতাকে নৈবেদ্য দেয়া হয়েছে।

সময় হয়ে এল। ঠাণ্ডা কুয়াশায় আচ্ছন্ন সৈকত ও সাগর। সূর্য দেখা যাচ্ছে না। কিন্তু অস্ত যেতে যে একঘণ্টার বেশি বাকি নেই, সেটা অনুভব করল সবাই। এবং আরও নিশ্চুপ হয়ে গেল। সমাবেশের প্রান্তে দাঁড়িয়ে নজর রাখছিল একজন। তার গলা ভেসে এল:

'আসছে! হেঙ্গা আসছে!' ঘুরে সবাই তাকাল গুহার দিকে।

পাথরের ছায়ার নিচ থেকে বেরিয়ে এসেছে দৈত্য। নির্বিকারভাবে ভারী ভারী পা ফেলে এগিয়ে আসছে। নিচু হয়ে ফো-কে চুমু খেলো ওয়াই। তারপর ইশারায় আকাকে ফো-র দিকে নজর রাখতে বলে প্যাগ ও মোয়ানাঙ্গার সাথে গিয়ে দাঁড়াল ফাঁকা জায়গাটার মাঝখানে। বুড়ো জাদুকর আর্ক আগে থেকেই দাঁড়িয়েছিল ওখানে। তার দায়িত্ব, লড়াইয়ের নিয়ম-কানুন বলে দেয়া। ওয়াই এগিয়ে যেতেই অশুভ হোয়াকা বলে উঠল:

'বিদায়, ওয়াই। তোমার সাথে আর তো দেখা হবে না। তোমার অভাব খুব অনুভব করব আমরা। তোমার মত ভাল শিকারী তো আর পাব না। আমাদের আর এত মাংস খাওয়াবে কে?'

প্যাগ ঘুরে গনগনে চোখে তাকিয়ে বলল:

'আমাকে কিন্তু তুমি ঠিকই দেখতে পাবে, অশুভ দাঁড়কাক কোথাকার!'

ওয়াই এসব কথায় কান দিল না। তার মনে পড়ল, আজ ঘুমের মধ্যে সুন্দর একটা স্বপ্ন দেখেছে সে। গোটা স্বপ্নটা মনে পড়ছে না। বিষয়টা মোটামুটি এরকম:

অত্যন্ত সুন্দর একটা দেশে বসে আছে সে। সূর্য আলো দিচ্ছে, কুলু কুলু

www.BanglaBook.org

স্বরে বয়ে চলেছে জল। পাখির গানে চারদিক মুখরিত। মৃদু, উষ্ণ বাতাস বইছে। নির্ভয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে বুনো জানোয়ারের দল। প্রচুর সুগন্ধী, চমৎকার খাবার সেখানে। নয়নমনোহর সে দেশে হঠাৎ করে এল তার মেয়ে। ফোয়া। অনেকখানি বড় হয়েছে সে। আরও সুন্দর হয়েছে। চাঁদনীরাতে সাগরের ওপর খেলা করা জ্যোৎস্নার মত তার মুখ। সাদা ধবধবে একটা ফুলের মালা সে পরিয়ে দিল ওয়াইয়ের গলায়।

স্বপ্নের এটুকুই মনে পড়ছে তার। আর কিছু মনে করতেও চায় না সে। ফোয়াকে দেখে দুঃখে, রাগে জল এসে গেছে তার চোখে। হঠাৎ করে যেন দ্বিগুণ হয়ে গেছে শক্তি। মনে মনে শপথ করেছে, হেঙ্গাকে সে খতম করবেই। তারপর কখনও না কখনও সে যাবেই শান্তির সেই দেশে, যেখানে ঘুরে বেড়াচ্ছে ফোয়া।

বাঘের চামড়ার আলখাল্লা গায়ে দিয়ে এখন তার সামনে দাঁড়িয়ে আছে চোরটা। বাঁ হাতে বিশাল সে-ই গদা।

'কাজ হয়েছে দেখছি,' বিড়বিড় করে ওয়াইকে বলল প্যাগ। 'ওই দেখো, পেট ফুলে আছে। স্যামনটা গোটাই খেয়েছে ব্যাটা!'

দুই ক্রীতদাসসহ ওয়াইয়ের একেবারে সামনে এসে থামল হেঙ্গা।

'কি ব্যাপার,' গর্জে উঠল সে, 'এই বামনটার সাথে সাথে তার বন্ধুদের বিপক্ষেও আমাকে লড়তে হবে নাকি?'

'এখন নয়, হেঙ্গা,' দৃঢ়স্বরে জবাব দিল মোয়ানাঙ্গা। 'আগে বামনটাকে হত্যা করো; তারপর তার বন্ধুদের সাথে লড়ার মেলা সময় তুমি পাবে।'

'সে-ই ভাল,' অবজ্ঞাভরে বলল হেঙ্গা।

এবারে জাদুদণ্ড হাতে এগিয়ে গেল আর্ক। গর্বিত ভঙ্গিতে চুপ করতে বলল সবাইকে।

BanglaBook.org

## ছয়

গোত্রের প্রাচীন রীতিনীতির পরিচালক হিসেবে লড়াইয়ের নিয়মকানুন খুঁটিনাটি সবাইকে শোনাল আর্ক।

সর্দার সে বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধে ভোগ করে সেটা তার শক্তিমত্তার জন্যে, যেমন গরুর পালের মধ্যে সুবিধে ভোগ করে ষাঁড়। কোন শক্তিমান যুবক যদি ইচ্ছে করে, তাহলে লড়াই করে সর্দারকে হারিয়ে তার জায়গা দখলের চেষ্টা করতে পারে। লড়াই হতে হবে খোলা জায়গায়, সবার সামনে। দুজনেই মাত্র একটা করে হাতিয়ার ব্যবহার করতে পারবে। জিতলে সর্দারের গুহাসহ সেখানকার সবকিছু সে ভোগদখল করতে পারবে। এবং গোত্রের সবাই তাকে মানবে সর্দার বলে। কিন্তু পরাজিত হলে সে যাবে নেকড়ের পেটে। এটাই নিয়ম।

www.BanglaBook.org

এই পর্যায়ে একটা ভঙ্গি করল হেঙ্গা। আর্কের বকবকানিতে অসহিষ্ণু হয়ে পড়েছে সে। ঘৃণিত শত্রুটাকে তাড়াতাড়ি শেষ করে গুহাতে ফিরে গিয়ে সে তার হেরেমের মেয়েদের বাহবা পেতে চায়। সেইসাথে ঘুমোতে চায় গভীরভাবে। স্যামন খেয়ে শরীর ভার হয়ে আছে। কিন্তু আর্ক থামল না। এখানে সে-ই পরিচালক।

তাছাড়া, নিয়ম-কানুন সব খোলাখুলি না বললে যে হেরে যাবে তার আলখাল্লা আর হাতিয়ার সে পাবে কি করে? এই পর্যায়ে ওয়াইয়ের কুঠারটার দিকে একটা লোলুপ দৃষ্টি নিক্ষেপ করল আর্ক, যদিও তার জীর্ণ বাহু এই কুঠার উত্তোলন করার শক্তি রাখে কিনা সন্দেহ। পরনের আলখাল্লাটা দেখিয়ে বলল, এটা সে তার যুবক বয়সে পেয়েছে পরাজিত ব্যক্তির কাছ থেকে। আর্ক সাবধান করে দিল, নিয়ম-কানুন বলার সময় কেউ যেন তাকে বাধা না দেয়। দিলে তাকে সে তার জাদুকরী বিদ্যার সবচেয়ে ভয়ঙ্কর অভিশাপটা দেবে।

ওয়াই চুপচাপ শুনল। কিছু বলল না। কিন্তু গর্জে উঠল হেঙ্গা:

'তাহলে তাড়াতাড়ি কর, বুড়ো গাধা। আমার ঠাণ্ডা লাগছে। আঁধার নামলে এই বদমায়েশটার হাড় গুঁড়ো করতে পারব না। ওর হাড় আমি এমনভাবে গুঁড়ো করতে চাই, ওর কুকুরগুলোও যেন আর ওকে চিনতে না পারে।'

হেঙ্গার 'বুড়ো গাধা' গাল শুনে রেগে গেল আর্ক। একের পর এক বলে যেতে লাগল—কেন ওয়াই লড়াই করতে চায়, হেঙ্গা কিভাবে জনসাধারণের ওপর অত্যাচার চালিয়েছে, ওয়াইয়ের মেয়েকে চুরি করে হত্যা করেছে—কিছুই বাদ গেল না। এসব কাজে দেবতারা কেমন ক্রুদ্ধ হন, তা-ও বলল আর্ক। আরও বলার জন্যে মুখ খুলছিল, কিন্তু সহ্যের সীমা পার হয়ে গেল হেঙ্গার। ছুটে গিয়ে বিশাল পায়ের এক লাথি কষাল আর্ককে। দুর্বল শরীরটা উড়ে চলে গেল শূন্যে।

কোনমতে উঠে খোঁড়াতে খোঁড়াতে একপাশে সরে গেল আর্ক। বিড়বিড় করে অভিশাপ দিল। বাঘছালের আলখাল্লাটা খুলে ফেলল হেঙ্গা। একজন ক্রীতদাস সরিয়ে নিল সেটা। ওয়াই-ও খুলে ফেলল আলখাল্লাটা। ওটা সরিয়ে নিয়ে যেতে যেতে ফিসফিস করে প্যাগ বলল:

'সাবধান! ওর ডানহাতে কি যেন লুকানো আছে। ব্যাটা শয়তানী ফন্দি এঁটেছে।'

মুখোমুখি হলো দুই প্রতিদ্বন্দ্বী।

প্যাগ সরে যেতে না যেতেই তিমির হাড়ের হাতলওয়ালা একটা চকমকির ছুরি ছুঁড়ে মারল হেঙ্গা ওয়াইয়ের দিকে। এটাই সে লুকিয়ে রেখেছিল হাতের মধ্যে; বসে পড়ল ওয়াই। সাঁই করে মাথার ওপর দিয়ে ছুটে গেল ছুরিটা। হেঙ্গার এই আচরণের তীব্র প্রতিবাদ ভেসে এল জনতার তরফ থেকে। উঠে হেঙ্গাকে আক্রমণ করল ওয়াই।

বনবন করে গদা ঘোরাচ্ছে হেঙ্গা। কিন্তু সেটা ওয়াইয়ের ওপর নামিয়ে আনার আগেই প্যাগের নির্দেশ অনুযায়ী সর্বশক্তিতে কুঠার চালাল ওয়াই। গদা কাত করে মাথা ঢাকল হেঙ্গা। গদার হাতলের ঠিক মাঝখানে কুঠারের

www.BanglaBook.org

আঘাতটা পড়ল। তীক্ষ্ণধার ইস্পাত গদার অত ভারী কাঠটাকেও কেটে নামিয়ে দিল অনেকটা। বিস্ময়ে, তীব্র উত্তেজনায় চিৎকার করে উঠল জনগণ।

হাতলটা ছুঁড়ে মারল হেঙ্গা। ওয়াইয়ের মাথায় ঠিকরে পড়ল সেটা। পেছনে সরে গেল সে। চোখের ওপর থেকে রক্ত মুছে ফেলার জন্যে থামতেই চট করে গদার কাটা ভারী অংশটা তুলে নিল হেঙ্গা। প্যাগের নির্দেশ অনুযায়ী নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখে হেঙ্গার পায়ে আঘাত করার চেষ্টা চালাল ওয়াই। কিন্তু হেঙ্গার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ খুব লম্বা। সেই তুলনায় কুঠারটার হাতল খাটো বলে কাজটা শক্ত হয়ে পড়ল। একটা আঘাত কার্যকর হলো অবশেষে। রগ কাটল না বটে কিন্তু হাঁটুর ওপর থেকে অনেকটা মাংস কেটে নেমে গেল। আকাশ ফাটানো আর্তনাদ ছাড়ল হেঙ্গা।

রাগে, ব্যথায় পাগল হয়ে কৌশল বদলাল সে। গদা ফেলে দিয়ে বিশাল বাহুতে জাপটে ধরল ওয়াইকে। হয় হাড়গোড় ভেঙে ফেলবে, নয়তো না মরা পর্যন্ত পিষতে থাকবে ভালুকের মত।

'সব শেষ,' বলল হোয়াকা। 'হেঙ্গা যাকে জড়িয়ে ধরে সে খতম।'

ওর পাশে দাঁড়ানো প্যাগ বলল:

'তাই নাকি? দেখো, দাঁড়কাক, দেখো।'

এ কথা বলতে না বলতেই বালকের হাত থেকে ছুটে যাওয়া বানমাছের মত হেঙ্গার আলিঙ্গন থেকে পিছলে বেরিয়ে এল ওয়াই। হেঙ্গা এবার মাথা চেপে ধরল। কিন্তু মাথায় চর্বি মাখানো থাকায় কায়দা করতে পারল না। এবার ঘুসি চালাল দৈত্যটা। ভারী ঘুসি কপালে লাগতেই মাটিতে পড়ে গেল ওয়াই ওঠার আগেই তার ওপর লাফিয়ে পড়ল হেঙ্গা। লড়াই চলতে লাগল বালির ওপর।

গোত্রের কেউ এরকম লড়াই দেখা তো দূরের কথা, গল্পেও শোনেনি। একবার এ ওপরে উঠছে, আরেকবার ও। ওয়াইয়ের টুঁটি চেপে ধরার চেষ্টা করল হেঙ্গা। কিন্তু তৈলাক্ত চামড়ায় হাত আটকাতে পারল না। প্রতিবার ওয়াই পিছলে পিছলে সরে গেল এই মৃত্যু-আলিঙ্গন থেকে। সেই ফাঁকে দু'তিনটে ঘুসিও লাগিয়ে দিল।

আবার উঠে দাঁড়াল দুজনেই। হেঙ্গা ওয়াইকে ছাড়তে চাইছে না। কারণ তার হাতে কোন অস্ত্র নেই। কিন্তু ওয়াইয়ের কুঠারটা এখনও ছুটে যায়নি ঘাম, বালি ও রক্তে মাখামাখি হয়ে গেছে দুজনই। দর্শকরা মাথা ঝাঁকাচ্ছে একজন মানুষ এতক্ষণ ধরে কিভাবে হেঙ্গার বিরুদ্ধে টিকে আছে, তারা বুঝতে পারছে না।

হঠাৎ প্যাগের চোখ পড়ল আকার ওপর। ঘৃণার পরিবর্তে তার মুখে এখন ভয়ের ছাপ। নিজের অজান্তেই সরে এসেছে প্যাগের দিকে। সে বলল:

'ভয় নেই, মেয়ে, ভয় নেই। স্যামনের কাজ শুরু হয়ে গেছে। ক্লান্ত হয়ে পড়েছে হেঙ্গা।'

বিশাল দৈত্যটার আলিঙ্গন সত্যিই শিথিল হয়ে গেছে। নিঃশ্বাস পড়ছে ফোঁস ফোঁস করে। যে পা কেটে গেছে, সেটার ওপর দেহের পুরো ভার ছেড়ে

www.BanglaBook.org

দিতেও সাহস পাচ্ছে না সে। তবু, সবটুকু শক্তি জড়ো করে ধাক্কা মারল হেঙ্গা। ছিটকে মাটির ওপর পড়ে গেল ওয়াই। নড়াচড়া নেই। মনে হলো, সে অজ্ঞান হয়ে গেছে। অথবা একেবারে ফুরিয়ে এসেছে দম।

এই দৃশ্য দেখে যন্ত্রণাক্ত আর্তনাদ করে উঠল মোয়ানাঙ্গা। অসহায় দেহটার ওপর এখনই লাফিয়ে পড়বে হেঙ্গা। লাথি মেরেই শেষ করে দেবে ওয়াইকে। হঠাৎ অজানা কিসের যেন একটা আতঙ্ক ভর করল হেঙ্গার ওপর। সে বোধ হয় ভাবল, ওয়াই মারা গেছে। কিন্তু তাহলে তো তার অপেক্ষা করা উচিত ছিল। অথচ সে ঘুরে দৌড় দিল গুহা অভিমুখে। ইতিমধ্যে নিজেকে সামলে নিল ওয়াই। উঠে বসে সে দেখল হেঙ্গার কাণ্ড। ভীষণ এক চিৎকার ছেড়ে সে ছুটল হেঙ্গার পিছু পিছু। তার পেছনে আর সবাই। বুড়ো আর্কও বাদ গেল না।

হেঙ্গার আহত পা-টা ক্রমেই দুর্বল হয়ে আসতে লাগল। কমতে লাগল দৌড়ের বেগ। কিন্তু ওয়াই ছুটতে লাগল হরিণের মত। ফলে, অনেক আগে দৌড় শুরু করা সত্ত্বেও গুহামুখের কাছে তাকে ধরে ফেলল ওয়াই। সবাই দেখল, ঝিক করে বিদ্যুৎগতিতে নেমে এল কুঠার। পরক্ষণেই থ্যাচ্ করে ভোঁতা একটা শব্দ। পিঠে আঘাত পেয়ে সামনে হোঁচট খেয়ে পড়ল হেঙ্গা। তারপর দুজনেই হারিয়ে গেল গুহার ছায়ায়। জনতা থেমে গেল। ফলাফল যা-ই হোক, তারা দেখতে চায়।

খানিক পর ছায়ার মধ্যে কিছু একটা নড়াচড়ার আভাস পাওয়া গেল। বেরিয়ে এসেছে একটা মানুষ। ওয়াই। এখনও হাতে ঝুলছে রক্তাক্ত কুঠারটা। কিন্তু তাছাড়াও কি যেন একটা তার হাতে। টলোমলো পায়ে এগিয়ে আসছে ওয়াই। হঠাৎ কুয়াশা কেটে হেসে উঠল সূর্য। আরেব্বাপ! ওয়াইয়ের হাতে কি ওটা! হেঙ্গার বিরাট মাথাটা যে!

জনতা চিৎকার করে নতুন সর্দারকে অভিনন্দন জানাল। পাথরের মত একমুহূর্ত দাঁড়িয়ে রইল ওয়াই। তারপরই কাটা কলাগাছের মত হুড়মুড় করে পড়ে গেল সামনের দিকে। প্যাগ এটা খেয়াল করেছিল। মাটিতে পড়ার আগেই ছুটে গিয়ে ওয়াইকে ধরে ফেলল সে।

ধরাধরি করে ওয়াইকে নিয়ে যাওয়া হলো গুহার ভেতরে। হেঙ্গার বিশাল ধড়টা টেনে নিয়ে যাওয়া হলো কুকুরের মত করে। পরে, ওয়াইয়ের নির্দেশে হেঙ্গার ধড়টা রেখে আসা হলো হিমবাহের পাদদেশে। বরফ-দেবতাদের নৈবেদ্য দিয়ে অঙ্গীকার পূরণ করল ওয়াই। যারা হেঙ্গাকে ভীষণ ঘৃণা করত, তারা নিয়ে গেল মাথাটা। পাশেই একটা মরা পাইনগাছ। গাছটার মাথা বাতাসে মুচড়ে গিয়েছিল। সেই মোচড়ের ফাঁকে আটকে দিল তারা হেঙ্গার মাথাটা। লম্বা চুলগুলো উড়তে লাগল বাতাসে। বিকৃত মুখে, ফাঁকা চোখে তাকিয়ে রইল মাথাটা নিচের কুটিরগুলোর দিকে।

গুহাটা বিরাট। অনেক মেয়ে সেখানে। প্যাগ ও মোয়ানাঙ্গা মেয়েগুলোকে বের করে দিল গুহা থেকে। প্যাগ বলল, সর্দার চাইলে ওদের আবার ডাকা হবে। তবে, সর্দার চাইবে বলে মনে হয় না। কারণ, ওরা বেজায় কুৎসিত।

www.BanglaBook.org

প্যাগের এই কথা অবশ্য মিথ্যে। বেরিয়ে গেল মেয়েরা। যেখানেই হোক, থাকার মত জায়গা তো খুঁজে বের করতে হবে। ভীষণ রেগে গেছে তারা প্যাগের ওপর। রাগটা কুৎসিত বলার জন্যে নয়, গুহা থেকে বের করে দেয়ার জন্যে। প্যাগ ওদের অবিশ্বাস করেছে। ভেবেছে, যেহেতু তারা হেঙ্গার বৌ ছিল, সেহেতু ওয়াইকে বিষ বা অন্যকিছু দিয়ে দুর্ঘটনা ঘটাতে পারে।

হেঙ্গার বিছানায় শোয়ানো হলো ওয়াইকে। পাশেই আগুন জ্বলছে। শিগগির জ্ঞান ফিরে এল তার। কিছু জল খেয়ে প্রথমেই সে ফো-র কথা বলল। ফো কাছে আসতে জড়িয়ে ধরল তাকে। এরপর প্যাগকে বলল আকাকে নিয়ে আসতে। কিন্তু ওয়াইয়ের আঘাত গুরুতর নয় জেনে আকা ফিরে গেল কুটিরে। বলে গেল, কুটিরের আগুন যাতে না নেবে, সেটা তার খেয়াল রাখতে হবে। সকালে আবার আসবে।

সুতরাং প্যাগ ও মোয়ানাঙ্গা গুহার ভেতর যা খাবার পাওয়া গেল, খাওয়াল ওয়াইকে। খাদ্যদ্রব্যের মধ্যে একটুকরো স্যামনও পাওয়া গেল। হেঙ্গা এটা রেখে গিয়েছিল লড়াই করে ফিরে এসে খাবার জন্যে। কথা বলার মত শক্তিও যেন আর অবশিষ্ট নেই ওয়াইয়ের। মাছের টুকরোটা কোনমতে গিলেই পাশ ফিরে শুয়ে পড়ল সে। হামাগুড়ি দিয়ে বিছানার ওপর উঠল ফো। বাবাকে ছেড়ে সে যেতে চায় না।

সারারাত ঘুমিয়ে সকালে জাগল ওয়াই। পাশে ফো নেই। সারা শরীর শক্ত হয়ে গেছে কালশিরা পড়ে। মাথার পেছনটা ফুলে উঠেছে। দৈত্যটার পেষণের চোটে আপাদমস্তক ব্যথা। কপালে একটা লম্বা, গভীর কাটা দাগ। হেঙ্গার হাতের লম্বা নখগুলো অনেক জায়গায় ক্ষতের সৃষ্টি করেছে। তবে হাড় ভাঙেনি কোথাও, এটা বোঝা যাচ্ছে।

নিরাপত্তার জন্যে সে কার কাছে ঋণী, ভাবল ওয়াই। বরফ-দেবতাদের কাছে? বোধ হয়। যদি তাই হয়, তাহলে সে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছে বরফ-দেবতাদের। কারণ, মরার কোন ইচ্ছে তার নেই। গোত্রের মানুষের জন্যে তার অনেককিছু করার আছে। তবু, দেবতাদের সাথে কোন সম্পর্ক সে অনুভব করে না। তারা যেন বড় দূরের কেউ, বড় বেশি নির্বিকার। তাকে নিয়ে, তার ভাগ্য নিয়ে তারা মোটেই মাথা ঘামায় কিনা, কে জানে। পাথরটা কি দেবতারাই ফেলেছিল? ওটা বুঝি হঠাৎ করে পড়ে গেছে। প্যাগ মনে করে, দেবতা বলে কিছু নেই। ওর ধারণাই হয়তো ঠিক। অন্তত এটা তার কাছে পরিষ্কার হয়ে গেছে যে, প্যাগের সাহায্য না পেলে গতকাল হেঙ্গা নামক ওই দানবটার হাত থেকে তার রক্ষা ছিল না। গোত্রের সবাই, এমনকি বুড়ো আর্কও তাকে সবচেয়ে শক্তিশালী ভাবত। কত শীতের রাতে আগুন পোয়াতে পোয়াতে তারা গল্প করেছে হেঙ্গার শক্তি সম্বন্ধে। একবার একটা বুনো ষাঁড়কে পর্যন্ত ঘাড় ভেঙে মেরে ফেলেছিল হেঙ্গা।

প্যাগ সারা গায়ে তেল না মাখালে, সাহস না জোগালে, বিশেষ করে ওই আশ্চর্য কুঠার তৈরি করে না দিলে জেতা সম্ভব হত না তার। ওই কুঠার ছাড়া আর কোন অস্ত্রে অত মোটা ঘাড় কাটত না।

www.BanglaBook.org

ফোয়ার মৃত্যুর প্রতিশোধ নেয়া হলো। রক্ষা পেল আকা ও ফো। আর সে, ওয়াই পেল গুহা। হলো জনগণের সর্দার। মনে মনে শপথ করল ওয়াই, দেখতে যতই খারাপ হোক, মানুষ যতই ঘৃণা করুক, গোত্রে তার পরেই স্থান হবে ওই প্যাগের। প্যাগ হবে তার পরামর্শদাতা। হ্যাঁ, সে শপথ করছে। যদিও এতে করে আকা খুশি হবে না। আরও বেড়ে যাবে তার ঈর্ষা।

শুয়ে শুয়ে এসব চিন্তা করছিল ওয়াই। হঠাৎ সে খেয়াল করল, হেঙ্গার হারেমের সবচেয়ে কমবয়েসী, সুন্দরী তিনজন মেয়ে আবার ফিরে এসেছে। কিছু দূরে দাঁড়িয়ে তার দিকে তাকিয়ে কি যেন বলাবলি করছে। কথা থামিয়ে ধীরে ধীরে এগোতে দেখে মনে হলো, তারা যেন কোন সিদ্ধান্তে এসেছে। কুঠারের হাতলে চেপে বসল ওয়াইয়ের হাত। ওয়াই জেগে আছে দেখে ওকে 'প্রভু' বলে সম্বোধন করল তারা। মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে কুর্নিশ করল। বলল, হেঙ্গাকে হত্যা করেছে যে মহাশক্তিমান, তার সাথে তারা থাকতে চায়। ওয়াইয়ের প্রতি অনুগত থাকবে, এ শপথও করল তারা।

ওদের কথা শুনে অবাক হলো ওয়াই। বুঝতে পারল না, কি জবাব দেবে। এই মেয়েগুলোকে নেয়ার কথা সে একবারও ভাবেনি। কারণ, হেঙ্গা যাদের ছুঁয়েছে, তাদের সে ঘৃণা করে। কিন্তু ওয়াই দয়ালু। মুখের ওপর এ-কথা বলতে বাধল তার। ভাল করে কিভাবে বলা যায়, ভাবতে লাগল সে। একটা মেয়ে চকিতে এগিয়ে এসে তার একটা হাত তুলে নিয়ে নিজের কপালে ছোয়াল, তারপর চুমু খেল। ঠিক এইসময় উপস্থিত হলো আকা। পেছনে প্যাগ। লাফ দিয়ে উঠে কয়েক ধাপ পেছনে সরে গেল মেয়েটা। গাদাগাদি করে দাঁড়াল তিনজনে। কর্কশ একটা হাসি দিল প্যাগ। টান টান হয়ে দাঁড়িয়ে আকা বলল:

'তাড়াতাড়িই নতুন জায়গায় বেশ জমিয়ে বসেছ দেখছি। হেঙ্গার ফেলে দেয়া মাগীগুলো তোমাকে চুমু খেতে শুরু করেছে! গাঢ় প্রেম মনে হচ্ছে।'

'প্রেম!' জবাব দিল ওয়াই। 'আমি কি প্রেম করার মত অবস্থায় আছি? মেয়েগুলো নিজে নিজেই এসেছে। আমি ডাকিনি।'

'হ্যাঁ, ওরা জেনেশুনেই এসেছে। ওরা জানে, এখানে এলে আদর পাবে। বোধ হয় আর যাবেও না। একটা সত্যি কথা বুঝতে পারছি আমি, সর্দারের গুহায় আমার কোন জায়গা হবে না। এতে অবশ্য আমার দুঃখ করার কিছু নেই। এই অন্ধকার গর্তের চেয়ে আমার কুটিরই ভাল।'

'কিন্তু, বৌ, শীতের তীব্র বাতাস যখন ঢুকে পড়ত কুটিরে, তখন প্রায় আমি তোমাকে বলতে শুনেছি, সর্দারের গরম গুহাটায় শুতে পারলে বেশ ভাল ঘুম হত।'

'বলেছি নাকি? বলেও যদি থাকি, না জেনে বলেছি। আমি তো আর হেঙ্গার হারেমের কেউ ছিলাম না, যে জায়গাটা দেখব। এখন দেখে তাই মত পরিবর্তন করেছি।'

'শান্ত হও, মেয়ে,' বলল প্যাগ, 'এসো, আগে দেখি সর্দারের শরীর

www.BanglaBook.org

কেমন। ওই মেয়েগুলোকে একবার তাড়িয়ে দিয়েছিলাম। এখনই আবার তাড়াব। সর্দার, তোমার জন্যে খাবার এনেছি। খেতে পারবে?'

'পারব বোধ হয়,' জবাব দিল ওয়াই, 'যদি আকা আমাকে তুলে বসায়।'

রোষকষায়িত নয়নে মেয়েগুলোর দিকে তাকাল আকা। প্যাগের দিকে তাকাল সে আরও রোষের দৃষ্টিতে। ওয়াইয়ের মনে হলো, আকা তার কথা শুনবে না। কিন্তু কি ভেবে মত পরিবর্তন করল সে। উঠতে সাহায্য করল ওয়াইকে। শরীর এত শক্ত হয়ে গেছে যে, একা একা ওঠা তার পক্ষে প্রায় অসম্ভব। ইতিমধ্যে ফো-ও এসে গেছে। খাবার তুলে খাওয়াল সে ওয়াইকে। আর, সারাক্ষণ বক বক করল লড়াই নিয়ে।

ওয়াই জানতে চাইল, 'দ্বিগুণ শরীরের একটা দৈত্যের সাথে লড়াইয়ের সময় বাবার কথা ভেবে তোমার ভয় করেনি?'

'না,' সোল্লাসে বলল ফো। 'প্যাগ বলেছিল, শেষমেষ তুমিই জিতবে। তাই একটুও ভয় লাগেনি আমার। প্যাগ বাজে কথা বলে না। তবু,' মাথা নাড়তে নাড়তে বলল সে, 'তুমি যখন মাটিতে পড়ে রইলে, মনে হলো, হেঙ্গা তোমার ওপর লাফিয়ে পড়বে। তখন ভেবেছিলাম, প্যাগের ধারণা ভুলও হতে পারে।'

ওয়াই হাসল। অতি কষ্টে হাত তুলে নেড়ে দিল ফো-র কোঁকড়া চুল। পেছন থেকে প্যাগ বলল:

'আমার ধারণা সম্বন্ধে আর কখনও সন্দেহ পোষণ করবে না। পূজারীর বিশ্বাসেই দেবতা বেঁচে থাকে'—কথাগুলোর মাথামুণ্ড কিছুই বুঝল না ফো।

আকাও বুঝল না। তবে ধারণা করল, প্যাগ নিজেকে দেবতার সাথে তুলনা করছে। প্যাগের প্রতি তার ঘৃণা শেষ পর্যায়ে পৌছল।

এমন কিছু ধার্মিক মহিলা না হলেও পূর্বপুরুষের দেখাদেখি সে দেবতাদের বিশ্বাস করে। দেবতা সত্যিই আছে কিনা, সে জানে না। কিন্তু এটা জানে, যদি থাকে তাহলে তাদের ভয় পেতে হবে। ওয়াইকে সে পাঠিয়েছিল বরফ-দেবতাদের কাছে। কারণ, সে মনস্থির করেছিল, ওয়াইকে হেঙ্গার সাথে লড়তে হবে। মৃত্যুর ঝুঁকি নিয়েও চরিতার্থ করতে হবে ফোয়া হত্যার প্রতিহিংসা। সে জানত, বছরের এই ভাগে সূর্যোদয়ের সময় দুই একটা পাথর খুলে পড়বেই। আর, পাথর খুলে না পড়া পর্যন্ত ফিরবেও না ওয়াই।

অধিকাংশ মহিলার মতই দূরদৃষ্টি ছিল তার। সে অনুভব করেছিল, লড়াইয়ে ওয়াই জিতবে। সে বলেছে, ফোয়াকে সে স্বপ্নে দেখেছে। কথাটা মিথ্যে নয়। ফোয়া বলেছিল তার মৃত্যুর প্রতিশোধ নিতে। আসলে প্রতিশোধের আগুনে তার ভেতরটা জ্বলছিল বলেই এ-স্বপ্ন সে দেখেছে।

ভ্রূকুটি করে সে ফো-কে বলল যে, প্যাগের কথা বিশ্বাস করা বোকামি।

'কিন্তু মা,' বলল ফো, 'প্যাগ যা বলেছে তা সত্যি। প্যাগই তৈরি করেছে আশ্চর্য ওই ধারাল কুঠার। বাবার গায়ে তেল মাখিয়ে দিয়েছে সে, চুল কেটে খাটো করে দিয়েছে। এসব কথা কিন্তু আমরা কেউ চিন্তা করিনি।'

প্যাগ ভাবল, এই আলোচনা শেষ করা দরকার। তাই বলল:

www.BanglaBook.org

'এমন কিছুই করিনি আমি, ফো। আর, যদি করেও থাকি, করেছি এ জন্যে যে, আমার মত কুৎসিত লোকের নিজেকে রক্ষা করার একমাত্র উপায় হলো–বুদ্ধি। ভালবাসার মানুষগুলোকেও আমরা বাঁচিয়ে রাখি বুদ্ধির সাহায্যে। নেকড়ে ও অন্যান্য বুনো জানোয়ারও তাই করে। সুন্দর মানুষ, যেমন, ধরো তোমার বাবা-মা, এদের কোন চিন্তা করতে হয় না। কারণ, তারা অন্য উপায়ে নিজেদের রক্ষা করে।'

'কিন্তু তাদের বুদ্ধিও তোমার চেয়ে কম নয়, বামন,' রেগেমেগে বলল আকা।

'ঠিকই বলেছ, আকা। চিন্তা তারাও করে। তবে কিনা তাদের চিন্তা যত অকাজের। আমি করি সঠিক চিন্তা আর ভুল চিন্তাটা করে তারা।'

জবাবের জন্যে অপেক্ষা না করে কি যেন কাজে তাড়াতাড়ি চলে গেল প্যাগ। সুন্দর চোখদুটো মেলে হতভম্ব হয়ে সেদিকে তাকিয়ে রইল আকা। তারপর জিজ্ঞেস করল:

'স্বামী, প্যাগ কি তোমার সাথে এই গুহায় থাকবে?'

'হ্যাঁ, বৌ। আমি এখন সর্দার। ওর কাছে আমি অনেকখানি ঋণী। ও খুব জ্ঞানী, কাজেকর্মে আমাকে পরামর্শ দেবে।'

'তাহলে আমি কুটিরেই থাকব,' জবাব দিল আকা, 'তোমার যখন খুশি সেখানে যেও। এই গুহা আমি ঘৃণা করি। এখানে হেঙ্গা ও তার মাগীদের গায়ের গন্ধ লেগে আছে। এহ্!'

চলে গেল আকা।

BanglaBook.org

# সাত

তাড়াতাড়িই সেরে উঠল ওয়াই। পরদিন যখন গুহা থেকে বেরিয়ে এল, বাইরের অপেক্ষমাণ জনতা অভ্যর্থনা জানাল তাদের নতুন সর্দারকে। তারপর আর্ককে মুখপাত্র করে দুঃখ দুর্দশার একটা লম্বা খতিয়ান পেশ করল। তাদের ধারণা, নতুন সর্দার সবকিছু ঢেলে সাজাতে পারবে।

তাদের প্রথম নালিশ আবহাওয়ার বিরুদ্ধে। গত কয়েকবছর খুব ঠাণ্ডা গেছে। সূর্যের মুখ দেখাই যায়নি প্রায়। ওয়াই বলল, এ ব্যাপারে বরফ-দেবতাদের কাছে প্রার্থনা করা দরকার। চিৎকার করে একজন বলল, প্রার্থনা করলে সুখের বদলে বরফ-দেবতারা শুধু বরফ পাঠিয়ে দেয়। বরফের দরকার নেই তাদের। এ কথার কোন প্রতিবাদ জোগল না ওয়াইয়ের মুখে। বলল, আবহাওয়ার পরিবর্তন হয়েছিল সম্ভবত হেঙ্গার শয়তানীর জন্যে। এখন এই আবহাওয়া আবার পরিবর্তিত হতে পারে।

এবার সূক্ষ্ম একটা ঘরোয়া সমস্যা নিয়ে কথা হলো। গোত্রে মেয়ের সংখ্যা খুব কমে এসেছে। কেউ কেউ সবচেয়ে কুৎসিত ও বদমেজাজী ধরনের নেশা

www.BanglaBook.org

মেয়েকে বিয়ে করতেও প্রস্তুত। তবু, তারা মেয়ে পাচ্ছে না। ধনী লোকেরা তিন-চারটে মেয়ে রাখত। কিন্তু আগের সর্দার সেখানে পনেরো থেকে বিশটা সুন্দরী মেয়ে গুহাতে নিয়ে রেখেছিল। তাদের ধারণা, ওয়াই-ও এদের রেখে দিতে চাইবে।

ওয়াই বলল, সেরকম কোন ইচ্ছে তার নেই। গোত্রে যে মেয়ে কম, তার কারণ আছে। মেয়ে সন্তানকে জন্মের সময় পরিত্যাগ করার জন্যেই মেয়ে কম। তাদের লালনপালন করে বড় করার কষ্ট কেউ স্বীকার করতে চায় না।

এরপর খাজনা বিষয়ে কথাবার্তা হলো। সর্দার খুব বেশি খাজনা নিত। কিন্তু সে কোন কাজ করত না। তবু, বিলাস-ব্যসনে জীবন কাটাতে চাইত। ইচ্ছেমত কারও বৌ, কারও মেয়ে ধরে নিয়ে যেত সে। খাদ্যের ভাণ্ডার লুট করত, চামড়ার আলখাল্লা কেড়ে নিত, খুনও করত মাঝে-সাঝে।

কিছু কিছু ধনীদের সে আবার খাতির করত। এই কথা বলার সময় তুরি আর রাহীর দিকে কড়া দৃষ্টিনিক্ষেপ করল আর্ক। রাহী সামান্য কিছু খাবারের বিনিময়ে জোর করে কাজ করিয়ে নিত। অথচ এইসব শয়তানী করা সত্ত্বেও তাদের রক্ষা করত হেঙ্গা। হারামী রোজগারের বেশ কিছুটা অংশ তারা দিত হেঙ্গাকে। পরিবর্তে পেত গোত্রের উচ্চস্তরে অবস্থানের সুযোগ। অন্য লোকদের হেঙ্গা আদেশ করত এদের কুর্নিশ করতে।

ওয়াই বলল, ভালভাবে অনুসন্ধান করে এ-ধরনের আচরণ চিরকালের মত বন্ধ করার চেষ্টা সে নেবে।

সবশেষে, প্রাচীন কিছু প্রথার অবলুপ্তি চাইল তারা। যেমন, কোন পশু শিকার করলে বা ফাঁদে ধরলে অথবা মাছ মেরে রোদে শুকোতে দিলে কিছু লোক সেগুলো কেড়ে নেয়। এরা কোন কাজ করে না। অথচ কাজের জিনিসে ভাগ বসাতে চায়।

ওয়াই এ বিষয়েও অনুসন্ধান করে দেখতে চাইল।

তারপর ঘোষণা করল, আগামী পূর্ণিমার পরদিন সে সবার উদ্দেশ্যে ভাষণ দেবে। সেই ভাষণে তার সুচিন্তিত কার্যপদ্ধতির কথা অনুমোদনের জন্যে জনগণের কাছে পেশ করা হবে।

সেদিন থেকে ওয়াই গভীর চিন্তাভাবনা শুরু করল। প্যাগকে সাথে করে ঘুরে বেড়াল সৈকতে, তার সাথে পরামর্শ করল। এ জন্যে আকা প্যাগের নতুন নামকরণ করল—ছায়া। শেষের দিকে ওয়াই বুড়ো আর্ক, মোয়ানাঙ্গা ও আরও দু তিনজন সাধারণ লোককে ডাকল, যাদের সে সৎ ও পরিশ্রমী বলে জানে।

গোত্রের বাকি আর সবাই কৌতূহলে ফেটে পড়ল। সাধারণ যে কয়জনকে ওয়াই ডেকেছিল, তাদের থেকে জানতে চাইল, সর্দার কি বলল। কিন্তু তারা টুঁ শব্দটি করল না। এভাবে কাজ হলো না দেখে মেয়েদের লাগাল। কৌতূহলের ব্যাপারে মেয়েরা আবার এক কাঠি সরেস। নানারকম ছলনার আশ্রয় নিল তারা। মোয়ানাঙ্গার বৌ তানা-ও বাদ গেল না। সে মোয়ানাঙ্গাকে বলল, না বললে সে মোয়ানাঙ্গার সাথে কথা বলবে না, তার মুখ দেখবে না। এতকিছু



নেশা

www.BanglaBook.org

করেও কিন্তু কাজ হলো না কিছুই। শেষমেষ সবাই এ সিদ্ধান্তে উপনীত হলো যে, ওয়াই অথবা প্যাগ নিশ্চয় বিরাট জাদু জানে। নইলে মেয়েদের প্রলোভন সত্ত্বেও পুরুষেরা কথা ফাঁস করছে না, এ কি সম্ভব!

এদিকে ওয়াই যেদিন সর্দার হলো, সেদিন থেকেই আবহাওয়া বদলে যেতে লাগল। ভেসে ভেসে উধাও হলো বরফ রঙা মেঘ। প্রায় বন্ধ হয়ে গেল উত্তর-পুব থেকে প্রবাহিত সুচ ফোটানো বাতাস। অবশেষে, অনেক দেরিতে এল বসন্ত। বিস্তর পরিমাণে না হলেও সীলের দেখা পাওয়া গেল। অগভীর জলে সাক্ষাৎ মিলল স্যামনের। বাসা বাঁধতে উড়ে এল আইড্যার ও অন্যান্য হাঁস।

'দেরিতে এলে তাড়াতাড়ি যায়,' এসব খেয়াল করে বলল প্যাগ। 'তবু, একেবারে না আসার চেয়ে অনেক ভাল।'

সুতরাং নির্দিষ্ট দিনটিতে খুব খুশি মনে সবাই দেখা করতে গেল সর্দারের সাথে। ঘরে প্রচুর খাবার, নতুন সর্দারকে তারা একজন সুলক্ষণে মানুষ বলেই ভাবল। এমনকি, খুশি দেখা গেল আকার মনেও। তানা জানতে চাইল, ওয়াই কি বলতে পারে। আকা হেসে জবাব দিল:

'জানি না। নিশ্চয় বাজে কিছু। সে আর নেকড়ে-মানব মিলে তৈরি করেছে।'

'সে যা-ই হোক,' তানা বলল, 'ওয়াই কিন্তু তোমার সাথে খুব ভাল ব্যবহার করেছে। হেঙ্গার সব মেয়ে ক্রীতদাসীগুলোকে গুহা থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে সে।'

'হ্যাঁ, ভাল ব্যবহার তো করছেই, কিন্তু এই ব্যবহার টিকবে কতদিন, সেটাই কথা। সে কি আগের সর্দারের চেয়ে আলাদা হবে? আমার তো মনে হয়, পুরুষ মানুষ সব এক জাতের। তাছাড়া,' কঠোর গলায় বলল সে, 'মেয়েগুলোকে তাড়িয়ে দিলেও প্যাগকে রেখেছে।'

'তাতে তোমার কি?' বড় বড় চোখ মেলে বলল তানা।

'অন্য সবকিছুর চেয়ে বেশি, তানা। তুমি বোধ হয় এটা ঠিক বুঝবে না। ওয়াই বলে আমি নাকি ঈর্ষাকাতর। অথচ বামনটার কোন দোষ সে দেখতে পায় না। ওই বামনই তার মন জুড়ে আছে।'

'সত্যি!' অপলক চেয়ে বলল তানা। 'কিন্তু তোমার চিন্তাধারা তো অদ্ভুত। আমি কিন্তু মোয়ানাঙ্গার মন কে দখল করল না করল, সে ব্যাপারে মাথা ঘামাই না। ওর শরীরটা কেউ দখল না করলেই হলো।'

'ওয়াইয়ের ব্যাপারটা আলাদা,' তীব্র স্বরে বলল আকা। 'শরীরের চেয়ে ওর মনটাই প্রধান। সে জন্যে আমি ওটার দখল চাই।'

'তাহলে তোমাকে প্যাগের মত চালাক হতে হবে,' কিছুটা বিরক্তির সাথে জবাব দিল তানা। তারপর অন্য কারও সাথে কথা বলার জন্যে ঘুরল।

লোকজন জড়ো হয়েছে। সশব্দে শিঙ্গা ফুঁকল উইনি-উইনি। হেঙ্গার বাঘছালের আলখাল্লা পরে হাজির হলো ওয়াই, সাথে মোয়ানাঙ্গা, আর্ক, প্যাগ ও অন্যান্যরা। তিমির দুটো হাড় একত্র করে তৈরি একটা টুলের ওপর বসল নেশা

www.BanglaBook.org

ওয়াই।

'সবাই এসেছে?' জানতে চাইল উইনি-উইনি। জানা গেল, শুধু অথর্বরা ছাড়া সবাই এসেছে।

'এখন তাহলে তোমরা সবাই বিখ্যাত শিকারী, অশুভ হেঙ্গা বিজয়ী, মহাশক্তিমান সর্দার ওয়াইয়ের কথা শোনো। তবে, কেউ তার সাথে লড়াই করে সর্দার হতে চাইলে আলাদা কথা।' থামল উইনি-উইনি।

কেউ কোন জবাব দিল না। সুস্থ মাথায় কে ওই আশ্চর্য কুঠারের বিরুদ্ধে লড়তে চাইবে? গাছে লটকানো হেঙ্গার কাটা মাথাটা চোখের সামনে ভেসে উঠল সবার।

ওয়াই উঠে তার বক্তব্য শুরু করল:

'হে জনগণ, আমার বিশ্বাস, আমরা ছাড়া কোথাও আর কোন মানুষ নেই। অন্তত বনভূমিতে বা সৈকতে আমরা আর কোন মানুষ দেখিনি। মানুষের মত একটা জিনিস শুধু দেখা যায় স্লীপারের পেছনে। তবে, সে তো অনেক আগেই মারা গেছে, অবশ্য যদি না সে দেবতা হয়। ওটা যদি আমাদের পূর্বপুরুষ হয়ে থাকে, তাহলে কিছু কিছু ক্ষেত্রে তারা আমাদের চেয়ে, এমনকি পশুদের চেয়ে বেশি শক্তিশালী ও উন্নত মানুষ ছিল। কিন্তু আমরা চিন্তা করতে পারি, কথা বলতে পারি, কুটির তৈরি করতে পারি—যা পশুরা পারে না। পারস্পরিক ব্যবহারের মাধ্যমে আমাদের প্রমাণ করা উচিত, আমাদের পূর্বপুরুষের চেয়ে আমরা অনেক উন্নত।'

মানুষকে পশুর সাথে তুলনা করার কথা এরা এই প্রথম শুনল। কিন্তু কোন কথা বলল না। এ-ধরনের তুলনা ইতিপূর্বে মনে মনে যদি কেউ কেউ করেও থাকে, তাদের অধিকাংশই পশুকে উন্নততর ভেবেছে।

মানুষ কি বুনো ষাঁড়, ওরোকস-এর সাথে শক্তিতে পারবে? অথবা তিমির সাথে? কোন মানুষ কি সীলের মত সাঁতরাতে পারবে, পাখির মত উড়তে পারবে, গুহার ডোরাকাটা বাঘের মত দ্রুতগতি ও হিংস্র হতে পারবে? নেকড়ের মত দল বেঁধে শিকার বা পাখির মত বাসা তৈরি করতে পারবে? বুদ্ধিতেই বা তারা মানুষের চেয়ে কম কিসে? তাদের ভাষা বোঝা যায় না, কিন্তু তারা তো পরস্পর কথা বলে। নিশ্চয় তাদের দেবতাও আছে, তারা সে দেবতার পুজো করে। চাঁদ উঠলে মানুষ চুপচাপ থাকলেও ভেসে আসে নেকড়ে ও কুকুরের ডাক।

এরপর ওয়াই বলল, গোত্রের সমস্যা নিয়ে জ্ঞানীগুণীদের সাথে আলাপ করা হয়েছে। নতুন আইন প্রবর্তন করা হবে। সবাইকে সে আইন মেনে চলতে হবে। মানতে না চাইলে প্রতিবাদ করা যাবে। কিন্তু সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ যদি মানে, তাহলে সংখ্যালঘুদের তা মানতেই হবে। তারপরও না মানলে তাদের বিদ্রোহী বলে চিহ্নিত করে শাস্তি দেয়া হবে। এরকম শাসনে মত থাকলে সবাই সেটা জানাক।

সবাই হৈ হৈ করে সমর্থন জানাল। সমর্থন জানানোর পেছনে দুটো কারণ কাজ করল। এক, বসে থেকে থেকে তারা ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। এতক্ষণে নেশা

www.BanglaBook.org

চিৎকারের একটা সুযোগ পাওয়া গেল। দুই, ইতিপূর্বে তারা 'আইন' বলে কোনকিছুর নাম শোনেনি।

সমস্যার ব্যাপারে ওয়াই প্রথমে তুলল নারীস্বল্পতার কথা। একজন যদি শুধু একটা বিয়ে করে তাহলেই এ সমস্যার সমাধান সম্ভব। সে নিজে একটা বৌ রাখবে। দেবতাদের নামে শপথ করে বলছে, যদি শপথ ভাঙে দেবতাদের রোষ পড়বে তার ওপর।

সবাই চুপ করে রইল। খুশিখুশি গলায় ফিসফিস করে তানা আকাকে বলল:

'শুনেছ, বোন? আচ্ছা, এই আইন ব্যাপারটা কেমন মনে হলো তোমার?'

'এতে কোন কাজ হবে বলে মনে হয় না,' অবজ্ঞার সুরে জবাব দিল আকা। 'ওয়াই এবং অন্যান্য মানুষ ততদিনই এটা মানবে, যতদিন না কেউ চাইবে, তারা এ আইন ভাঙুক। তাছাড়া, অনেক মেয়েও এটা ঘৃণা করবে। বুড়ি হলে সব কাজকর্ম করা কি তাদের পক্ষে সম্ভব হবে? সুতরাং, নতুন সব জিনিসের মত এই আইন জিনিসটাও বাজে। তবু আমি চাই, এটা থাকুক। আইন ভাঙলে স্বামীদের একহাত নিতে পারব আমরা। ওয়াই বুঝবেই, আইন রক্ষা করা কত কঠিন। এখন তো সে স্বপ্নে বিভোর। ভাবছে, কয়েকটা কথা বলেই মানুষের স্বভাব বদলে দেবে। প্যাগই ওর মাথায় এ-সব ঢুকিয়েছে, যে পুরুষও নয়, নারীও নয়। একটা বামন, একটা শিকারী কুকুর।'

'কখনও কখনও শিকারী কুকুর কিন্তু বেশ কাজে লাগে,' বলে ঘুরে দাঁড়াল তানা।

অনেকক্ষণ বিতর্ক চলার পর গুহাগামীরা রাজি হলো এক শর্তে। সবচেয়ে সুন্দরী বৌকে তারা রাখবে। আর, বৌ যদি অনুমতি দেয়, তাহলেই শুধু বৌ বদলাবে।

ওয়াই বলল, অন্য কে কি করবে, সে জানে না। কিন্তু সে বৌ বদলাবে না। আকা চাইলেও না। অবশ্য খুব কম বৌ-ই চাইবে এটা। শপথ ভাঙলে দেবতার অভিশাপ যেন পড়ে তার ও জনগণের ওপর।

নতুন এসব কথায় বেশ একটা হুলস্থূল পড়ল। শেষমেষ তিনজন এগিয়ে এল। পিটোকিটি, হু আর হোয়াকা। ওদের পক্ষ থেকে হোয়াকা বলল:

'বিয়ের ব্যাপারে তোমার প্রস্তাব শুনলাম। পুরানো প্রথা ভাঙা আমরা অনেকেই পছন্দ করি না। তবু পাঁচবছরের জন্যে এটা চালু রেখে দেখতে হবে, ফলাফল কেমন হয়। তুমি বলছ, আকাকে ছাড়া আর কাউকে বিয়ে করবে না। আমাদের মনে হয় না, তুমি এটা পারবে। তুমি সর্দার, যা খুশি তা-ই করতে পারো। এই মজা তুমি ছাড়বে কেন? আর, নিজের সাথে সাথে দেবতাদের অভিশাপ তুমি জনগণের ওপরও পড়তে বলছ কেন? তুমি শপথ ভাঙবে, সেজন্যে নিরীহ মানুষ শাস্তিভোগ করতে পারে না। আমার নিজের মতে, পুরানো প্রথা ভাঙলে ভাল হতে পারে না। তবু তোমার আইন আমরা মেনে নিচ্ছি। তবে, শপথ ভাঙলে দেবতাদের অভিশাপ পড়বে তোমার ওপর।

www.BanglaBook.org

চিৎকারের একটা সুযোগ পাওয়া গেল। দুই, ইতিপূর্বে তারা 'আইন' বলে কোনকিছুর নাম শোনেনি।

সমস্যার ব্যাপারে ওয়াই প্রথমে তুলল নারীস্বল্পতার কথা। একজন যদি শুধু একটা বিয়ে করে তাহলেই এ সমস্যার সমাধান সম্ভব। সে নিজে একটা বৌ রাখবে। দেবতাদের নামে শপথ করে বলছে, যদি শপথ ভাঙে দেবতাদের রোষ পড়বে তার ওপর।

সবাই চুপ করে রইল। খুশিখুশি গলায় ফিসফিস করে তানা আকাকে বলল:

'শুনেছ, বোন? আচ্ছা, এই আইন ব্যাপারটা কেমন মনে হলো তোমার?'

'এতে কোন কাজ হবে বলে মনে হয় না,' অবজ্ঞার সুরে জবাব দিল আকা। 'ওয়াই এবং অন্যান্য মানুষ ততদিনই এটা মানবে, যতদিন না কেউ চাইবে, তারা এ আইন ভাঙুক। তাছাড়া, অনেক মেয়েও এটা ঘৃণা করবে। বুড়ি হলে সব কাজকর্ম করা কি তাদের পক্ষে সম্ভব হবে? সুতরাং, নতুন সব জিনিসের মত এই আইন জিনিসটাও বাজে। তবু আমি চাই, এটা থাকুক। আইন ভাঙলে স্বামীদের একহাত নিতে পারব আমরা। ওয়াই বুঝবেই, আইন রক্ষা করা কত কঠিন। এখন তো সে স্বপ্নে বিভোর। ভাবছে, কয়েকটা কথা বলেই মানুষের স্বভাব বদলে দেবে। প্যাগই ওর মাথায় এ-সব ঢুকিয়েছে, যে পুরুষও নয়, নারীও নয়। একটা বামন, একটা শিকারী কুকুর।'

'কখনও কখনও শিকারী কুকুর কিন্তু বেশ কাজে লাগে,' বলে ঘুরে দাঁড়াল তানা।

অনেকক্ষণ বিতর্ক চলার পর অনুগামীরা রাজি হলো এক শর্তে। সবচেয়ে সুন্দরী বৌকে তারা রাখবে। আর, বৌ যদি অনুমতি দেয়, তাহলেই শুধু বৌ বদলাবে।

ওয়াই বলল, অন্য কে কি করবে, সে জানে না। কিন্তু সে বৌ বদলাবে না। আকা চাইলেও না। অবশ্য খুব কম বৌ-ই চাইবে এটা। শপথ ভাঙলে দেবতার অভিশাপ যেন পড়ে তার ও জনগণের ওপর।

নতুন এসব কথায় বেশ একটা হুলস্থুল পড়ল। শেষমেষ তিনজন এগিয়ে এল। পিটোকিটি, হু আর হোয়াকা। ওদের পক্ষ থেকে হোয়াকা বলল:

'বিয়ের ব্যাপারে তোমার প্রস্তাব শুনলাম। পুরানো প্রথা ভাঙা আমরা অনেকেই পছন্দ করি না। তবু পাঁচবছরের জন্যে এটা চালু রেখে দেখতে হবে, ফলাফল কেমন হয়। তুমি বলছ, আকাকে ছাড়া আর কাউকে বিয়ে করবে না। আমাদের মনে হয় না, তুমি এটা পারবে। তুমি সর্দার, যা খুশি তা-ই করতে পারো। এই মজা তুমি ছাড়বে কেন? আর, নিজের সাথে সাথে দেবতাদের অভিশাপ তুমি জনগণের ওপরও পড়তে বলছ কেন? তুমি শপথ ভাঙবে, সেজন্যে নিরীহ মানুষ শাস্তিভোগ করতে পারে না। আমার নিজের মতে, পুরানো প্রথা ভাঙলে ভাল হতে পারে না। তবু তোমার আইন আমরা মেনে নিচ্ছি। তবে, শপথ ভাঙলে দেবতাদের অভিশাপ পড়বে তোমার ওপর।

www.BanglaBook.org

কিছুদিনের মধ্যেই মারা যাবে তুমি।' দলবল নিয়ে চলে গেল হোয়াকা।

ক্রমেই নেমে আসছে আঁধার। অনেকেই গা ঢাকা দিয়েছে অযাচিত অবাঞ্ছিত এই আইনের বিপক্ষে নতুন যুক্তির কথা চিন্তা করার জন্যে। এসব খেয়াল করে আগামীকাল পর্যন্ত সভা মুলতবী ঘোষণা করল ওয়াই। আগামীকালের আলোচ্য বিষয়বস্তু: মেয়ে শিশু পরিত্যাগ।

রাতে ওয়াই তার আগের কুটিরে গেল। খেতে বসে আলোচনা শুরু করল তার নতুন আইন সম্বন্ধে। মিনিটখানেক শুনেই আকা বলল, এসব আজ বিকেলেই সে যথেষ্ট শুনেছে। গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা যদি কিছু করতেই হয় তাহলে শীতের খাবার কিভাবে জমিয়ে রাখা যাবে, সে বিষয়ে আলোচনা হতে পারে। তবে, এখন তো ওয়াই আবার সর্দার। সুতরাং, এসব কাজ তার প্যাগকে সাথে নিয়েই করা উচিত।

এরকম বাঁকা কথা শুনে রেগে গেল ওয়াই। বলল:

'এই আইনের ফলে মেয়েদের কতখানি সুবিধে হলো, তুমি বোঝো না? মেয়েরা পুরুষের সমান হয়ে গেল।'

'যদি তাই হয়, তোমার আগে জেনে নেয়া উচিত ছিল, আমরা সমান হতে চাই কি-না। দেখতে, আমাদের অধিকাংশ বর্তমান অবস্থাতেই খুশি। বেশি কাজ বা বেশি সন্তান আমরা চাই না। এই আইনগুলো তো তৈরি করেছে ওই গর্দভ, নারীবিদ্বেষী প্যাগ। দেখো, পুরুষ পুরুষ, নারী নারীই। আগে থেকে এ অবস্থা চলে আসছে, থাকবেও এরকমই। তুমি নিজেকে যতই চালাক ভাবো, এই অবস্থার পরিবর্তন করতে পারবে না। তবু, ওই মাগীগুলো তোমার সাথে থাকবে না জেনে খুশি হয়েছি। অর্থাৎ, তুমি এই কথা বলে শপথ করেছ, বোকার মত সবার সামনে মাথা পেতে নিতে চেয়েছ দেবতার অভিশাপ। এখন খুব বাহবা নিলে কিন্তু যখন শপথ ভাঙবে, দেখবে ওই বাহবা দেয়া লোকগুলোই তোমার কি অবস্থা করে।'

ওয়াই চুপ করে রইল। আকাকে খুশি করার কথা ভাবল সে। কারণ, আকাকে সে ভালবাসে। এমনিতে যত কড়া কথাই বলুক, আকাও তাকে ভালবাসে। কিন্তু এই আইনে ওদের সুবিধে হবে, এটা বুঝতে পারছে না কেন?'

প্রসঙ্গ পাল্টে শীতের খাবার সম্বন্ধে আলোচনা করল ওয়াই।

ভোরের দিকে ভীষণ গোলমালের শব্দে ঘুম ভাঙল তাদের। মেয়েরা তীক্ষ্ণ চিৎকার করছে, চেঁচাচ্ছে পুরুষেরাও। কুটিরের একপাশে ঘুমাচ্ছিল ফো। সে উঠে বাইরে গেল দেখতে। তার ধারণা, নেকড়ে নিয়ে গেছে কাউকে। ফিরে এসে সে বলল, মারামারি হচ্ছে। তবে কেন হচ্ছে, সে জানে না।

ওয়াই উঠতে চাচ্ছিল, কিন্তু উঠতে দিল না আকা। বলল:

'চুপচাপ শুয়ে থাকো। ওই লড়াই হচ্ছে তোমার নতুন আইনের কারণে।'

সকালে দেখা গেল, আকার কথাই ঠিক। কিছু মেয়ে তাদের স্বামীকে ছেড়ে গিয়েছিল যুবক প্রেমিকের কাছে। এদিকে যাদের বৌ নেই, তারা জোর করে ধরার চেষ্টা করেছিল মেয়েগুলোকে। ফলে, ওই মারামারি। কিছু ছেলে-



নেশা,

www.BanglaBook.org

মেয়ে আহত হয়েছে, মারাও গেছে একজন বুড়ো লোক।

আকা আবার বাঁকা হাসি হাসল এই ঘটনা নিয়ে। ওয়াইয়ের মন খুব খারাপ। সে শুধু বলল:

'কিছুদিন থেকে তুমি আমার সাথে মোটেই ভাল ব্যবহার করছ না, আকা। অথচ আমি কিন্তু তোমাকে ভালবাসি। অনেকদিন আগে তোমাকে জোর করে ধরে নিয়ে যেতে চেয়েছিল এক লোক, তাকে হত্যা করেছিলাম আমি। আসলে, ফোয়া মারা যাবার পর থেকেই তুমি কেমন বদলে গেছ। অথচ ওই ব্যাপারে আমার কোন দোষ ছিল না।'

'তোমারই দোষ। ফোয়াকে ছেড়ে শখের শিকারে যাওয়া তোমার উচিত হয়নি।'

'শখের শিকার করতে আমি যাইনি। আমি গিয়েছিলাম মাংস জোগাড় করতে। তাছাড়া, তুমি বললে আমি প্যাগকে রেখে যেতে পারতাম।'

'হুঁ, তাহলে ওই বামনটা তোমার মাথায় এ গল্প ঢুকিয়েছে। সত্যি কথাটা শুনে নাও। প্যাগ ফোয়ার কাছে থাকতে চেয়েছিল। আমি রাজি হইনি। মেয়েকে পাহারা দেয়ার জন্যে কুৎসিত একটা জানোয়ারকে আমি রাখতে পারি না।'

'প্যাগ আমাকে কোন গল্প শোনায়নি। ওর সাথে খারাপ ব্যবহার করেছ তুমি। তুমি ঘৃণা করা সত্ত্বেও সে কিন্তু আমাদের ভালবাসে। সেদিন প্যাগকে থাকতে দিলে ফোয়া বেঁচে যেত। সে যাকগে। যে মারা গেছে, গেছে। তাকে তো আর ফেরানো যাবে না। এদিকে আমি কিন্তু তোমার ইচ্ছেমতই কাজ করেছি। দেবতাদের কাছে গেছি, হেঙ্গার সাথে লড়াই করেছি। লড়াইয়ের পর হেঙ্গার মেয়েদের তাড়িয়েও দিয়েছি গুহা থেকে। তবু তুমি আমার সাথে খারাপ ব্যবহার করছ। তাহলে কি তুমি আর আমাকে ভালবাস না?'

'সত্যি কথাটা শুনতে চাও?' চোখে চোখ রেখে বলল আকা। 'তাহলে শোনো। আমি কোনদিনই অন্য কারও চিন্তা করিনি। যেদিন তুমি আমাকে রঙ্গির হাত থেকে বাঁচিয়েছিলে, সেদিন যেমন ভালবাসতাম, আজও তেমনি ভালবাসি তোমাকে। কিন্তু প্যাগকে ভালবাসি না। অথচ তোমার মন পড়ে আছে প্যাগের কাছে। প্যাগ তোমার পরামর্শদাতা, আমি নই। এটা ঠিক, ফোয়া যেদিন মারা গেল সেদিন থেকে সবকিছু আমার কাছে বিস্বাদ হয়ে গেছে। পানি তেতো লাগে, মাংস মনে হয় বালিমাখানো, হৃৎপিণ্ডের বদলে বুকের মধ্যে যেন ঘা মারে পাথর। সুতরাং, আমি বাঁচি বা মরি, আমার কিছু যায় আসে না। তবু বলছি, প্যাগকে তুমি তাড়িয়ে দাও। তুমি সর্দার, তুমি সব পারো। আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করব তোমার কাছে আগের মত থাকতে। শুধু তোমার বৌ হিসেবে থাকব না, পরামর্শদাতা হিসেবেও থাকব। এখন প্যাগ আর আমার মধ্যে যে কোন একজনকে তোমার বেছে নিতে হবে।'

ঠোঁট কামড়ে ধরল ওয়াই। কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে গেলে এরকম করা তার অভ্যাস। আকার দিকে বিষণ্ন চোখ তুলে বলল:

'মেয়েরা এক অদ্ভুত জাত। কোন কিছুরই সঠিক কারণ তারা বুঝতে

www.BanglaBook.org

পারে না। আমি প্যাগের জীবন বাঁচিয়েছিলাম বলেই সে আমাকে ভালবাসে। আর, গোত্রের মধ্যে তার বুদ্ধি সবচেয়ে বেশি বলেই আমি তার পরামর্শ শুনি। সবচেয়ে বড় কথা, ওর তৈরি আশ্চর্য কুঠারটা না পেলে আজ আমি বেঁচে থাকতাম না। ফো-কে সে ভালবাসে, ফো-ও ভালবাসে তাকে। তুমি ওকে তাড়িয়ে দিতে বলছ। ও আমার কাছে না থাকলে মেয়েরা ঘৃণার বশবর্তী হয়ে ওকে খুন করে ফেলবে। বাঁচতে হলে বুনো জন্তুর মতই তাকে ঘুরতে হবে বনে বনে। বৌ, আমি যদি ওকে তাড়িয়ে দিই, তাহলে আমি আর মানুষ থাকব না। আমি হব বিশ্বাসঘাতক কুকুর। শুধু ঈর্ষায় জ্বলে কেন এমন একটা কাজ করতে বলছ?'

'এমন করতে বলার যথেষ্ট কারণ আছে। যাক। আমি তোমার কাছে একটা জিনিস চাইলাম, তুমি দিলে না। এখন তুমি তোমার মত চলো। আমি চলি আমার মত। তবে, আমাদের যে ঝগড়া হয়েছে, এটা কাউকে বলার দরকার নেই। একটা কথা বলে রাখছি, তোমার নতুন নিয়ম তোমার সর্বনাশ ডেকে আনবে। তুমি বোকা। প্যাগই তোমাকে বোকা বানিয়েছে।'

এভাবেই বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ল দুজন। মন খুব খারাপ হয়ে গেল ওয়াইয়ের। সে বুঝতে পারল, আকার মন আর বদলানো যাবে না। অন্য কেউ হলে আকাকে ছেড়ে আরেকটা বিয়ে করত। কিন্তু সেটা তার পক্ষে সম্ভব নয়। আকা আসলে জন্মগতভাবেই ঈর্ষাকাতর। শুধু অন্য মেয়ের ওপরই নয়, সবকিছুর ওপরই তার ঈর্ষা। তার যা কিছু, সেটা সে শুধু নিজের করেই রাখতে চায়। সে এমনকি ফো-কেও ঈর্ষা করে। কারণ, ফো আকার চেয়ে ওয়াইকে বেশি ভালবাসে।

আগে আকা স্বপ্ন দেখত, ওয়াই একদিন সর্দার হবে। অথচ এখন সে সর্দার হওয়াতে তার কিছুই যায় আসে না। সর্দারের বৌ হয়েও সে সুখী নয়। ফোয়ার মৃত্যু আসলে তার মাথা খারাপ করে দিয়েছে। কমিয়ে দিয়েছে কাণ্ডজ্ঞান। কিন্তু অন্তরের গভীরে এখনও সে ওয়াইকেই ভালবাসে।

যত কিছুই চিন্তা করুক, ওয়াই আসলে একজন সরল, সাধারণ আদিম মানুষ। রান্না করে খাবার মত পাত্রও তার নেই। মনটা ভীষণ খারাপ হয়ে গেল তার। তবু সে ভাবল, ধৈর্য তাকে ধরতেই হবে। আকার মনোভাব একদিন নিশ্চয় পরিবর্তিত হবে। আবার ফিরে আসবে আকা।

গুহায় ফিরে সে দেখল, প্যাগ তার জন্যে খাবার নিয়ে বসে আছে। রহস্যজনক এক উপায়ে রান্না করেছে ফো। ছোট্ট একটা স্যামন—একেবারে নতুন প্রক্রিয়ায় রান্না করা হয়েছে। লবণ, শামুক, চিংড়ি ও শেকড়-বাকড় সহযোগে অপূর্ব স্বাদ হয়েছে সে খাবারের।

'এরকম খাবার আমি কোনদিন খাইনি,' বলল ওয়াই। 'কিভাবে রান্না করলে তোমরা?'

গর্ত করা একটা কালো কাঠ দেখিয়ে ফো বলল, 'এটার সাহায্যে, বাবা। জলাতে পোঁতা ছিল। তোমার নতুন কুঠারের পাথরের মত একটা পাথর দিয়ে অনেক কষ্টে কেটেছি। তারপর এটাতে করে জল ও গনগনে পাথর চড়িয়েছি।

www.BanglaBook.org

জল ফুটলে মাছ, ঝিনুক ও শেকড় ছেড়েছি। রান্না ভাল হয়েছে, বাবা?' হাসতে হাসতে হাততালি দিল সে।

'খুব ভাল হয়েছে। খিদে থাকলে আরও খেতাম। তা, এই বুদ্ধিটা কার?

'প্যাগের। কিন্তু কাজ প্রায় সবটুকুই আমি করেছি, বাবা।'

'বেশ, বেশ। এখন যাও, বাকি মাছগুলো খেয়ে তোমাদের পাত্র ধুয়ে রাখো। নইলে ভীষণ দুর্গন্ধ হবে। তুমি আর প্যাগ মিলে কি তৈরি করেছ, নিজেরাও আন্দাজ করতে পারোনি। শিগ্‌গিরই সবাই ধন্য ধন্য করবে তোমাদের।'

খুশিতে আটখানা হয়ে বিদায় নিল ফো। মা-কেও পাত্রটা দেখাল এই ভেবে যে, মা-ও খুব প্রশংসা করবে। কিন্তু ঘটল উল্টো ঘটনা। এটা প্যাগের বুদ্ধিতে হয়েছে শুনে আকা বলল, সে তার বাপ-দাদার পুরানো পদ্ধতিতেই রান্না করে খেতে চায়। আর, সেদ্ধ মাংস খেলে মানুষ যে রোগা হয়ে যাবে, এ ব্যাপারে সে নিশ্চিত।

কিন্তু আকার ধারণা ভুল। সেদ্ধ মাংস খেয়ে শরীর রোগা তো হলোই না, বরং ধীরে ধীরে এ পদ্ধতি গোত্রে ছড়িয়ে পড়ল। দাঁতহীন বুড়োরাও এ খাবার খেতে পারল। শরীর মোটাতাজা হলো তাদের। সবচেয়ে উপকার হলো শিশুদের। আগুনে পোড়া মাংস খেয়ে আমাশয় হতো তাদের। সেই রোগের হাত থেকে রেহাই পেল শিশুরা।

BanglaBook.org

## আট

বিকেলবেলা আবার সভা বসল। তবে, লোক অনেক কম হলো। নতুন আইন প্রবর্তনের ফলে অনেক কাণ্ড ঘটে গেছে গোত্রে। মারপিটে আহত হয়েছে অনেকে। কেউ কেউ মেয়েদের সাথে ঝগড়ায় লিপ্ত হয়েছে। যারা অবিবাহিত তারা বৌ নিয়ে বসবাসের জন্যে ইতিমধ্যেই আলাদা কুটির তৈরি করতে শুরু করেছে।

এই নারী বিষয়ক আইনে আসলে অনেক জটিলতা ছিল। যেমন: তিন কি চারজন পুরুষ যদি একই মেয়েকে বিয়ে করতে চায়, তখন কি হবে?

ওয়াই সিদ্ধান্ত নিল, পছন্দের ব্যাপারটা মেয়েদের ওপর ছেড়ে দেয়া হবে। এই কথা শুনে সবাই অবাক ও আতঙ্কিত হলো। ইতিপূর্বে মেয়েদের কখনোই এ সুযোগ দেয়া হয়নি। পাত্র পছন্দ করত মেয়ের বাবা কিংবা মা। বাবা-মা-র অবর্তমানে পাণিপ্রার্থী পুরুষদের মধ্যে যে সবচেয়ে শক্তিমান সে অন্যদের হত্যা করে বা পিটিয়ে তক্তা বানিয়ে চুল ধরে হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে যেত মেয়েকে।

এবার দ্বিতীয় আইনের কথা ঘোষণা করা হলো। অঙ্গহানি নেই, এমন কোন মেয়ে শিশুকে বনে ঠাণ্ডার প্রকোপে বা নেকড়ের কবলে পড়ে মরার জন্যে

www.BanglaBook.org

রেখে আসা যাবে না। এ কথায় অসন্তোষ তীব্রতর হলো। সন্তান তো বাপ-মায়ের সম্পত্তি। বিশেষ করে মায়ের। এই সন্তানকে নিয়ে যা খুশি করার অধিকার তাদের আছে।

হঠাৎ কি এক প্রেরণায় ওয়াই বলে উঠল:

'সন্তানরা আসে স্বর্গ থেকে। দেবতারা উপহার হিসেবে যাদের এই সন্তান দেয়, তারা সন্তানের প্রতি কেমন ব্যবহার করল, দেবতারা তার হিসেব নেবে।'

কথাগুলো এতই আশ্চর্য যে, একেবারে নীরব হয়ে গেল সবাই। ওয়াইয়ের পাশে বসা বুড়ো আর্ক বলল, তার দাদার আমলেও সে কোনদিন এমন কথা শোনেনি। আর্কের পেছন থেকে নাস্তিক প্যাগ বলল:

'কোন্ দেবতারা সন্তান উপহার দেয়?'

আবার কিসের যেন একটা প্রেরণা পেল ওয়াই। গলা চড়িয়ে বলল:

'সে আমরা জানতে পারব মরার পরে। মরার পর লুকিয়ে থাকা দেবতাদের দেখা যাবে।'

এরপর শাস্তির কথা বলল সে। শাস্তিটা সাংঘাতিক। যারা সন্তান পরিত্যাগ করবে, গোত্রের পক্ষ থেকে তাদেরও পরিত্যাগ করা হবে। এতে তারা বুঝবে, পরিত্যক্ত হলে কেমন লাগে। এই নির্বাসন থেকে কেউ এদের উদ্ধার করতে পারবে না।

'কিন্তু সন্তানের মুখে তুলে দেবার মত খাবার যদি আমাদের না থাকে?' চিৎকার করে বলল একজন।

'তাহলে সেই সন্তানের ভার আমি নেব। মানুষ করব নিজের সন্তানের মত। অথবা দিয়ে দেব নিঃসন্তানকে।'

'খুব শিগগির বিরাট পরিবার হয়ে যাবে আমাদের,' তানার কাছে মন্তব্য করল আকা।

'হ্যাঁ,' তানা জবাব দিল। 'তবু বলব, ওয়াই বিরাট মনের মানুষ। সে যা করছে, ঠিকই করছে।'

এই পর্যায়ে সভা ভেঙে গেল। সবাই অনুভব করল, একদিনে একটা আইনই হজম করার পক্ষে যথেষ্ট।

পরদিন আবার সভা বসল। আরও কমল লোকের সংখ্যা। শেষে এমন একদিন এল, যেদিন সভায় কেউ গেল না। শিঙ্গা ফুঁকে উইনি-উইনি জানিয়ে দিল নতুন নতুন আইন।

গুহার বাইরে একটা আদালতমত গড়ে তুলল ওয়াই। যথাসাধ্য বিচার করে শাস্তি দিতে লাগল সে। নিজের ভাগে বেশি রাখার জন্যে অতর্কিত হানা দিয়ে কেড়ে নেয়া হলো তুরির খাবার। সে খাবারের অধিকাংশই বেঁটে দেয়া হলো গরীবদের মাঝে। ফলে, খাবার লুকিয়ে রাখার ব্যাপারে আরও সাবধান হয়ে গেল তুরি।

বড়শির পরিবর্তে চামড়া অগ্রিম নিয়েও মাথা ভাঙা খারাপ বড়শি সরবরাহ করার জন্যে রাহীর বড়শি কেড়ে নিয়ে যাদের বড়শি নেই, তাদের মাঝে ভাগ করে দেয়া হলো। ত্রাহি চিৎকার ছাড়ল রাহী। কিন্তু এ চিৎকারে শামিল হলো না

www.BanglaBook.org

কেউই। কারণ, রাহী বরাবরই গরীবদের খুব ক্ষতি করেছে।

আস্তে আস্তে মানুষজন বুঝতে পারল, তাদের নতুন সর্দার হেঙ্গার মত খুনী বা ডাকাত নয়। সৎ মানুষ। যথাসাধ্য কম খাজনা নেয় সে। সবসময় তাদের ভালর চিন্তা করে। ধীরে ধীরে আইনও মানতে লাগল তারা। ওয়াইকে সামানাসামনি গালাগাল করলেও গোপনে ঠিকই প্রশংসা করতে লাগল। সেই সাথে আশা করল, টিকে যাবে নতুন আইনগুলো।

তবে, ঝামেলা একটা শেষমেষ ঠিকই হলো। এজ্জি নামের এক শয়তান মেয়ে তার স্বামীকে কন্যা সন্তান পরিত্যাগ করাতে বাধ্য করাল। বৌয়ের কথামত বনের প্রান্তে একটা পাথরের ওপর মেয়েটাকে রেখে এল লোকটা। কিন্তু এ কথা বলে বৌয়ের কাছ থেকে বাহবা নেয়ার আগেই প্যাগের নিযুক্ত মহিলা গোয়েন্দাদের হাতে ধরা পড়ে গেল সে।

পরদিন সকালে স্বামী-স্ত্রী দুজনকেই ওয়াইয়ের সামনে হাজির করা হলো। ওয়াই জানতে চাইল, তাদের বাচ্চার কি হয়েছে। এজ্জি নির্ভয়ে জবাব দিল, বাচ্চাটা মারা গেছে। তাই প্রথা অনুযায়ী মৃতদেহটা তারা ফেলে দিয়ে এসেছে।

এই পর্যায়ে ওয়াই সঙ্কেত করতেই গুহার ভেতর থেকে বাচ্চাটাকে নিয়ে এল এক ধাই-মা। এজ্জি বাচ্চাটাকে নিজের বলে অস্বীকার করল। কিন্তু তার স্বামী কোলে তুলে নিল বাচ্চাটাকে। পরে সে চাপের মুখে স্বীকার করল, ইচ্ছের বিরুদ্ধে এবং পারিবারিক শান্তি বজায় রাখার জন্যেই সে এ কাজ করেছে।

ওয়াই আদেশ দিল, যেহেতু এদের কোন অভাব ছিল না, সেহেতু সন্তান ত্যাগ করা ঘোর অন্যায় হয়েছে। বাচ্চাটাকে যে পাথরের ওপর রাখা হয়েছিল, সূর্যাস্তের সময় এদের দুজনকে সেখানে গাছের সাথে বেঁধে রাখা হবে। রাতে এরা হবে নেকড়ের শিকার।

BanglaBook.org

এরকম কঠিন শাস্তি দেয়াতে মহা হৈ চৈ উঠল। আগে যেসব বাপ-মা তাদের সন্তানকে পরিত্যাগ করেছে, তারা হুমকিও দিল ওয়াইকে।

তবু, হুকুম নড়ল না। রাত নামার সাথে সাথে আত্মীয়-স্বজন ও শোকার্ত বন্ধু-বান্ধবদের মধ্যে দিয়ে তাদের নিয়ে গিয়ে বাঁধা হলো গাছের সাথে।

গভীর রাতে শোনা গেল নেকড়ের হুটোপাটি আর গর্জন। সবাই বুঝল, এজ্জি ও তার স্বামীকে ছিঁড়ে খাচ্ছে নেকড়ের পাল। এই দুজনের মৃত্যুতে ভীষণ রেগে গেল জনসাধারণ। কেউ কেউ গুহায় গেল ওয়াইকে গালাগাল করতে। একটা অকেজো ছুঁড়িকে বাঁচিয়ে রাখার প্রয়োজন মনে করেনি তার বাবা-মা। সেজন্যে তাদের মৃত্যুদণ্ড হতে পারে না। কিন্তু গুহামুখের কাছে গিয়ে অবিশ্বাসে চোখ বড় বড় হয়ে গেল তাদের। মরে পড়ে আছে তিনটে নেকড়ে। তাদের পেছনে হাত-পা বাঁধা অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছে এজ্জি ও তার স্বামী।

রক্তে রঞ্জিত একটা বর্শা হাতে হেলেদুলে এগিয়ে এসে প্যাগ বলল:

'শোনো সবাই! এদের মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়েছিল। তবু সর্দার ওয়াই, মোয়ানাঙ্গা ও আমি কুকুর নিয়ে বেরিয়েছিলাম রাত নামার পর। এমন একটা

www.BanglaBook.org

জায়গায় লুকিয়েছিলাম আমরা, এরা দেখতে পায়নি। তারপর একসময় নেকড়েরা এল। ছটা কি আটটা হবে। এদের দিকে ছুটে এল দুটো। কুকুরগুলোকে ছেড়ে দিয়ে আক্রমণ করলাম নেকড়েদের। তিনটে মারা পড়ল। অন্যগুলো পালিয়ে গেল আহত হয়ে। এখন, ওয়াইয়ের আদেশে এদের মুক্ত করে দিচ্ছি আমি। এরপর যদি কেউ মেয়েশিশু পরিত্যাগ করে, তাদের কিন্তু রেখে আসা হবে মরার জন্যে। তখন আর কেউ উদ্ধার করতে যাবে না।'

বাঁধন খুলে দিতে লজ্জায় মাথা নিচু করে চলে গেল এজ্জি ও তার স্বামী। আর এই আচরণের জন্যে জনগণ মহাসম্মান করল ওয়াইকে। সম্মান পেল মোয়ানাঙ্গা, এমনকি প্যাগও।

এই ঘটনার পরে সন্তান পরিত্যাগ বন্ধ হয়ে গেল। কিন্তু অনেক বাপ-মা-ই সন্তান সাথে করে এনে বলল, এদের লালন-পালন করার সামর্থ্য তাদের নেই। ওয়াই সেই শিশুদের ভার নিল। গুহার একটা পাশ সে ছেড়ে দিল শিশুদের জন্যে। মায়েদের এখানে এসে খাইয়ে যেতে হবে। তারপর, বড় হলে এদের ভার নিজের পছন্দমত মেয়ের হাতে তুলে দেবে ওয়াই।

এদিকে এইসব পরিবর্তিত নীতির ফলে গোত্রে দুটো দল হলো। একদল ওয়াইকে সমর্থন করল, একদল করল না। তবে, সমর্থন যারা করল না, তারাও কোন ঝগড়া বাধাল না। আগেকার যত সর্দারের গল্প শুনেছে, তাদের চেয়ে ওয়াই যে ভাল ও বুদ্ধিমান, এটা বুঝেছে সবাই। তাছাড়া, এদের শুধু এই একটা চিন্তা নেই। গরমই খাবার জোগাড় করার উপযুক্ত সময়। লম্বা শীতকাল কাটানোর মত যথেষ্ট খাদ্যের মজুত গড়ে তুলতে হবে গরম থাকতে থাকতেই।

খাদ্য সংগ্রহের ব্যাপারে সর্বশক্তি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল ওয়াই। ছোট ছোট ছেলেমেয়ে পর্যন্ত বাদ গেল না। সামুদ্রিক পাখির ডিম সংগ্রহ করল তারা। কড ও অন্যান্য মাছ পরিষ্কার করে রোদে শুকোতে দিল। আর নেকড়ে বা শেয়াল যাতে এগুলো চুরি করতে না পারে, সেজন্যে পাহারা দিল দিনরাত। খাবারের দশ ভাগের একভাগ গেল সর্দারের কাছে। তার ওপর যারা নির্ভরশীল, তাদের খাবারের ব্যবস্থা হবে এখান থেকে। বাকি নব্বই ভাগের অর্ধেকটা রেখে দেয়া হলো দুর্দিনের জন্যে।

সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত প্যাগকে সাথে নিয়ে অক্লান্ত পরিশ্রম করল ওয়াই। অধিকাংশ সময়ই কাটে শিকার করে। ফলে, বিছানায় পিঠ ঠেকানোরও আগে যেন ঘুমে ভেঙে আসে শরীর। কখনও কখনও সে গুহা ছেড়ে কুটিরে রাত কাটায়। আকা গুহাতে যায়নি। দৈনন্দিন কাজ নিয়ে টুকরো-টাকরা আলাপ তাদের মধ্যে হয় কিন্তু তাদের সেই ঝগড়ার কথা তোলে না কেউই।

বাবার আদেশে ফো রাতটা মা-র সাথে কাটালেও বাবার সাথে থাকাটাই পছন্দ করে বেশি। বাবা তাকে কত ভালবাসে। এতটুকু বালকও আকার ঈর্ষা বুঝতে পারে: অন্তত অনুভব করে।

শীত বেশ তাড়াতাড়িই পড়ে গেল। একদিন নিস্তেজ সূর্যের আলোয় ওয়াই

www.BanglaBook.org

ঘুরে বেড়াচ্ছিল সৈকতের ওপর। সাথে বুড়ো আর্ক, মোয়ানাঙ্গা ও প্যাগ। হঠাৎ বজ্রপাতের মত একটা শব্দ ভেসে এল। উড়ে উঠেছে হাজার হাজার আইড্যার হাঁস। গোল একটা চক্কর দিয়ে চলে গেল দক্ষিণ দিকে।

'হাঁসগুলো কিসের ভয়ে উড়ে গেল?' জানতে চাইল ওয়াই। আর্ক জবাব দিল:

'মনে হয় না হাঁসগুলো ভয় পেয়েছে। সত্তর বছর আগে আমি যখন বালক ছিলাম, এভাবে উড়ে যেতে দেখেছিলাম হাঁসকে। সেবার দারুণ শীত পড়েছিল। মারা গিয়েছিল অনেক লোক। বরফ ফেটে মাটি কেঁপে ওঠার ফলে অবশ্য হাঁসগুলো ভয় পেতে পারে। যদি তা-ই হয়, হাঁসগুলো আবার ফিরবে। কিন্তু অন্য কোন কারণে ভয় পেলে আগামী বসন্ত পর্যন্ত ওরা আর আসবে না।'

হাঁসগুলো সত্যিই আর ফিরল না। কিন্তু যাবার সময় তাড়াহুড়ো করার ফলে উড়তে না শেখা বেশ কিছু বাচ্চা ছাড়া পড়ে গেল। বালকের দল সেগুলোকে মেরে জমা করে রাখল বরফের মধ্যে।

ভীষণ কুয়াশা পড়ল পরের রাতে। বনের প্রান্ত থেকে জ্বালানীকাঠ কেটে আনতে বলল ওয়াই। ঝড়ে বহু ফার গাছ ভেঙে পড়েছে। কিন্তু চকমকির কুঠার দিয়ে কাঠ কাটা খুব কষ্টকর। তবু, গাছ কেটে আনল তারা।

ছ'দিন ধরে অনবরত তুষারপাত হলো। কিন্তু কাজ থামাল না ওয়াই। কাঠ জড়ো করতেই থাকল। তুষারপাতের পর এল ভারী কুয়াশা। ঘর থেকে বেরোনোর রাস্তাও বন্ধ হয়ে গেল। ভীষণ পরিশ্রম করিয়ে নেয়ার জন্যে গোত্রের লোকেরা প্রথমে ওয়াইয়ের ওপর রাগ করলেও এখন বুঝল, এই পরিশ্রমে কি উপকারটাই না হয়েছে। খাবার আর জ্বালানীকাঠ বেশি পরিমাণে মজুত না থাকলে ওরা শেষ হয়ে যেত।

বুড়ো, কঠিন রোগী ও কিছু শিশু মারা গেল। পাথর খুঁড়ে কবর দেয়া সম্ভব নয় বলে তুষার দিয়ে ঢেকে রাখা হলো তাদের। কিন্তু লাশগুলো টেনে তুলল নেকড়েরা।

মাসের পর মাস খাবার না পেয়ে ভীষণ হিংস্র হয়ে উঠেছে নেকড়েগুলো। গ্রামের চারপাশে নির্ভয়ে ঘুরে বেড়াতে লাগল তারা। রাতে কুটিরে ঢুকে মানুষ ধরে নিয়ে যেতেও কসুর করল না। দিনের বেলা ওত পেতে থেকে ধরতে লাগল বাচ্চাদের। বরফের খাড়া দেয়াল তুলে ও আগুন জ্বালিয়ে জানোয়ারগুলোকে ভয় দেখানোর যথাসাধ্য চেষ্টা করল ওয়াই। বিরাট সাদা ভালুকও বরফের রাজ্য ছেড়ে এসে ঘোরাঘুরি করতে লাগল লোকালয়ের চারপাশে। এদের দেখে আতঙ্কিত হলো সবাই। কিন্তু ভালুকগুলো কোন মানুষ মারল না। ভাবসাব দেখে মনে হলো, মানুষকে তারা যেন ভয়ই পায়। মানুষ না মারলেও ভীষণ একটা ক্ষতি করল ভালুকগুলো। লুকানো বেশ কিছু খাবার পাথর খুঁড়ে বের করে সাবাড় করে দিল।

ক্রমে ক্রমে হিংস্রতার শেষ পর্যায়ে পৌঁছে গেল নেকড়ে ও অন্যান্য বুনো জানোয়ারেরা। মোয়ানাঙ্গা ও প্যাগের সাথে পরামর্শ করে ওয়াই বদ্ধপরিকর

www.BanglaBook.org

হলো, জানোয়ারগুলোকে মারতে হবে। নইলে মানুষ খেয়ে শেষ করে দেবে। সৈকতের পেছনের উঁচু পাহাড়গুলোর মধ্যে একটা গুহা আছে। গুহাটার একটাই মুখ। এক গিরিসঙ্কটের ভেতর দিয়ে গুহামুখে পৌঁছা যায়। ওয়াই প্ল্যান করল, এদিক দিয়ে নেকড়েগুলোকে ঢুকিয়ে প্রবেশপথের সামনে দেয়াল তুলে দিতে হবে। তাহলে বেরোতে না পেরে ধীরে ধীরে মারা পড়বে জানোয়ারগুলো। তবে, সবচেয়ে আগে ওই গুহায় ঢোকানো অভ্যাস করাতে হবে নেকড়েদের। ওয়াই একটা বুদ্ধি আঁটল। বুদ্ধিটা এরকম:

শীতের আগে অগভীর জলে আটকে পড়া; হাঙরের আক্রমণে মুমূর্ষু একটা তিমি পায় তারা। তিমিটা মারা গেলে ওটাকে কাটার যোগাড়যন্ত্র করতেই এসে পড়ে ভয়ঙ্কর তুষারঝড়। ফলে, তিমি কাটা ছেড়ে নিরাপদ আশ্রয়ে যেতে বাধ্য হয় তারা।

আবহাওয়া ফের ভাল হলে তারা দেখল, মাছটা পচে গেছে, জমে বরফ হয়ে গেছে। ওয়াই এখন ওই পচা মাছ গুহাতে বয়ে নিয়ে যেতে চায়। গন্ধে আকৃষ্ট হয়ে নিশ্চয় আসবে নেকড়ের পাল।

মাতব্বর গোছের কিছু লোককে ডেকে ওয়াই বলে দিল, কি করতে হবে।

এই লড়াইয়ের ফল কি হবে, সে ব্যাপারে সন্দেহ দেখা দিল সবার মনে। পিটোকিটি ও হোয়াকার গড়া একটা দল বলে বেড়াতে লাগল, নেকড়েরা মানুষকে আক্রমণ করে–এ কথা তারা শুনেছে। কিন্তু মানুষ নেকড়েকে আক্রমণ করবে, এটা আবার কোন্ অদ্ভুত কথা। বিশেষ করে, এই শীতে যখন নেকড়েগুলো হিংস্র হয়ে আছে।

'শোনো,' বলল ওয়াই। 'নেকড়েগুলোকে তোমরা মারতে চাও, নাকি বাচ্চা-কাচ্চা নিয়ে তাদের পেটে যেতে চাও? খিদেয় পাগল হয়ে আছে ওরা।'

গলা ফাটিয়ে অনেকক্ষণ ধরে তর্কাতর্কি চলল। ফলে, সেদিন আর কোন সিদ্ধান্তে আসা গেল না।

সেই রাতেই শতখানেক কি তার বেশি নেকড়ে বরফের দেয়াল ডিঙিয়ে, আগুনের পাশ দিয়ে ছুটে এসে কুটিরে আক্রমণ চালাল। তাড়িয়ে দেয়ার আগেই একটা মেয়ে ও দুটো বাচ্চাকে টুকরো টুকরো করে ফেলল। কামড়াল অনেককে। এবার বয়োজ্যেষ্ঠরা ওয়াইয়ের মতে মত দিল। মত দেয়া ছাড়া অবশ্য উপায়ও ছিল না।

শক্তিশালী কিছু লোককে পাঠানো হলো গিরিসঙ্কটের কাছে। পাথরের ওপর পাথর গেঁথে মানুষ সমান একটা দেয়াল তুলল তারা। দেয়ালের মাঝখানে কায়দা করে একটা ফাঁক রেখে দিল, যাতে ওই ফাঁক দিয়ে নেকড়েরা ঢুকতে পারে। ঢুকলে পাথর দিয়ে শুধু এই ফাঁকটুকু বন্ধ করে দিলেই চলবে।

এবার তারা সৈকতে গেল তিমিটাকে আনতে। কিন্তু জমে এত শক্ত হয়ে গিয়েছে মাছটা যে, কাটতে না পেরে ঘুরে এল তারা। চিৎকার করে হোয়াকা বলে বেড়াল, সে জানত, এরকমই হবে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

এ ব্যাপারে লম্বা, আন্তরিক আলোচনা হলো ওয়াই আর প্যাগের মধ্যে। কিন্তু কোন সমাধান খুঁজে পেল না তারা। ওয়াই ভাবল, আগুন জ্বালিয়ে তিমির গায়ের ওপর জমে যাওয়া বরফ গলিয়ে ফেলা যেতে পারে। কিন্তু প্যাগ বলল, ব্লাবারে আগুন ধরলে পুড়ে ছাই হয়ে যেতে পারে গোটা তিমিটা। শেষমেষ আলোচনায় ইতি টেনে তারা আকার কাছে গেল পরামর্শ নিতে। শীত ও নেকড়ের ভয়ে আকা এখন গুহাতেই ঘুমায়।

'হুঁ, প্যাগের ঘটে আর কুলাল না দেখে বুঝি আমার কাছে এলে,' বলল সে। 'আমি কোন বুদ্ধি দিতে পারব না। দেবতাদের কাছে গিয়ে বুদ্ধি চাও, শুধুমাত্র তারাই তোমাকে সাহায্য করতে পারে।'

যাই হোক, দেবতা বা ভাগ্য, কি সাহায্য করল ঠিক বোঝা গেল না। তবে, সাহায্য একটা পাওয়া গেল। উষার কিছু আগের কথা। অন্ধকার তখনও আছে। সেই অন্ধকার চিরে ভেসে এল তীব্র গর্জন। আলো ফুটতেই ওয়াই দেখল, বিশাল সাদা ভালুকের একটা দল কুয়াশার ভেতর হারিয়ে যাচ্ছে। ভালুকগুলো চলে যেতে তারা তিমিটার কাছে গেল। তীক্ষ্ণ নখরে সর্বশক্তি দিয়ে তিমিটাকে টেনে ছিঁড়েছে ভালুকের দল। অনেকটা মাছ খেয়ে গেলেও এখনও রয়ে গেছে বেশ কিছুটা।

ওয়াই প্যাগকে বলল:

'ভেবেছিলাম, টোপ ছাড়াই নেকড়েগুলোকে গুহায় ঢোকানোর চেষ্টা করতে হবে। কিন্তু সে ঝামেলায় পড়তে হলো না। দেবতারা খুব দয়াশীল।'

'হ্যাঁ,' বলল প্যাগ, 'আমাদের প্রতি ভালুকগুলোর খুব দয়া। এখন, ভালুকগুলোই দেবতা, নাকি দেবতারাই ভালুক, ঠিক বুঝতে পারছি না।'

গোত্রের সবাইকে ডেকে পাঠাল ওয়াই। লেগে গেল কাজে। রাত নামার আগেই নির্দিষ্ট গুহার মধ্যে নিয়ে যাওয়া হলো টনে টনে মাছ। একশো ধাপ মত চওড়া, গোল জায়গা জুড়ে ছড়িয়ে রাখা হলো মাছগুলো, যাতে ধীরে ধীরে আবার জমে যেতে পারে। জমে গেলে নেকড়েরা নিয়ে যেতে পারবে না, খেতেও পারবে না সহজে।

রাতে চাঁদের আলোয় দেখা গেল, অনেক নেকড়ে এসে জড়ো হলো গিরিখাতে। মুখটার সামনে যাতায়াত করতে লাগল তারা। মনে সন্দেহ, এটা বোধ হয় ফাঁদ। শেষমেষ নেকড়ে ঢুকল গুহায়। তবে, সংখ্যায় খুবই অল্প। ভরপেট খেয়ে চলে গেল তারা। পরের রাতে সংখ্যাটা বাড়ল। তার পরের রাতে আরও। তবে, খেতে পেল তারা খুব কমই। মাছ ইতিমধ্যে জমে পাথরের মত শক্ত হয়ে গেছে।

চতুর্থ দিন আবার সবাইকে ডাকল ওয়াই। বলল, সূর্যাস্তের আগে সমস্ত যুবক মোয়ানাঙ্গার নেতৃত্বে ঢুকবে বনে। বিরাট একটা অর্ধবৃত্তের আকারে নেকড়ের আড্ডাগুলো ঘিরে থাকবে তারা। একেক জায়গায় বেশ কয়েকজন করে থাকবে, যাতে নেকড়েরা আক্রমণ করার সাহস না পায়। নির্দিষ্ট একটা পাথরের ওপর আলো জ্বলে না ওঠা পর্যন্ত তারা আক্রমণ করবে না। সঙ্কেত পেলে চারদিক থেকে চিৎকার করে নেকড়েগুলোকে তারা তাড়িয়ে নিয়ে যাবে

www.BanglaBook.org

গিরিসঙ্কটের মুখে।

সবাই তৈরি হলো। তারা বুঝল, এ লড়াইয়ে জিততেই হবে। নইলে নেকড়েরা তাদের টেনে ছিঁড়ে ফেলবে।

যুবকেরা বেরিয়ে যাবার পর অদ্ভুত এক কাণ্ড করল প্যাগ। সে বলল:

'এই বুদ্ধিতে কিছু হবে না, ওয়াই। কারণ, চিৎকার শুনলে তারা গিরিসঙ্কটের দিকে যাবে না। বরং দল ভেঙে একটা দুটো করে পালাবে। আমাদের দল ঘেরাও করার আগেই বৃত্তের পাশ দিয়ে কেটে পড়বে তারা।'

'তোমার যদি এমন মনে হয়ে থাকে, আগে বললে না কেন?' রেগেমেগে জানতে চাইল ওয়াই।

'ব্যক্তিগত কারণে। শোনো, ওয়াই। সব মেয়ে আমাকে নেকড়েমানব বলে। আমি নাকি নেকড়ে হয়ে নেকড়েদের সাথে শিকার করে বেড়াই। কথাটা মিথ্যে হলেও কিছুটা সত্য এর মধ্যে আছে। তুমি তো জানো, জন্মাবার পরপরই মা আমাকে বনে ফেলে দিয়ে আসে। সে ভেবেছিল, নেকড়েরা আমাকে খেয়ে ফেলবে। কিন্তু পরে বাবা গিয়ে আমাকে নিয়ে আসে। ইতিমধ্যে দশদিন কেটে গেছে। এই দশদিন আমি বাঁচলাম কিভাবে? বলতে পারব না। কারণ, সে-সময় স্মৃতিশক্তি ছিল না আমার। কিন্তু আমার ধারণা, নেকড়েরা আমাকে দুধ খাইয়েছে। নইলে, নিশ্চয় আমি মারা যেতাম।'

'এ ধরনের কথা আমিও শুনেছি,' সন্দেহের সুরে বলল ওয়াই। 'কিন্তু সবসময় এগুলোকে গাঁজাখুরি গল্প বলেই ধরে নিয়েছি। কিন্তু তুমিও এসব গল্পকে সত্যি ভাবছ কেন? এমনও তো হতে পারে, যেদিন তোমাকে বনে ফেলে আসা হয়, সেদিনই তোমার বাবা খুঁজে পায় তোমাকে।'

'সত্যি ভাবছি, কারণ, মরে যাবার সময় মা আমাকে এই গল্প বলে গেছে। বাবা নেকড়ের হাতে মারা পড়ার আগে মা-কে শুনিয়েছে গল্পটা। সে যখন আমার খোঁজে বনে যায়, দেখে, ধূসর একটা বিরাট মাদি নেকড়ে আমার মুখে স্তন গুঁজে দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। নেকড়েটা হয়তো কোন কারণে তার শাবকগুলোকে হারিয়েছিল। বাবাকে দেখে মাদি নেকড়েটা গর্জন করে উঠলে ও দৌড়ে পালিয়ে যায়। বাবাও আমাকে কোলে নিয়ে কোনমতে দৌড়ে বাড়িতে চলে আসে। মা শপথ করে বলেছে, গল্পটা সত্যি।'

'মুমূর্ষু অবস্থায় স্বপ্নের ঘোরে বলেছে,' বলল ওয়াই।

'আমার তা মনে হয় না,' প্যাগ বলল, 'কারণ, হেঙ্গার বাবা যখন আমাকে বনে ফেলে দিয়ে এল, আমি শুধু ঘুরে বেড়াতে লাগলাম। তখন নেকড়েরা আমাকে শেষ করে দিতে পারত। একদিন মৃতপ্রায় অবস্থায় দেখলাম, চারপাশের গাছের আড়াল থেকে বেরিয়ে আসছে নেকড়েরা। তবে, ওদের দেখে আমার মোটেও ভয় লাগছিল না। আমি জানতাম, ওদের পেটে যাওয়াটাই আমার নিয়তি। আস্তে আস্তে আরও কাছে এল নেকড়ের দল। হঠাৎ ধূসর একটা বিরাট মাদি নেকড়ে ছুটে এল আমার দিকে। কিন্তু আক্রমণ না করে আমার গায়ের গন্ধ শুঁকল।

www.BanglaBook.org

'তিনবার শোঁকার পর আমার গা চেটে দিল নেকড়েটা। তারপর ছুটে গেল অন্য নেকড়েগুলোর দিকে। সারা শরীরের লোম ফুলে উঠল। দৌড়ে পালাল মদ্দাগুলো। কিন্তু ক্ষুধার্ত দুটো মাদি নেকড়ে পালাল না। এদের সাথে লড়াই করল সে। একটাকে খতম করল, আরেকটা আহত হলো ভয়ানকভাবে। এরপর চলে গেল নেকড়েটা। মা-র গল্প মনে পড়ল আমার। বুঝলাম, এই নেকড়েই আমাকে দুধ খাইয়েছে।'

'আর কি তার দেখা পেয়েছ, প্যাগ?'

'হ্যাঁ। দুবার। একবার সে ফিরে এল পাঁচদিন পর। আবার এল আরও ছদিন পর। দু-বারই আমার জন্যে মাংস এনে পায়ের কাছে রাখল। গলিত জঘন্য মাংস, সম্ভবত হরিণের। কিন্তু, তার হিসেবে ওটাই নিশ্চয় সবচেয়ে ভাল মাংস। তাছাড়া, সে না খেয়ে শুকিয়ে গিয়েছিল। তবু নিজের ভাগের মাংসটাই দিয়েছিল আমাকে।'

'তুমি খেলে নাকি ওই মাংস?' অবাক হয়ে জানতে চাইল ওয়াই।

'না। মাংসের চেহারা দেখেই খিদে নষ্ট হয়ে গিয়েছিল আমার। এরপর তো তুমি আমাকে খুঁজে পেয়ে কুটিরে নিয়ে এলে। তারপর অনেকদিন বাদে গত শীতে আমার ধাই-মা-কে দেখলাম। এখন সে সমস্ত নেকড়ের প্রধান।'

'অদ্ভুত গল্প,' বলল ওয়াই। 'কিন্তু সবকিছুই তুমি দেখেছে ঘোরের মাথায়। তাছাড়া, হয়তো আরও সদয় হতে নেকড়েদের প্রতি। তুমি তো অনেক নেকড়ে মেরেছ।'

'ওরা তো আমার বাবাকে মেরেছে। তবে, ওই মাদি নেকড়েটার প্রতি সত্যিকারের টান আছে আমার। আমি তোমার কাছে ওটার প্রাণভিক্ষা চাইছি।'

'কি করতে চাও তুমি?'

'আগুন না জ্বেলে বনে গিয়ে ওই নেকড়েটাকে খুঁজে বের করব। আমার সাড়া পেলেই আসবে সে। তারপর সবার চিৎকারে নেকড়েরা যখন ভয় পেয়ে যাবে, আমি ওটাকে নিয়ে যাব ফাঁদের দিকে। আমার পেছনে সে আসা শুরু করলেই তার পিছু পিছু অন্যগুলো আসবে। আমি ফাঁদ থেকে বাঁচাব শুধু ওই একটাকেই।'

'তুমি পাগল হয়ে গেছ।'

'যদি আর ফিরে না আসি, তখন আমাকে পাগল বলো। কিন্তু যদি বেঁচে ফিরে আসি আর আমার বুদ্ধি কাজে লাগে, তাহলে আমাকে জ্ঞানী বলো। তোমার আগুন জ্বালানোর এখনও একঘণ্টা বাকি আছে। একঘণ্টা পর চাঁদ ঢেকে ফেলবে ওই তারাগুলোকে। এই একঘণ্টা সময় আমি চাই। দেখো, আমি কি করি।'

আর কথা না বাড়িয়ে ওরা যে পাথরের ওপর দাঁড়িয়েছিল, সেখান থেকে পিছলে নামল প্যাগ। হারিয়ে গেল ঈষৎ অন্ধকারে।

'সন্দেহ নেই, ও পাগল হয়ে গেছে,' স্বগতোক্তি করল ওয়াই, 'আমাদের বন্ধুত্বের এখানেই ইতি।'

www.BanglaBook.org

চুপচাপ দাঁড়িয়ে প্যাগের কথাই ভাবতে লাগল সে। গোত্রের সবাই বিশ্বাস করে, প্যাগ নেকড়ের সাথী–এটা একটা অদ্ভুত ব্যাপার। কিন্তু সবাই যা ভাবে, তার মধ্যে কিছু সত্য তো থাকেই! একজন শেয়ালের গন্ধ পেলে সেটা শেয়াল না-ও হতে পারে। কিন্তু সবাই শেয়ালের গন্ধ পেলে সেটা অবশ্যই শেয়াল। প্যাগ নেকড়েদের ভয়ও করে না। চারদিক থেকে যখন ভেসে আসে নেকড়ের গর্জন, তখনও বনে ঢুকতে একফোঁটা ভয় পায় না সে। অথচ ভালুক বা অন্য কোন বুনো জানোয়ারকে সে গোত্রের আর দশটা লোকের মতই ভয় করে।

সুতরাং প্যাগ যা বলল, তা সত্যি হতেও পারে। দ্বিতীয়বার যখন ওকে বনে ফেলে দিয়ে আসা হয়, সেবারও ওই মাদি নেকড়েই হয়তো তার খাবারের জোগাড় করেছে। নেকড়েরা অনেকদিন বাঁচে। মানুষের আত্মা ভর করলে আয়ু আরও বেড়ে যায় তাদের। আর্ক ও অন্যান্য বুড়োরা তো তা-ই বলে। বড় দাঁতাল বাঘের ওপরও নাকি আত্মা ভর করে।

যা-ই হোক, এখনই সবকিছু জানা যাবে। সাঙ্কেতিক আলো জ্বালানোর আর বেশি সময় বাকি নেই।

খানিক পর আকাশের দিকে তাকাল ওয়াই। তারাগুলো ধীরে ধীরে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে চাঁদের আড়ালে। ফিসফিস করে ফো-কে ইশারা করল ওয়াই। কান খাড়া করে, চোখ বড় বড় করে বালক-সুলভ উৎসাহ নিয়ে সবকিছু খেয়াল করছিল ফো। বাবার কথা কানে যেতেই মাথা নেড়ে নিঃশব্দে চলে গেল সে। ফিরে এল ধিকি ধিকি আগুন জ্বলা একটা কাঠ নিয়ে।

পাথরের ওপর আগে থেকে জড়ো করা শুকনো কাঠের স্তূপে আগুন দিল ওয়াই। স্তূপের নিচে ছড়িয়ে আছে সাগর-শৈবাল। সেগুলোতে আগুন ধরতে মোটেই দেরি হলো না। দেখতে দেখতে গোটা স্তূপ জ্বলে উঠল দাউ দাউ করে। ফো-কে গুহায় ফিরে যেতে বলল সে। কিন্তু এরকম উত্তেজনাকর নেকড়ে-শিকার না দেখে কি আর একজন বালক চলে যেতে পারে! চলে যাওয়ার ভান করে একটা পাথরের পেছনে লুকিয়ে রইল ফো।

নিচে নেমে এল ওয়াই। পঞ্চাশ-ষাটজন লোক ওখানে অপেক্ষা করছে হোটোয়ার নেতৃত্বে। প্রত্যেককে পাথর নিয়ে তৈরি হতে বলল সে। নেকড়েগুলো গুহার ভেতরে ঢোকার পর আদেশ দেবে ওয়াই। সাথে সাথে সবাই গিয়ে বন্ধ করে দেবে গুহামুখ। ইতিমধ্যে পাথর নাড়াচাড়া করে গা গরম রাখবে তারা। নইলে ভারী কুয়াশা একেবারে জমিয়ে ফেলতে পারে।

অনেকেই থর থর করে কাঁপছিল। তবে সেটা ঠাণ্ডা বা ভয়–যে কোন কারণেই হতে পারে। হোয়াকা বলল, তার মন বলছে, এভাবে কোন লাভ হবে না। হু বলল, এখানে দাঁড়িয়ে থাকার চেয়ে পরিকল্পনা বদলে বাড়ি চলে যাওয়া যায় না? নগী বলল, বরফ-দেবতাদের একটা বাণী পেয়েছে সে। ভীষণ অশুভ একটা স্বপ্নও দেখেছে। স্বপ্নে পিটোকিটিকে সে নেকড়ের পেটে ঘুমাতে দেখেছে। এর অর্থ হলো, সবাই মারা পড়বে নেকড়ের হাতে। টেনে ছিঁড়ে তাদের খেয়ে ফেলবে নেকড়েরা। নগীর কথা শুনে গুঙিয়ে উঠে হাত কচলাতে



নেশা

www.BanglaBook.org

লাগল পিটৌকিটি। আর্ক মাথা নাড়তে নাড়তে বলল, এরকম ঘটনা এখানে কখনও ঘটেনি। অন্তত ঘটার কথা শোনেনি সে দাদার মুখে। আর, যে ঘটনা কখনও ঘটেনি, সেটা এখন ঘটানোও উচিত নয়। শুধু হোটোয়া বলল, সে পাথর নিয়ে তৈরি। নেকড়েরা ঢুকলে সে গুহামুখ বন্ধ করে দেবে। এ কাজ যদি তার একার করতে হয়, তবু সই।

রেগে গেল ওয়াই।

'শোনো!' বলল সে। 'পরিষ্কার চাঁদের আলো চারদিকে। কেউ পালালে কি চিনতে পারব আমি। সাথে সাথে অথবা পরে মাথা ভেঙে মগজ বের করে ফেলব তার। হ্যাঁ, প্রথম যে পালাবে তার আর নিস্তার নেই।' কুঠার উঁচিয়ে হু-আর হোয়াকার দিকে তাকাল সে।

একেবারে নিস্তব্ধ হয়ে গেল গোটা দলটা। সবাই জানে, ওয়াই যা বলে তা করে।

বরফের ফাঁকে ফাঁকে ছায়ার মত বেরিয়ে আসতে লাগল নেকড়ে। একটা দুটো করে চলে গেল তাদের পাশ দিয়ে। গিরিসঙ্কটে ঢুকে চলে গেল গুহার মধ্যে।

'একটুও নড়বে না কেউ,' ফিসফিস করে বলল ওয়াই। 'এগুলোকে তাড়ানো হয়নি। আপন ইচ্ছেয় যাচ্ছে তিমি খেতে।'

গুহার ভেতর থেকে গর্জন আর বরফ হয়ে যাওয়া মাছের গায়ে দাঁতের খর খর শব্দ শুনে বোঝা গেল, ওয়াই ঠিকই বলেছে।

অবশেষে দূর থেকে ভেসে এল চিৎকার। উঁচু পাহাড়ের মাথায় আগুন দেখে কাজে লেগে গেছে বনতাড়ুয়ারা। বেশ কিছুক্ষণ কেটে গেল। তারপর চোখে পড়ল এক ভয়ঙ্কর দৃশ্য। নিচের বরফের ঢালটা কালো হয়ে গেল নেকড়েতে। একবারে এত নেকড়ে তারা কোনদিন দেখেনি। নিঃশব্দে, ধীরে ধীরে আসছে তারা। দলের পুরোভাগে বিরাট, রোগা একটা মাদি নেকড়ে। কিন্তু সাথে ওটা কে? আরেব্বাপ! নেকড়েটার পশম খামচে ধরে পাশে পাশে, নাকি পিঠে চড়ে আসছে, ঠিক বোঝা যাচ্ছে না–বামন প্যাগ, নেকড়ে মানব!

ভয়ে দম বন্ধ হলে গেল অনেকের। অনেকে হাত তুলে চোখ ঢাকল আতঙ্কে। দম বন্ধ হয়ে গেল ওয়াইয়েরও। সে বুঝতে পেরেছে, একটা বর্ণও মিথ্যে বলেনি প্যাগ। তার ধমনীতে আছে নেকড়ের দুধ মগজে আছে নেকড়ের ধূর্ততা।

গিরিসঙ্কটের ছায়ায় হারিয়ে গেল মাদি নেকড়েটা। ওয়াই দেখল তার চোখ জ্বলজ্বল করছে। ঈষৎ ক্ষয়ে গেছে হলুদ দাঁতগুলো। গুহার ভেতর ঢুকে গর্জন ছাড়ল মাদি নেকড়েটা। একটু ইতস্তত করে প্রত্যুত্তরে গর্জে উঠল পেছনের সব ক-টা। সে এক ভয়াবহ গর্জন। কেউ কেউ মাটিতে লুটিয়ে পড়ে জ্ঞান হারাল।

দেখতে দেখতে সবগুলো নেকড়ে ঢুকে গেল গুহার মধ্যে। এবার পাথর দিয়ে মুখটা বন্ধ করে দিতে হবে। আদেশ দেয়ার জন্যে ঠোঁট ফাঁক করে আবার

www.BanglaBook.org

ইতস্তত করতে লাগল ওয়াই। গুহার মধ্যে প্যাগও আছে। নেকড়েগুলো যদি বুঝতে পারে, তাদের ফাঁদে ফেলা হয়েছে, তাহলে সাথে সাথে প্যাগ ও মাদি নেকড়েটাকে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলবে। তাকে আদেশ দিতেই হবে। কিন্তু প্যাগ যে ভেতরে আছে! সে কি করে প্যাগের মৃত্যু ডেকে আনবে? প্যাগ মাত্র একজন কিন্তু বাইরে অনেক মানুষ। একবার যদি নেকড়েরা ফের বেরিয়ে আসে, কাউকে আস্ত রাখবে না।

'দেয়াল তুলে দাও,' বলেই বড়সড় একটা পাথর হাতে সে লাফিয়ে এগুলো সামনে।

ঠিক এইসময় বেরিয়ে এল প্যাগ ও মাদি নেকড়েটা। মাথা নিচু করে ফিসফিসিয়ে কি যেন বলল প্যাগ নেকড়েটার কানে। মনে হলো, কথা যেন বুঝল সে। গাল চেটে দিল প্যাগের। তারপরই ছুটে চলে গেল তীরের মত।

দুর্ভাগা পিটোকিটি পড়ল তার পথের মাঝে। পালানোর চেষ্টা করল সে। কিন্তু তার আগেই গর্জে উঠে পাঁজরের কাছ থেকে বিরাট এক খাবলা মাংস তুলে নিল নেকড়েটা। তারপর হারিয়ে গেল অন্ধকারে।

'দেয়াল তোলো,' চিৎকার করে উঠল ওয়াই। 'দেয়াল তোলো।'

'হ্যাঁ, আগামীকাল সূর্যের মুখ যদি দেখতে চাও, তাহলে তাড়াতাড়ি দেয়াল তোলো,' গলা মিলিয়ে বলল প্যাগ, 'আমার কাজ শেষ। আমি চললাম।' লোকজনের ফাঁক দিয়ে এগোতে লাগল সে। যার কাছ দিয়ে গেল, সে-ই জড়োসড়ো হলো ভয়ে।

ওয়াই ছুটে গিয়ে পাথর ফেলল। পাথরের ওপর পাথর পড়তে লাগল। নির্মীয়মাণ দেয়ালের ওপর দিয়ে মাথা বের করল একটা নেকড়ে। সাথে সাথে কুঠার দিয়ে সেটার খুলি দু'ভাগ করে ফেলল ওয়াই। পেছনে ধপাস করে পড়ে গেল নেকড়েটা। হিংস্র উল্লাসে সেটাকে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করল ভেতরের নেকড়েরা। মাংস গিলতে লাগল গোগ্রাসে।

এতে করে খানিকটা সময় পাওয়া গেল। আরও উঁচু হয়ে গেল দেয়াল। কিন্তু এবারে সমস্ত নেকড়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল দেয়ালের ওপর। কিছু মারা পড়ল, কিছু তাড়া খেয়ে ঢুকে গেল গুহার আরও ভেতরে। দলের দুর্বলতম লোকও বর্শা, গদা, কুঠার নিয়ে মরণপণ লড়াই করল। তারা জানে, কোনমতে যদি দেয়ালের এপারে আসতে পারে নেকড়ের পাল, তাহলে আর রক্ষা থাকবে না। কেউ লড়াই চালিয়ে গেল, কেউ দেয়াল গেঁথে তুলল। কেউ বা আবার ঝুড়িতে করে নিয়ে এল নরম বরফ। সেগুলো ভরে দেয়া হলো পাথরের ফাঁকে। সাথে সাথে জমে নিরেট হয়ে গেল পেঁজা বরফ। দুর্গের দেয়ালের মত শক্ত হয়ে গেল দেয়ালটা।

তবু, দেয়াল সম্পূর্ণ গড়ে ওঠার আগে একটার পিঠে আরেকটা এভাবে চড়ে কিছু নেকড়ে বেরিয়ে এল। বেশিরভাগ পালাল। লড়াই করল কয়েকটা হিংস্র নেকড়ে। তাদের হাতে আহত হয়ে মারা গেল একজন বুড়ো।

এইসব হুলস্থূল ও ছুটোপাটির মধ্যে হঠাৎ একটা গলার আওয়াজ পেল

www.BanglaBook.org

ওয়াই। কে যেন সাহায্যের জন্যে চিৎকার করছে। তার মনে হলো, গলাটা খুব পরিচিত। তাকাতেই উজ্জ্বল চাঁদের আলোয় দেখতে পেল, ধাড়ি একটা নেকড়ের সাথে লড়াই করছে ফো।

দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে লাফিয়ে উঠল নেকড়েটা। চট করে নিচু হয়েই চকমকির ফলার বর্শাটা বাগিয়ে ধরল ফো। নেকড়েটার সমস্ত ভার পড়ল বর্শাটার ওপর। তারপর হুড়মুড় করে দুজনেই পড়ে গেল মাটিতে। নেকড়েটাই ফো-র ওপরে! বিদ্যুৎগতিতে ছুটে এল ওয়াই। ভাবল, ফো-র টুঁটি ছিঁড়ে ফেলেছে নেকড়েটা। পৌঁছে বুঝল, অনেক দেরি হয়ে গেছে। দুটো শরীরই পড়ে আছে নিস্তেজ হয়ে। সর্বশক্তি দিয়ে নেকড়েটাকে সরাল সে। ফো-র সারা শরীর ভেসে যাচ্ছে রক্তে। ফো মারা গেছে ভেবে বুকটা ভেঙে গেল ওয়াইয়ের। পৃথিবীতে ফো-কেই যে সবচেয়ে ভালবাসে! ফো-কে বুকে তুলে নিল সে। হঠাৎ কোল থেকে পিছলে নেমে গেল ফো। জ্ঞান ফিরে পেয়েছে। বলল:

'বাবা, দেখো, জানোয়ারটাকে আমি মেরেছি! আমার বর্শাটা ভেঙে গেছে। কিন্তু ফলাটা দেখো, ফুঁড়ে বেরিয়ে এসেছে পিঠ দিয়ে। আমার গলায় দাঁত বসানোর জন্যে হাঁ করেছিল, ঠিক সে সময়েই মারা গেছে।'

'গুহায় যাও,' ধমকে উঠল ওয়াই। ভেতরে ভেতরে কিন্তু সে কৃতজ্ঞতা জানাল বরফ-দেবতাদের। তাদের দয়াতেই বেঁচে গেছে ওর একমাত্র ছেলে।

আবার ছুটে গেল সে দেয়ালের কাছে। শেষমেষ এত উঁচু হলো দেয়ালটা যে, কোন নেকড়েরই আর সাধ্য রইল না এটা টপকানোর। দেয়ালটা ঠাণ্ডায় লোহার মত শক্ত না হয়ে ওঠা পর্যন্ত অপেক্ষা করল ওয়াই। আগামী বসন্ত না আসা পর্যন্ত এটাকে আর কেউ নড়াতেও পারবে না।

কাজ যখন শেষ হলো পুবাকাশে তখন প্রথম উষার আলো। দেয়ালের ওপর উঠে উঁকি দিল ওয়াই। পাহাড়ের পেছনে ডুবে গেছে চাঁদ। ফলে, ভেতরে কিছু দেখা যাচ্ছে না। কিন্তু সেই গাঢ় অন্ধকারের মধ্যে জ্বলজ্বল করছে অসংখ্য চোখ। আশপাশের পাহাড় কেঁপে কেঁপে উঠছে বন্দী জানোয়ারগুলোর গর্জনে।

দিনের পর দিন তারা গর্জন করল। তারপর ক্রমেই স্তিমিত হয়ে এল সে গর্জন। তারপর একদিন স—ব নিস্তব্ধ।

## নয়

পুরো দুদিন ধরে ওয়াই শুধু ঘুমাল আর ঘুমাল। কিন্তু নেকড়েদের সাথে মরণপণ লড়াইয়ের ক্লান্তি এটা নয়। বিরাট মাদি নেকড়েটার সাথে প্যাগের বিস্ময়কর সম্পর্ক, নেকড়ের সাথে লড়াই, ফো মারা গেছে—এই বেদনার্ত অনুভব, দেয়াল টপকে নেকড়ে বেরিয়ে আসার উত্তেজনা—সব মিলে সে মৃতপ্রায় হয়ে গিয়েছিল।

www.BanglaBook.org

ঘুম থেকে জেগে সে দেখল, আকা বসে আছে পাশে। হেঙ্গা মরার পর আকা এই প্রথম ভাল ব্যবহার করল। সবার মুখে ওয়াইয়ের কাজের প্রশংসা শুনে গর্ব অনুভব করেছে সে। তাই সাথে করে নিয়ে এসেছে খাবার। সেই খাবার ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে সে খাওয়াল ওয়াইকে। খুব খুশি হলো ওয়াই। মোয়ানাঙ্গাও এসে যোগ দিল তাদের দলে। সেই রাতেই উত্তেজনার গল্প জুড়ল দু-ভাই।

পরে চিন্তিত ভঙ্গিতে মোয়ানাঙ্গা বলল, 'কিন্তু নেকড়ের চেয়েও সাংঘাতিক একটা জানোয়ার আমরা দেখেছি।'

'তাই নাকি, কি বল তো?' জানতে চাইল ওয়াই।

'পূর্বপুরুষদের মুখে যার নাম বারবার শুনেছি। ডোরাকাটা, বর্শার মত দাঁত—সেই দাঁতালো বাঘ আমরা দেখেছি। তোমার আলখাল্লা তো তৈরি হয়েছে ওইরকম একটা বাঘের চামড়া দিয়েই।'

কথাটা সত্যি। যুগ যুগ ধরে সর্দাররা এই আলখাল্লা গায়ে দিয়েছে। ওইরকম বাঘের কথা শুনেছেও সে। কিন্তু চোখে কখনও দেখেনি।

'কি করল ওটা?' শিকারীসুলভ কৌতূহলে উত্তেজিত হয়ে উঠেছে ওয়াই।

'গাছের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল বাঘটা। নির্ভয়ে হেঁটে এসে লাফিয়ে উঠল একটা বড় পাথরের ওপর। আমাদের দিকে তাকিয়ে ল্যাজ আছড়াতে লাগল। আমরা হৈ চৈ করলাম। কিন্তু একটুও ভয় পেল না বাঘটা। বনবিড়ালের মত গজড়াল আর জ্বলন্ত চোখে তাকিয়ে রইল। ওর সামনে ছিল ফিন। হেঙ্গা ওকে মারতে চেয়েছিল বলে বনে আত্মগোপন করেছিল সে। তুমি হেঙ্গাকে মারার পর সে আবার বন থেকে বেরিয়ে এসেছিল। হঠাৎ গরগর থামাল বাঘটা। ওর চোখ পড়েছে ফিনের ওপর। ফিন এটা খেয়াল করেই ঘুরে দিল দৌড়। সাথে সাথে লাফ দিল বাঘটা। আর সে কি লাফ! আমাদের মাথার ওপর দিয়ে গিয়ে পড়ল ফিনের ঘাড়ে। চোয়ালে ফিনকে কামড়ে ধরেই ছুটে চলে গেল বাঘটা।'

'অদ্ভুত ব্যাপার! হেঙ্গা অর্থাৎ ব্যাঘ্র মানব যাকে ঘৃণা করত, ঠিক তাকেই ধরল বাঘটা!'

'হ্যাঁ, ওয়াই। অদ্ভুতই বটে। সবাই বলাবলি করছে, হেঙ্গার আত্মা নাকি ঢুকেছে বাঘটার ভেতর।'

কথাটা ওয়াই উড়িয়ে দিতে পারল না। কারণ, এখানকার সবাই বিশ্বাস করে, বদমাশ লোকদের ভূত প্রায়ই হিংস্রজন্তুর আকার ধারণ করে। আর সেই আকারে, জীবিত অবস্থায় সে যাদের ঘৃণা করত, তাদের বা তাদের বাচ্চার ওপর প্রতিহিংসা চরিতার্থ করে। সেই জন্তুকে মারা সম্ভব নয়। ওয়াই বলল:

'যদি তাই হয়, তাহলে, আমাকে খুব সাবধানে থাকতে হবে। কারণ, হেঙ্গা ফিনের চেয়ে দশগুণ বেশি ঘৃণা করত আমাকে। আমি হেঙ্গাকে মেরেছি, ওই বাঘটাকেও মারব। ওটাকে কখন দেখা যাবে, তা অবশ্য জানি না।'

এইসময় প্যাগ এসে উপস্থিত হলো। এতক্ষণ চুপচাপ গল্প শুনছিল আকা।

www.BanglaBook.org

প্যাগকে দেখেই উঠে ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল:

'এই যে, এমন একজন এল, যে হয়তো বাঘটাকে ফাঁদে ফেলার কায়দা শিখিয়ে দিতে পারে তোমাকে।'

প্যাগকে দেখেই জড়োসড়ো হয়ে জায়গা ছেড়ে দিল অন্যান্যরা। সেই রাতের জন্যে তারা প্যাগের কাছে কৃতজ্ঞ। কিন্তু সে রাতে, প্যাগের কাণ্ডকারখানা দেখে প্যাগকে এখন তারা আরও ভয় পায়। এমনকি, মোয়ানাঙ্গাও জড়োসড়ো হয়ে জায়গা ছেড়ে দিল প্যাগকে।

'ভয় পেয়ো না,' উপহাসের সুরে বলল প্যাগ। 'বড় ধূসর নেকড়েটা বহুদূর চলে গেছে। ওর দলেরও আর কেউ আসবে না।

'ঠিক করে বলো তো, প্যাগ,' মোয়ানাঙ্গা বলল, 'তুমি আসলে কি—মানুষ, নাকি বামনের আকারে নেকড়ে?'

'তুমি আমার বাবা-মা-কে চিনতে, মোয়ানাঙ্গা। অতএব, আমি কি বুঝতেই পারছ। সব মানুষের মধ্যেই একটা নেকড়ে বাস করে। আমার নেকড়েটা একটু বড়, এই যা। কেন, তা ওয়াই জানে।'

'সবাই তো তা-ই ভাবে, প্যাগ।'

'তাই ভাবে বুঝি? তাহলে সবাইকে বলে দাও, আমি এমন এক নেকড়ে, যাকে ফাঁদে ফেলা যায় না। তারা যদি আমাকে একা থাকতে দেয়, আমিও দেব। কিন্তু যদি আমাকে বিরক্ত করে, ঝকঝকে দাঁতের কামড় কেমন লাগে, বুঝবে তারা।'

'নেকড়েগুলোকে তুমি নিয়ে গেলে কি করে, প্যাগ?'

'গোপন কথা কি জিজ্ঞেস করা উচিত, মোয়ানাঙ্গা? তবু, জানতে চাচ্ছ যখন—শোনো। শুনে সবাইকে বোলো। নেকড়েদের মা আমার বন্ধু। বনে গিয়ে তাকে ডেকে আনি আমি। অনুসরণ করতে বলি। আমাকে অনুসরণ করে সে। তাকে অনুসরণ করে বাদবাকি সব নেকড়ে। ব্যস।'

সন্দেহের চোখে প্যাগের দিকে তাকিয়ে মোয়ানাঙ্গা বলল:

'মনে হয় আরও কিছু ঘটনা আছে, প্যাগ।'

'সবসময় কিছু না কিছু ঘটনা থেকেই যায়। যাদের দেখার চোখ আছে, শুধু তারাই দেখতে পায়। তুমি খুব বেশিদূর পর্যন্ত দেখতে পারো না। তুমি জানোও কম। জন্মের আগে আমরা কেমন ছিলাম বা মৃত্যুর পর কেমন হব, তুমি জানো না।'

প্যাগের বলার মধ্যে একরকম ভয়ঙ্করত্ব ছিল। কৌতূহল সত্ত্বেও আর কিছু জানতে চাইল না মোয়ানাঙ্গা। শুধু বলল:

'মানুষের মধ্যে যদি নেকড়ে থাকে, তাহলে মানুষের মধ্যে নিশ্চয় বাঘও থাকতে পারে'—এরপর ওয়াইকে বলা গল্পটা পুনরাবৃত্তি করল সে।

মনোযোগ দিয়ে শুনে প্যাগ বলল:

'এক মেঘ কেটে গেলে আরেক মেঘ আসে। নেকড়ে গেল, এল বাঘ। এটার মধ্যে হেগ্গার প্রেতাত্মা আছে কিনা, জানি না। কিন্তু যদি থাকে, এটাকে যত তাড়াতাড়ি খতম করা যায় ততই মঙ্গল।' ওয়াই এবং ফো-র দিকে নজর

www.BanglaBook.org

ঝুলিয়ে খাবারের খোঁজে গেল প্যাগ। খিদে পেয়েছে তার।

ক্রমে ক্রমে মহাআতঙ্ক হয়ে দাঁড়াল বাঘটা। রাতের অন্ধকারে গ্রামের আশেপাশে ওত পেতে থাকতে লাগল। সকালে কুটির থেকে লোক বেরোলেই চট করে তাকে ধরে নিয়ে চম্পট। কোন বেড়া দিয়ে তাকে আটকানো গেল না। পা-ও দিল না সে কোন চোরা গর্তে। বাঘটা এত দ্রুতগতি, বর্শা ছুঁড়েও আহত করতে পারল না কেউ। তার শিকারগুলো হয় হেঙ্গার ঘৃণিত মানুষ, নয়তো তাদের ছেলেমেয়ে। অথবা হেঙ্গার হারেমের মেয়ে, যাদের আবার বিয়ে হয়েছে। সুতরাং সবাই নিশ্চিত হলো, বাঘটার ভেতরে হেঙ্গার প্রেতাত্মা আছে। নগী ও তার বৌ তারেন বরফ-দেবতার সাথে কথা বলে এসে ঘোষণা করল—অনুমান সত্য।

মনে মনে এসব চিন্তা করে ভয় পেল ওয়াই। যতটা না নিজের জন্যে, তার চেয়ে বেশি ফো-র জন্যে। নিশ্চয় আজ হোক কাল হোক বাঘটা ফো-কে ধরবে। অথবা এমনও হতে পারে, তাকেই প্রথম ধরল। আতঙ্কে কাঠ হয়ে রইল সবাই। সূর্য পুরো না ওঠা পর্যন্ত কেউ আর কুটিরের বাইরে আসে না। দলছাড়া একা কেউ গ্রামের বাইরে যায় না।

অনেক ধীরে, অনেক দেরিতে বসন্ত এল। বরফ গলে গেল। বনে দেখা গেল শিঙাল হরিণের আনাগোনা। ওয়াই ভাবল, দাঁতালো বাঘটা এবার নিশ্চয় মানুষ মারা ছাড়বে। হয় হরিণের মাংসে খিদে মেটাবে, নয়তো চলে যাবে দূরে কোথাও বাঘিনীর সাথে মিলিত হতে। কিন্তু বাঘটা এসবের কিছুই করল না। মনে হলো, তার প্রজাতির সে-ই যেন একমাত্র বাঘ। সৈকতের পাশে বড় বনে আড্ডা গাড়ল সে। কখনও কখনও আড্ডা পরিবর্তনও করল। সেইসাথে চালিয়ে গেল মানুষ শিকার। একমাসে তিনজন মানুষকে টেনে নিয়ে গেল বাঘটা। ফলে, খাবারের খোঁজে বেরোতেও ভয় পেতে লাগল সবাই। ওত পেতে থাকা ডোরাকাটা জানোয়ার কখন কার ঘাড়ে লাফিয়ে পড়ে, কে জানে!

শেষমেষ লোকেরা আবার সমাবেশে গেল। তারপর উইনি উইনিকে পাঠাল ওয়াইয়ের কাছে। সর্দারের সাথে কথা বলতে চায় তারা। প্যাগকে সাথে নিয়ে হাজির হলো ওয়াই। জনগণের মুখপাত্র হয়ে বুড়ো আর্ক বলল:

'আমরা মনে করি, হেঙ্গার প্রেতাত্মা বাঘ হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে আর আমাদের মারছে। তুমি হেঙ্গাকে মেরে বাঘ বানিয়েছ। তুমি বিরাট শিকারী, তাছাড়া আমাদের সর্দার। আমাদের দাবি হলো, হেঙ্গার মত এই বাঘটাকেও তুমি হত্যা করো।'

'কিন্তু আমি যদি হত্যা না করি বা করতে না পারি, তখন কি হবে?' জানতে চাইল ওয়াই।

'তাহলে, আমরা যদি নিজেদের বেশি শক্তিশালী মনে করি, তোমাকে ও প্যাগকে খুন করে নতুন সর্দার নির্বাচন করব। যদি তা না পারি, তোমাকে বা তোমার আইন আর মানব না। বাপদাদার এই ভিটে ছেড়ে চলে যাব অন্য কোথাও, যেখানে বাঘ নেই।'

www.BanglaBook.org

এমনও তো হতে পারে, বাঘটা তোমাদের সাথে গেল,' রহস্যময় কণ্ঠে বলল প্যাগ। ওর ঠোঁটে বাঁকা হাসি। এই কথায় অস্বস্তি বোধ করল লোকেরা। কারণ, এরকম সম্ভাবনার কথা তারা ভেবে দেখেনি।

কেউ জবাব দেবার আগে ধীর, বিষণ্ণ কণ্ঠে ওয়াই বলল:

'মনে হচ্ছে, তোমাদের মধ্যে আমার অনেক শত্রু আছে। এতে অবশ্য অবাক হইনি আমি। বড় ভয়ঙ্কর শীতকাল কাটল এবার। মারাও গেল অনেক লোক। প্রথমে নেকড়ের হাতে, পরে এই বাঘের হাতে। আমরা তো বরফ-দেবতাদের নৈবেদ্য দিয়েছি। কিন্তু তারা কখনও আমাদের সাহায্য করেনি। কোনদিন করবে কিনা তা-ও জানি না। এখন তোমরা বলছ, হয় বাঘটাকে মারতে হবে, নয়তো তোমরা আমাকে মেরে নতুন সর্দার বেছে নেবে। এখানকার পুরানো রীতি অনুসারে সে অধিকার তোমাদের আছে। হত্যা করতে না পারলে জন্মভূমি ছেড়ে চলে যাবে তোমরা।

'শোনো সবাই। তোমরা যদি চলে যাও, হয়তো দেখবে এখানকার চেয়েও অনেক বড় বিপদ সেখানে অপেক্ষা করছে। শিগগিরই ওই বাঘটার খোঁজে যাব আমি। হয় ওকে মারব, নয়তো সে আমাকে মারবে। যদি মারা যাই, তোমরা আপ্রাণ চেষ্টা করে বাঘটাকে মেরে ফেলো। অথবা যদি এখান থেকে পালিয়ে যেতে মন চায়, তাই যেও। আমাকে মেরে তোমাদের কোন লাভ হবে না। কারণ, শুনে রাখো, এই সর্দারি আমার আর ভাল লাগছে না। কিছুদিন আগে একজন অত্যাচারীর হাত থেকে তোমাদের মুক্ত করেছি। তারপর শুধু তোমাদের ভালর চিন্তা করেছি। দিবারাত্রি খেটে সেবা করেছি তোমাদের। তারপরও তোমরা যখন আমাকে ভালবাসছ না, ভাবছ, আমিও আগের সর্দারের মতই-বেশ, আমি এই সর্দারি ত্যাগ করছি। এতে যদি তোমরা সন্তুষ্ট না হও, এই আমি বিনা অস্ত্রে দাঁড়িয়ে আছি। তোমাদের বাছাই করা সর্দার গদা ও বর্শা দিয়ে আমার জীবন শেষ করে দিতে পারে।

'সর্দার বেছে নাও তোমরা। আমি তার বশ্যতা শিকার করব। তবু, সর্দার হিসেবে যদি আমার শেষ কথা শোনো, তাহলে বলব, আমাকে একটু সময় দাও। দেখি, বাঘটাকে মারতে পারি কিনা। বাঘটা মেরে ফিরে আসতে পারলে তোমাদের যা খুশি করো। হয় আগের মত একজন সাধারণ মানুষ হিসেবে তোমাদের মধ্যে বাস করতে দিও, নয়তো শেষ করে দিও আমাকে।'

ওয়াইয়ের কথার মহত্ত্ব অনুভব করে লজ্জিত হলো সবাই। ঝোঁকের মাথায় নতুন সর্দারের কথা বলেছিল, কিন্তু এখন সর্দার কাকে করবে ভেবে হতভম্ব হলো। তাছাড়া, প্যাগ বলেছে, নতুন সর্দার হলে একঘণ্টার মধ্যেই তাকে আবার লড়তে হবে প্যাগের সাথে। এই কথা শুনে তারা বেশ অস্বস্তি বোধ করছে। প্যাগ বামন হলেও ভয়ঙ্কর শক্তিশালী। তাছাড়া, সে সাধারণ মানুষ নয়। নেকড়ে-মানব! আকাশ-বাতাস, সেই ধূসর নেকড়ে বা রাতে আর্তনাদ করে বেড়ানো প্রেতাত্মাদের সাহায্য নিতে পারে সে। মোয়ানাঙ্গা বলে উঠল:

'বোকার দল! তোরা না থাকলেও আমি আছি ভাইয়ের সাথে। তোরা

www.BanglaBook.org

তাকে সর্দার রাখতে চাস না, দেবতারা নিশ্চয় তোদের মাথা খারাপ করে দিয়েছে। এত সাহসী, জ্ঞানী সর্দার আর কোথায় পাবি? তোরাই গিয়ে বাঘটাকে মারছিস না কেন? ভয় লাগছে?'

কথা সরল না কারও মুখে। হতবুদ্ধি হয়ে কিছুক্ষণ বিড়বিড় করল তারা। তারপর একজন চিৎকার করে বলল:

'ওয়াই-ই আমাদের সর্দার। আর কোন সর্দারের দরকার নেই আমাদের।

সুতরাং এখানেই শেষ হয়ে গেল ঝামেলা।

বাঘটাকে কিভাবে শেষ করা যায়, এই নিয়ে রাতে আলোচনায় বসল প্যাগ আর ওয়াই। আন্তরিকভাবে অনেকক্ষণ তর্কবিতর্ক করল তারা। কিন্তু কোন সমাধান খুঁজে পেল না। যত কায়দা করেই গর্তের ফাঁদ পাতা হোক, তাতে পা দেবে না ধূর্ত বাঘটা। মাছ পচানো বিষ খাবারে মাখিয়ে রাখলে, সেটা খাবে না। আগুন বা অন্যকিছুর ভয় দেখিয়েও এটাকে তাড়ানো যাবে না। দুবার এটাকে দল বেঁধে আক্রমণ করতে যাওয়া হয়েছিল। একবার পা ঢাকা দেয় সে। দ্বিতীয়বার নিজেই আক্রমণ করে। বিরাট থাবার প্রচণ্ড আঘাতে শুইয়ে ফেলে একজনকে। এরপর আর কেউ ওটাকে আক্রমণ করতে যায়নি।

'তোমাকে আর আমাকেই লড়তে হবে,' বলল ওয়াই। কিন্তু প্যাগ মাথা ঝাঁকাল।

'আমাদের শক্তি যথেষ্ট নয়,' বলল সে। 'কুঠার চালানোর আগেই আমাদের দুজনকে শেষ করে ফেলতে পারে ওটা। আর, সত্যি সত্যি যদি হেঙ্গার প্রেতাত্মা ভর করে থাকে, তাহলে কুঠারের কাছে না এসে পালিয়ে যাবে।'

গুহামুখের কাছে গিয়ে প্যাগ অলস দৃষ্টি মেলে দিল সামনে। ভাঙা গাছটায় এখনও ঝুলছে হেঙ্গার মাথা। কিছুটা কালো হয়ে এসেছে। চুলগুলো উড়ছে বাতাসে। ফিরে এসে সে বলল:

'বাঘটা নিশ্চয় খুব নিঃসঙ্গ। তোমার আলখাল্লাটা দেবে, ওয়াই? যদি নষ্ট করে ফেলি, কথা দিলাম, এটার চেয়ে ভাল একটা তৈরি করে দেব।'

কেন?'

সে তোমাকে পরে বলব। আলখাল্লাটা আর বাঘনখের মালাটা কিছুক্ষণের জন্যে দেবে আমাকে?'

'বেশ, নিয়ে যাও। সেই সাথে পারলে আমার সর্দারিটাও নিয়ে যাও। আমার আর এসব ভাল লাগছে না। আমি শিকারী। ব্যস।

'তুমি শিকারীই বটে। সর্বশ্রেষ্ঠ শিকারী হবে তুমি।'

এরপর বেশ কিছুদিন ধরে নির্দিষ্ট একটা সময়ে প্যাগ উধাও হয়ে যেতে লাগল। রাতে ফিরতে লাগল ভীষণ ক্লান্ত হয়ে। ওয়াই খেয়াল করল, আলখাল্লা আর বাঘনখের সাথে সাথে হেঙ্গার মাথাটাও উধাও হয়েছে।

আক্কা জানতে চাইল, ওয়াই আর আলখাল্লা পরে না কেন? জবাব এল:

'শীত চলে গেছে। এখন পরলে খুব গরম লাগে।'

'আচ্ছা, প্যাগ প্রতিদিন কোথায় যায় বলো তো?'

www.BanglaBook.org

'জানি না। তুমি তো ওর ব্যাপারে খেয়াল রাখো। তুমি বলতে পারো?'

'পারি বোধ হয়। সে যায় মাদি নেকড়েটার সাথে শিকার করতে। তাই অত ক্লান্ত হয়ে ফেরে। শুনলাম, বরফের ভেতর থেকে কিছু মড়া তুলে নাকি মাংস খেয়ে গেছে কে।'

'এ কথা তো কেউ আমাকে বলেনি।'

'সর্দারের কাছ থেকেও অনেক কথা গোপন রাখা হয়। বিশেষ করে, তার পেয়ারের লোকদের সম্বন্ধে হলে তো বটেই,' হাসতে হাসতে চলে গেল আকা।

দুদিন পর রাতের বেলা গুহামুখে এসে দাঁড়াল প্যাগ। আঙুল ভিজিয়ে হাত তুলে বাতাসের গতি পরীক্ষা করল। তারপর ওয়াইয়ের কাছে এসে ফিসফিস করে বলল:

'ভোরের একঘণ্টা আগে উঠে আমার সাথে যেতে পারবে বাঘটাকে মারতে?'

'সাথে আরও লোক নেয়াটা কি উচিত হবে না?' ইতস্তত করে বলল ওয়াই।

'না। বোকারাই শুধু সম্মানের ভাগ দিতে চায়। আর কিছু জানতে চেয়ো না। দেয়ালেরও কান আছে।'

'বেশ, যাব আমি। বাঘটাকে মারতে বা ওটার হাতে মরতে।'

সুতরাং ভোরের একঘণ্টা আগে উঠে পড়ল তারা। রওনা দেয়ার আগে ফো-কে চুমু খেলো ওয়াই। এই হয়তো শেষ দেখা! ঘুমন্ত আকার দিকে চেয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। সে-ই ভারী কুঠার, চকমকির ফলাওয়ালা দুটো বর্শা ও একটা ছুরি নিয়েছে সে। প্যাগও দুটো বর্শা আর একটা ছুরি নিয়েছে।

কুটিরগুলো পেছনে ফেলে পরিষ্কার চাঁদের আলোয় তারা এগোতে লাগল বনভূমির দিকে। প্যাগ বলল, আকাশে উজ্জ্বল তারা, কুয়াশা কেটে গেছে, আবহাওয়া ভাল থাকবে। এই কথা শুনে রেগে গেল ওয়াই। বলল:

'থামো! তোমার তারা আর আবহাওয়ার গল্প শুনতে চাইনি আমি। সাফ সাফ বলে ফেলো, আমরা কোথায়, কোনদিকে যাচ্ছি। সবকিছু গোপন করে রাখবে, আমাকে বাচ্চা ছেলে পেয়েছ?'

'হ্যাঁ, তুমি কিছুটা বাচ্চাদের মতই। মেয়েরা তোমার থেকে গোপন কথা বের করে নেয়। কিন্তু এ অপবাদ আমাকে কেউ দিতে পারবে না।'

'আমি বাড়ি ফিরে যাচ্ছি,' থেমে গেল ওয়াই।

'তুমি যে গল্পটা শুনতে চাচ্ছ, সেটা বেশ ছোট। এখন প্রেমিকের অপেক্ষায় থাকা মেয়েদের মত দাঁড়িয়ে থেকো না। হাতে সময় নেই।'

'তা ঠিক,' বিড়বিড় করে বলে হাঁটতে লাগল ওয়াই।

'বনের ধারের পাহাড় দুটো চেনো, লোকে যে দুটোকে "স্বামী-স্ত্রী" বলে? কারণ, একেবারে গা ঘেঁষা হয়েও পাহাড় দুটো বিভক্ত।'

'চিনি। ওখানে গর্ত খোঁড়ার কথা ভেবেছিলাম একবার। কিন্তু খুঁড়িনি। শুনেছি, পাহাড়ের ভেতর দিকটা নাকি ঢালু। তাছাড়া, মাটির একটু নিচেই শক্ত

নেশা

www.BanglaBook.org

পাথর।'

'এজন্যেই এ কথা যারা বলে, পাহাড়টা তাদের নিজের চোখে দেখা উচিত। আর্ক বলেছে, তার দাদাও নাকি এই কারণে গর্ত খুঁড়তে গিয়ে ব্যর্থ হয়েছে। আর্কের দাদা বা সে নিজেই এক মহা মিথ্যুক। ওখানে গর্ত খুঁড়েছি আমি। কারণ, ওটাই বাঘটার যাওয়া-আসার পথ। গর্তের নিচে সুঁচলো কাঠ। ওপরে পাইনের ডাল দিয়ে ঢাকা। ওখানে একটা চামড়ায় ঝিনুক ভরে রেখে দিয়েছি। বাঘটা বোকা বনতে পারে।'

'এটাকে বোকা বানানো যাবে না,' বিষণ্ন স্বরে বলল ওয়াই। 'ব্যাটা মানুষের মত চালাক। কত ফাঁদ পেতেছি আমরা, সবগুলোকে পাশ কাটিয়ে গেছে।'

'চালাক ঠিকই, কিন্তু সে নিঃসঙ্গ। যখন দেখবে, গর্তের ওপারে অপেক্ষা করছে আরেকটা বাঘ, আমার বিশ্বাস, সে অনুসরণ করবে।'

'আরেকটা বাঘ! কি বলতে চাও তুমি?'

'সেটা এখনই দেখতে পাবে। এখন তোমার সর্দারগিরির কথা ভুলে গিয়ে ভাবো, তুমি একজন ভাল শিকারী। এখানে ভয় পাবার কিছু নেই। বাতাস উল্টোদিকে বইছে। বাঘটা আমাদের গন্ধ পাবে না।'

গর্তের কাছে এসে পড়ল তারা। বড় বড় কিছু পাথর পড়েছিল। তার পেছনে ওয়াইকে লুকাতে বলল প্যাগ। ফিসফিসাল:

'ভোর হয়ে আসছে। বাঘটা এখনি এসে পড়বে। কুঠার নিয়ে তৈরি থেকো।'

'এখন তুমি কি করবে?'

'সে তুমি দেখতেই পাবে। শুধু, যা-ই দেখো, অবাক হয়ো না। বাঘটার আক্রমণ বা আমি ডাকা ছাড়া একটুও নড়াচড়া করবে না।'

অন্ধকারে চুপচাপ বসে থাকল ওয়াই। এরকম বসে থাকা তার অভ্যাস আছে। সে শিকারী। খানিক পর গর্তের এপাশে একটা ছায়া দেখা গেল। ওয়াই বুঝল, বাঘ। বাঘটা যেন কেমন। কিন্তু ওটার ডোরা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। ভীষণ একটা গর্জন ছাড়ল বাঘটা। তারপর মাথা নিচু করে কি যেন ছিঁড়ে খেতে লাগল।

ওয়াই ভাবল, এখন ওটার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লে হয়তো ঘাড় ভেঙে দেয়া সম্ভব। কুঠারের আঘাতে ঘিলুও বের করে দেয়া যেতে পারে। কিন্তু, তখনই প্যাগের নির্দেশ মনে পড়ে গেল তার।

প্রথম ঊষার ধূসর আলো এসে পড়ল বাঘটার খাবারের ওপর।

আরেব্বাপ! এটা তো হেঙ্গার মাথা! এবার পুরো ব্যাপারটা বুঝতে পারল সে। প্যাগই বাঘ সেজে বসে আছে। একটু আগেই আক্রমণ করতে চাচ্ছিল ভেবে তার শরীর হিম হয়ে গেল। সাথে সাথে মারা যেত প্যাগ।

এবারে গর্তের ওপাশে এসে হাজির হলো দাঁতাল বাঘটা। ওটাকে দেখে আরও জোরে গর্জে উঠল প্যাগ। হঠাৎই হেঙ্গার মাথাটার ওপর নজর পড়ল বাঘটার। একটু এগিয়ে এসে দেহ বাঁকিয়ে লাফ দিল বাঘটা। এসে পড়ল

www.BanglaBook.org

গর্তের ওপর। দেহের ভারে হুড়মুড় করে ভেঙে গেল পাইনের ডাল। গর্তের নিচে পড়ে গেল বাঘটা। পেছনে গড়িয়ে গড়িয়ে নামল হেঙ্গার মাথা। কাঠের সুঁচল দণ্ডগুলো ঘ্যাঁচ ঘ্যাঁচ করে বিঁধে গেল বাঘটার গায়ে। আকাশ ফাটল চ্যাচানির চোটে।

ওয়াই লাফিয়ে বেরুল পাথরের পেছন থেকে। প্যাগের কাছে পৌঁছে দেখল, আলখাল্লাটা খুলে একটা বর্শা হাতে গর্তের ভেতর উঁকি মারছে সে। নিচে তাকাতেই ওয়াই দেখল, সুঁচল কাঠের ওপর ছটফট করছে বাঘটা। আগুনের মত জ্বলছে চোখ। হঠাৎ থেমে গেল কানফাটানো গর্জন। ওয়াই ভাবল, বাঘ শেষ কিন্তু চিৎকার দিয়ে উঠল প্যাগ:

'সাবধান! হারামীটা উঠে আসছে!'

প্যাগের কথা শেষ হতে না হতেই গর্তের কিনারে এসে পড়ল একটা থাবা। বর্শা চালাল প্যাগ। গলা জখম হলো বাঘটার। বর্শার হাতল কামড়ে দু টুকরো করে ফেলল সে।

'মারো!' বলল প্যাগ। ভয়ঙ্কর বেগে বাঘটার খুলির ওপর নেমে এল ওয়াইয়ের কুঠার।

তবু সে মরল না। আবার কুঠার চালাল ওয়াই। চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেল সামনের একটা পা। সবটুকু শক্তি ব্যয় করে গর্ত থেকে বেরিয়ে এল বাঘটা। বিদ্যুদ্‌বেগে চালাল ডাল থাবাটা। আঘাত এড়ানোর জন্যে বসে পড়ল ওয়াই। একপাশে সরে গেল প্যাগ। পেছনের দু পায়ের ওপর ভর করে দাঁড়াল বাঘটা। জখমের ফলে সম্ভবত লাফানোর শক্তি হারিয়ে ফেলেছে। কুঠারটা এক হাত থেকে আরেক হাতে পার করে পর্যায়ক্রমে আঘাত করল ওয়াই। তীক্ষ্ণধার ফলা বসে গেল বুকের নিচে। কুঠারটা খোলার খুব চেষ্টা করল ওয়াই। পারল না। তার আগেই বাঘটা এসে পড়ল তার ওপর। দুজনেই হুড়মুড় করে পড়ে গেল। বাঘটা পড়ল ওয়াইয়ের ওপরে।

প্যাগ দৌড়ে গিয়ে সামনের থাবার নিচে, সজোরে বর্শা চালাতে লাগল। অবশেষে, ওয়াইয়ের মাথা ছাতু করার উদ্দেশ্যে হাঁ করা মুখটা থেকে বেরিয়ে এল গোঙানির শব্দ। চোয়াল দুটো জোড়া লেগে গেল। মাথা ঝুলে পড়ল ওয়াইয়ের মুখের ওপর। খাটো হয়ে এল প্রসারিত থাবাগুলো। বালি আঁচড়াল কিছুক্ষণ। তারপর সারা শরীরটা কেঁপে উঠল একবার। স্থির হয়ে গেল বাঘটা।

পাগলের মত বর্শা চালিয়ে গেল প্যাগ। যখন বুঝল, হৃৎপিণ্ড ফুটো হয়ে গেছে, তখন থামল। সামনের একটা থাবা ধরে টান মারল গায়ের জোরে। গড়িয়ে ওয়াইয়ের ওপর থেকে সরে গেল বাঘটা। ওয়াইয়ের সারা শরীর লালে লাল।

ওয়াই মারা গেছে ভেবে তীব্র শোকের একটা চাপা আর্তনাদ বেরিয়ে এল প্যাগের গলা দিয়ে। এইসময় হাঁসফাঁস করে উঠে বসল ওয়াই। বাঘটার চাপে দম বন্ধ হয়ে গিয়েছিল ওর।

'ছিঁড়ে-টিঁড়ে গেছে নাকি কোথাও?' জানতে চাইল প্যাগ।

www.BanglaBook.org

'মনে হয় না,' ঘোৎঘোঁৎ করে জবাব দিল ওয়াই। 'নখগুলো বোধ হয় গায়ে লাগেনি।'

'তাহলে সত্যিই হয়তো কিছু দেবতা আছে।'

'অন্তত কিছু শয়তান তো আছেই,' মরা বাঘটার দিকে তাকিয়ে বলল ওয়াই।

'এখন তুমি একটা নতুন, চমৎকার আলখাল্লা তৈরি করে নিতে পারবে। এ আলখাল্লা গৌরবের।'

'যদি তাই হয়, তাহলে সে গৌরব তোমার গায়েই ওঠা উচিত।'

# দশ

খুব ক্লান্তভাবে গুহার দিকে ফিরতে লাগল ওয়াই আর প্যাগ। কুটিরগুলোর কাছে যখন এল, তখনও কেউ ওঠেনি। সুতরাং, সবার চোখ এড়িয়েই তারা গুহায় পৌঁছল।

ফো-র ডাকে আকা জেগে বেশ উদ্বিগ্ন হয়ে ছিল। আকার এই আচরণ অদ্ভুত। ওয়াই সামনাসামনি থাকলে খারাপ ব্যবহার করে, অথচ না থাকলে ছটফট করে। আজ যখন খেয়াল করল, ওয়াইয়ের সাথে প্যাগও গেছে, বিপদের আশঙ্কায় ভেতরটা চঞ্চল হয়ে উঠল তার। এই সময়েই তো বাঘটা ঘুরে বেড়ায়!

মোয়ানাঙ্গা ও তানাকেও ডেকে আনল সে। জানতে চাইল, তারা ওয়াইকে দেখেছে কিনা। মোয়ানাঙ্গা বলল, দেখেনি। আকার অবস্থা দেখে সান্ত্বনাও দিল সে। বলল, সর্দার হিসেবে এমন অনেক কাজ ওয়াইকে করতে হয়, যেগুলো কাউকে বলা চলে না। অথবা, প্রার্থনা বা কোন সঙ্কেত পাবার জন্যে বরফ-দেবতাদের কাছেও যেতে পারে সে।

কথাবার্তা চলছে, হঠাৎ ফো হাত তুলে ইশারা করল। ওরা দেখল, ভোরের কুয়াশার মধ্যে দিয়ে আসছে ওয়াই। আপাদমস্তক রক্তে মাখামাখি। খোঁড়ারা যেমন লাঠিতে ভর দিয়ে থাকে, তেমনি ভর দিয়ে আছে সে প্যাগের কাঁধে।

'আমি অযথা উদ্বিগ্ন হইনি,' বলল আকা। 'ওই দেখো, ভীষণ জখম হয়েছে।'

'তবু ও কিন্তু ভালভাবেই হাঁটছে। আর তার কুঠারটাও রক্তে মাখা,' জবাব দিল মোয়ানাঙ্গা।

ওয়াই এসে পড়লে আকা জানতে চাইল:

'তোমার গায়ে কিসের রক্ত, তোমার না আর কারও?'

'কারোই না, বৌ। এগুলো দাঁতালো বাঘটার রক্ত। ওটার সাথেই লড়াই করেছি আমি আর প্যাগ।'

www.BanglaBook.org

'তবু প্যাগের গায়ে রক্তের দাগ নেই, আশ্চর্য ব্যাপার। তা, বাঘটার কি হলো?'

'মারা গেছে।'

'তুমি মেরেছ?'

'না। আমি লড়েছি, কিন্তু মেরেছে প্যাগ। সব বুদ্ধি ওর। ও ফাঁদ পেতেছে, টোপ দিয়েছে। ওর বর্শাটাই ফুটো করেছে বাঘের হৃৎপিণ্ড, নইলে আমার মাথাটা আস্ত রাখত না জানোয়ারটা।'

'বাঘটার খুলি পরীক্ষা করলেই সবকিছু বোঝা যাবে,' বলল প্যাগ, 'ওখানে যে কাটা, সেটার সাথে ওয়াইয়ের কুঠার মিলিয়ে দেখো। সামনের পা-টা দেখো, কোন্ অস্ত্রে চূর্ণবিচূর্ণ করা হয়েছে সেটাকে।'

'প্যাগ, প্যাগ আর প্যাগ। তুমি কি প্যাগকে ছাড়া কিছু করতে পারো না?'

'তা পারি,' তেতো গলায় জবাব দিল ওয়াই। 'সুন্দরী, নরম মনের কোন মেয়ে দেখলে তাকে চুমু খেতে পারি।'

'তাহলে চুমু খাচ্ছ না কেন?' উপহাস করল আকা।

গুহার ভেতর ঢুকে গা ধোয়ার পানি চাইল ওয়াই। এদিকে প্যাগ গল্প শোনাতে বসল, ওয়াই কিভাবে বাঘটাকে মারল। নিজের কথা সে একবারও উল্লেখ করল না।

মোয়ানাঙ্গার নেতৃত্বে একদল লোক হৈ হৈ করে চলল বাঘটাকে আনতে। ফিরে এসে সবাই দেখতে পায়, এমন একটা জায়গায় রাখা হলো মরা বাঘটাকে। সারাদিন ধরে আবালবৃদ্ধবনিতা এসে বাঘ দেখল। সবাইকে খুলির ওপর ও সামনের পায়ে ওয়াইয়ের কুঠারের আঘাত দেখাল প্যাগ।

'কিন্তু ওটার কলজে ফুটো করেছে কে?' জানতে চাইল একজন।

'ওয়াই। বাঘটা ছুটে এলে একপাশে সরে গিয়ে কলজে ছেঁদা করে দেয় সে।'

'আর, সারা সময়টা ধরে তুমি কি করলে?' বলল তানা।

'আমি? আমি বসে বসে দেখছিলাম। ও, না, না, আমার ভুল হয়েছে। ওয়াই যেন বাঘটাকে মারতে পারে; সে জন্যে হাঁটু গেড়ে দেবতাদের কাছে প্রার্থনা করছিলাম।'

'তুমি মিথ্যে কথা বলছ, নেকড়ে-মানব,' বলল তানা, 'কারণ, তোমার দুটো বর্শাই জানোয়ারটার গায়ে গেঁথে আছে।'

'হয়তো তাই, মিথ্যে কথাই বলেছি আমি,' জবাব দিল প্যাগ। 'তবে, কথা হলো কি, এই কৌশলটা আমি শিখেছি মেয়েদের কাছ থেকে। তানা, তুমি যদি কোনদিন মিথ্যে কথা না বলে থাকো, তাহলে আমার সাথে লাগতে এসো। কিন্তু যদি বলে থাকো, আমাকে বিরক্ত করো না।'

এই কথায় চুপ মেরে গেল তানা।

ওয়াইয়ের শরীর সুস্থ হয়ে উঠতে সবাই এল দেখা করতে। ভীষণ নেকড়েদের পর ভয়ঙ্কর এই বাঘটার হাত থেকে রক্ষা করার জন্যে ওয়াইয়ের

www.BanglaBook.org

পুজো করল তারা। বলল, সে-ও একটা দেবতা। হিমবাহ থেকে নেমে এসেছে।

'বিপদ কেটে গেলেই এরকম কথা বলো তোমরা। কিন্তু বিপদ এলেই সুর পালটে ফেলো,' বিষণ্ন হেসে বলল ওয়াই। 'তাছাড়া, প্রশংসাটা যার পাওয়া উচিত, তোমরা কিন্তু তার প্রশংসা করছ না।'

এসব হৈ চৈ-এর হাত থেকে রেহাই পেতে উঠে পড়ল ওয়াই। একা একা চলে গেল সৈকতের দিকে। প্যাগ থেকে গেল বাঘটার ছাল খোলার জন্যে।

নেকড়েগুলো মরেছে, হেঙ্গা মরেছে, মরল বাঘটাও। মানুষজন এখন নির্ভয়ে চলাফেরা করতে পারবে। ভালুকদের আনাগোনাও নেই। বাঘটার ভয়ে বা খাবারের অভাবে দূরে চলে গেছে তারা।

ভয়ঙ্কর তুষারঝড়টা সরে গেছে দক্ষিণে। পেছনে রেখে গেছে ধূসর আকাশ। বাতাসে এখনও বেশ ঠাণ্ডার আভাস। বরফ পড়ার সময় এরকম ঠাণ্ডা লাগে। বনভূমি ও পাহাড়ের ঢাল ছেয়ে যায় যেসব ফুলে, সেগুলো এখনও ফোটেনি। পর্যাপ্ত পরিমাণে আসেনি সীলমাছ বা পাখি। বাতাস গেলেও সাগর বেশ ফুঁসে আছে। বড় বড় ঢেউ উঠছে। ঢেউয়ের মাথায় ভাসছে বিশাল সব বরফের চাঙড়। সশব্দে ভেঙে পড়ছে সৈকতের ওপর।

হাঁটতে হাঁটতে পুব দিকে এসেছে ওয়াই। এখন সে হিমবাহের দিকে ওঠার গিরিসঙ্কটটার মুখোমুখি। ওপরে ওঠার বা স্লীপারকে দেখার কোনো ইচ্ছে তার ছিল না। কিন্তু অদৃশ্য কোন শক্তি তাকে টেনে নিয়ে গেল সেখানে। প্রচণ্ড শীতের সময় এখান থেকে বেশ কোলাহলের শব্দ পাওয়া গেছে। গোত্রের সবাই ভেবেছে, রেগে গেছে দেবতারা।

হিমবাহের কাছে পৌঁছে প্রার্থনায় বসল সে। সর্দার হবার জন্যে এবং অত্যাচারী হেঙ্গা, নেকড়েগুলো ও বাঘটাকে মেরে গোত্রের সবাইকে মহাবিপদ থেকে রক্ষা করতে পেরেছে—সেজন্যে ধন্যবাদ জানাল দেবতাদের। সে প্রার্থনা করল, তার নতুন আইনগুলো যেন কাজে লাগে। তাছাড়া, প্রচুর খাবারের জন্যে, কো-র কাশি নিরাময়ের জন্যে প্রার্থনা করল সে। ফো যেন শক্তিশালী হয়, আকা তার প্রতি ভাল ব্যবহার করে, সূর্য যেন ওঠে, আবহাওয়া উষ্ণ হয়—এসব বিষয়ও বাদ গেল না।

চকিতে তার অন্তরে কে যেন ফিসফিস করে বলল, সে তো কোন নৈবেদ্য আনেনি। নেকড়েগুলোও নেই। ওগুলোর একটা কাটা মাথা দেবতাদের উপহার দিলেও তো তাদের রক্ততৃষ্ণা মিটত।

হঠাৎ খটকা লাগল তার মনে। নেকড়ের রক্তে কি উপকার হবে দেবতাদের? উপকার যদি হয়ও, তাহলে, রক্তে যার তৃষ্ণা মেটে, তার পুজো কি করা উচিত? দেবতারা যদি সত্যিই অমর ও মহাশক্তিমান হয়, তাহলে তো একেবারে ভিন্ন জাতের কোন উপহারে তাদের খুশি হওয়া উচিত। কিন্তু কি সেই উপহার? একটা চিন্তা খেলল তার মাথায়। মানুষের হৃদয়ের চেয়ে বড় উপহার আর কি হতে পারে? অতীতের দুষ্কর্মের জন্যে অনুশোচনা এবং

www.BanglaBook.org

ভবিষ্যতের সৎকর্মের প্রতিশ্রুতিই হবে সবচেয়ে বড় উপহার। তীব্র আবেগে ছেয়ে গেল তার অন্তর। বিড়বিড় করে বলল সে:

'হে দেবতাগণ! আমি নিজেই হব নৈবেদ্য। দেখা ও বোঝার শক্তি দাও আমাকে। সবার সৌভাগ্য নিশ্চিত করো। সবাইকে রক্ষা করো, করো বুদ্ধিমান। তারপর, যদি চাও, আমায় দেয়া উপহারের বদলে আমাকেই তোমরা নিতে পারো।'

ওয়াই ভাবল, সে জনগণের জন্যে প্রার্থনা করেছে। কিন্তু কেন? কারণ, তাদের মাধ্যমে সে আসলে নিজের জন্যেই প্রার্থনা করেছে। তার মেয়ের হত্যাকারীকে সে খতম করেছে। কিন্তু প্রতিহিংসা কি মিটেছে? মেটেনি। প্রতিশোধের কোন তৃপ্তি নেই। হত্যাকারীর রক্তে তার তৃষ্ণা মেটেনি। তার তৃষ্ণা মিটবে শুধু ওইরকম আরেকটা মেয়ে পেলে। গোত্রের আর যারা সন্তান হারিয়েছে, তাদের দুঃখ কিছুটা হলেও বুঝতে পারছে সে। কিন্তু সবকিছুই সে বিচার করছে নিজেকে দিয়ে। তাদের দুঃখের কথা বলে সে আসলে নিজের দুঃখের কথাই বলতে চাইছে। দুর্দশার হাত থেকে অন্যদের রক্ষা করতে বলে সে আসলে নিজেকেই রক্ষা করতে বলছে। অর্থাৎ সে-ও আর দশটা সাধারণ মানুষের মতই। তার বেশি কিছু নয়। হলে তো সে দেবতাই হত।

প্রার্থনা ছেড়ে উঠে পড়ল ওয়াই। কোনকিছুতেই যখন নিজের কথা ভুলতে পারছে না, তখন প্রার্থনা করে কি লাভ? তারচেয়ে বরং সর্দার হিসেবে তার যেসব দায়িত্ব, সেগুলো যথাসাধ্য পালন করা অনেক ভাল।

হিমবাহের দিকে সরাসরি চেয়ে সে বুঝতে চাইল, প্রচণ্ড শীতে ওটা কতখানি সরে এসেছে। আবছাভাবে সে দেখতে পেল স্লীপারকে। তার পেছনে, আরও ঝাপসাভাবে সেই মানুষটাকে। ওটা মানুষ নাকি দেবতা, সে জানে না। চকিতে কি যেন একটা পরিবর্তন ঘটে গেল। স্লীপার যথাস্থানেই রইল, কিন্তু জাদুবলে অথবা বরফের মোচড়ে পেছনের মূর্তিটা যেন চলে এল সামনে। ওয়াইয়ের থেকে দূরত্ব যেন এখন একধাপের বেশি হবে না।

মানুষ এটা, সন্দেহ নেই। কিন্তু এধরনের মানুষ সে কোনদিন দেখেনি। সারা গা লোমে ঢাকা। পেছন দিকে ঢালু হয়ে গেছে কপাল। বোঁচা নাকের দুপাশে ঠেলে বেরিয়ে এসেছে চোয়াল। হাত দুটো খুব লম্বা, পা বাঁকা। একহাতে ছোট, এবড়োখেবড়ো একটা কাঠ। খুদে খুদে বসা চোখ, বড় বড় বেরিয়ে পড়া দাঁত। ভীষণ ঘন, জটপাকানো চুল মাথায়। কাঁধ থেকে ঝুলানো পশুছালের একটা আলখাল্লা। সামনের থাবাদুটো গলার কাছে এনে বেঁধে দেয়া।

মানুষটার চোখে নিদারুণ আতঙ্কের ছাপ। ওয়াই বুঝতে পারল, লোকটা হঠাৎ করেই মারা গেছে। সে মৃত্যু আতঙ্কের। কিন্তু কিসের আতঙ্ক? অবাক হলো ওয়াই। এতদিন ওটা ছিল স্লীপারের পেছনে। বরফের নড়াচড়ার ফলে এসে পড়েছে সামনে। সুতরাং সে স্লীপারের জন্যে আতঙ্কিত নয়। আতঙ্ক তার অন্যকিছুর।

অকস্মাৎ ওয়াই যেন বুঝতে পারল কারণটা। এটা তাদের পূর্বপুরুষ।

www.BanglaBook.org

হাজার হাজার বছর আগের কোন শীতে এদিক দিয়ে যাবার সময় হঠাৎ বরফের চাঙড় হুড়মুড় করে ভেঙে পড়েছে তার ওপর। দম বন্ধ হয়ে মারা গেছে সে। সুতরাং, এটা মানুষ, কোন দেবতা নয়। বরফের গায়ে চিরখোদিত হয়ে আছে তার করুণ কাহিনী।

তাহলে, তাহলে স্নীপারও কি দেবতা নয়? বিশাল কোন জানোয়ার, বরফে আটকা পড়েছিল এই বেচারার মতই? স্বর্গের দিকে সাহায্যের জন্যে শেষ চিৎকার ছুঁড়ে দিয়ে স্তব্ধ হয়ে গেছে চিরদিনের মত? এসব চিন্তায় ভেতরটা আলোড়িত হয়ে উঠল তার।

আবার সৈকতে নেমে এল সে। হাঁটতে লাগল পুবদিকেই। কিছু টিলা আর বরফ মোড়া উপত্যকা পেরিয়ে এল। এই সৈকতের পেছনের সৈকতটা সে দেখতে চায়। খোঁজ করতে চায় সীলের। গোত্রের সবার কাছে যেমন, তেমনি তার কাছেও সবচেয়ে প্রয়োজনীয় জিনিস—সীল মাছ। শীতের খাবারের মজুতের অধিকাংশই থাকে সীল মাছ। তীক্ষ্ণ চুড়োবিশিষ্ট কিছু পাহাড়ের বাঁক ঘুরতেই দেখতে পেল সে সৈকতটা। সাদা ধবধবে বালিতে প্রান্তসীমাটা ভরা। তার পেছনে ফাঁকা একটা পাথুরে সমতলভূমি। তীক্ষ্ণচোখে সৈকতটা জরিপ করতে লাগল ওয়াই। কিন্তু একটা সীলেরও দেখা পেল না।

'সীলগুলো গতবারের চেয়েও দেরি করে আসবে'—নিজের মনে বিড়বিড় করতে করতে কেবল বাড়িমুখো রওনা দেবে, হঠাৎ একটা অদ্ভুত জিনিস তার চোখে পড়ল। চোখা চুড়োগুলোর উল্টোদিকে, যেখানে ঢেউ ভেঙে পড়ছে তার ফেনার মধ্যে অসহায়ভাবে আটকা পড়ে আছে কি যেন। লম্বামত জিনিসটার দু প্রান্তই মনে হলো সুঁচল। প্রথমে এটাকে সে ভাবল ঢেউয়ে ভেসে আসা কোন অপরিচিত জানোয়ারের মৃতদেহ। হঠাৎ ফেনার মাথায় জিনিসটা উঁচু হয়ে উঠতেই মনে হলো—মাঝখানটা যেন ফাঁপা। আর সেই ফাঁপা জায়গাতে শুয়ে আছে মানুষের মত কি যেন একটা।

ধীরে ধীরে ওয়াইয়ের কৌতূহল বেড়ে গেল। জিনিসটার কাছে যাওয়ার ইচ্ছে হলো তার। কিন্তু এটা একরকম অসম্ভব। পাহাড়ী ধার দিয়ে নামছে তীব্র স্রোত। যাওয়া যদি সম্ভবও হয়, যেতে হবে সাঁতরে। ওয়াই খুব ভাল সাঁতারু। কিন্তু পানি খুবই ঠাণ্ডা। টুকরো বরফ ভাসছে এখানে-সেখানে। বরফের চোখা ধার লেগে গা কেটে যেতে পারে। সুতরাং, সে বাড়ি ফিরে যেতে মনস্থ করল। ওই 'ফাঁপা' জিনিস সম্বন্ধে এখন না ভাবলেও চলবে।

কিন্তু ঘুরে কয়েক পা হাঁটতেই জিনিসটা আবার তাকে টানতে লাগল। আচ্ছা, জিনিসটার ভেতরে ওটা কোন মানুষ বা মেয়েমানুষ নয়তো? কিন্তু তা কি করে হয়! তাদের গোত্র ছাড়া আর কোথাও কি মানুষ আছে? ওটা স্রোতে ভেসে আসা কোন কাঠের গুঁড়ি বা বিশাল কোন মাছ। মরে পচে গেছে। কিন্তু, হাজার হাজার বছর আগের কোন মানুষ যদি বরফে আটকে থাকতে পারে, তাহলে পৃথিবীতে আর মানুষ নেই, এটা কিভাবে বলা যাবে?

না। জিনিসটার কাছে গিয়ে দেখা দরকার। তাছাড়া হয়তো সারাজীবন একটা আফসোস থেকে যাবে। কিন্তু সাঁতরাতে সাঁতরাতে গা-হাত-পা জমে

www.BanglaBook.org

যাবে না তো? অথবা কোন বরফখণ্ড যদি ধাক্কা দিয়ে ওকে ডুবিয়ে দেয়? দূর! যা হবার হবে। ওসব ভেবে কোন লাভ নেই। সে মারা গেলে প্যাগ হবে সর্দার। অথবা মোয়ানাঙ্গাকে সর্দার করে সে তার কানের কাছে ফিসফিস করে বুদ্ধি দেবে। তারাই হয়তো ফো-র দেখাশোনা করবে। আকাও করতে পারে। সে মরে গেলে আকার আর কোন ঈর্ষা থাকবে না। আর, ডুবে গেলেও, এই সাগরের তলায় হয়তো সে খুঁজে পাবে পরম শান্তি—যেখানে আশা-নিরাশা, ভয়-ভীতি কিছু নেই। কাউকে জবাবদিহি করতে হবে না।

আলখাল্লাটা খুলে একটা পাথরের ওপর রাখল সে। তার নিচে রাখল কুঠারটা। এটা পেলে প্যাগ বা অন্যান্যরা বুঝবে, সে সাগরে ডুবে গেছে। পাছে আবার ভয় পায়, তাই দেরি না করে সে ঝাঁপিয়ে পড়ল জলে। প্রথমে প্রচণ্ড ঠাণ্ডা মনে হলো, কিন্তু ক্রমাগত জোরে হাত চালানোতে ধীরে ধীরে গরম অনুভূত হলো।

রোমাঞ্চকর চিন্তাতে রক্তসঞ্চালনও যেন তীব্রতর হলো। ছোটবেলায় একবার সে পাহাড়ের চূড়োয় উঠেছিল ঈগলের বাসা থেকে বাচ্চা পেড়ে আনতে। বাচ্চাটাকে ধরে একটা ঝুড়িতে ভরে পিঠে করে সে যখন নামছিল, বাচ্চাটার বাবা-মা ঘুরে ঘুরে ঝাঁপিয়ে পড়তে চাইছিল ওর ওপর। ঠুকরে মাথার চামড়া তুলে ফেলতে চাইছিল। কয়েকবছর পর ঈগলের বাচ্চাটা কুকুরের হাতে মারা পড়ে। সেদিনের যে তীব্র রোমাঞ্চ, ঠিক তেমনি অনুভব হচ্ছে তার সাঁতরাতে সাঁতরাতে।

শেষমেষ ভালভাবেই শৈলশ্রেণীর কাছে এসে পড়ল সে। হামাগুড়ি দিয়ে উঠে সে গা ঝাড়ল কুকুরের মত। তারপর অত্যন্ত সাবধানে পাথরের ভেতর দিয়ে পথ করে চলতে লাগল। কিন্তু জিনিসটা কোথায়? তখনই ঠিক নিচে ওটাকে চোখে পড়ল তার। ফেনার মাথায় চড়ে ওর কাছাকাছি উঠে এল জিনিসটা! দূর থেকে যতটা মনে হয়েছিল, জিনিসটা আসলে তার চেয়ে অনেকখানি বড়। পাঁচ ছয়জন লোক ওখানে অনায়াসেই ধরবে। বড় কোন গাছ কুঠার দিয়ে কেটে জিনিসটা তৈরি করা হয়েছে জলের ওপর ভেসে থাকার উপযোগী করে। লাল কাঠের ওপর স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে কুঠারের দাগ। তার চোখ ভুল দেখেনি। ওই তো গুঁড়িটার উঁচু প্রান্তে মাথা দিয়ে শুয়ে আছে কে যেন। সাদা লোমের আলখাল্লা অথবা কম্বলে মাথা ছাড়া গোটা শরীর ঢাকা। না, গোটা শরীর নয়। বসন্তকালে জলাভূমিতে ফোটা হলুদ ফুলের মত একগুচ্ছ চুল ও সাদা একটা হাত বেরিয়ে আছে। সেই হাতে কাঠের একটা জিনিস ধরা। এটার সাহায্যেই নিশ্চয় ফাঁপা কাঠটা জলের ওপর দিয়ে চালিয়ে নিয়ে যাওয়া যায়।

অনেকক্ষণ ধরে তাকিয়ে রইল ওয়াই। একসময় বুঝতে পারল, ওই হাতটা কোন মৃত মানুষের হাত নয়। হাতের কমনীয় গঠন বলছে, ওটা মেয়েমানুষ। একটা আঙুল সামান্য বাঁকা হলো। চিন্তায় পড়ল ওয়াই। কি করবে সে? অজ্ঞান একটা মেয়েকে নিয়ে সাঁতরে কূলে গিয়ে ওঠা অসম্ভব। আবার এই বরফ ঠাণ্ডা পানিতে বেশিক্ষণ রাখলে সে মারা যেতে পারে। নিয়ে

www.BanglaBook.org

যেতে হলে যে জিনিসটাতে সে শুয়ে আছে, ওটাতে করেই তাকে নিয়ে যেতে হবে। কিন্তু এই বিরাট কাঠটাকে টেনে নিয়ে যাওয়ার শক্তি তো তার নেই। একটা বুদ্ধি অবশ্য আছে। এটা তীর থেকে অনেকদূরে এসে পড়লেও পশ্চিমদিকের খাল থেকে খুব একটা দূরে নেই। এই খাল সোজা চলে গেছে তীর পর্যন্ত। স্রোতের টানও এখন তীরমুখী। সুতরাং, এটাকে খালে নিয়ে গেলেই কূলে নিয়ে যাওয়া সম্ভব।

খালে ওটাকে ঢুকিয়ে পেছনে পেছনে সাঁতরাতে লাগল ওয়াই। ঠেলা দিল। একসময় খেয়াল করল, পানি যেন বরফের মত ঠাণ্ডা। কূলে পৌঁছার আগেই যদি জমে যায়?

সে ডুবে গেলে কি আর এমন অসুবিধে হবে? কিন্তু মেয়েটা? এখনই তার মুমূর্ষু অবস্থা, নিশ্চয় মারা যাবে। সীল শিকারী ছাড়া কূল থেকে এতটা দূরে কেউ আসবে না। আর যদি আসেও, নিশ্চয় সাথে সাথে পালিয়ে যাবে মেয়েটাকে সাগর-ডাইনী ভেবে। কারণ, সাগর-ডাইনী সম্বন্ধে অনেক গল্প তারা শুনেছে। অথবা, গোত্রের জন্যে অভিশাপ বয়ে আনবে ভেবে মেয়েটাকে খুন করাও বিচিত্র নয়।

হঠাৎ তার মনে হলো, আরে! মেয়েটার হাতের কাঠটাকে কাজে লাগালেই তো হয়। সাগর শান্ত ও আবহাওয়া উষ্ণ থাকলে গাছের ডাল দিয়ে সে তো কাঠের খণ্ড বেয়ে মাছের ঝাঁককে তাড়া করেছে। তাহলে, এটাও নিশ্চয় চালাতে পারবে।

আস্তে করে মেয়েটার হাত থেকে কাঠটা নিয়ে একবার এপাশে, একবার ওপাশে পানিতে ফেলে ক্যানোটাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে লাগল সে। খাল ছেড়ে পড়ল খোলা সাগরে। এখন শুধু খেয়াল রাখতে হবে, এটার মাথা যেন কূলের দিক থেকে বেঁকে না যায়।

সে এখনও মেয়েটার মুখের দিকে তাকানোর সাহস পায়নি। এর পেছনে দুটো কারণ আছে। প্রথমত, সে ন্যাংটো হয়ে আছে। দ্বিতীয়ত, ওই পোশাকের নিচে আসলে কি আছে, সে জানে না। হয়তো আছে সাগর-ডাইনী, তাকে টেনে নিয়ে যাবে গভীর জলে।

একসময় বেশ নিরাপদেই নৌকো ভিড়ল কূলে।

## এগারো

লাফিয়ে সৈকতে নামল ওয়াই। চামড়ার একটা দড়ি বাঁধা ছিল ক্যানোটার মাথায়। সেটা ধরে ভেজা বালির ওপর দিয়ে টেনে নিয়ে চলল সে ক্যানোটাকে। তারপর দৌড়ে গেল সেই পাথরটার পেছনে। নেকড়ের চামড়ার ধূসর আলখাল্লা আর সীলের চামড়ার কোমরবন্ধটা পরে নিল সে। কুঠারটাও নিল। ওই পোশাকের তলে আসলে কে শুয়ে আছে, কে জানে! বিশেষ

www.BanglaBook.org

ব্যাগটাও ঝোলাল কাঁধে। বাড়ি থেকে বেশি দূরে এলে এই ব্যাগটা সাথে নেয় সে। ভেতরে থাকে দু একদিনের খাবার ও আগুন তৈরির সরঞ্জাম। দুরু দুরু বুকে এবার সে ফিরল ক্যানোটার কাছে। আর দশজন আদিম মানুষের মত অজানার প্রতি তারও সহজাত ভয় আছে। অজ্ঞান দেহটার ওপর থেকে সে আস্তে করে সরিয়ে ফেলল আবরণ।

চমকে উঠল ওয়াই। এত সুন্দর মেয়ে সে কোনদিন, এমনকি স্বপ্নেও দেখেনি। লম্বা, চমৎকার শরীরের একজন তরুণী। একরাশ হলুদ চুল ছড়িয়ে আছে। বরফের মত সাদা চামড়া, ঠাণ্ডার দংশনে দু এক জায়গা নীল হয়ে আছে। ডিম্বাকৃতি সুন্দর মুখ। চোখের পাতাগুলো প্রায় মিশমিশে কালো।

লম্বামতো একটা পোশাক পরনে। এ-ধরনের পোশাক ওয়াই কখনও দেখেনি। নীল রঙের গাউনটা ফিতে দিয়ে বাঁধা। ফারের কোমরবন্ধের গায়ে সেলাই করে লাগানো কিছু মসৃণ পাথর ও ঝকমকে ঝিনুক। গলায় অ্যামবারের গুটির মালা, পায়ে স্যান্ডেল।

কিছুটা পেছনে হটে বিড়বিড় করতে লাগল ওয়াই:

'সাগর-ডাইনী! ঠিক সাগর-ডাইনী! এটা কোন মেয়ে নয়। এখন কি করতে হবে? হ্যাঁ, হ্যাঁ, মনে পড়েছে। ফেলে দিতে হবে সাগরে, যাতে অভিশাপ দেয়ার আগেই তলিয়ে যায়। আমি একে সাগরে ফেলে দেব।'

আবার কাছে গিয়ে আঙুলের ডগা ছোঁয়াল সে মেয়েটার গালে। ভেবেছিল, বাষ্পের মত মনে হবে, কিন্তু সেরকম মনে হলো না। আবার স্বগতোক্তি করল সে:

'চামড়াটা তো মেয়েদের মতই মনে হচ্ছে। সাগর-ডাইনীদের চামড়া কি মেয়েদের মত হয়?'

এসময় কেঁপে উঠল দেহটা। গলা দিয়ে বেরোল ঈষৎ গোঙানির মত শব্দ।

'ডাইনীরা কি কেঁপে ওঠে,' বলে চলল ওয়াই, আমি তো শুনেছি, এরা বরফের ওপর থাকে। আগে গা গরম করে জ্ঞান ফিরিয়ে আনি। তাহলেই বোঝা যাবে, এ কে। ডাইনী হলে মেরে ফেলব। অবশ্য তার আগে আমাকে না মারলেই হয়।'

চারপাশে তাকাল সে। সৈকতটার পেছনদিকে নরম পাথরের একটা ঢালের ওপর ছোট্ট একটা গুহা আছে। গুহার পাশে একটা ঝর্না। সেখানে পরিষ্কার পানি পাওয়া যায়। সীল মারতে মারতে ক্লান্ত হয়ে পড়লে ওয়াই মাঝে মাঝে সেখানে বিশ্রাম নেয়। সাগর-ডাইনীকে পাঁজাকোলা করে তুলে নিয়ে সে গেল গুহাটায়। শুইয়ে দিল শুকনো সাগর-শৈবালের বিছানার ওপর। প্রথমে হাত-বাহু ঘষল। তাতেও যখন জ্ঞান ফিরল না, তুলে চেপে ধরল বুকের সাথে। তার শরীর থেকে যেন উষ্ণতা ফিরে পেতে পারে।

এতেও কাজ হলো না। আবার শুইয়ে দিয়ে মেয়েটার গাউনের ওপর নিজের আলখাল্লাটা চাপাল ওয়াই। এবার অন্য একটা বুদ্ধি খেলল তার মাথায়।

www.BanglaBook.org

সীল রান্না করার জন্যে এখানে কিছু কাঠ রাখা ছিল। সেগুলো জড়ো করল সে। ব্যাগ থেকে আগুন তৈরির সরঞ্জাম বের করে আগুন জ্বালল। শুকনো শৈবালে সেই আগুন ধরিয়ে রাখল কাঠের নিচে। দেখতে দেখতে দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল আগুন।

খুব আনন্দ পেল ওয়াই। দুটো কাঠ ঘষা দিলে আগুন ধরে কি করে, ভেবে অবাক হলো। প্রতিদিনই তার বুদ্ধির অগোচরে অনেক জিনিস নিয়ে অবাক হয় সে। মেয়েটাকে সে এবার নিয়ে এল আগুনের কাছে। খেয়াল রাখল, যাতে চুলে আগুন না ধরে। আগুনের আভায় পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে তার মুখ। মেয়েটা বেঁচে আছে না মরে গেছে! বেঁচে থাকলেই ভাল। তবে, মরলে বোধ হয় আরও ভাল। ভয়ের কিছু থাকবে না। ঘটনাটা শুধু স্মৃতিতে উজ্জ্বল হয়ে থাকবে।

ওয়াই বসে রইল আগুনের পাশে।

সাগর-ডাইনীরা সহজে মরে না। সে অজ্ঞান হয়ে পড়েছিল ঠাণ্ডায়। আগুনের তাপে শরীর গরম হতেই চোখ মেলল। বড় বড় গভীর রঙের চোখ—ঠিক কালো নয়। বনভূমির ভায়োলেট ফুলের মত। উঠে বসল মেয়েটা। একহাতের ওপর শরীরের ভর রেখে আরেক হাত বাড়িয়ে আগুন পোয়াল। তারপর ধীরে ধীরে আশপাশ দেখতে লাগল। প্রথমে তার চোখ গেল সাপরের দিকে। তারপর ঘুরতে লাগল ছোট্ট গুহাটার চারপাশে।

এভাবে একসময় তার চোখ পড়ল হাঁটুতে ভর দেয়া ওয়াইয়ের ওপর। কালো, শক্তিশালী শরীরটা স্থির হয়ে আছে প্রার্থনারত মানুষের মত। বড় বড় চোখ মেলে দেখতে লাগল সে ওয়াইকে। হাতের কুঠারটার দিকে নজর পড়তেই ভেতরটা একটু কেঁপে উঠল। কিন্তু ওয়াইয়ের মুখের দিকে আবার ভাল করে তাকিয়ে বুঝল, এর কাছে ভয় পাবার কিছু নেই। নরম, আন্তরিক একটা মুখ। এবার মাথা ঝাঁকিয়ে হাসল সে। দেখাদেখি ওয়াই-ও হাসল। সে হাসিতে সন্দেহ।

এরপর লম্বা আঙুলে নিজের ঠোঁট আর গলা ছুঁলো সে। ওয়াই প্রথমটায় হতভম্ব হয়ে গেলেও এর অর্থ বুঝতে পারল। লাফ দিয়ে উঠে দৌড়ে বেরিয়ে গেল সে গুহা থেকে। ফিরে এল অঞ্জলী ভর্তি জল নিয়ে। আবার হাসল মেয়েটা। মাথা নামিয়ে সবটুকু খেয়ে আরও জলের জন্যে ইশারা করল। এভাবে তিনবার খাবার পর তার তৃষ্ণা মিটল।

এবার আঙুল তুলে দাঁতের ওপর রাখল মেয়েটা। এই সঙ্কেতও বুঝল ওয়াই। ওর ঝোলাটার ভেতর থেকে একমুঠো কড মাছ বের করল সে। বলল, এই মাছ খুব সুস্বাদু। সুস্বাদু প্রমাণ করার জন্যে একটুকরো নিয়ে চিবিয়ে গিলে ফেলল। সন্দেহের চোখে তাকিয়ে একটুকরো কডমাছ নিয়ে চিবুতে লাগল মেয়েটা। ওয়াই ভাবল, সে এই খাবারে অভ্যস্ত নয়। অত্যন্ত খিদে লাগায় খেতে বাধ্য হচ্ছে। কিন্তু না। মেয়েটা খুব পছন্দ করল। বারবার ইশারা করে বেশ কিছু মাছ খেল সে। তারপর আবার জলের জন্যে ইশারা করল।

এদিকে আলো বেশ কিছুটা পড়ে এসেছে। মেয়েটা আকাশের দিকে



নেশা

www.BanglaBook.org

ইঙ্গিত করে কি যেন জানতে চাইল। জবাব দিল ওয়াই। কিন্তু কেউই কারও কথা বুঝল না। ওয়াই ভেবে পেল না, কি করবে। রাত নেমে আসছে, গ্রামও অনেক দূরে। তাছাড়া রাত নামলে বন্য জানোয়ার ও অন্যান্য বিপদের আশঙ্কা আছে।

সাগর-ডাইনীও নিশ্চয় খুব ক্লান্ত হয়ে আছে। বিশ্রামের দরকার, অবশ্য বিশ্রাম যদি ডাইনীদের আদৌ দরকার হয়। আগুনের পাশে শুকনো শৈবালের বিছানা পেতে মেয়েটাকে শুয়ে পড়তে ইশারা করল সে। নিজের জন্যে বিছানা করল গুহামুখের কাছে। ইশারায় বলল, সে ওখানেই শোবে। মেয়েটা মাথা নেড়ে জানাল, সে বুঝতে পেরেছে। গুহা থেকে বেরিয়ে মরা আলোয় সৈকতের ওপর শেষ একটা চক্কর লাগাল ওয়াই—যদি তার পায়ের দাগ অনুসরণ করে প্যাগ আসে।

কিন্তু প্যাগ ওদিকে বাঘের ছাল ছাড়ানো নিয়ে ব্যস্ত। তাছাড়া, সে ভেবেছে, রাত নামার আগে ওয়াই তো ফিরবেই। কাউকে না পেয়ে ফিরে এল ওয়াই। গুহামুখের কাছে এসে উঁকি মেরে দেখল, ডাইনীটা গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। সে-ও শুয়ে পড়ল। কিন্তু ঘুম এল না। বাইরে যথেষ্ট ঠাণ্ডা। খিদেও পেয়েছে খুব। কিন্তু ডাইনীটা যদি আরও খেতে চায়, তাই শুকনো মাছ আর খায়নি সে। বস্তুত পাছে নিজেকে সামলাতে না পেরে খেয়ে ফেলে, এই ভয়ে ব্যাগটাই সে রেখে এসেছে মেয়েটার পাশে।

বারবার ঘুরে ঘুরে তার মনে পড়ল আজকের অভিযানের কথা। মেয়েটা এল কোথা থেকে, যাবেই বা কোথায়? মেয়েটা যদি চলেও যায়, ওয়াই তার কথা ভুলতে পারবে না। আচ্ছা, মেয়েটা যদি না যায়? সে মেয়েটাকে সাথে নিয়ে গ্রামে গেলে আকা ব্যাপারটাকে কি চোখে দেখবে? সে থাকবেই বা কোথায়? নতুন আইন করার আগে সর্দার হিসেবে সে যা ইচ্ছে তাই করতে পারত। কিন্তু এখন আইন হয়েছে। সে শপথ করেছে, আইন ভাঙলে দুর্দশা নেমে আসবে তার ওপর। হয়তো অন্যান্যদের ওপরও।

ঘণ্টার পর ঘণ্টা চিন্তা করল ওয়াই। কিন্তু চিন্তার কোন শেষ খুঁজে পেল না। দুবার উঠে গিয়ে আগুন উসকে দিয়ে এল, মেয়েটার গা যাতে আবার ঠাণ্ডা হয়ে না যায়। মেয়েটার দিকে তাকাল না সে। তাদের নিয়ম অনুসারে, ঘুমন্ত কুমারীর দিকে তাকানো চলে না। কিন্তু না তাকালেও সে অনুভব করল, মেয়েটা যেন তার দিকে তাকিয়ে আছে।

দ্বিতীয়বার আগুন উসকে দিয়ে আসার পর ঘুম ধরল তার। কিন্তু সে এক বিশ্রী ঘুম। প্রায় ঘুম ভাঙল। কোনরকম নড়াচড়া না করে ওপরদিকে তাকিয়ে সে দেখল, ডাইনীটা তার দিকে তাকিয়ে আছে। শেষমেষ মেয়েটা ভাবল, ওয়াই গভীর নিদ্রায় নিদ্রিত। একটু সরে গিয়ে আকাশের দিকে চেয়ে কি যেন খুঁজল সে। একসময় তার চোখ পড়ল রাশি রাশি মেঘের ফাঁকে বেরিয়ে আসা ক্ষীয়মাণ চাঁদের ওপর। এটাই সে খুঁজছিল। তিনবার সে মাথা নত করল চাঁদের উদ্দেশ্যে। তারপর হাঁটু গেড়ে দু'হাত তুলে জোর, মিষ্টি গলায় প্রার্থনা করতে লাগল।

www.BanglaBook.org

'মেয়েটা সত্যিই ডাইনী,' ভাবল ওয়াই, 'সে চাঁদ পুজো করছে। আমাদের কেউ তো চাঁদ পুজো করে না। কিন্তু, চাঁদ পুজো করার জন্যে সে যদি ডাইনী হয়, তাহলে হাঁটু গেড়ে বরফ-দেবতাদের কাছে প্রার্থনা করা এর চেয়ে কম কিসে? চাঁদের পুজো করার জন্যে আমি তাকে ডাইনী ভাবছি, বরফ-দেবতাদের পুজো করতে দেখলে আমাকেও নিশ্চয় সে জাদুকর ভাববে।'

উঠে আবার তিনবার নত হলো সে চাঁদের উদ্দেশ্যে। তারপর ওয়াইয়ের দিকে একনজর তাকিয়ে চলে গেল সৈকত পেরিয়ে।

'ডাইনীদের মতই সে আবার সাগরে ফিরে যাচ্ছে। যাক, সাগরেই ফিরে যাক। সে-ই ভাল,' আবার ভাবল ওয়াই।

ক্যানোর পাশে দাঁড়িয়ে কি যেন চিন্তা করতে লাগল সে। তারপর মাথা নামিয়ে ক্যানোটায় ঠেলা দিল। কিন্তু ভেজা বালিতে অনেকখানি বসে গেছে ক্যানো। এটাকে নড়ানো তার সাধ্যের বাইরে।

'আমি সাহায্য করব,' বলল ওয়াই। উঠে সেদিকেই এগোল সে।

ওয়াই পৌঁছতে তার দিকে নির্ভয়ে তাকাল মেয়েটা। সে যেন জেনে গেছে, ওয়াইয়ের দ্বারা কোন ক্ষতি হবে না তার। ইশারায় ওয়াই জানাল, চাইলে ক্যানোটা সরানোর ব্যবস্থা সে করতে পারে। খুব মনোযোগ দিয়ে ওয়াইয়ের মুখ জরিপ করল মেয়েটা। বিষণ্ণ মুখ। তাকে তাড়িয়ে দেয়ার মত ইচ্ছে সেখানে নেই। বিড়বিড় করে কি বলে আবার তাকাল সে মৃতপ্রায় চাঁদের দিকে। যেন কোন সঙ্কেত চাইছে। হঠাৎ করেই যেন একটা সিদ্ধান্ত নিল সে। ওয়াইয়ের হাত ধরে আবার ফিরল গুহার দিকে। তারপর ওয়াইকে রেখে ঢুকে পড়ল গুহার ভেতরে।

'ডাইনীটা বোধ হয় থাকতে চায়,' ভাবল ওয়াই। 'নিজের ইচ্ছেয় থাকতে চায়, থাকুক। আমি তো ওকে সাগরে ফিরিয়ে দেয়ার সবরকম চেষ্টা করেছি।'

অবশেষে আঁধারকে হটিয়ে জন্ম নিল আরেকটা ধূসর দিন। গুহামুখে এসে ওয়াইকে ডাকল সে। একটু ইতস্তত করে ভেতরে ঢুকল ওয়াই। দেখল, কাঠ পাঁজা করে আগুন ধরিয়েছে ডাইনী। গনগনে আগুনের পাশে জড়ো করা শৈবালের স্তূপের ওপর বসে পড়ল সে। চেহারায় অনেকটা সতেজ ভাব ফিরে এসেছে।

মুখে বা হাতে যে লবণ লেগেছিল, সেগুলো নেই। চাঁদের কাছে প্রার্থনা করার আগে সে নিশ্চয় ঝর্নায় গা ধুয়েছে। বসে বসে শিং বা হাড়ের তৈরি অসংখ্য দাঁতের মত কি যেন একটা চুলের ভেতর দিয়ে নিয়ে যেতে লাগল মেয়েটা। আসলে ওয়াইয়ের গোত্রের কেউই ইতিপূর্বে চিরুনি দেখেনি।

হঠাৎ তার মনে হলো, মেয়েটার হয়তো খিদে পেয়েছে। ব্যাগের ভেতর থেকে শুকনো কডমাছ বের করে দিল সে। তাড়াতাড়ি বেশ কিছুটা খেয়ে কি যেন চিন্তা করল মেয়েটা। একবার কডমাছের দিকে, একবার ওয়াইয়ের দিকে ইশারা করল। বোঝাতে চাইছে, ওয়াইয়েরও তো খিদে লাগার কথা।

www.BanglaBook.org

মাথা নেড়ে ব্যাপারটা অস্বীকার করতে চাইল ওয়াই। কিন্তু মেয়েটা ভুলল না। ওয়াই একটুকরো মাছ না খাওয়া পর্যন্ত খেলো না সে-ও। তারপর দু'জন মিলে খেয়ে ফেলল বাদবাকি মাছ।

মাছের শেষ টুকরোটা মেয়েটাকে দিচ্ছে, এইসময় গুহামুখে এসে পৌঁছল প্যাগ। দুজনের দিকে এমনভাবে তাকাল, যেন ভূত দেখছে।

প্যাগের দিকে চোখ পড়ল মেয়েটার। এই প্রথম ভয়ের চিহ্ন ফুটে উঠল তার মুখে। ওয়াইয়ের বাহু আঁকড়ে ধরল সে। হাতের ওপর মৃদু চাপড় দিয়ে মেয়েটাকে আশ্বস্ত করল ওয়াই। তারপর গলা চড়িয়ে বলল:

'তুমি এখানে কেন?'

'অবাক কাণ্ড,' জবাব দিল প্যাগ, 'এই গুহাতে আমার কোন জায়গা আছে বলে তো মনে হচ্ছে না। দুঁজোড়া পায়ের দাগ দেখে ভাবলাম, তুমি কোন বিপদে পড়লে কিনা।' একমাত্র উজ্জ্বল চোখে সে তাকাল সাগর-ডাইনীর দিকে।

'সাথে খাবার আছে?' জানতে চাইল ওয়াই, আসলে এখনই সবকিছুর ব্যাখ্যা দিতে চায় না সে। 'আনলে দাও; এই কুমারীর জন্যে। অনেকক্ষণ ধরে না খেয়ে আছে--' মেয়েটার দিকে ইশারা করল সে।

'কি করে জানলে, তার বিয়ে হয়নি? অনেকক্ষণ ধরে না খেয়ে আছে, তাই বা কেমন করে জানলে? ওর ভাষা তুমি বোঝো?'

'না। ফাঁপা একটা কাঠে অজ্ঞান অবস্থায় ওকে পেয়েছি আমি। তারপর জ্ঞান ফিরিয়ে এনেছি।'

'হুঁ, ভাল জিনিসই খুঁজে পেয়েছ, ওয়াই। মেয়েটা সত্যিই সুন্দরী। তবে এ বিষয়ে আকা কি বলবে, জানি না।'

'আমিও না,' ভ্রূ কচলে জবাব দিল ওয়াই, 'লোকেরাই বা কি বলবে, তা-ও জানি না।'

'হয়তো বলবে, এটা ডাইনী। এর হাত থেকে বাঁচতে হলে একে হত্যা করতে হবে। অন্তত আর্ক আর নগী বলবেই।'

'তাই মনে হচ্ছে, প্যাগ। কিন্তু ডাইনী বা মেয়ে যা-ই হোক, আমি ওকে মারতে চাই না।'

'তোমার ব্যাপারটা আমি বুঝতে পারছি, ওয়াই। এত সুন্দর একটা মেয়েকে কে মারতে চায়? ওর মুখ আর চুলের দিকে তাকিয়ে দেখো। বড় বড় চোখ দুটো দেখেছ?'

'হ্যাঁ, সব দেখেছি আমি। এখন আজেবাজে কথা রেখে বলো, কি করব।'

একটু চিন্তা করে প্যাগ জবাব দিল:

'আমার মনে হয়, মেয়েটাকে তোমার বিয়ে করা উচিত। তারপর সবাইকে বলো, বরফ-দেবতা বা সাগর-দেবতা বা অন্য কোন দেবতার কাছ থেকে মেয়েটাকে পেয়েছ।'

'বেকুব! মেয়েটা আমাকে বিয়ে করবে কি না, জানব কিভাবে? তাছাড়া, নতুন আইন আছে।'

www.BanglaBook.org

'দুত্তোর! তোমার ওই নতুন আইন আমার কখনও ভাল লাগেনি। এখন বুঝতে পারছি, কেন ভাল লাগেনি। তুমি যদি ওকে হত্যা বা বিয়ে না করো, ওকে গ্রামে নিয়ে চলো। আকার সাথে, গুহায় বা অন্য কোন মেয়ের সাথে সে যদি থাকতে না পারে, ওকে একটা কুটির তৈরি করে দাও। গুহামুখের কাছেই তো সুন্দর একটা কুটির আছে। ওখানে থাকলে যখন ইচ্ছে তখন মেয়েটাকে দেখতেও পারবে তুমি।'

ওয়াইয়ের মন ইতিমধ্যেই চলে গেছে অন্য চিন্তায়। জানতে চাইল, কোন্ কুটিরটা খালি আছে।

'কৃপণ রাহীর। গত সপ্তাহে মারা গেল। সবাই বলে, বাঘের ভয়ে। আমি বলি, শোকে। তুমি যে ওর বড়শি আর চকমকির করিগুলো ভাগ করে দিলে, সেই শোকেই রাহী মারা গেছে।'

'ও, হ্যাঁ, হ্যাঁ, মনে পড়েছে। তুমি বড়শি পেয়েছিলে?'

'এখনও পাইনি, তবে শিগ্গিরই পাব। রাহী নিশ্চয় ওর সাথে থাকা বুড়িটাকে বলে গেছে বড়শিগুলো কবরে দিয়ে দিতে। বুড়িটা তো কুটির ছেড়ে পালিয়েছে।'

'হ্যাঁ। গুহার যে মেয়েগুলো শিশুদের দেখে, তারা সাগর-ডাইনীর দিকে নজর রাখবে।'

প্যাগ সন্দেহভরে মাথা ঝাঁকাল। বলল, 'কেউ নজর রাখবে না। কমবয়েসীরা ঈর্ষা করবে আর বয়স্করা ভয় পাবে।'

'বিশেষ করে,' প্যাগ বলল, 'তুমি যখন ওকে ডাইনী বলছ।'

'আমি কখনও এ কথা বলিনি,' রেগেমেগে বলল ওয়াই। 'সে সাগর থেকে এসেছে বলে সাগর-ডাইনী বলছি। তাছাড়া, ওর অন্য কোন নাম আমি জানি না।'

'সে ডাইনী সেজন্যেই হয়তো তাকে ওই নামে ডাকছ। তবু দেখা যাক, নিজেকে সে কি নামে ডাকে।'

'সে-ই ভাল। মেয়েরা যদি তার দেখাশোনা করতে না চায়, ওর দেখাশোনার ভার তোমার ওপর দেব।'

এবার প্যাগ ফিরল মেয়েটার দিকে। মেয়েটা এতক্ষণ মনোযোগ দিয়ে তাদের কথা শুনছিল।

ওয়াইয়ের বুকের ওপর টোকা দিয়ে সে বলল, 'ওয়াই।' তারপর নিজের বুকের ওপর টোকা দিয়ে বলল, 'প্যাগ।' বেশ কয়েকবার সে এরকম করল। তারপর মেয়েটার বাহুতে টোকা দিয়ে তার দিকে আঙুল তুলে দেখাল।

প্রথমে একটু হতভম্ব হয়ে গেল মেয়েটা। কিন্তু পরপর তিনবার এরকম করার পর সে বুঝল। হেসে ওদের দুজনের দিকে আঙুল তুলে বলল, 'ওয়াই-ই, পা-আগ।' কয়েকবার বলার পর নিজের বুকের ওপর আঙুল রেখে বলল, 'ল-লী-লা।'

তারা মাথা ঝাঁকিয়ে বলতে লাগল, 'ল-লী-লা, ল-লী-লা।' মেয়েটা এবার মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, 'ললীলা।'

www.BanglaBook.org

এরপর তারা ক্যানোটার বিষয়ে কথা বলল। ইশারায় জানাল, ওটাকে তারা গুহাতে এনে রাখতে চায়। মেয়েটার হাবভাব দেখে মনে হলো, এতে তার আপত্তি নেই।

সুতরাং জল সেচে ফেলে ক্যানোটাকে গুহায় টেনে আনল তারা। খুব অবাক হয়ে ক্যানোটা পরীক্ষা করল প্যাগ। তারপর লুকিয়ে রাখল শৈবালের স্তূপের নিচে। দুটো বৈঠা পেল তারা। সেগুলো বালি খুঁড়ে পুঁতে রাখল। তারপর মেয়েটার হাত ধরে নিয়ে চলল প্যাগ। প্রথমে ভয় পেল সে। কাঁধ ঝাঁকাল, তাকিয়ে দেখল ওয়াইয়ের মুখের দিকে। যেন বলতে চায়, 'এসব থেকে আমাকে রক্ষা করো।' শেষমেষ হেঁটে চলল দুজনের মাঝখানে।

ঘণ্টাখানেক কি তারও পরে আকা, মোয়ানাঙ্গা, তানা ও ফো দেখল তাদের। ওয়াই না ফেরায় তারা গ্রামের বাইরে ঘুরে ঘুরে চারদিকে নজর রাখছিল।

'ওই দেখো!' চিৎকার করে উঠল ফো। 'বাবা, প্যাগ আর সুন্দরী একটা মেয়ে।'

'হুঁ, সুন্দরীই তো,' বলল মোয়ানাঙ্গা। তানা তাকিয়ে রইল চোখ বড় বড় করে।

কিন্তু আকা মন্তব্য করল, 'সুন্দরী ঠিকই, কিন্তু আমি বলে রাখলাম, ও ডাইনী। আমাদের দুর্ভাগ্য বয়ে আনবে।'

এগিয়ে গিয়ে অবাক চোখে মেয়েটাকে দেখে তানা বলল:

'তুমি ঠিকই বলেছ, আকা। মেয়েটা ডাইনী। তুমি যেরকম ডাইনীর কথা বলছ, সেরকম না হলেও যেরকম ডাইনী আমরা হতে চাই, সেরকম তো বটেই।'

'তার মানে?' বলল আকা।

'মানে হলো, এই মেয়ে সব পুরুষের মন দখল করে নেবে। আর মেয়েরা তাকে ঘৃণা করবে।'

'তা তুমি বলতে পারো, আমি কিন্তু অন্যরকম ভেবেছি।'

'যা-ই ভাবো, আমাদের মতই এই মেয়েকে তুমি ঘৃণা করবে। কিন্তু ভাবখানা দেখাবে–ঘৃণা করো না। যেমন ভাব দেখাও, ওয়াই তোমার কাছে কিছুই নয়। তার সাথে খারাপ ব্যবহারও করো, অথচ চোখের কোণ দিয়ে তার দিকে নজর ঠিকই রাখো।' তানা আসলে আকাকে একেবারেই দেখতে পারে না। ওয়াইকে সে খুব পছন্দ করে।

আকা খুব কড়া একটা জবাব দিতে যাচ্ছিল, কিন্তু ওরা তিনজন একেবারে কাছে এসে পড়ায়, তা আর হলো না। ফো ছুটে গিয়ে বাবার দিকে দু'হাত বাড়িয়ে দিল। ওকে চুমু খেলো ওয়াই। বিড়বিড় করে ওয়াইকে স্বাগত জানাল মোয়ানাঙ্গা। সে তার ভাইকে খুব ভালবাসে। ভাই সুস্থ দেহে ফিরে এসেছে দেখেই সে খুব খুশি। সন্দেহের ছাপ লাগানো হাসি দিল তানা। মেয়েটার চমৎকার গাউন আর মালার দিকে তার দৃষ্টি। আকা বলল, 'এসো, স্বামী; আমরা তোমার জন্যে ভয় পাচ্ছিলাম। তুমি ভালভাবে ফিরে আসার জন্যে আমরা খুশি

www.BanglaBook.org

হয়েছি। তোমার সাথে তোমার ছায়াকেও দেখছি। কিন্তু আজব পোশাক পরা এই তিন নম্বরটা কে? লম্বা কোন ছেলে, নাকি মেয়ে?'

'আমার তো মনে হয়, মেয়ে। ভাল করে লক্ষ্য করো, তুমি নিজেই বুঝতে পারবে।'

'তার দরকার নেই। তা, কোথায় পেলে একে?'

'সে এক লম্বা গল্প। মোট কথা, গতকাল ফাঁপা একটা কাঠে তাকে সাগরে ভাসতে দেখি। সাঁতরে গিয়ে তীরে টেনে নিয়ে এসেছি।'

'তাই নাকি? তো, কাল রাতে ঘুমালে কোথায়?'

'ওখানেই একটা গুহায়। ললীলা ওখানেই ঘুমিয়েছে।'

'তুমি ওর নাম জানলে কি করে?'

'প্যাগকে জিজ্ঞেস করো, সে জেনেছে।'

'সুতরাং, এখানেও প্যাগ আছে। ডাইনীকে সে-ই এনেছে। আশাকরি তার সেই নেকড়েটা মেয়ের রূপ ধরে আসেনি।'

'বললাম তো, ওকে আমি এনেছি। প্যাগ গেছে আজ সকালে। তুমি হাসতে পারো, কিন্তু কথাটা সত্যি। প্যাগের কাছ থেকে সবকিছু জানতে পারবে।'

'কোন সন্দেহ নেই, তুমি যা শোনাতে চাও তা প্যাগের কাছ থেকে জানতে পারব। তবু—'

এবারে রেগে গেল ওয়াই:

'থামো। যথেষ্ট হয়েছে। খাবার ও বিশ্রাম চাই আমার। ললীলারও তাই।

ললীলা ও প্যাগকে নিয়ে এগিয়ে চলল ওয়াই। মুখ ভ্যাঙচাল প্যাগ। তারা বাদে আর সবাই চলল পিছু পিছু। তানা দৌড় দিল এদের পিছে ফেলে। সবাইকে জানাবে, কি কাণ্ড ঘটে গেছে।

BanglaBook.org

## বারো

দাবানলের মত ছড়িয়ে পড়ল সংবাদ। সবচেয়ে দূরের কুটির থেকেও ঊর্ধ্বশ্বাসে মানুষ ছুটল সাগর-ডাইনী দেখতে।

সবাই দেখল, ওয়াই ও প্যাগের মাঝে হেঁটে চলেছে সে। ললীলার দিকে ইশারা করে গুজগুজ, ফুসফুস করতে লাগল তারা। কয়েকটা ছোট ছেলে কাছে গিয়েই ছুটে ফিরে এল। ছুটে ফিরে এল কুকুরগুলোও। ভূত দেখলে কুকুরেরা এরকম করে। কারণ, ভূতেরা কুকুরকে ছুঁড়ে মারে অদৃশ্য ঢিল। ললীলা ডানে-বাঁয়ে মাথা ঘুরিয়ে নির্বিকার মুখে এদের দেখল। কোন কথা বলল না।

তিনজন কিছুটা দূরে চলে যেতেই মুখ খুলল এরা। এতক্ষণ চুপ করেছিল ডাইনীটার ভয়ে। কালো ওই চোখ মেলে যদি অভিশাপ দেয়!

'ভীষণ কুৎসিত ডাইনী এটা,' বলল একটা মেয়ে, 'চুলের রঙ সূর্যের

নেশা

www.BanglaBook.org

আলোর মত আর হাত কি লম্বা!'

'তুমি যদি অমন কুৎসিত হতে!' কর্কশ কণ্ঠে বলল মেয়েটার স্বামী। এই নিয়ে বেধে গেল তর্ক। সব মেয়ে ও কিছু বুড়োর মতে—ললীলা জঘন্য। কিন্তু যুবক ও বাচ্চাদের মতে—সে সুন্দরী।

'ওয়াই ওকে কোথায় নিয়ে যাবে?' জানতে চাইল একজন।

'কোথাও নয়,' জবাব দিল বুড়ো আর্ক, 'কারণ, মেয়েটা অদৃশ্য হয়ে যাবে।' এই নিয়ে বেধে গেল আরেক তর্ক। সাথে সাথে দাদার দাদার আমলের এক কাহিনী ফেঁদে বসল বুড়ো।

আর্কের দাদা তার দাদার মুখে শুনেছে, তাদের এখানে একবার এসেছিল এক ডাইনী। এই ডাইনীটাও হতে পারে, কারণ, ডাইনীরা কখনও বুড়ি হয় না। বিরাট একটা বরফখণ্ডের ওপর দাঁড়িয়ে তীরে এসেছিল ডাইনীটা। বরফটাকে জলে নাক দিয়ে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছিল একদল শ্বেতভালুক। লোকেরা পাথর ছুঁড়ে ডাইনীটাকে মারার চেষ্টা করে। কিন্তু পাথরগুলো ঘুরে এসে তাদেরই মাথায় পড়ে তারা মারা যায়। ভালুকগুলোও আক্রমণ করে। তীরে নেমে গুহায় বসে ছ'দিন গান গায় সে। সর্দারের যুবক ছেলে তাকে ভালবেসে ফেলে। চুমু খেতে যেতেই ডাইনীটা তাকে ভালুক বানিয়ে ফেলে। তারপর সেই ভালুকের পিঠে চড়ে আবার চলে যায় সাগরে। আর তাকে দেখা যায়নি।

এই গল্প কেউ বিশ্বাস করল, কেউ করল না। কিন্তু এ গল্পে পরোক্ষভাবে উপকার হলো ললীলার। সবাই মনে মনে ঠিক করল, তাকে পাথর ছোঁড়া বা চুমু খাওয়ার চেষ্টা করবে না। মেয়েটা তাদের ভালুক বানিয়ে ফেলতে পারে। অন্য কোন ক্ষতি করাও বিচিত্র নয়।

গুহার কাছাকাছি হতে আকা ও মোয়ানাঙ্গা সবাইকে ছাড়িয়ে আগে উঠল। হাঁপাতে হাঁপাতে ফিরে এল তারা।

'ডাইনীটাকে নিয়ে কি করবে, স্বামী?' আকার প্রশ্ন।

'বুঝতে পারছি না। তোমার সাথে সে বোধ হয় আমাদের পুরানো কুটিরে যাবে। এখন তো তুমি গুহাতেই ঘুমাও। কুটিরে যাও শুধু দিনের বেলা।'

'না। এমনিতেই আমার মেলা ঝামেলা। এই ডাইনীটাকে নিয়ে তা আর বাড়াতে চাই না। আর, শীত তো শেষ। এই গুহা আর ওই বাচ্চাদের কান্না আমার ভাল লাগে না। আমি আবার কুটিরে ফিরে যেতে চাই।'

ঠোঁট কামড়ে ধরে চিন্তা করতে লাগল ওয়াই।

'ভাই,' মোয়ানাঙ্গা বলল, 'আমাদের দুটো কুটির আছে পাশাপাশি। দ্বিতীয়টায় আমরা শুধু খাবার রাখি। সাগর-কন্যা ওখানে থাকতে পারে, আর—'

'কি বললে?' মুখের কথা কেড়ে নিল তানা। 'ওখানে শুকনো মাছ, জ্বালানী কাঠ ও জাল রাখি আমরা। রান্নাও আমি ওখানেই করি।'

তর্ক বেধে গেল স্বামী-স্ত্রীতে। ওদের ছেড়ে এগোল ওয়াই। গুহামুখে দাঁড়িয়েছিল আশ্রিতা মেয়েরা। ওয়াই তাদের একজনকে ললীলার জন্যে রান্না করতে বলল। ললীলাকে ভাল করে দেখেই দৌড়ে পালিয়ে গেল সব মেয়ে।

www.BanglaBook.org

প্যাগের দিকে ঘুরে ওয়াই বলল:

'তুমি যা বলেছিলে, তাই ঘটছে। কেউ ললীলাকে পছন্দ করছে না। এখন কি করা যায় বলো তো?'

থুতু ফেলে একবার ওয়াই একবার ললীলার দিকে তাকিয়ে প্যাগ জবাব দিল:

'কোন দড়ির গেরো যখন কিছুতেই খোলা যায় না, তখন সেটা কেটে নতুন করে দু'দিক বাঁধাই ভাল। ওকে গুহায় নিয়ে গিয়ে নিজেই দেখাশোনা করো, ওয়াই। আকা বা অন্য কেউ তাকে গ্রহণ করবে না। কিন্তু তাই বলে ওকে তো না খাইয়ে রাখা যায় না। তবে, এ যুক্তি তোমার পছন্দ না হলে, যদি সম্ভব হয় ওকে শেষ করে দাও।'

'এসব কিছুই আমি করব না। আমি শপথ করেছি। সুতরাং ওকে গুহার ভেতরে নেয়া যাবে না। ওকে না খাইয়েও রাখব না। কুটিরের দরজায় কুকুর এলেও মানুষ তাকে খেতে দেয়। ওকে মারবও না, তাহলে আমাদের মাথায় আকাশ ভেঙে পড়বে।'

'ঠিক বলেছ, ওয়াই। তবে, সে কুৎসিত বুড়ি হলে আকাশ বোধ হয় যথাস্থানেই থাকত। আদ্যিকালের ডাইনীর জন্যে আকাশ ভেঙে পড়ে না। তো, এখন কি করবে?'

'ওকে রাহীর কুটিরে নিয়ে যাও, প্যাগ। কয়েকজন চাকরকে বলো কুটিরটা ঠিকঠাক করে দিতে। ওরা আগুন জ্বেলে আমার ভাঁড়ার থেকে কিছু খাবার দিয়ে যাক। কোন চাকরানীকে কিছু করতে বলো না। এখন থেকে তুমি ওই কুটিরের বাইরে রাহীর কারখানায়, যেখানে সে চকমকির জিনিস তৈরি করত, সেখানে থাকবে। দিনরাত পাহারা দেবে মেয়েটাকে। দেবতারা ওকে আমাদের কাছে পাঠিয়েছে।'

'অর্থাৎ, আমি হব একজন ডাইনীর সেবক। বেশ, তাহলে এখানেই গল্পের ইতি টানা যাক।'

ললীলা কৃপণ রাহীর কুটিরে বাস করতে লাগল। যথাসাধ্য দেখাশোনা করতে লাগল প্যাগ। তবে, শুধু ওয়াইকে খুশি করার জন্যে যে প্যাগ এই দায়িত্ব নিল, তা নয়। সে বুঝতে পেরেছিল, এই মেয়ে ডাইনী নয়। বরং অনেকরকম কৌশল জানে। এইসব কৌশল জানার খুব ইচ্ছে তার। নীল গাউনটা কি দিয়ে তৈরি, ফাঁপা একটা কাঠে চড়ে সে সাগর পাড়ি দিল কি করে, ফাঁপা কাঠটাই বা কি করে তৈরি হলো মানুষ বহনের উপযোগী করে—এসব সে জানতে চায়। প্যাগের জ্ঞানস্পৃহা চিরদিনই প্রবল। তাই, এই মেয়েটার ভার নিতে বলার সাথে সাথে টুঁ শব্দ না করে রাজি হয়েছে সে।

ললীলার জীবনযাত্রা অদ্ভুত। কুটিরে চুপচাপ বসে থাকে সে। প্যাগ খাবার এনে দিলে একেবারে অজানা এক কায়দায় রান্না করে। কখনও বেড়াতে যায় বাইরে। প্যাগের কাছ থেকে জানতে চায় এখানকার মানুষের জীবনযাত্রার কথা। আবহাওয়া খারাপ থাকলে কুটিরে বসে সিন্ধুঘোটকের দাঁতের সুই দিয়ে চমৎকার পোশাক তৈরি করে। সুইয়ের গোড়ায় ফুটো করে সে ধারাল, গরম

www.BanglaBook.org

চকমকি দিয়ে। বসে বসে সেলাই করা দেখে প্যাগ। এসব কথা সে গিয়ে মেয়েদের বলে। তারাও আসে সেলাই করা দেখতে। প্যাগের কাছে বলে, সে মেয়েটাকে বলুক তার মত সুই তৈরি করে দিতে। তৈরি করে দেয় ললীলা।

কিছুদিন পর প্যাগ তাকে এখানকার ভাষা শেখানো শুরু করে। এই কাজে ওয়াই যোগ দেয়ার সাথে সাথে বেশ উন্নতি হয়। দু চাঁদের মধ্যেই এখানকার কথা সে বুঝতে শেখে। বলতে পারে, কি তার দরকার। চার চাঁদের মধ্যে অনেকটা রপ্ত করে ফেলে সে। ধীরে ধীরে নিজেও কথা বলতে পারে।

ফলে, তার কথা শোনার সুযোগ হয় ওয়াই আর প্যাগের।

অনেক দক্ষিণের একটা বড় গোত্রের শক্তিমান শাসকের মেয়ে সে। একটা হ্রদের কাদার মাঝে বসানো গাছের কাণ্ডের ওপর বাড়ি-ঘর তৈরি করে থাকে এরা। হ্রদের তীরেও বাস করে কেউ কেউ। মাছ আর শিকার করা পাখি ও জন্তু এদের খাদ্য। কিছু কিছু শস্যের চাষও করে তারা। শস্যের দানা পাথরের মাঝে ফেলে গুঁড়ো করে রান্না করে তাপ দেয়া কাদার পাত্রে। যন্ত্রপাতিও আছে তাদের। আছে চকমকি, হাতির দাঁত ও হরিণের শিঙের চমৎকার সব যুদ্ধের হাতিয়ার। পোষা জন্তুর লোম দিয়ে তারা পোশাক তৈরি করে।

ওদের দেশে বৃষ্টিপাত বেশি হলেও সূর্য উজ্জ্বল আলো দেয়। আবহাওয়া এখানকার চেয়ে অনেক উষ্ণ।

গল্প শেষে ওয়াই জানতে চাইল:

'এত শান্তির দেশ ছেড়ে তুমি কেন এলে, ললীলা?'

'একজনকে ঘৃণা করে, আর একটা স্বপ্ন দেখে।'

'কেন তাকে ঘৃণা করলে, স্বপ্নটাই বা কি দেখেছিলে?'

'যাকে আমি ঘৃণা করতাম, সে আমার চাচা। বাবা মারা যাবার সময় সে রাজা হয়ে আমাকে বিয়ে করতে চায়। ফলে, রাতে বেশ কিছু খাবার সাথে নিয়ে নৌকোয় উঠি আমি। নদী দিয়ে নৌকো বেয়ে এসে সাগরে পড়ি।'

মাথা ঝাঁকিয়ে ওয়াই জানাল, সে বুঝেছে। বলল:

'স্বপ্নটা?'

'স্বপ্নে আমাকে উত্তরে যেতে বলা হয়। বিরাট একটা ঝড় দিনের পর দিন আমাকে উত্তরে ভাসিয়ে আনে। একসমসয় ঘুমিয়ে পড়ি আমি। তারপর তুমি আমাকে খুঁজে পাও।'

'স্বপ্নটা তোমাকে উত্তরে যেতে বলল কেন?'

'সেটা স্বপ্নকে জিজ্ঞেস করে দেখো,' এর বেশি সে আর কিছু বলতে পারল না।

দেখতে দেখতে ললীলা আরও ভালভাবে শিখে ফেলল এখানকার ভাষা। কাজ শেষে সন্ধ্যার পরে ওয়াই আসে কুটিরে। প্যাগের সাথে বসে অনেককিছু জানতে চায় ললীলার কাছে। অধিকাংশই তার দেশ সম্বন্ধে। ললীলা বারবার বলে সেই একই গল্প।

www.BanglaBook.org

'আবার পথ চিনে বাড়ি ফিরে যেতে পারবে?' জানতে চায় ওয়াই।

'পারব মনে হয়। আসার সময় নৌকো তীর থেকে খুব একটা দূরে যায়নি। অন্তরীপ, পাহাড় ও নদী চিনে রেখেছি আমি। অর্থাৎ, বলতে চাইছি, তোমাদের সাগরের ওপর যে বরফ ভাসছে, সেটা পার হলে আমি পথ চিনতে পারব। অন্তরীপ পার হয়ে এই বরফের কাছে আসার আগেই আমি ঘুমিয়ে পড়ি।'

'তাহলে অন্তরীপটা বেশি দূরে নয়। দূরে হলে খুঁজে পাবার আগেই ঠাণ্ডায় জমে তুমি মারা যেতে।'

কিছুদিন পর ললীলা অস্থির হয়ে পড়ল। তার হাতে কোন কাজ নেই।

এ ব্যাপারে চিন্তাভাবনার পর প্যাগ একদিন তাকে গুহায় নিয়ে গেল। বাচ্চা মেয়েগুলোকে দেখিয়ে শোনাল তাদের করুণ কাহিনী। ওয়াই নতুন আইন না করলে এদের এতদিন ফেলে দেয়া হত।

'তোমাদের দেশের মায়েরা খুব নিষ্ঠুর,' বলল ললীলা। 'আমাদের দেশে এমন করলে সেই মা-কেই ফেলে দেয়া হত।'

'কিছু বাচ্চাকে কোলে নিয়ে পরীক্ষা করে সে বলল, ভাল দেখাশোনা হচ্ছে না এদের। দুটোর প্রায় মুমূর্ষু অবস্থা।

'ইতিমধ্যেই অনেক মারা গেছে,' বলল প্যাগ।

ওদের দুজনের অগোচরে ওয়াই গুহায় ঢুকে এতক্ষণ কথা শুনছিল। এগিয়ে এসে সে বলল:

'তুমি ঠিকই বলেছ। শিশুদের আরও ভাল রক্ষণাবেক্ষণ দরকার। কয়েক সপ্তাহ পর এদের মায়েরা অবহেলা শুরু করে। বোধ হয় দেখাতে চায়—মেয়ে শিশুদের ভাগ্যই এমন। কিন্তু এ ব্যাপারে আমি অসহায়। অভিযোগ করতে গেলে সব মেয়েরা আমার বিরুদ্ধে জোট বাঁধে। তুমি শিশুদের ব্যাপারে আমাকে সাহায্য করবে, ললীলা?'

'করব। যদিও, করলে তোমাদের মেয়েরা আমার ওপর আরও রেগে যাবে। তোমার বৌ, আকা এসব কাজে তোমাকে সাহায্য করতে পারে না?'

'আমি ডানে হাঁটলে আকা হাঁটে বাঁয়ে,' বিষণ্ণ কণ্ঠে জবাব দিল ওয়াই। 'আজ থেকে এদের দেখাশোনার সমস্ত দায়িত্ব তোমাকে দিলাম। তোমার যা ভাল মনে হয়, তা-ই করো। কাজে সাহায্যের ব্যাপারে কেউ তোমার কথা অমান্য করলে শাস্তি পাবে।'

সুতরাং, ললীলা হলো এই মেয়ে শিশুদের মা। মাঝে মাঝে ওয়াই এসে তার পাশে বসে। তার দেশের কথা জানতে চায়। একবার জানতে চায়, এখান থেকে ফিরে যাওয়ার ইচ্ছে তার আছে কিনা। ললীলা বলে, সে জানে না।

প্রসঙ্গ বদলে ওয়াই এবার বলতে শুরু করে নিজের কথা, নানা অসুবিধের কথা। তবে, আকার কথা কিছু বলে না। সব শুনে সে বলে, তার এইসব অসুবিধে দূর হবে না।

এই ধরনের কথাবার্তা চলতে থাকে দুজনের মধ্যে:

www.BanglaBook.org

ললীলা বলে, 'তুমি এই গোত্রে জন্মগ্রহণ করলেও চিন্তায়, ভাবনায় এদের চেয়ে অনেক আলাদা। তোমার উচিত ছিল আমাদের মাঝে জন্ম নেয়া।'

'সব জায়গাতেই আমার মত লোক আছে।'

'হ্যাঁ! কিন্তু তারা বড় একা।'

'ঠিক তা নয়। তারা আবার সবার সাথে মিশে যায়। নেতৃত্ব দেয়।'

'কিন্তু পাহাড়ের চূড়োয় ওঠার আগেই বাদবাকি সবাই হারিয়ে যায় রাতের আঁধারে।'

'পাহাড়ের চূড়োয় যদি কেউ উঠেই পড়ে, তাহলে সে কি করতে পারে?'

'নিচের সমতলভূমির দিকে তাকিয়ে দেখতে পারে। তারপর পারে মরতে। তবু, নতুন জিনিস প্রথমে দেখার মধ্যে একটা আলাদা আনন্দ আছে। পরে তার অনুসারীরা তাকে না পাক, তার হাড়গুলো তো পাবে।'

ধীরে ধীরে ললীলাকে ভালবেসে ফেলে ওয়াই। এ ভালবাসা শুধু সৌন্দর্যের জন্যে নয়।

আকা সবই খেয়াল করে। হেসে বলে:

'তুমি ওই ডাইনীটাকে বিয়ে করো না কেন। কোন্ রাজ্যে কে শুনেছে, সর্দারের মাত্র একটা বৌ থাকে?'

'সে আমার চেয়ে অনেক উঁচুস্তরের মানুষ,' ওয়াই জবাব দেয়। 'তাছাড়া, আমি শপথ করেছি।'

'ও, তাহলে শপথের জন্যে!' আঙুল কচলাতে কচলাতে বলে আকা।

ওয়াইয়ের সাথে নানারকম গল্প করতে করতে ললীলা ভাবে, ওয়াই আরও কাছে আসছে না কেন। অবশ্য ওয়াই কাছে এলে কেমন লাগবে, সে জানে না। তারপর একদিন ওয়াইয়ের মুখে নতুন আইনের কথা শুনে সে সব বুঝতে পারে। আইন ভাঙলে বরফ-দেবতাদের অভিশাপ নেমে আসবে তার নিজের ও গোত্রের সবার ওপর।

ললীলা চাঁদ-পূজারী। বরফ-দেবতাদের সে বিশ্বাস করে না। তবে এটা বিশ্বাস করে, যে কোন দেবতার অভিশাপই ভয়ঙ্কর। সত্যি কথা বলতে কি, দেবতাদের চেয়েও অভিশাপকে বেশি বিশ্বাস করে। কারণ, দেবতাদের দেখা যায় না। কিন্তু অশুভ কিছু ঘটতে অহরহই দেখা যায়।

সবকিছু বিবেচনা করে ওয়াইয়ের ওপর সে রাগতে পারে না। ওয়াই এত কাছে, তা-ও কত দূরে! ইচ্ছে করলেই সে তাকে কাছে টানতে পারে। কিন্তু সেরকম ইচ্ছে তার হয় না।

এ বছর আবহাওয়াও ভীষণ খারাপ যাচ্ছে। সবকিছুই কেমন বিশ্রী। বসন্তকাল বলে কিছু নেই। গরম যদিও বা এল, সূর্য উধাও। ঠাণ্ডা বাতাস। পুবালি এই বাতাসে কিছুই প্রায় ফলবে না। সীলের সংখ্যা এত কম যে, গোত্রে খাবার বা শীতের পোশাকের সংস্থান এতে হবে না। হাঁস, বনমুরগী বা মাছ—বিশেষ করে স্যামনের একই অবস্থা। ভাগ্যিস চারটে ছোট তিমি ধরা পড়েছে। নইলে আগামী বসন্ত পর্যন্ত খাবারই জুটত না।

তিমি কেটে সংরক্ষণ করার ব্যাপারে অমানুষিক পরিশ্রম করল ওয়াই। তবু

www.BanglaBook.org

সবাই বলাবলি করতে লাগল, এবার খাবারের এত দুর্দশা কেন। বুড়ো আর্কও মনে করতে পারল না, এরকম অবস্থা অতীতে কবে হয়েছে। শেষমেষ শুরু হলো ফিসফিস। এই দুর্দশা বয়ে এনেছে সাগর-ডাইনী। স্বর্গের সুখ ঘুরিয়ে দিয়েছে সে। ফলে, সূর্যের আলো দেখা যাচ্ছে না। সীল, বনমুরগী বা মাছেরও পাত্তা নেই।

ডাইনীটা চলে গেলেই তো মিটে যায়। সে যাচ্ছে না কেন? সে গেলেই আবার হেসে উঠবে সূর্য। সীল, অন্যান্য মাছ ও পাখি ফিরে আসবে। আমাদের পেট থাকবে ভরা। আগেকার মত টইটম্বুর হয়ে থাকবে শীতের খাদ্যের মজুত। ডাইনীটা তার ফাঁপা কাঠে চড়ে সাগরে ফিরে যাক। না গেলে তাকে ফেলে দিয়ে আসা হোক। খুব দরকার হলে, মেরে ফেলতেই বা আপত্তি কি? এসব কথা চলতে লাগল ইঙ্গিতে। আভাসে। কিন্তু এইসব ফিসফিসানির কিছুই জানতে পারল না ওয়াই।

# তেরো

একদিন আকা দেখল, প্যাগ তার কুটিরের পাশ দিয়ে টলতে টলতে চলেছে। দৃষ্টি মাটির দিকে নিবদ্ধ।

'নেকড়ে-মানবের মন খুব খারাপ,' স্বগতোক্তি করল সে, 'আমি জানি, কেন খারাপ। গুহায় বসে এখন নলীলার পরামর্শ নেয় ওয়াই। তাকে আর ডাকে না।'

প্যাগকে ডেকে রান্না করা ঝিনুক খেতে দিল সে। প্যাগ ক্ষুধার্ত ছিল। খাবারের দিকে তাকিয়ে বলল:

'বিষ দেয়া নেই তো?'

'এ কথা কেন বলছ, প্যাগ?'

'দুটো কারণে। প্রথমত, কখনও মনে পড়ে না, আমাকে দেখে তোমার মায়া হয়েছে, আর সেজন্যে খাবার দিয়েছ। দ্বিতীয়ত, তুমি আমাকে ঘৃণা করো, আকা।'

'তোমার কথা মিথ্যে নয়। তবু, বড় ঘৃণা কিন্তু ছোট ঘৃণাকে নষ্ট করে দেয়। ঝিনুকগুলো খাও, প্যাগ। ওগুলো ভাল, তাজা। আজই এনেছে কো।'

শেষ ঝিনুকটা পর্যন্ত চেটেপুটে খেলো প্যাগ। আকা বসে বসে ওর খাওয়া দেখল। তারপর বলল:

'এখন এসো, দু একটা গল্প করি।'

'আর কিছু ঝিনুক থাকলে দাও। না থাকলে নলীলা সম্বন্ধে কি বলতে চাও, বলো। আমি জানি, তুমি ওর কথাই বলবে।'

'তুমি আসলেই চালাক, প্যাগ।'

'হ্যাঁ, নইলে অনেক আগেই মারা যেতাম। যাক। কি বলবে, বলো।'

www.BanglaBook.org

'তেমন কিছু নয়, শুধু'—মাথা নামিয়ে প্যাগের কানে ফিসফিস করে বলল সে,—'আমি চাই, তুমি ওকে মেরে ফেলো। অথবা এমন ব্যবস্থা করো, যাতে সে মারা যায়।'

'বুঝলাম,' বলল প্যাগ। 'কিন্তু ললীলাকে আমি মারব কেন? ওকে আমি খুব পছন্দ করি।'

'মারবে, কারণ, সে আমাদের জন্যে অভিশাপ বয়ে এনেছে'—এখানে হাত তুলে আকাকে থামিয়ে দিল প্যাগ।

'তোমার যা খুশি ভাবতে পারো। কিন্তু আমার কাছে কি এ গপ্পো করে লাভ আছে? আমি তো জানি, কথাটা মিথ্যে। আবহাওয়া আমাদের এ অবস্থা করেছে। ওই মেয়েটি নয়।'

'দেখো, সব মানুষ যা বিশ্বাস করে তা সত্যিই হয়। ওই ডাইনীটাকে না মারলে বা ফাঁপা কাঠে করে সাগরে তাড়িয়ে না দিলে লোকেরা ওয়াইকে খুন করবে।'

'এর চেয়েও খারাপ কিছু ঘটতে পারে, আকা। যেমন, ঘৃণিত জীবন নিয়ে সে বেঁচে থাকতে পারে। একে একে সে হয়তো দেখবে, তার সব পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছে। তার সব বন্ধু হয়তো বিরোধিতা করবে। ইতিমধ্যেই অনেকে করেছে।' কড়া চোখে আকার দিকে তাকিয়ে সে বলল, 'এখন ভণিতা রেখে তোমার আসল উদ্দেশ্যটা খুলে বলো। নইলে, আমি চললাম।'

'তুমি তা জানো,' মাটির দিকে তাকিয়ে বলল আকা।

'মনে হচ্ছে, জানি। হিংসায় ছটফট করছ তুমি। তাই এই বুদ্ধি এঁটেছ। কিন্তু কেন এই হিংসা? নতুন আইনটা কি ওদের মাঝে দেয়ালের মত দাঁড়িয়ে নেই?'

'ওয়াইয়ের ওসব বাজে আইনের কথা আমাকে শুনিয়ো না। ওগুলোকে ঘৃণা করি আমি। নতুন সবকিছুকেই আমি ঘৃণা করি। আমাদের রীতি অনুসারে সে আরও বিয়ে করতে পারে, তার একটা কারণ বুঝি। কিন্তু নিজের বৌকে বাইরের কুটিরে, ঠাণ্ডায় রেখে আগুনের পাশে বসে ওই ডাইনীর সাথে কিসের এত গল্প? এত পরামর্শ? আর, সে কিন্তু তোমাকেও বাইরে রাখছে, প্যাগ।'

'আমি সবকিছু বুঝি। ওয়াই বুদ্ধিমান। সে খুব ঝামেলায় আছে। তাই, নতুন একটা বাতি হাতে পেয়ে তার সাহায্যে তাড়াতে চাইছে অন্ধকার।'

'হ্যাঁ, এখন অন্ধকার তাড়াতে গিয়ে নিজের পা-টা গর্তে না পড়লেই হয়। শোনো, প্যাগ। আগে ওয়াইকে পরামর্শ দিতাম আমি। তুমি ওকে আমার হাত থেকে কেড়ে নিলে। এখন নতুন একজন এসে আমাদের দুজনের হাত থেকেই তাকে কেড়ে নিয়েছে। সুতরাং আগে শত্রু থাকলেও এখন আমরা বন্ধু হতে পারি। দুজন মিলে দূর করতে পারি ওই আপদকে।'

'আপদ বিদায় করে যাতে আমরা আবার শত্রু হতে পারি, তাই না? তবে, তোমার কথায় যুক্তি আছে। তুমি চাও, যেভাবেই হোক, ললীলা মারা যাক। এই তো?'

www.BanglaBook.org

'হ্যাঁ।'

'তুমি চাচ্ছ, আমি কাজটা করি। কিন্তু নিজের হাতে নয়। যে আমার প্রতি এত ভাল ব্যবহার করে, তার ওপর কি কুঠার চালানো যায়? পাথর মারা যায়? তবে, লোকজনকে আমি খেপিয়ে তুলতে পারি।'

'এই বুদ্ধি আরও ভাল। লোকজনের ওপরেই তো তার অভিশাপ পড়েছে।'

'এ ব্যাপারে তুমি নিশ্চিত, আকা? সে বেঁচে থাকলে কি সবার জন্যে সুসময় বয়ে আনবে না? তুমি তো জানো, বুদ্ধির জোর কত বেশি। ললীলার একার বুদ্ধি আমাদের সবার চেয়ে বেশি।'

'ওকে সরিয়ে ফেলাই ভাল। তুমি যদি বৌ হতে আর স্বামী ভাল না বাসত, তোমার কেমন লাগত, বলো দেখি।'

'বৌ তার স্বামীর কাছে কিভাবে ভালবাসা প্রকাশ করে? আমি জানি না বলেই জানতে চাইছি। স্বামীর সাথে সবসময় খারাপ ব্যবহার করে, তার সবকিছুর খুঁত বের করে, তার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নাকি তার বন্ধুদের ঘৃণা করে? নাকি ভালবাসা প্রকাশ করা যায় তার প্রতি সদয় হয়ে, বিপদের সময় তাকে সাহায্য করে? ললীলা তো তা-ই করছে। তুমি কি ভাবো, নেকড়ে-মানব বলে আমি কিছুই বুঝি না? বন্ধুত্ব ও বন্ধুর কর্তব্য সম্বন্ধে আমার জ্ঞান আছে। একটা কুকুরও তার মনিবের ভালমন্দের দিকে নজর রাখে। ভালবাসাবাসির ব্যাপারটা অবশ্য আমি বুঝি না। তবু এ কথা সত্যি, ললীলাকে আমি ঈর্ষা করি। ও বিদায় হলে আমি দুঃখ পাব না। ঠাণ্ডা মাথায় তোমার কথাগুলো আবার ভাবব আমি। তারপর কথা হবে। এখন তোমার যদি আর ঝিনুক না থাকে, আমি উঠব।'

ঝিনুক আর ছিল না। প্যাগ চলে যাবার পর অবাক হয়ে সবকিছু ভাবতে বসল আকা। প্যাগ ঈর্ষায় জ্বলছে, তবু এমন করল কেন? সবাই ওকে নেকড়ে মাই-চোষা বামন বলে। কিন্তু আজ মনে হলো, তার মধ্যে একটা মানুষের অন্তর রয়েছে। সে কি প্যাগকে সবকিছু খুলে না বলে ভুলই করল? সব শুনে সে হয়তো তার পক্ষ নিত।

বনের অনেকটা ভেতরে ঢুকে পড়ল প্যাগ। গুহার দিকে গেল না। কারণ, ওয়াই নিশ্চয় এখন ললীলার পরামর্শ নিচ্ছে। প্যাগকে তার দরকার নেই। বনের খুব গোপন একটা জায়গায় এল সে। জায়গাটা সে ছাড়া আর কেউ চেনে না। চারপাশে গাছের ঘন সারি। উপুড় হয়ে মাটিতে শুয়ে ভাবতে লাগল সে।

লোকজনকে খেপিয়ে তুলে ললীলাকে মেরে ফেললে কেমন হবে? ওয়াই হয়তো আবার নজর ফেরাবে তার দিকে। কিন্তু ললীলাকে মারার পেছনে তার হাত ছিল, এটা যদি ওয়াই জানতে পারে—তখন? হয়তো তাকে খুন করবে। না। খুন করবে না। প্রচণ্ড ঘৃণা করবে। কোনদিন, এমনকি আগুন পোয়াতে বসেও তার মুখের দিকে তাকাবে না সে। মনে মনে বলবে—কুকুর।

পরস্পরবিরোধী চিন্তায় অস্থির হয়ে উঠল প্যাগের মন। শেষমেশ একটা হিংস্রতা ভর করল ওর মনে। সে যদি জানোয়ারদের মত হতে পারত!

www.BanglaBook.org

জানোয়াররা কোন কার্যকারণ খোঁজে না। যা করতে মন চায়, করে। হাত গোল করে মুখের চারপাশে ধরে চাপা একটা হুঙ্কার ছাড়ল সে। তিনবার হুঙ্কার ছাড়ার পর বহুদূর থেকে ভেসে এল জবাব। চুপচাপ বসে অপেক্ষা করতে লাগল প্যাগ। ধীরে ধীরে ঢলে পড়ল সূর্য। নেমে এল গোধূলি।

মৃদু পদশব্দ পাওয়া গেল পাইন কাঁটার ওপর। দুটো গাছের কাণ্ডের ভেতর দিয়ে বেরিয়ে এল ধূসর একটা মাথা। সন্দেহের দৃষ্টিতে চারপাশে তাকাচ্ছে। আবার মৃদু হুঙ্কার ছাড়ল প্যাগ। তবু নেকড়েটার সন্দেহ গেল না। বাতাস প্রবাহিত না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করল সে। তারপর পরিচিত গন্ধ পেতেই নিশ্চিত হয়ে এগিয়ে এল। পেছনে একটা বাচ্চা। কাছে এসে সামনের দুটো থাবা প্যাগের কাঁধে তুলে দিল নেকড়েটা। তার মুখ চেটে দিল। নেকড়েটার মাথায় থাবড়া দিল প্যাগ। এবার পাশে বসে চাপা গর্জন ছেড়ে বাচ্চাটাকে ডাকল সে, যেন প্যাগের সাথে পরিচয় করিয়ে দিতে চায়। কিন্তু বাচ্চাটা এল না। মানুষ তার কাছে অপরিচিত জানোয়ার। বসে বসে গল্প করতে লাগল দুজনে। মনোযোগ দিয়ে শুনতে লাগল নেকড়েটা, যেন সব কথা বুঝতে পারছে।

'তোমার গোষ্ঠিকে আমি শেষ করে দিয়েছি, মা,' বলল প্যাগ, 'তবে দু একটা বোধ হয় বেঁচে গেছে, যার সাথে মিলিত হয়েছ তুমি,' দূরে লুকিয়ে থাকা বাচ্চাটার দিকে তাকাল সে। 'এতকিছু করার পরও তুমি আমাকে ক্ষমা করেছ। আমার ডাকে আবার এসেছ। তুমি হিংস্র জানোয়ার হয়ে যদি ক্ষমা করতে পারো, আমি কেন পারব না? তোমার যে ক্ষতি আমি করেছি, সে তুলনায় এমনকিছু ক্ষতি তো সে আমার করেনি। আমি কেন ললীলাকে মারব? ওয়াইয়ের মন কেড়ে নেয়ার জন্যে? সে বুদ্ধিমতী আর সুন্দরী বলেই তো এটা পেরেছে। তুমি আমাকে দুধ খাইয়েছ বলে আমার সব অপরাধ ক্ষমা করে দিলে। মানুষ হয়ে আমি কেন পারব না?'

প্যাগ ইদানীং ঝামেলায় আছে, এটুকু ছাড়া আর কিছুই বুঝতে পারল না নেকড়েটা। আবার মুখ চেটে প্যাগের গায়ে হেলান দিল সে।

'আমি ললীলাকে খুন করব না, ওসব কোনকিছুর মধ্যেই আমি নেই,' অনেকক্ষণ পর চিৎকার করে বলল প্যাগ। 'নেকড়ে মা-র মত আমিও ক্ষমা করে দেব। আকা নিজে কিছু করতে চাইলে করুক। কিন্তু তার বদ মতলব সম্বন্ধে আমি ললীলাকে সাবধান করে দেব। হ্যাঁ, সাবধান করব ওয়াইকেও। তুমি আমাকে বিরাট শিক্ষা দিলে, মা। যাও, তোমার বাচ্চা সাথে নিয়ে শিকারে যাও।'

চলে গেল মাদি নেকড়েটা। প্যাগও উঠে পড়ল।

পরদিন সকালে গুহামুখের কাছে বসে বসে ললীলার কাজ করা দেখছিল প্যাগ। কোন বাচ্চার কাছে গিয়ে আদর করছে, কারও সাথে কথা বলছে।

কাজ শেষে প্যাগের কাছে এল সে। ঠাণ্ডা ধূসর আকাশের দিকে তাকিয়ে গাউনটা আরও আঁটোসাঁটো করল। গা কেঁপে উঠল তার।

'তোমার গরম দেশ ছেড়ে এই ঠাণ্ডা জায়গাতে কেন পড়ে আছ, ললীলা?'

www.BanglaBook.org

জানতে চাইল প্যাগ।

'কারণ, এখানে আমাকে থাকতেই হবে, প্যাগ। অন্তত সেরকমই মনে হচ্ছে।'

'সুযোগ পেলেই কি তুমি চলে যাবে?'

'জানি না, বলতে পারব না। ওই বিশাল সাগর বড় নিঃসঙ্গ।'

'তাহলে সেই সাগর পেরিয়ে এখানে এলে কেন? তুমি তো ওখানে নেত্রী হতে পারতে।'

'কোন মেয়ে একা শাসন চালাতে পারে না। তাকে শাসন করার মত কাউকে থাকতেই হয়। ওখানে থাকলে যে আমাকে শাসন করত, তাকেই আমি ঘৃণা করি। তাই মৃত্যুকে আলিঙ্গন করতে বেরিয়ে পড়েছিলাম। কিন্তু না মরে এসে পড়লাম তোমাদের দেশে।'

'এখানে এসেও তুমি নেত্রী হয়েছ। আমাদের যে শাসন করে, তাকে শাসন করছ। ওয়াই কোথাও গেছে?'

'মনে হয় কোন ঝামেলা থামাতে। তোমাদের লোকজনদের মাঝে ঝামেলা সবসময় লেগেই আছে।'

'হ্যাঁ, ললীলা। খালি পেট আর ঠাণ্ডা পা রাগের জন্ম দেয়। বিশেষ করে, নারী পুরুষ সবাই যখন ভীত হয়ে পড়ে।'

'কিসের ভয়?'

'সূর্যহীন আকাশের; খাদ্যের অভাবের, শীতের তীব্র ঠাণ্ডার। তাছাড়া, অভিশাপের ভয় আছে।'

'কিসের অভিশাপ?'

'সাগর-ডাইনীর। সুন্দরী একটা মেয়ের অভিশাপ, যার নাম ললীলা।'

'আমি কেন অভিশাপ বয়ে আনতে যাব?' জিজ্ঞেস করল সে। চোখমুখ ফ্যাকাসে হয়ে গেছে।

'আমি ঠিক জানি না, ললীলা। তোমার চোখ দেখে তো মনে হয়, ওই চোখে অভিশাপের বদলে আশীর্বাদই থাকা উচিত। যেসব কাজকর্ম করছ, দয়ালু না হলে এসব কেউ করে না। কিন্তু এখানকার লোকজন ভাবছে ভিন্ন কথা। তাদের মতে, পৃথিবীতে তারা ছাড়া আর কোন মানুষ নেই। অতএব, তুমি ডাইনী। অবশ্য তুমি আসার পর থেকেই আবহাওয়া খুব খারাপ যাচ্ছে। দুর্দশার এক শেষ হয়েছে আমাদের। বুনো ঝোপে বেরি পর্যন্ত ধরেনি। এই শরতেই পাওয়া যাচ্ছে শীতের আভাস। এ বছর শীত কাটছে না কিছুতেই। ওই শোনো তার পদধ্বনি।' দু হাত ওপরে তুলল প্যাগ। পেছনের পাহাড় থেকে ভেসে এল বরফ ভাঙার ভয়ঙ্কর শব্দ।

'সূর্যের ওপর কি আমার হাত আছে?' বিষণ্ণ কণ্ঠে বলল ললীলা। 'ঠাণ্ডা আবহাওয়া, সীল বা বনমুরগী না আসার জন্যে কি আমি দায়ী?'

'জনগণ তাই ভাবছে। বিশেষ করে আমার জায়গাটা দখল করে নেয়ার পর। আগে আমি ওয়াইকে পরামর্শ দিতাম।'

'প্যাগ, তুমি আমাকে ঈর্ষা করো।'

www.BanglaBook.org

'হ্যাঁ, করি ; কিন্তু সবকিছু বিবেচনা করছি আমি। তোমাকে হত্যা করার প্রস্তাবও আমি পেয়েছি। কাজটাও ছিল সোজা। কিন্তু তা আমি করতে চাই না ; আমি তোমাকে পছন্দ করি ; তোমার এত জ্ঞান! তাছাড়া, একজন বিদেশীকে মারা জঘন্য কাজ। আর, আমি জানি, তুমি ডাইনী নও।'

'হত্যা! আমাকে হত্যা করার কথা বলা হয়েছিল তোমাকে?' মাথার ওপর গদা নেমে আসতে দেখলে সীল যেমন তাকিয়ে থাকে, তেমনি ভীতিপূর্ণ চোখে তাকিয়ে রইল নলীলা।

'আগেই বলেছি, এসবের মধ্যে আমি নেই। কিন্তু এসবের মধ্যে আছে, এমন অনেককে তুমি খুঁজে পাবে। আমি তোমাকে পরামর্শ দিতে পারি। শুনবে কি শুনবে না, সে তোমার ইচ্ছে।'

'আমাদের দেশের গল্প বলে, শেয়াল নাকি দাঁড়কাককে শিখিয়েছিল, কেমন করে খাঁচার খিল খুলতে হবে ; বেচারি দাঁড়কাক ভুলে গিয়েছিল, খাঁচার বাইরেই অপেক্ষা করছে ক্ষুধার্ত শেয়াল। তবু বলো, শুনি তোমার পরামর্শ।'

'কোন ভয় নেই। আমার পরামর্শ মত যদি কাজ করো, শেয়ালের খিদে আরও বাড়বে। ওয়াইকে বিয়ে করো। তার গায়ে হাত দেয়ার সাহস কারও নেই। দু একজন বিরোধিতা করছে বটে কিন্তু অনেকেই এখনও ওকে ভালবাসে। কারণ, দিনরাত সে অন্যের কথা ভাবে। নিজের কথা ভাবে না। যতক্ষণ ওর কাছে থাকবে, ততক্ষণ তুমিও নিরাপদ। তোমাকে এই বুদ্ধি আমি দিলাম। যদিও জানি, তোমাদের বিয়ে হলে আমার আর এখানে থাকা চলবে না। গুহা ছেড়ে চলে যেতে হবে দূরে। ওখানে আমার বন্ধু আছে। বলতে পারো, একমাত্র বন্ধু।'

'বিয়ে! ওকে বিয়ে করতে চাই কি না, কখনও ভাবিনি। ওয়াই তো আকাকে বিয়ে করেছে। তাছাড়া, আমাকে সে কখনও বিয়ে করতে চায়নি। বিয়ে করতে চাইলে নিশ্চয় বলত।'

'পুরুষ সবসময় মুখ ফুটে তার ইচ্ছের কথা জানায় না। মেয়েরাও না। ওয়াই তোমাকে নতুন আইনের কথা বলেনি?'

'প্রায় বলেছে।'

'আইন ভাঙার ব্যাপারে যে শপথ করেছে সেকথা বলেনি?'

'হ্যাঁ।'

'এই শপথের জন্যেই কখনও তোমাকে বিয়ের কথা বলেনি সে। তবে কিনা, কিছু শপথ আছে রাখার জন্যে, কিছু ভাঙার জন্যে।'

'কিন্তু এটার সাথে একটা অভিশাপ জড়িত আছে।'

'ওইখানেই তো যত গোলমাল। তবু বিয়ে করে দেখো না, অভিশাপ ফলে কিনা। ফলবেই, এমন কথা কি কেউ বলতে পারে? তাছাড়া, বিয়ে না করে এভাবে পরামর্শদাতা হয়ে থাকলে সব শত্রু হয়তো ঝাঁপিয়ে পড়বে তোমার ওপর। আর, শত্রুদের মধ্যে আমিই বোধ হয় সবচেয়ে খারাপ—'

এই পর্যায়ে নলীলা হাসল।

www.BanglaBook.org

'—তুমি কি চাও? মরতে, নাকি বিতাড়িত হয়ে মরার অপেক্ষা করতে? অথবা ফিরে যেতে চাও নিজের দেশে?'

'চিন্তাভাবনা করে দেখতে হবে। পরামর্শের জন্যে তোমাকে ধন্যবাদ। তোমার কথা আমি কখনও ভুলব না। আমি চাঁদ-পূজারী। পৃথিবীতে থাকি বা চাঁদের দেশে যাই, তোমাকে মনে রাখব আমি। আশীর্বাদ করব।'

'কেন? পৃথিবীতে যে ওয়াইকে আমি একমাত্র ভালবাসি, তাকে আমার কাছ থেকে কেড়ে নেয়ার জন্যে তোমাকে ঘৃণা করি বলে? নাকি আকার সাথে তোমাকে শেষ করার যুক্তি করেছি বলে? এসবের জন্যে ধন্যবাদ দিতে চাও আমাকে?'

'না, প্যাগ। ওসবের জন্যে নয়। আকা আমাকে ঘৃণা করে, আমি জানি। এটা স্বাভাবিক, এ জন্যে দোষ দিই না আমি। তুমি আমাকে ঘৃণা করো না, এটা জানি। বরং ভালইবাস। তোমার ধারণা, ওয়াই ও তোমার মাঝে আমি এসে পড়েছি। কিন্তু সব শুনলে বুঝবে, এ ব্যাপারে আমার কোন হাত নেই। আকার যুক্তি তুমি শুনেছ বটে, কিন্তু কখনও আমাকে হত্যা করতে চাওনি। আমার হত্যার কারণ হতে চাওনি তুমি। বরং ভাল মনে আমার কাছে এসেছ বিপদ থেকে আমাকে সাবধান করে দিতে।'

এইসব নরম কথা শুনে উঠে দাঁড়াল প্যাগ। অপলক চেয়ে রইল সুন্দর, দয়ালু মুখটির দিকে। ললীলার হাত তুলে নিয়ে চুমু খেল সে। গলগল করে জল বেরিয়ে এল একমাত্র চোখ দিয়ে। হাতের লোমশ উল্টো পিঠ দিয়ে চোখ মুছল সে। থুতু ফেলল মাটির ওপর। তারপর বিড়বিড় করতে করতে চলে গেল টলতে টলতে। ও আশীর্বাদ করল নাকি শপথ, বোঝা গেল না। ললীলা হাসিমুখে চেয়ে রইল প্যাগের দিকে।

কিন্তু প্যাগ চোখের আড়াল হতে যখন সে অনুভব করল, আশেপাশে আর কেউ নেই, হাসি মুছে গেল তার ঠোঁট থেকে। বসে পড়ে দু'হাতে মুখ ঢাকল ললীলা। কেঁদে ফেলল।

## চোদ্দ

পরদিন সকালে ললীলাকে পাওয়া গেল না। ব্যাপারটা ওয়াইয়ের চোখে পড়তেই খোঁজ খবর শুরু করল সে। একজন মেয়ে বলল, ললীলা তাকে বলেছে—তার বিশ্রাম ও তাজা বাতাস দরকার। সুতরাং সে বনের দিকে যাবে। তাকে খোঁজাখুঁজির কোন প্রয়োজন নেই। রাত নামার আগেই ফিরে আসবে সে।

'আর কিছু বলেছে?' উদ্বিগ্ন ওয়াই জানতে চাইল।

'হ্যাঁ,' জবাব দিল মেয়েটা। 'দুটো বাচ্চার অসুখ হয়েছে। তাদের কখন কখন, কিভাবে খাওয়াতে হবে বলে গেছে। কারণ. সে বনে রাতও কাটাতে

www.BanglaBook.org

পারে। তবে, আমার মনে হয় না, সে বনে রাত কাটাবে।'

দিনের কাজকর্ম সেরে সন্ধ্যায় গুহায় ফিরল ওয়াই। ফিরতে ফিরতে ভাবল, গিয়ে দেখবে, ললীলা বসে আছে। কিন্তু গুহায় পৌঁছে দেখল, ললীলা তখনও ফেরেনি।

কিছুক্ষণ অপেক্ষা করল সে। খাবার ভান করল, খেতে পারল না। প্যাগকে খবর পাঠাল সে। গুহায় ঢুকে প্যাগ বলল, 'এতদিন পর সর্দারের আবার আমার কাছে কি দরকার পড়ল? আর একটু পরে খবর পাঠালে আমাকে পেতে না। আমি বনে রওনা দিচ্ছিলাম প্রায়।'

'তাহলে তুমিও বনে যেতে চাও?' বলে চুপ মেরে গেল ওয়াই।

'কি ব্যাপার বলো তো?' জানতে চাইল প্যাগ।

সবকিছু খুলে বলল ওয়াই।

সব শুনে প্যাগ বলল, 'ভয়ের কিছু নেই। তুমি তো জানো, সে চাঁদ পুজো করে। বনে হয়তো গেছে চাঁদের পুজো করতে।'

'হতে পারে। ঠিক বুঝতে পারছি না।'

'যদি ভয় পেয়ে থাকো, আমি গিয়ে খুঁজে দেখতে পারি।'

'মনে হচ্ছে, তুমি যেন আমার চেয়েও বেশি ভয় পেয়েছ, প্যাগ। আজ রাতে ললীলাকে কেউ খুঁজে পাবে না। গাঢ় মেঘে ঢেকে গেছে চাঁদ। বৃষ্টি হচ্ছে। এই অন্ধকারে কি কোন মেয়েকে খুঁজে পাওয়া যায়?'

'ঠিকই বলেছ। আকাশ কালো হয়ে গেছে। মুষলধারে বৃষ্টি হচ্ছে। এ অবস্থায় পথই খুঁজে পাবে না কেউ। সন্দেহ নেই, ললীলা ঘন গাছের নিচে বা গর্তে লুকিয়ে আছে। ফিরে আসবে আগামীকাল ভোরে।'

'আমার মনে হয়, তাকে কেউ হত্যা করেছে। অথবা চলে গেছে সে। তবে ঠিক কি হয়েছে, তুমি বা আকা হয়তো বলতে পারবে। গনগনে চোখে ওয়াই তাকাল প্যাগের দিকে।

'আমি জানি না। সে মোয়ানাঙ্গার কুটিরে থাকতে পারে। আমি দেখে আসি।'

অনেকক্ষণ পর ফিরল প্যাগ। সারা গা ভিজে সপসপ করছে।

ললীলা মোয়ানাঙ্গার বা অন্য কারও কুটিরে নেই। সারাদিন কেউ তাকে দেখেনি।

সারারাত আগুনের দুপাশে পড়ে রইল দুজনে। কখনও বসে থাকল, কখনও শুয়ে ঘুমানোর ভান করল। মুখে কোন কথা নেই। দুজনেরই চোখ গুহামুখে নিবদ্ধ।

একসময় ভোর হলো। বৃষ্টি থেমে গেছে। তবে ভীষণ ঠাণ্ডা এখনও। নিঃশব্দে প্যাগ বেরিয়ে এল গুহা থেকে। খানিক পর ওয়াই তাকে অনুসরণ করল। কিন্তু গুহার বাইরে গিয়ে প্যাগকে খুঁজে পেল না। তার কথা বলতেও পারল না কেউ। ওয়াই তখন চারদিকে লোক পাঠাল ললীলার খোঁজে। সবাই ফিরে এল ব্যর্থ হয়ে।

আকা বলল, একটা ডাইনীকে এত খোঁজার কি আছে? চরম দুর্দশার সৃষ্টি

www.BanglaBook.org

করে ডাইনীরা তো এমনি মিলিয়েই যায়।

'এই ডাইনী যা করেছে, ভালই করেছে। খারাপ কিছু করেনি, বৌ,' মেয়েশিশুদের দিকে তাকিয়ে বলল ওয়াই।

তারপর মোয়ালাঙ্গাকে সাথে নিয়ে বনের পথ ধরল।

সারাদিন পর বিধ্বস্ত হয়ে ফিরে এল ব্যর্থ ওয়াই। ললীলার জন্যে তার হৃদয়টা যেন মোচড়াচ্ছে। রোগা একটা শিশু ললীলা ছাড়া আর কারও হাতে খাবার খেতে না চাওয়ার ফলে মারা গেছে। প্যাগের খোঁজ করল সে। প্যাগও ফেরেনি।

'সে নিশ্চয় ললীলার সাথে গেছে। দুজন খুব বন্ধু ছিল,' বলল আকা।

ওয়াই কোন জবাব দিল না। ভাবল, প্যাগ বোধ হয় তাকে কবর দিতে গেছে।

দ্বিতীয় দিন, ভোরের একটু পরে ফিরে এল প্যাগ। ভীষণ রোগা হয়ে গেছে সে, শীতের পর-গর্ত থেকে প্রথম বেরোনো ব্যাঙের মত।

'ললীলা কোথায়?' জানতে চাইল ওয়াই।

'জানি না। তবে তার নৌকোটা নেই। গুহা থেকে সাগর পর্যন্ত একটা মেয়ের পক্ষে ওটা নিয়ে যাওয়া কঠিন ব্যাপার।'

'তোমার সাথে ওর যেন কি কথা হয়েছিল?'

'অতদিন আগের কথা মনে থাকে? ওসব বাদ দিয়ে এখন আমাকে খেতে দাও। খিদেয় পেট জ্বলে যাচ্ছে।'

প্যাগ খেতে বসল। ওয়াই চলে গেল সাগরতীরে। কেন, তা সে জানে না। ধূসর সাগরের দিকে অপলক তাকিয়ে রইল সে। হঠাৎ তার মনে হলো, বহুদূরে, কুয়াশার মাঝে কি যেন ভাসছে।

হয়তো কোন মাছ—ভাবল সে। তবে কোন্ মাছ ঢেউয়ের মাথায় থাকে, সে জানে না। এমন থাকে শুধু তিমিরা। কিন্তু ওটা তো তিমির মত অত বড় নয়।

হঠাৎ সে বুঝতে পারল, ওটা নৌকো। সেই ভেসে আসা নৌকোটাই। কিন্তু এখন তো ওটা ভেসে আসছে না। তীরের দিকেই ওটাকে কেউ তাড়িয়ে নিয়ে আসছে। ঝপাঝপ বৈঠা বাইছে কে যেন।

এই সময় সূর্যের আলো পড়ল সোনালি চুলের ওপর। ললীলা! কোমর জলে ছুটে নেমে গেল ওয়াই। চিৎকার দিয়ে ডাকল। প্রথমটায় ললীলা খেয়াল করল না। পরে ধীরে ধীরে এগিয়ে এল ওয়াইয়ের কাছে।

'কোথায় ছিলে এতক্ষণ?' রেগেমেগে জানতে চাইল ওয়াই। 'জানো, তোমার কথা ভেবে কতটা অশান্তির মধ্যে আছি আমি?'

'তাই বুঝি? যাক, সে বিষয়ে পরে কথা হবে। এখন শোনো। বহু লোক নৌকোতে করে ধেয়ে আসছে এদিকে। আমি পালিয়ে এসেছি তোমাকে সাবধান করতে।'

'অনেক লোক? তা কি করে হয়? তুমি যদি ওদের না এনে থাকো, আর লোক আসবে কোত্থেকে?'

www.BanglaBook.org

'না, না। এরা অন্য লোক। এসেছে উত্তর থেকে। দক্ষিণ থেকে নয়। তাড়াতাড়ি তীরে চলো। আমার মনে হলো, ওরা খুব হিংস্র!'

তীরে পৌঁছে তারা দেখল, আরও লোক জড়ো হয়েছে সেখানে। তাদের মধ্যে মোয়ানাঙ্গা ও প্যাগও আছে।

'এখন তোমার গল্প বলো,' বলল ওয়াই।

'গল্প এমন কিছু নয়। এখানে থেকে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম আমি। ভেবেছিলাম, সাগরে কিছুক্ষণ ঘুরব। তাই নৌকো নিয়ে সাগরে নামলাম আমি।'

'তুমি মিথ্যে কথা বলছ,' কড়া গলায় বলল ওয়াই। 'তবু, বলে যাও।'

'আবহাওয়া শান্ত। নৌকো বেয়ে ওই দূরের বড় পাহাড়সারির শেষপ্রান্তে গেলাম আমি। জায়গাটা বোধ হয় তোমরা দেখোনি।

'ওখানে গত সন্ধ্যায় দেখলাম, উত্তর থেকে বেশকিছু নৌকো আসছে। বড় বড় নৌকো। একেকটায় অনেক কয়জন করে মানুষ। বীভৎস চেহারার লোমশ মানুষ। হঠাৎ তাদের চোখ পড়ল আমার ওপর। চিৎকার করে কি যেন বলল তারা, বুঝতে পারিনি। নৌকো ঘুরিয়ে পালাতে লাগলাম। ওরাও পিছু নিল। কিন্তু রাত নেমে আসায় রক্ষা পেলাম। মাঝে মাঝে মেঘের আড়ালে উঁকি দিচ্ছিল চাঁদ। চাঁদের আলোয় ওরা আবার দেখতে পাচ্ছিল আমাকে। শেষে চাঁদ একদম ঢেকে গেল মেঘে। গাঢ় অন্ধকারে, কুয়াশার মধ্যে গা ঢাকা দিয়ে চলে এলাম আমি। মনে হয়, ওরা খুব বেশি দূরে নেই। আমার ধারণা, ওরা তোমাদের আক্রমণ করবে। তোমাদের এখনই প্রস্তুত হওয়া উচিত।'

'ওরা কেন আসছে?' জানতে চাইল অবাক ওয়াই।

'জানি না। বোধ হয় খাবারের খোঁজে।'

'কি করতে হবে আমাদের?'

'মনে হয় লড়াই করতে হবে। লড়াই করে তাড়াতে হবে ওদের।'

লড়াইয়ের কথা শুনে খুব অবাক হলো ওয়াই। একদেশের লোক আরেকদেশের লোকের সাথে লড়াই করবে—এটা সে এই প্রথম শুনল। প্যাগ বলল:

'সর্দার, বুনো জানোয়ারকে তুমি খতম করেছ। হেঙ্গার সাথে লড়ে তাকে খতম করেছ। এখন এই নতুন লোকদের বিরুদ্ধে লড়তে হবে আমাদের। হয় ওদের মারতে হবে, নয়তো আমাদের মরতে হবে।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, সেরকমই তো মনে হচ্ছে। উইনি-উইনিকে খবর দাও। সে অস্ত্রশস্ত্রসহ সবাইকে হাজির হতে বলুক।'

সৈকতে যেসব লোক জড়ো হয়েছিল, ছুটে চলে গেল তারা। প্যাগের দিকে ফিরে ওয়াই বলল:

'আমরা কি করব, প্যাগ?'

'ললীলা এখানে থাকতেও তুমি আমার পরামর্শ নিতে চাচ্ছ?' তিক্ত গলায় বলল প্যাগ।

'ললীলা মেয়ে। ওর কাজ শেষ হয়েছে। এখন আমাদের কাজ।

www.BanglaBook.org

'সব কাজেই কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমাদের হাত দিতে হয়।'

'এখন আমরা কি করব?'

'ঠিক জানি না। এখন ভাটার সময়। ওই প্রণালী ছাড়া নৌকো চলবে না, সে-ও খুব কম নৌকোই ঢুকতে পারবে। যারা ঢুকবে তাদের সাথে লড়তে হবে আমাদের। কিন্তু আমি বেঁটে মানুষ, লড়াইয়ের কি বুঝি? মোয়ানাঙ্গা শক্তিমান। ওকে এই লড়াইয়ের ভার দাও। আর তুমি কি করবে, ওয়াই? পেছনে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকবে, নাকি প্রয়োজন পড়লে লড়বে?'

'বেশ, তবে তাই হোক। মোয়ানাঙ্গা, তোমাকে দলনেতা করলাম। যথাসাধ্য চেষ্টা করবে। আমি তোমার পেছনে আছি।'

'তোমার কথামতই কাজ হবে,' সোজাসুজি বলল মোয়ানাঙ্গা। 'যদি আমি মারা যাই, তানাকে দেখো। ওকে যেন অনাহারে মরতে না হয়।'

ইতিমধ্যে উইনি-উইনির শিঙ্গার তীক্ষ্ণ শব্দে ও লোকমুখে দাবানলের মত সংবাদ ছড়িয়ে পড়েছে। সবাই ছুটে আসছে সৈকতের দিকে বিভিন্ন অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে। কারও হাতে পাথরের কুঠার, কারও হাতে চকমকির ফলার বর্শা বা ছুরি, কারও হাতে আগুনে পুড়িয়ে শক্ত করা সুঁচলো কাঠ, আবার কারও হাতে পাথর ছোঁড়া গুলতি।

ওয়াই সবাইকে ঘটনাটা বুঝিয়ে বলল। তারপরই শুরু হয়ে গেল এক মহা হুলস্থুল। মেয়েরা কিছুতেই লড়াই করতে দেবে না। অনেক কষ্টে তাদের তাড়ানো হলো। গলা ফাটিয়ে হু বলতে লাগল, লনীলা একটা মিথ্যুক। তার কথায় নেচে এইরকম তৈরি হওয়ার কোন প্রয়োজন নেই। হোয়াকা বলল, সত্যিই যদি নৌকোতে করে লোক আসে, তাহলে তাদের সাথে লড়তে না যাওয়াই ভাল। তারা নিশ্চয় যেমন চালাক, তেমনি শক্তিশালী। সবাইকে শেষ করে দেবে। সুতরাং এসব ছেড়ে বনে গিয়ে লুকোনোই সবচেয়ে ভাল।

এই কথায় অনেকের মনোবল ভেঙে গেল। দু'একজন চলেও গেল তৎক্ষণাৎ। ব্যাপারটা লক্ষ্য করে ছুটে গিয়ে হোয়াকাকে ঘুসি মারল ওয়াই। লুটিয়ে পড়ল সে মাটিতে। হু-র দিকে এগোতেই কেটে পড়ল সে। ওয়াই বলল, এবার কেউ পালানোর চেষ্টা করলে কুঠারের আঘাতে সে তার খুলি বের করে দেবে। আর কোন কথা বলল না কেউ। শুধু দূর থেকে চেঁচাতে লাগল হু।

হঠাৎ কুয়াশা ফুঁড়ে বেরিয়ে এল কয়েকটা ক্যানো। এক্কেকটায় আট-দশজন করে লোক। ধীরে ধীরে এদিকেই এগিয়ে আসতে লাগল ক্যানোগুলো। এখানকার সাগর তারা চেনে না। ফলে, ডুবো পাহাড়ে ধাক্কা লেগে ছ'টা কি আটটা ক্যানো উল্টে গেল। ডুবে গেল কিছু লোক। কিন্তু বেশির ভাগই ঠিকমত নেমে পড়ল পাথরের ওপর। পাথরের পাঁচিলের ওপারের সাথীদের উদ্দেশ্যে চিৎকার করে কি যেন বলতে লাগল। ওরাও জবাব দিল চিৎকার করে।

শেষমেষ এক জায়গায় জড়ো হয়ে শতখানেক লোক বর্শা হাতে এগোতে

লেগা

www.BanglaBook.org

লাগল তীরের দিকে। সিন্ধুঘোটকের দাঁত বা সাদা কোন পাথরে তৈরি হয়েছে তাদের বর্শার ফলা।

সব লক্ষ্য করে পাশে দাঁড়ানো প্যাগকে ওয়াই বলল:

'কোন সন্দেহ নেই, ওরা হিংস্র। দেখো, কেমন লম্বা আর শক্তিমান। লোমশ গা, চুল-দাড়ি লাল। ওরা মানুষ নয়। শয়তান। শয়তানেরাই শুধু বৌ-বাচ্চা ছাড়া চলাফেরা করে।'

'যদি তাই হয়, তাহলে ওরা ক্ষুধার্ত শয়তান। কারণ, বিশালদেহী ওই লোকটা, বোধ হয় তাদের সর্দার, বারবার হাঁ করে একবার মুখের দিকে একবার পেটের দিকে ইশারা করছে। তীরের দিকে হাত তুলে দেখাচ্ছে সে। বোধ হয় বলছে, এখানে খাবার মিলবে। বৌয়ের প্রসঙ্গে বলব, ওটা কোন সমস্যাই নয়। চুরি করলেই মিটে গেল—' বলে প্যাগ তাকাল গোত্রের জড়ো হওয়া মেয়েদের দিকে। বুক চাপড়ে বিলাপ করছে তারা। আর তাদের গলা জড়িয়ে ধরে আছে আতঙ্কিত শিশুরা।

'হ্যাঁ,' বলল ওয়াই। তারপর ডাক দিল নির্দিষ্ট কয়েকজন লোককে।

'যাও,' বলল সে, 'বুড়ো আর্ককে গিয়ে বলো, মেয়ে, শিশু ও বুড়োদের নিয়ে সে বনে গিয়ে লুকাক। কারণ, এই লড়াইয়ের শেষে কি হবে, জানি না। ওদের সরে থাকাই ভাল।'

এবারে শুরু হলো এক নতুন ঝামেলা। কোন কোন মেয়ে দৌড়াল বনের দিকে। কেউ চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল। কেউ কেউ আবার স্বামীর হাত ধরে টানাটানি করতে লাগল।

'এসব এখনই থামানো দরকার,' বলল প্যাগ। 'তাছাড়া, ছেলেদের সাহস গলে পানি হয়ে যাবে।'

'তুমি যাও। গিয়ে ওদের তাড়িয়ে নিয়ে যাও বনের দিকে।'

'না। মেয়েদের সাথে থাকতে আমার ভাল লাগে না। আমি এখানেই থাকব।'

এবার আরেক বুদ্ধি আঁটল ওয়াই। আকাকে ডাক দিল সে। আকা খুব সাহসী।

'বৌ,' বলল সে, 'ওই লাল শয়তানেরা আমাদের আক্রমণ করবে। ওদের মারতে হবে। নইলে আমাদের মেরে ফেলবে।'

'জানি,' শান্ত স্বরে জবাব দিল আকা।

'মেয়েদের লড়াই না দেখাই ভাল। ওদের নিয়ে বনে গিয়ে লুকাও তোমরা। শিশু আর বুড়োদেরও সাথে নেবে। লড়াই শেষে আবার ফিরে এসো।'

'তোমরাই যদি মরে যাও, কি হবে ফিরে? এখানে থেকে তোমাদের সাথে মরাই তো ভাল।'

'তুমি মরবে না, আকা। ওরা হয়তো তোমাদের বৌ বানাতে পারে। অন্তত এখন তো মারবেই না। তবে পরে মেরে খেয়ে ফেলতে পারে। তাই বলছি, তুমি যাও।'

www.BanglaBook.org

'সাগর-ডাইনীই ওদের ডেকে এনেছে। তাকেও আমাদের সাথে যেতে হবে। এখানে থাকলে সে আরও শয়তানী করতে পারে।'

'সে ওদের এখানে আনেনি। বরং ওদের হাত থেকে পালিয়ে এসেছে। তবু, ওকে সাথে নিতে চাইলে নিয়ে যাও। কো-কে সাথে নিও। শুধু বড় কোন পুরুষ তোমাদের সাথে যেতে চাইলে, তাকে তাড়িয়ে দিও। এখন যাও, আমি আদেশ করছি।'

'তোমার আদেশ আমি মানব। একটা কথা জেনে রাখো, স্বামী। এখন আমরা দূরে দূরে থাকলেও, যদি তুমি মারা যাও, আমিও মরব। কারণ, একদিন তো আমরা একসাথে ছিলাম।'

'ধন্যবাদ। তবে আমি বলি কি, যদি সেরকম কিছু ঘটেই যায়, মরো না। বেঁচে থেকে এদের শাসন করো। গোত্রটাকে নতুন করে গড়ে তোলার চেষ্টা করো।'

'পুরুষ না থাকলে মেয়েদের বেঁচে কি লাভ?'

ঘুরে রওনা দিল সে। ওয়াই লক্ষ্য করল, হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে চোখ মুছল আকা। মেয়েদের কাছে গিয়ে চিৎকার করে কি যেন বলতে লাগল সে। অবশেষে রওনা দিল দলটা।

এতক্ষণ বিড়বিড় করে পরামর্শ করছিল লাল-দাড়িরা। এবারে ভাবসাব দেখে মনে হলো, পরিকল্পনা শেষ। কয়েকটা নৌকোয় পাথুরে দেয়ালের মুখটা পার হয়ে বাঁ দিকের পাহাড়ের ওপর নেমে পড়ল তারা। ভাটায় পানি নেমে যাওয়ায় বেরিয়ে পড়েছে পাথুরে মাথাগুলো। আরেক দল নৌকোতে করে রওনা দিল পাথরের ফাঁক দিয়ে। মনে হলো, তীরে আসার প্রস্তুতি নিচ্ছে।

ওদের দিকে খেয়াল করে প্যাগ খুশিতে চেঁচিয়ে উঠল:

'ওদিক দিয়ে আর আসতে হবে না। নৌকো উল্টে ডুবে যাবে সব ব্যাটা।'

এইসময় পেছনে পদশব্দ পেয়ে ঘুরল ওয়াই। নীল গাউন পরে, বর্শা হাতে এগিয়ে আসছে ললীলা।

'তুমি এলে কেন?' রেগে গেল ওয়াই। 'অন্য মেয়েদের সাথে বনে যাওনি কেন?'

'তুমি তোমার গোত্রের মেয়েদের যেতে বলেছ। আমি তোমাদের গোত্রের কেউ নই। একটা কুটিরে লুকিয়ে ওদের যাওয়া দেখলাম। আমার ওপর রাগ করো না। আমি লড়াই দেখেছি। এ ব্যাপারে আমার অভিজ্ঞতা আছে। ভাল পরামর্শ দিতে পারব।'

আরও রেগে গেল ওয়াই। ওকে বারবার ফিরে যেতে বলল। কিন্তু চুপচাপ সাগরের দিকে তাকিয়ে রইল ললীলা। হঠাৎ চিৎকার করে 'এটার কথা ভেবেছিলাম!'– বলেই ওয়াইয়ের সামনে লাফ দিয়ে পড়ল সে। পরমুহূর্তেই ঢলে পড়ল ওয়াইয়ের ওপর। তার বুকের ওপর দিকে বিঁধে আছে ছোট্ট একটা তীর।

'তীরটা বের করে ফেলো, প্যাগ,' সামলে নিয়ে দাঁড়াল সে। 'ওরা তীর ব্যবহার করছে। গাউনটা পুরু হওয়ায় বেঁচে গেলাম।'

www.BanglaBook.org

'আমার সামনে লাফিয়ে না পড়লে তো ছোট বর্শাটা আমার গায়ে ঢুকে যেত,' বলল ওয়াই।

'ওটা হঠাৎ হয়ে গেছে,' জবাব দিল নলীলা।

প্যাগ তীর ধরে টানতে মৌটি ফ্যাকাশে হয়ে গেল নলীলার। তবু মুখে হাসি লটকে রইল তার। অবশেষে বেরোল তীরটা। প্যাগ দেখল, তীরের কাঁটায় রক্ত ও একটুকরো মাংস। সে চালাক, তাই এ বিষয়ে কোন উচ্চবাচ্য করল না।

নলীলা বলল, 'এই পাহাড়ের ওপাশে গিয়ে প্যাগ ও তুমি শুয়ে পড়ো। আমিও শোব। ওদের কাছে তীরধনুক আছে। এখন নৌকো থেকে তীর ছুঁড়বে ওরা। তারপর জল আরও নেমে গেলে পাহাড়ের দু পাশ দিয়ে ঘিরে এসে আক্রমণ করবে।'

এই সময় মোয়ানাঙ্গা এল। শুতে বলা হলো ওকেও।

'আমাদের বোধ হয় ওদের ছোট বর্শার আওতার বাইরে সরে যাওয়া দরকার,' বলল ওয়াই।

'ওরাও তাই চাইছে,' জবাব দিল নলীলা, 'তোমরা সরে গেলে ওরা নির্বিঘ্নে পাহাড়ে উঠে পড়বে। আমার মাথায় একটা বুদ্ধি এসেছে। দেখো, পছন্দ হয় কিনা।'

'কি বুদ্ধি?' সমস্বরে বলল ওয়াই এবং মোয়ানাঙ্গা।

'তোমরা এই জায়গা নিখুঁতভাবে চেনো। কোথায় কোথায় গভীর জলের খাদ আছে, সব জানো। তোমার লোকদের দু দলে ভাগ করো। একদলের নেতৃত্ব দেবে তুমি, আরেকদলের মোয়ানাঙ্গা। ডান ও বাঁয়ের পাহাড়ে উঠে ওত পেতে থাকো। লাল-দেড়েরা আসার সাথে সাথে দুপাশ থেকে আক্রমণ করো। হঠাৎ আক্রমণে ভড়কে গিয়ে অনেকে পালিয়ে যাবে নৌকোয়। যারা থাকবে, তাদের মারতে হবে। নিজেদের লোক আহত হবে ভেবে নৌকো থেকে ওরা তীরও ছুঁড়তে পারবে না।'

'চমৎকার বুদ্ধি,' বলল ওয়াই। 'মোয়ানাঙ্গা, পাহাড়ের বাঁ পাশে তুমি থাকবে অর্ধেক লোক নিয়ে। ডান পাশে থাকব আমি। নলীলা, তুমি এখানেই থাকো, কিংবা পালাও।'

'হ্যাঁ, আমি এখানেই থাকব,' বলে ঘুরে দাঁড়াল সে। নীল গাউনটা ভিজে উঠেছে রক্তে। এটা কেউ দেখুক, চায় না সে। পেছন থেকে চিৎকার করে বলল:

'তোমাদের লোকদের বলো, সাথে যেন পাথর নেয়। পাথর ছুঁড়ে নৌকোর তলা যেন ভেঙে দেয়।'

লোকদের কাছে এসে ওরা দেখল, সবার মুখ শুকনো। দারুণ আতঙ্কিত হয়ে পড়েছে সবাই। ওয়াই বলল:

'ওই লাল দেড়েরা কোত্থেকে এসেছে, আমি জানি না। ওরা ক্ষুধার্ত, তাই হিংস্র হয়ে আছে। আমাদের সবাইকে ওরা মেরে ফেলতে চায়। মেরে আমাদের খাবার নিয়ে নিতে চায়। খুঁজে বের করতে পারলে মেয়েদেরও

www.BanglaBook.org

ছাড়বে না। শিশুদের সম্ভবত খেয়ে ফেলবে। আমরা যদি এভাবে আমাদের মেয়েদের, সন্তানদের, বুড়ো মানুষদের মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিই, ব্যাপারটা হবে ভীষণ লজ্জাকর। ঠিক কিনা?'

সবাই স্বীকার করল, ওয়াই ঠিক বলেছে। কিন্তু গলায় কারও জোর নেই। এবারে মোয়ানাঙ্গা বলল:

'এই লড়াইয়ে আমি নেতা। কেউ পালালে সাথে সাথে তাকে মেরে ফেলব। তখন না পারলেও পরে মারবই।'

দু'ভাগে ভাগ করা হলো লোকদের। সাহসীদের রাখা হলো পেছনে, ভীতুরা যাতে পালাতে না পারে। তারপর পাহাড়ের দুপাশ দিয়ে উঠতে লাগল তারা।

ওদের দেখে হুংকার দিয়ে উঠল লাল-দেড়েরা। কিন্তু আক্রমণের মুখে না পড়ে দৌড়ে নামতে লাগল পাহাড় থেকে। নৌকো থেকে কয়েকটা তীর ছুঁড়ল ওরা। আহত হলো কয়েকজন।

রক্ত দেখার সাথে সাথে উন্মাদ হয়ে উঠল সবাই। মুহূর্তে উবে গেল সমস্ত ভয়-ভীতি। পাথরের কুঠার ও চকমকির ফলাওয়ালা বর্শা তুলে নেকড়ে ও অন্যান্য বুনো জানোয়ারের মত শব্দ করতে লাগল তারা। দাঁত মুখ খিঁচিয়ে, লাফিয়ে এগোল সামনে। ওয়াই আর মোয়ানাঙ্গা তাদের বাধা দিল। কারণ, তারা জানে লাল-দেড়েদের এবার কি অবস্থা হবে।

তাড়াহুড়ো করে নামতে গিয়ে শ্যাওলায় পা পিছলে গিয়ে খাদে গিয়ে পড়তে লাগল তারা। যারা পড়ল না তারাও খাদ পার হতে গিয়ে তলিয়ে গেল। কারণ, কোন্‌টায় জল বেশি আছে, কোন্‌টায় কম, তারা জানে না। তলিয়ে যাওয়া লোকগুলো আবার ভেসে উঠতেই আক্রমণ করার নির্দেশ দিল ওয়াই আর মোয়ানাঙ্গা।

এসব জায়গা তাদের নখদর্পণে। সুতরাং লাফাতে লাফাতে এগোল তারা। খাদ থেকে যারা ওঠার চেষ্টা করছিল, তাদের খুলি ভেঙে দিল কুঠার আর পাথর দিয়ে। বেশ কিছু লোক মারা গেল তাদের। কিন্তু ওয়াইদের কোন ক্ষয়ক্ষতি হলো না।

পাহাড়ের প্রান্তে চলে গেল লাল-দেড়েরা। কিন্তু সেখানেও আক্রমণ করল ওয়াই আর মোয়ানাঙ্গার দল। তুমুল লড়াই হলো। ওদের বর্শার আঘাতে মারা গেল বেশ কয়েকজন। এতে মনোবল একটু দমে গেল এদের। কিন্তু ঠিক এইসময় প্যাগের তৈরি হেঙ্গা মারা কুঠার দিয়ে বিশালদেহী এক লাল-দেড়ের খুলি দু'টুকরো করে ফেলল ওয়াই। ধপাস করে পানিতে পড়ল বিশাল বপু। লোকটা বোধ হয় ওদের সর্দার। কারণ, তার মৃত্যুর সাথে সাথে ভীষণ আতঙ্কিত হয়ে পালাতে লাগল তারা। হাঁচড়-পাঁচড় করে উঠতে লাগল নৌকোয়।

এবার ভারী পাথর ছোঁড়ার নির্দেশ দিল ওয়াই এবং মোয়ানাঙ্গা। পাথরের আঘাতে ভেঙে গেল অধিকাংশ নৌকোর তলা। পানি উঠে ডুবে গেল সেগুলো।

www.BanglaBook.org

আপ্রাণ চেষ্টা করল তারা সাঁতার কাটার। ওভাবেই ঠাণ্ডায় জমে ডুবে গেল অনেকে। আর, যারা তীরে আসার চেষ্টা করল তাদের অভ্যর্থনা জানানো হলো বর্শা ও পাথর দিয়ে। পানিতে যারা পড়েছিল, তাদের কেউ বাঁচল না। মোটমাট পাঁচটা নৌকো পালাতে পারল। দ্রুত বৈঠা বেয়ে দৃষ্টির আড়ালে চলে গেল তারা।

এভাবেই শেষ হলো লড়াই। এখানকার লোকেরা এই প্রথম বুঝল, লড়াই কাকে বলে।

# পনেরো

লড়াই শেষে লাভক্ষতির খতিয়ান নিয়ে বসল দু ভাই। তাদের বারোজন লোক মারা গেছে, আহত হয়েছে একুশজন। মোয়ানাঙ্গার একপাশে তীর লেগেছে, কিন্তু আঘাতটা গুরুতর নয়। লাল-দেড়েদের ষাটজন মারা গেছে। অধিকাংশই ডুবে। তবে, আরও মৃতদেহ স্রোতে ভেসে চলে যেতে পারে।

ওয়াই লবণ-জলে মোয়ানাঙ্গার ক্ষত ধুয়ে দিতে লাগল। মোয়ানাঙ্গা বলল, 'বিরাট জয় হয়েছে আমাদের। দারুণ লড়েছে আমাদের লোকেরা।'

'হ্যাঁ, এরা দারুণ লড়েছে,' সায় দিল ওয়াই।

'তবু, সাগর-ডাইনীর পরামর্শ না পেলে জেতা কঠিন ছিল,' বলল প্যাগ।

'ঠিক,' বলল ওয়াই। 'চলো। ওকে ধন্যবাদ দেয়া দরকার।'

তিনজনে এসে দেখল, ললীলা যেখানে ছিল সেখানেই মাটিতে মুখ গুঁজে পড়ে আছে।

'ঘুমিয়েছে। নিশ্চয় খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েছে ও,' বলল মোয়ানাঙ্গা।

'হ্যাঁ,' জবাব দিল ওয়াই। 'তবু, চারদিকে এত হৈ চৈ, মৃত্যু—এর মধ্যে ঘুমানো কেমন যেন আশ্চর্য।'

প্যাগ কিছুই বলল না। ললীলার শরীরের নিচে হাত ঢুকিয়ে ওকে উল্টে দিল। দেখা গেল, তার পোশাক ও নিচের বালি রক্তে লাল হয়ে আছে। চিৎকার দিয়ে উঠল ওয়াই:

'ললীলা মারা গেছে! আমাদের বাঁচিয়ে নিজে মারা গেছে!'

'ও মরলে একজন খুশি হবে,' বিড়বিড় করে বলল প্যাগ।

ললীলার গাউন খুলে ফেলতেই বুকের ওপরের ক্ষতটা দেখা গেল। এখনও সামান্য রক্ত ঝরছে। ক্ষতটা ভাল করে পরীক্ষা করার জন্যে প্যাগ ঝুঁকে পড়তেই মোয়ানাঙ্গা বলল:

'ভাই, দেখেছ, ছোট বর্শায় এতটা আহত হয়েও সে আমাদের জানাতে চায়নি।'

'আমি জানতাম। কারণ, তীরটা বের করেছিলাম আমি,' বলল প্যাগ।

'তাহলে আমাদের বলোনি কেন?' জানতে চাইল মোয়ানাঙ্গা।

www.BanglaBook.org

'বললে ওয়াই দুর্বল হয়ে পড়ত। লড়াইয়ের আগে দুর্বল হয়ে পড়লে সর্বনাশ হত। তারচেয়ে ওর মরে যাওয়াও ছিল ভাল।'

'আঘাতটা কেমন?' জানতে চাইল ওয়াই।

'ভয়ের কিছু নেই,' বলল প্যাগ। 'রক্ত পড়েছে অনেক, কিন্তু তীরটা বেশিদূর ঢোকেনি। তীরের ডগায় বিষ মাখানো না থাকলে বাঁচবে। এখন ওর দিকে নজর রাখো।'

সৈকতে গিয়ে ঝোপঝাড় ও লতাপাতার মধ্যে কি যেন খুঁজতে লাগল প্যাগ। তারপর নির্দিষ্ট গাছটা পেয়ে বেশ কয়েকটা পাতা ছিঁড়ে, মুখে দিয়ে পিষে ফেলল। তারপর ফিরে এসে সেই পেষা পাতা লাগিয়ে দিল ললীলা ও মোয়ানাঙ্গার ক্ষতে।

'ইস! জ্বলছে,' বলল মোয়ানাঙ্গা।

'এটা রক্তের বিষ নষ্ট করে দেয়,' বলল প্যাগ।

নিচু হয়ে ললীলাকে শিশুদের মত পাঁজাকোলা করে তুলে ওয়াই রওনা দিল গুহার দিকে। পেছন পেছন প্যাগ ও মোয়ানাঙ্গা। বন থেকে মেয়েরাও ইতিমধ্যে ফিরতে শুরু করেছে। তাদের পিছু পিছু আসছে শিশু ও বুড়োরা।

সবার আগে হরিণের মত ছুটতে ছুটতে এল ফো।

'বাবা!' আমি কি শিশু যে লড়াইয়ের সময় আমাকে বনে পাঠিয়েছ?' রাগতস্বরে বলল সে।

'চুপ করো, ফো,' ললীলার দিকে মাথা হেলিয়ে বলল ওয়াই। 'চুপ করো। এই বিষয়ে পরে কথা হবে।'

এবারে এল আকা। বলল:

'শুনলাম, তোমরা নাকি লাল-ঘোড়দের লড়াইয়ে হারিয়ে দিয়েছ। সত্যি নাকি?'

'তাই তো মনে হচ্ছে। এই বিষয়ে তোমার সাথে পরে কথা বলব।'

সামনে এসে আকা বলল, 'ডাইনীটা মারা গেছে নাকি? বিশ্বাসঘাতকতার জন্যে ওকে মারা হয়েছে? ওকে কোলে তুলে নিয়েছ কেন?'

রাগে সারা শরীর জ্বলে গেল ওয়াইয়ের। কোন জবাব দিল না সে। কিন্তু বিশ্রীভাবে হেসে উঠল প্যাগ:

'ডাইনীটা বিশ্বাসঘাতকতার জন্যে মরেনি। যদি মরে থাকে, ওয়াইকে বাঁচানোর জন্যেই মরেছে। ওয়াইয়ের সামনে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল সে। নইলে যে তীরটা ওকে লেগেছে, সেটা ওয়াইকে লাগত।'

'যেখানে যাওয়া উচিত নয়, সেখানেও তার যাওয়া চাই। মেয়েদের সাথে না গিয়ে ছেলেদের মধ্যে সে কি করছিল?'

'জানি না। শুধু জানি, নিজের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে সে ওয়াইয়ের জীবন বাঁচিয়েছে।'

'তাই নাকি, প্যাগ? তাহলে এবার তো ওয়াইয়ের পালা। হয় ওর জীবন বাঁচাক, নয়তো কবর দিক। যাই, দেখি, আমাদের মধ্যে কে কে আহত হলো। এসো, তানা। মোয়ানাঙ্গার ক্ষতে ওষুধ লাগানো হয়েছে, এখানে থাকার দরকার

www.BanglaBook.org

নেই।' মাথা ঝাঁকিয়ে ধীরে ধীরে চলে গেল আকা।

তানা কিন্তু গেল না। ললীলার কি হয়েছে, জানার কৌতূহল তার। তাছাড়া, মোয়ানাঙ্গা সত্যিই সুস্থ আছে কিনা, সেটাও দেখার ইচ্ছে।

গুহায় ঢুকে ললীলাকে তার বিছানায় শুইয়ে দিল ওয়াই। মোয়ানাঙ্গাকে সাথে নিয়ে চলে গেল তানা। প্যাগ গেল ললীলার জন্যে সুরুয়া তৈরি করতে। লোমের চাদরে ললীলাকে ঢেকে দিয়ে ওর একটা হাত নিজের দুই হাতের মধ্যে নিয়ে ঘষতে লাগল ওয়াই। গুহার ভেতরে আগুন জ্বলছে। সেই তাপে গা গরম হয়ে জ্ঞান ফিরে এল ললীলার। যেন স্বপ্নের ঘোরে কথা বলতে লাগল সে:

'ঠিক সময়ে, একেবারে ঠিক সময়ে আমি ঝাঁপিয়ে পড়েছিলাম। দেখেছিলাম, তীর আসছে। তীরটা হয়তো ওকে শেষ করে দিত। ওকে যদি বাঁচাতে পেরে থাকি, তারচেয়ে ভাল আর কিছু হতে পারে না। একজন বিদেশীর বেঁচে থেকে কি লাভ? কেউ তো তাকে চায় না। সে-ও না।'

চোখ মেলে ওপরদিকে তাকাতেই সে দেখল, ওয়াই চেয়ে আছে তার দিকে।

'আমি কি বেঁচে আছি?' বিড়বিড় করে বলল সে। 'তুমি বেঁচে আছ, ওয়াই?'

ওয়াই কোন জবাব দিল না। মাথা নিচু করে চুমু খেলো ললীলার ঠোঁটে। অত্যন্ত দুর্বল এখন ললীলা, তবু ওয়াইকে চুমু খেলো সে। তারপর মাথা কাত করল। মনে হলো—ঘুমোবে। কে খেয়াল নাকি জেগে থাকল, দেখল না ওয়াই। প্যাগ সুরুয়া নিয়ে হাজির না হওয়া পর্যন্ত একনাগাড়ে চুমু খেয়ে গেল সে।

ললীলা কিন্তু ঘুমোয়নি। সুরুয়াটুকু খেয়ে চোখ তুলতেই দেখল, আগুনের পাশে দাঁড়িয়ে আছে আকা।

'ডাইনী তাহলে বেঁচেই আছে,' নিচু গলায় বলল সে, 'একটা সেবকও জুটেছে দেখছি। তা ওয়াই, ওকে কখন বিয়ে করবে?'

ওয়াই উঠে আকার কাছে এসে জিজ্ঞেস করল:

'তোমাকে কে বলল, আমি ওকে বিয়ে করছি? সেই শপথের কথা ভুলে গেছ?'

'তোমার চোখ আমাকে বলছে। তাছাড়া, তোমার যে উপকার সে করেছে তারচেয়ে শপথটাই বড় হলো?—কিন্তু, তুমি লড়াইয়ে ঢাল হিসেবে একটা মেয়ের বুক ব্যবহার করেছ—বেঁচে থেকে তা-ও আমাকে শুনতে হলো—এটাই অবাক কাণ্ড।'

'আসল কথাটা তুমি জানো।'

'চোখে যা দেখেছি, তা-ই শুধু জানি আমি। তাছাড়াও, আমার মন বলছে।'

'তা, কি বলছে তোমার মন?'

'বলছে, ডাইনীর অভিশাপ ফলতে শুরু করেছে। ওর ডেকে আনা লাল-

www.BanglaBook.org

দেড়েদের সাথে লড়াইয়ে আমাদের অনেক লোক মারা গেছে। এরপর সে কি করবে, জানি না। কিন্তু ও যে একটা ডাইনী, তা জানি। চাঁদের দিকে চেয়ে থাকে সে। ফিসফিস করে কথা বলে বাতাসে ভেসে বেড়ানো প্রেতাত্মাদের সাথে। ওকে বুকে তুলে না এনে মরার জন্যে ফেলে রেখে এলেই ভাল করতে। অবশ্য ওর মরণ আছে কিনা, কে জানে।'

'ও আমাদের অনেক লোককে বাঁচিয়েছে, এটা তোমার বোঝা উচিত, আকা। তবু, ওর সম্বন্ধে তোমার ধারণা যখন এত খারাপ, তখন যাও, ওকে খতম করে দাও। এখন ও অসহায়।'

'ওকে মেরে আমার ঘাড়ে অভিশাপ চাপাই আর কি। না, ওয়াই, আমার কাছ থেকে ও নিরাপদ।'

আর সহ্য করতে পারল না ওয়াই। ঘুরে, গুহা ছেড়ে চলে গেল অন্যদিকে।

সভাস্থলের বাইরে বিরাট এক জটলা, হৈ চৈ, কান্না। যাদের আত্মীয়-স্বজন মারা গেছে, তারা বিলাপ করছে। যারা আহত হয়েছে, কিন্তু এখনও হাঁটার শক্তি আছে, তারা বুকে হাত দিয়ে নিজেদের দিকে দেখাচ্ছে। হয়তো প্রশংসা, নয়তো শুশ্রূষা চাইছে। আর যারা আহত হয়নি, তারা গলা চড়িয়ে নিজেদের বীরত্বের কথা বলছে।

এদিক-ওদিক আরও ছোটখাট জটলা। প্রত্যেক জটলার মাঝে একজন বক্তা। একটার বক্তা—হোয়াকা। বলছে, তারা এসেছিল তারা বিশাল একটা দলের অগ্রগামী ক্ষুদ্র অংশ মাত্র।

কিছুটা দূরে আরেক জটলায় বলছে, এবার জিতলেও পরে হয়তো আরও লড়াই করতে হবে। সুতরাং ক্ষণস্থায়ী এই সৌভাগ্যের জন্যে লাফালাফি না করে সময় থাকতেই সবার এখান পালিয়ে যাওয়া উচিত।

সবচেয়ে বড় জটলাটা আর্ককে ঘিরে। সাদা দাড়ি নাড়িয়ে নাড়িয়ে ফোকলা বুড়ো বলছে, অনেকদিন আগের ভুলে যাওয়া একটা কথা তার মনে পড়েছে। কথাটা সে শুনেছে তার দাদার কাছে। সেই দাদার দাদার দাদার দাদার পূর্বপুরুষের আমলে ললীলার মত একটা সাগর-ডাইনী উঠে এসেছিল। তার পরপরই তাদের আক্রমণ করেছিল একদল লাল দাড়িওয়ালা লোক।

'তারপর কি হয়েছিল?' জানতে চাইল একজন।

'ঠিক মনে করতে পারছি না। যতদূর সম্ভব, বরফ-দেবতাদের উদ্দেশ্যে বলি দেয়া হয়েছিল সেই ডাইনীকে। তারপর লাল-দেড়েরা আর আসেনি।'

'তুমি কি বলতে চাইছ ললীলাকেও বরফ দেবতাদের উদ্দেশ্যে বলি দেয়া হোক?' আবার জানতে চাইল সেই লোক।

জবাব দিতে একটু সমস্যায় পড়ে গেল আর্ক। শেষে দাড়ি নাড়াতে নাড়াতে বলল, সে ঠিক জানে না। তবে, ওয়াই যদি মত দেয়, তাহলে ললীলাকে বলি দেয়াই বুদ্ধিমানের কাজ হবে।

'কিন্তু কেন? সে তো বরং আমাদের সাবধান করে দিয়েছে, নিজের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে ওয়াইকে বাঁচিয়েছে।'

www.BanglaBook.org

'আর্ক জবাব দিল, কারণ, বিরাট কোন ঘটনার পর কিছু উৎসর্গ করাটাই নিয়ম। দেবতারা খুশি হয়। লাল-দেড়েদের কাউকে জ্যান্ত ধরা যায়নি। সুতরাং নিজেদের কাউকে না দিয়ে ওই ডাইনীকে বলি দেয়াই ভাল।

একপাশে দাঁড়িয়ে মোয়ানাঙ্গা এতক্ষণ শুনছিল। এবার খোঁড়াতে খোঁড়াতে এগিয়ে এল সে। একহাতে দাড়ি ধরে আরেক হাতে প্রচণ্ড চড় কষাল আর্ককে।

'শোন্, বুড়ো ইতর,' বলল সে, 'যদি কাউকে বলি দিতে হয়, তাহলে তোকে দেয়াই ভাল। কারণ, তুই একটা মিথ্যুক, যতসব আজেবাজে গল্প শোনাস লোকজনকে। লালীলার চেয়ে ভাল মেয়ে আমাদের এখানে কেউ নেই। ও না থাকলে ডাই এতক্ষণ মারা যেত। লাল-দেড়েদের কথা বলে সাবধান না করলে আমরাও মারা যেতাম। প্যাগ ওর বুক থেকে তীর বের করার সময় একটুকরো মাংস উঠে এসেছে, তবু টুঁ শব্দ করেনি সে। বরং বুদ্ধি দিয়েছে, ওদের বিরুদ্ধে কিভাবে লড়তে হবে। সেই বুদ্ধি শুনে ওদের মারতে পেরেছি আমরা। তবু তুই লোকজনকে ফুসমন্তর দিচ্ছিস ওকে বরফ-দেবতাদের কাছে বলি দেয়ার জন্যে। কুকুর!'

আরেকটা চড় কষাল সে। আর্ক ছিটকে গিয়ে পড়ল বালির ওপর। খোঁড়াতে খোঁড়াতে চলে গেল মোয়ানাঙ্গা। হৈ-চৈ করে সবাই প্রশংসা করল মোয়ানাঙ্গার। অথচ একটু আগেই তারা হৈ-চৈ করে প্রশংসা করছিল আর্কের। এরা এ ধরনেরই মানুষ।

ঠিক এসময় হাজির হলো ওয়াই। বালি ঝেড়ে উঠে আর্ক বলল, তার দাদার দাদার দাদার দাদার আমল থেকে আজ পর্যন্ত ওয়াইয়ের মত সর্দার আর আসেনি। অন্য সবাই ছুটে গিয়ে ওয়াইয়ের প্রশংসা করতে লাগল। আহতরাও বাদ গেল না। কারণ, ভেতর থেকে সবাই অনুভব করল, ওয়াই না থাকলে তাদের রক্ষা ছিল না। মেয়েদের অবস্থা হত আরও করুণ।

জবাবে ওয়াই কিছুই বলল না। সবাইকে দুহাতে সরিয়ে সে এগিয়ে গেল মৃতদের দিকে। কবর দেয়ার নির্দেশ দিয়ে এবার সে এগোল মারাত্মক আহতদের দিকে। এখনও কোন কথা নেই মুখে। বুকটা ভার হয়ে আছে তার। আর্কের কথায় ভেতরটা ঝাঁঝরা হয়ে গিয়েছে। বারবার মনে পড়ছে শপথের কথা। সে বুঝতে পারছে না, কি করা উচিত। বুঝতে পারছে না, তার আর লালীলার ভাগ্যে কি আছে।

দিনে দিনে আরও চুপচাপ হয়ে গেল ওয়াই। একা একা হেঁটে বেড়ায়, শুধু কো মাঝে মাঝে থাকে সাথে। তাছাড়া, সে প্রায় শিকারে যেতে লাগল, হরিণ মারলে সবার খাওয়া হবে। লোকজনদের জন্যে মাংস জোগাড় করা তো তার দায়িত্ব। তবে হরিণ এখন আর সেরকম পাওয়া যায় না। খারাপ আবহাওয়ার জন্যে বোধ হয় বন ছেড়ে চলে গেছে।

একদিন একটা হরিণীর পিছু নিয়ে কিছুদূর যাবার পর সেটাকে হারিয়ে ফেলে বাড়ির দিকে ফিরতে লাগল সে। পাহাড়ের গায়ে একটা গহ্বর। ফার গাছে বোঝাই। গর্তটা তিরিশ ধাপ মত গভীর, একইরকম চওড়া। গর্তটার

www.BanglaBook.org

চারপাশে খাড়া পাথুরে দেয়াল। মুখটা খুব ছোট, তিন ধাপের বেশি হবে না। মুখটার বাইরে, বড় কুটিরের আকারের একটা পাথর। পাথরটার একপাশে ছোট্ট একটা চুড়ো। চার বর্শা মত উঁচু হবে। চুড়োর নিচে লাল আঠালো মাটিতে বোঝাই একটা জলা। এরকম জলা বনে প্রায় দেখা যায়।

গর্তের কাছাকাছি যেতেই একটা ভোঁস ভোঁস শব্দ শুনে দাঁড়াল ওয়াই। এটা কোন্ জন্তুর শব্দ বুঝতে না পেরে বড় একটা গাছের গুঁড়ির পেছনে লুকাল সে। সরু পথটা দিয়ে দৃঢ় পায়ে এগিয়ে এল একটা মদ্দা ওরোক্স্। বিরাট জানোয়ার। কাঁধের ওপাশে লম্বা একটা মানুষ দাঁড়লে এপাশ থেকে দেখা যাবে না। পাথরটার ওপর এসে থামল ওরোক্স্টা। চারপাশে তাকাতে তাকাতে বাতাস শুঁকল। ওর গন্ধ নাকে যেতে পারে ভেবে ভয় পেল ওয়াই। আরও গুটিসুটি মেরে বসল সে।

বাতাস উল্টোদিক থেকে প্রবাহিত হচ্ছিল বলে গন্ধ পেল না ষাঁড়টা। অপলক চেয়ে রইল সে ওরোক্স্টার দিকে। ওরোক্সের কথা সে শুনেছে, কিন্তু পূর্ণদেহী কোন ওরোক্স্ এর আগে দেখেনি। একবার শুধু মাঝারি একটা মাদি ওরোক্স্ দেখেছে। ভীষণ শক্তিশালী ষাঁড়টার মাথায় বাঁকানো, মোটা শিং। সারা গা কালো লোমে ঢাকা। মেরুদণ্ডের কাছ থেকে ধূসর রঙের একটা রেখা। হিংস্র চোখ, খাটো পা। বড় বড় খুর। গলকম্বল মাটি ছুঁই ছুঁই করছে।

ওয়াইয়ের মনে হলো, এখনই ছুটে গিয়ে জন্তুটাকে আক্রমণ করে। কিন্তু অনেক কষ্টে ভেতরের ছটফটানি চেপে রাখল সে। বুঝতে পারল, ওটার বিরুদ্ধে সুবিধে করতে পারবে না। ষাঁড়টা শিংয়ের গুঁতোয় তাকে শেষ করে দেবে। একসময় সঙ্কীর্ণ শৈলশিরা ধরে নিচের দিকে নেমে গেল ষাঁড়টা। নিশ্চয় খাবারের খোঁজে।

BanglaBook.org

ওটা চলে যাওয়ার পর গর্তটার মুখের কাছে গেল ওয়াই। ওখানে কোন চিহ্ন না পেয়ে দুরু দুরু বুকে ঢুকে পড়ল গর্তের ভেতরে। বাঁ দিকের দেয়াল ঘেঁষে প্রত্যেকটা গাছ লক্ষ্য করতে লাগল সে। দেয়ালের শেষ প্রান্তে বড় কিছু ফার গাছ। গাছগুলোর গোড়ায় বড় বড় ফার্ন। এখানে বেশকিছু চিহ্ন দেখে ওয়াই বুঝল, এটাই ষাঁড়টার ঘাঁটি। ফার গাছগুলোতে গা ঘষার ফলে কাণ্ডগুলো মসৃণ হয়ে আছে। মাটিতে পা ছোঁড়ায় খুরের গভীর দাগ। নরম মাটি ছিন্নভিন্ন হয়ে আছে শিংয়ের গুঁতোয়। আর, বেলে মাটিতে শিং ঢুকিয়ে শিং পরিষ্কার ও ধারাল করেছে ষাঁড়টা।

গর্ত থেকে বেরিয়ে নিশ্চল দাঁড়িয়ে চিন্তা করতে লাগল ওয়াই। একবার তাকিয়ে দেখল নিচের জলাভূমির দিকে। তারপর পড়ে যাওয়া একটা গাছ ধরে ধরে নেমে গেল জলাভূমির কাছে। বর্শা দিয়ে পরীক্ষা করল কাদার গভীরতা।

কাদা বেশ গভীর. তিনবার বর্শা ছুঁড়ল সে। তিনবারই বর্শা প্রায় পুরোটা ঢুকে গেল। আবার খাড়াই বেয়ে উঠে এল সে। তার মাথার মধ্যে এইরকম চিন্তা চলতে লাগল:

www.BanglaBook.org

ষাঁড়টা দিনের বেলা এই গর্তে বিশ্রাম করে। বেলা গড়িয়ে এলে বের হয়ে আসে। গর্ত থেকে বেরোনোর বা ফেরার সময় সে যদি দেখে একটা মানুষ দাঁড়িয়ে আছে—আর সেই মানুষটা যদি বর্শা ছোঁড়ে, তাহলে সে কি করবে? নিশ্চয়ই তার দিকে তেড়ে যাবে। কিন্তু মানুষটা যদি লাফ দিয়ে একপাশে সরে যায়? পাথরের চূড়োর ওপর দিয়ে ডিগবাজি খেয়ে নিচে পড়ে পাঁকে আটকে যাবে। তখন মানুষটা নেমে গিয়ে তার সাথে লড়াই করতে পারবে।

নিচের আঠালো কাদার মধ্যে বিশাল এই ষাঁড়ের সাথে লড়াইয়ের কথা ভাবতে ভাবতে নাকের ফুটো স্ফীত হয়ে উঠল তার। চোখ জ্বলজ্বল করতে লাগল। আবার ভাবতে লাগল সে:

সাংঘাতিক লড়াই হবে। ষাঁড়টা হয়তো শিংয়ের গুঁতোয় ছিটকে ফেলে দেবে মানুষটাকে, তারপর দৌড়ে উঠে যাবে খাড়াই বেয়ে। অথবা কাদার মধ্যে লড়তে লড়তে পরাস্ত করবে সে মানুষটাকে। তাহলেই সব শেষ। হ্যাঁ—মৃত্যু।

তৃতীয়বার চিন্তা শুরু করল ওয়াই।

আমি কি এতই সুখী যে মরতে ভয় পাচ্ছি? গত কিছুদিন ধরে আমি কি অসমান শেকড়-বাকড়ের মধ্যে ইচ্ছে করে ঘুরে বেড়াইনি, যাতে হঠাৎ হোঁচট খেয়ে পড়ে যাই বর্শার ওপর? হয়তো পড়ে যেতামই, এফোঁড়-ওফোঁড় হয়ে বেরিয়ে যেত বর্শা, যদি না ফো থাকত। যে মানুষ বুঝতে পারে না, তার কি করা উচিত, তার পক্ষে সেটাই তো হত পরম শান্তি। এখন সেই সুযোগ এসেছে। তাছাড়া, এখানকার কোন মানুষ ঐ ষাঁড়ের সাথে লড়ার কথা চিন্তাই করতে পারে না, সেটার সাথে লড়ে মৃত্যুবরণ করার চেয়ে গৌরব একজন শিকারীর আর কি হতে পারে? আগুনের পাশে বসে সবাই বাচ্চাদের শোনাবে এই লড়াইয়ের গল্প। এত দীর্ঘদিন ধরে মুখে মুখে ফিরবে এই গল্প, যতদিনের কথা এমনকি আকও মনে রাখতে পারবে না। আর, তখনও কি কোমল হবে না আকার মন, ভাববে না আমার কথা?

আপনমনে এসব কথা বলার পর ওয়াই যখন রওনা দিল, তখন গোধূলি। গুহায় পৌঁছতে নেমে এল গাঢ় অন্ধকার রাত।

চুপচাপ গুহায় ঢুকে দেখল, আগুনের পাশে দাঁড়িয়ে আছে আকা। তার মুখে দুশ্চিন্তার ছাপ। প্যাগ বসে বসে একটা বর্শার ফলা ঘষছে। ফিসফিস করে তার কানে কানে কি যেন বলছে ফো।

গুহার অন্যপাশে আরেকটা আগুন জ্বলছে। ললীলা সেখানে ঘুরে ঘুরে দেখছে কোন বাচ্চার গায়ের ওপর থেকে কম্বল পড়ে গেছে কিনা। তাহলে শীতে খুব কষ্ট পাবে। ললীলা অনেকটা সুস্থ হয়ে উঠেছে। তবে চোখমুখ এখনও কিছুটা ফ্যাকাসে। মোয়ানাঙ্গা তার কানে ফিসফিস করে কি যেন বলতে হেসে উঠল সে।

এগিয়ে এসে আগুনের পাশে দাঁড়াল ওয়াই। ওকে দেখেই আকার মুখের রেখা পাল্টে উদ্ধত একটা ভাব প্রকাশ পেল।

'এত দেরি করে এলে,' বলল সে, 'এতক্ষণ একা ছিলে'—একবার ললীলা একবার প্যাগের দিকে তাকাল সে—'আমি তো ভয়-ই পেয়েছিলাম। ভাবলাম,

www.BanglaBook.org

আবার লাল-দেড়েদের হাতে পড়লে কিনা।'

'না,' জবাব দিল ওয়াই। 'ওরা আর কখনও আসবে বলে মনে হয় না। একটা হরিণীকে বর্শা মেরেছিলাম। বর্শাটা ওটার পাশে লাগে। পেছনে পেছনে কিছুদূরে গেলাম, কিন্তু ওটাকে পেলাম না। যে জিনিসটা আমি সবচেয়ে ভাল পারতাম, সেই শিকারেও আর ভাগ্য খুলছে না আমার,' একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল সে। 'ভীষণ ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। খিদেও লেগেছে।'

'হরিণটা বর্শাসুদ্ধই চলে গেছে, বাবা?' জানতে চাইল ফো।

'হ্যাঁ,' অন্যমনস্কভাবে জবাব দিল সে।

'তাহলে বর্শাটা এখনও তোমার হাতে কেন? আজ তো একটা বর্শাই নিয়ে গিয়েছিলে।'

'ছুটতে ছুটতে বর্শাটা গা থেকে খুলে পড়েছিল। পাথরের মধ্যে খুঁজে পেয়েছি পরে।'

'পাথরের মধ্যেই যদি খুলে পড়ল, ওটার গায়ে কাদা কেন?'

এবার আর কোন উত্তর জোগাল না ওয়াইয়ের মুখে।

প্যাগ এতক্ষণ ওয়াইকে লক্ষ্য করছিল। এবার উঠে তার হাত থেকে বর্শাটা নিয়ে পরিষ্কার করতে লাগল সে। খেয়াল করল, ফলায় শুকনো রক্তের কোন দাগ নেই।

পাছে ললীলা খেতে দেয় ভেবে তাড়াতাড়ি ওয়াইকে খেতে দিল আকা।

পরদিন গোত্রের সমস্যা নিয়ে পড়ল ওয়াই। নানা সমস্যা। খাদ্যের সমস্যা। তীরের ওপর শুকোতে দেয়া মাছগুলো সূর্যের আলো না পেয়ে পচে গেছে। এছাড়া, লড়াইয়ে যেসব মেয়ের স্বামী বা ছেলে মারা গেছে, তারাও যথেষ্ট ঝামেলা পাকাল।

তাদের ধারণা, ললীলাই তাদের এই সর্বনাশের মূল। কিন্তু অনেক পুরুষই ললীলার পক্ষ নিল। তারা জানতে পেরেছে, ললীলা ওয়াইকে বাঁচিয়েছে। অনেক মেয়েও তার পক্ষ নিল। গুহার মেয়েরা। তারা দেখেছে, কি যত্নই না করে ললীলা সন্তানদের।

এদিকে মোয়ানাঙ্গা ভালবেসে ফেলেছিল ললীলাকে। খোলাখুলিই সে বলে বেড়াতে লাগল এ কথা। কারণ, ওয়াইয়ের মত কোন শপথ সে করেনি। কিন্তু ললীলাকে এ কথা বলতে হেসে সে বুঝিয়ে দিয়েছে–তা হয় না। মোয়ানাঙ্গা বুঝেছে, তাদের দুজনের মধ্যে আছে ওয়াই। কিছু মনে করেনি সে। পৃথিবীর যে কোন মেয়ের চেয়ে ভাইকেই সে বেশি ভালবাসে। তবে, ললীলার সাথে তার বন্ধুত্ব নষ্ট হয়নি।

মোয়ানাঙ্গাকে ফিরিয়ে দেয়ার জন্যে তানাও ললীলার ওপর খুব খুশি। ভাবছে, উচিত শিক্ষা হয়েছে মোয়ানাঙ্গার।

www.BanglaBook.org

# ষোলো

পরদিন খুব ভোরে ঘুম থেকে উঠে পড়ল ওয়াই। তখনও অন্ধকার কাটেনি। পাশে ঘুমিয়ে থাকা ফো-কে চুমু খেলো সে। ললীলা অঘোরে ঘুমুচ্ছে। কিন্তু ঘুমের মধ্যেও সে-মুখে যেন দুশ্চিন্তার ছাপ। তিনটে বর্শা আর প্যাগের তৈরি কুঠারটা হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সে কিছুক্ষণ দেখল ললীলাকে। তারপর ছোট্ট একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে নিঃশব্দে বেরিয়ে এল গুহা থেকে। ওয়াই ভাবল, ললীলা কিছুই জানতে পারল না। কিন্তু ওয়াই রওনা দিতেই উঠে বসল ললীলা। অন্ধকারে হারিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত তাকিয়ে রইল তার দিকে।

গুহার বাইরে এবড়োখেবড়ো পাথরের একটা খুপরির নিচে কাঠের খোঁটার সাথে বাঁধা ছিল তার কুকুর-ইয়ো। কুকুরটা নেকড়ের মত দেখতে, ভীষণ হিংস্র। ওয়াইকে ছাড়া আর কাউকে দেখতে পারে না। শিকারে তাকে প্রায় সাথে করে নিয়ে যায় ওয়াই। কুকুরটাকে সে অভ্যাস করিয়েছে-শিকার তাড়িয়ে নিয়ে আসে তার দিকে।

বাঁধন খুলে দিতেই ওয়াইয়ের গায়ের গন্ধ পেয়ে খুশিতে গোঙাতে লাগল কুকুরটা। মাথায় থাবড়া মেরে ওকে চুপ থাকতে বলল ওয়াই। তারপর রওনা দিল। আকার কুটিরের পাশ দিয়ে যেতে একটু দাঁড়াল সে। ঢুকে পড়েইছিল প্রায় ভেতরে, কিন্তু আকা তাকে দেখলেই প্রশ্ন করে সবকিছু জানতে চাইবে ভেবে নিজেকে বিরত রাখল।

আকা যদি তার সাথে আগের মত ব্যবহার করত, তাহলে হয়তো একাই লড়তে যেত না সে ওরোকসের সাথে-ভেবে আজ ভোরে দ্বিতীয়বার দীর্ঘশ্বাস ফেলল ওয়াই। আকার ওপর তার কোন রাগ নেই। সে জানে, কেন আকা অমন হয়েছে। ফোয়ার মৃত্যু তাকে সম্পূর্ণ বদলে দিয়েছে। মনে মনে সে ভাবে, ফোয়ার মৃত্যুর জন্যে ওয়াই-ই দায়ী।

এখন আবার তাদের দুজনের মধ্যে এসে পড়েছে ললীলা। ওহ্! তার বুঝি মরাই ভাল। তাহলে মোয়ানাঙ্গা হবে এখানকার সর্দার। অন্তত সে তা-ই ধারণা করে। তবে, দেবতাদের যদি অন্যরকম ইচ্ছে থাকে, তাহলে তারা এই ষাঁড়ের রাজাকে পরাস্ত করার শক্তি তাকে দিক।

ব্যক্তিগত ব্যাপারগুলোকে সে ছেড়ে দিল ভাগ্যের হাতে। ভাগ্যই যা করার করবে। সে যদি ওরোকসটাকে মারতে পারে তাহলে বুঝবে, দেবতারা চায়, সে বেঁচে থাকুক। আর যদি ষাঁড়টা তাকে মারে তাহলে তো সমস্ত জ্বালাযন্ত্রণার ইতি হয়ে যাবে। কুটির পেছনে ফেলে এগিয়ে চলল সে। আকা কোনদিন জানবে না, অন্ধকারে এখানে দাঁড়িয়ে কত কথা, কত স্মৃতি তার মনে ভীড় করে এসেছিল।

সৈকতে এসে পৌছুল ওয়াই। আকাশ পরিষ্কার না হওয়া পর্যন্ত ওখানেই

www.BanglaBook.org

অপেক্ষা করল।

তারপর যে পথে সেদিন ষাঁড়টাকে দেখেছিল, সেটা ছেড়ে নতুন একটা পথ ধরে সে চলল বনের দিকে। ষাঁড়টা সেদিন ঘাঁটিতে এসে তার গায়ের গন্ধ পেতে পারে। পেলে ওই রাস্তার ওপর নজর রাখবে। ওরোক্সের ঘাঁটির প্রান্ত ঘেঁষে চলে যাওয়া পাথুরে পথটার কাছে এসে পড়ল ওয়াই। এখানে কাঁটাগুল্মের ঝোপে লুকিয়ে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিল সে। কারণ, নৈশ আহার সেরে ষাঁড়টা কখন ফিরে আসবে, তার ঠিক নেই। পাথুরে পথটার ওপর ওটার মুখোমুখি সে কিছুতেই হতে চায় না।

আধঘণ্টা কি তার বেশি সে ওখানে বসে থাকল। কাছের মরা একটা ফারের ডালে পাখি এসে বসছে। দক্ষিণে উড়ে যাবার প্রস্তুতি নিচ্ছে তারা। বেশ কিছুক্ষণ কিচিরমিচির করার পর মেঘের মত ঝাঁক বেঁধে উড়ে উঠল পাখিগুলো, চলল উষ্ণ অঞ্চলের উদ্দেশ্যে। অন্য কোন দেশের খবর রাখে না ওয়াই। অবাক হয়ে ভাবল, পাখিগুলো যায় কোথায়, কেনই বা যায়? হঠাৎ ভীত ভঙ্গিতে চেঁচাতে চেঁচাতে তার পাশ দিয়ে ছুটে গেল একটা খরগোস। একটা পাথরের পেছনে গুটিসুটি মেরে বসে পড়ল। প্রায় সাথেসাথেই ওই পথে নিঃশব্দে ছুটে এল একটা বেজি। বোঝা গেল, খরগোসটা কেন ভয় পেয়েছে। খরগোসটা যে পাথরের পেছনে লুকিয়েছিল, সেটার পেছনে অদৃশ্য হয়ে গেল বেজিটা। তীক্ষ্ণ একটা চিৎকার ভেসে এল। পাথরের পেছন থেকে গড়াতে গড়াতে বেরিয়ে এল বেজি ও খরগোস। তীক্ষ্ণ দাঁত বসে গেছে খরগোসের গলায়।

মৃত্যু সবকিছুকে শিকার করছে। দেবতারা মানুষ শিকার করছে। মানুষ চিৎকার দিয়ে পালাচ্ছে দেবতার ভয়ে। এসব ভাবতে ভাবতে ভীষণ আতঙ্ক চেপে ধরল ওয়াইকে।

অনুকূল বাতাস বইছে। পাশে বসা ইয়ো হঠাৎ মাথা তুলে বাতাস শুঁকল। তারপর অত্যন্ত চাপা একটা গর্জন করল।

মাথা তুলতেই ওয়াই বুঝল কুকুরটার গর্জনের কারণ।

কিছুটা ওপর দিকে ভোরের আলো প্রতিফলিত হচ্ছে চওড়া, চকচকে একজোড়া শিংয়ে। সারারাত পেট পুরে খেয়ে গর্তে ফিরে চলেছে বিশাল ওরোক্স। সারা শরীর কেঁপে উঠল ওয়াইয়ের। বিরাট মাথাটা এদিক-ওদিক দোলাচ্ছে। লোমশ ল্যাজ দিয়ে সটাসট বাড়ি মারছে পেটে, পাঁজরে। ওয়াই ভাবল, সময় থাকতে থাকতেই পালিয়ে যাওয়া ভাল।

কোন মানুষ কি এটাকে হারাতে পারবে? ঘুরে রওনা দিতে গিয়ে থমকে দাঁড়াল সে।

মনে পড়ে গেল, কি উদ্দেশ্যে এখানে এসেছে। ষাঁড়টাকে মারতে পারলে ভবিষ্যতে কি সম্মানটাই না সে পাবে। আর, যদি ষাঁড়টা তাকে মেরে ফেলে, সাধারণ মৃত্যুর চেয়ে কত মহৎ সে মৃত্যু। আবার বসে পড়ল সে। আরও আধঘণ্টা অপেক্ষা করল যাতে বিশ্রাম নিতে নিতে ষাঁড়টা আলসে হয়ে পড়ে। তাড়া খেলে যেন হতবুদ্ধি হয়ে যায়। সূর্য ওঠা পর্যন্ত অপেক্ষা করল সে। অনেকদিন পর ঝলমলে সূর্য উঠল। সে আশা করল, সূর্যরশ্মি সরাসরি গিয়ে

www.BanglaBook.org

পড়বে ষাঁড়টার চোখে। এতে করে ওটার দৃষ্টিবিভ্রম ঘটতে পারে।

এবার তাকে সিদ্ধান্ত নিতেই হবে, ষাঁড়টার সাথে লড়বে, নাকি মাথা নিচু করে ফিরে যাবে বাড়িতে। গিয়ে ভান করতে হবে, হরিণ শিকারে গিয়েছিল, কিন্তু হরিণ পাওয়া যায়নি। শিকারী হিসেবে তার অধঃপতনের জন্যে হয়তো বিদ্রুপের হাসি হাসবে প্যাগ। অথবা, সে শিকার পায়নি জেনেও হয়তো হরিণের মাংসের আবদার ধরবে আকা।

সমস্ত ভয় ঝেড়ে ফেলে উঠে দাঁড়াল ওয়াই। হাত দু'দিকে ছড়িয়ে দিয়ে আড়মোড়া ভাঙল। তারপর উঠতে শুরু করল ছোট্ট খাড়াই বেয়ে।

চামড়ার আলখাল্লা খুলে একটা গাছের ডালে ঝুলিয়ে রাখল সে। গায়ে এখন শুধু হরিণ শাবকের চামড়ার হাঁটু পর্যন্ত ঝুল একটা অন্তর্বাস। কুঠারের ফাঁসটা সে গলিয়ে নিল বাঁ কব্জিতে। ছোট, ভারী একটা বর্শা তুলে নিল ডানহাতে। বাকি দুটো থাকল বাঁ হাতে।

গর্তের মুখে উঁকি দিল সে। কিছুই দেখা গেল না। কিন্তু হাউন্ড ইয়োর নাকে গন্ধ ঠিকই গেল। মুখ দিয়ে লালা ঝরতে লাগল তার। গায়ের লোম খাড়া হয়ে উঠল। মাথায় থাবড়া দিয়ে কনুইয়ের একটা ইশারা করল ওয়াই। সাথে সাথে গুলতি থেকে ছোঁড়া পাথরের মত গর্তের ভেতর নেমে গেল ইয়ো। দশ পর্যন্তও গোনেনি ওয়াই, ভেতর থেকে ভেসে এল একটা গম্ভীর, ক্রুদ্ধ গর্জন। মটমট ডাল ভাঙার শব্দে বোঝা গেল, ইয়োকে তাড়া করে ওপরে উঠে আসছে ওরোক্‌স্‌।

ক্রমেই কাছে আসতে লাগল শব্দটা। তারপর জানোয়ারটাকে দেখতে পেল ওয়াই। ইয়ো তার সামনে লাফালাফি করছে, সযত্নে এড়িয়ে যাচ্ছে ষাঁড়টার শিং। বারবার তেড়ে আসছে ষাঁড়টা। খুরের আঘাতে ছিন্নভিন্ন হচ্ছে মাটি। শেষমেষ ষাঁড়টা যখন গর্তের মুখের কাছে এসে পড়ল, একলাফে ওটার নাক কামড়ে ধরে ঝুলতে লাগল ইয়ো।

দুটোই বেরিয়ে এল গর্ত থেকে। মাথা ঝাঁকিয়ে ইয়োকে ঝেড়ে ফেলতে চাইছে ওরোক্‌স্‌। কিন্তু পারছে না। সামনের পা দিয়ে আঘাত করতে চাইল। ব্যর্থ হলো। ওয়াইয়ের পাশে এসে পড়ল ষাঁড়টা। এদিকে বর্শা তুলে পাথরের মূর্তির মত দাঁড়িয়ে আছে ওয়াই। মাটির ওপর মাথা নামিয়ে আনল ষাঁড়টা। ইয়োকে মাটিতে ছেঁচে দিয়ে নিজেকে মুক্ত করার ইচ্ছে।

ওয়াই দেখল, এটাই সুযোগ! বাজপাখির মত ঝাঁপিয়ে পড়ে সজোরে চকমকির বর্শা চালাল সে ষাঁড়টার ডান চোখ লক্ষ্য করে। হাড়ের কোটর ভেঙে আমূল ঢুকে গেল বর্শার ফলা। রাগে, ব্যথায় গর্জে উঠল ষাঁড়টা। এত জোরে মাথা ঝাঁকাল শূন্যে, বর্শার হাতলটা ভেঙে দু'টুকরো হয়ে গেল। চোয়াল একটুও শিথিল না করা সত্ত্বেও দূরে ছিটকে পড়ল ইয়ো। মানুষের গন্ধ পেয়ে সরু পথটা ধরে বিদ্যুৎগতিতে তেড়ে এল ষাঁড়টা। পাথরের গায়ে একদম সেঁটে গেল ওয়াই। চোখ কানা হয়ে যাওয়ার ফলে ঠিকমত দেখতে পেল না সে। ওয়াইয়ের বুক ছুঁয়ে চলে গেল লম্বা শিং। আবার পাঁই করে ঘুরল ষাঁড়টা। হাঁচড়ে-পাঁচড়ে পাথরটার ওপর দু'মানুষ সমান উঁচুতে উঠে পড়ল ওয়াই। একটা

www.BanglaBook.org

শৈলশিরার ওপর দাঁড়িয়ে বাঁ কনুই ফারের মূলে ঠেস দিয়ে সামলে নিতে লাগল নিজেকে।

ওরোক্‌স্ দেখতে পেল ওয়াইকে। পেছনের দু'পায়ে ভর দিয়ে ওকে শিংয়ের আওতায় আনার চেষ্টা করল। দ্বিতীয় বর্শাটা ডানহাতে ধরে তৃতীয়টা ফেলে দিল ওয়াই। মুক্ত বাঁ হাতে চেপে ধরল ফারের শেকড়। শৈলশিরার ওপর দিয়ে বিরাট মুখটা উঠে এল, কিন্তু ওয়াইকে শিংয়ের নাগালে পেল না। মুখ হাঁ করে ক্রোধোন্মত্ত গর্জন ছাড়তে লাগল ষাঁড়টা। সামনে ঝুঁকে দ্বিতীয় বর্শাটা সজোরে ওটার গলার ভেতরে চালাল ওয়াই। নাক দিয়ে গলগল করে রক্ত বেরিয়ে এল। মরিয়া হয়ে ওয়াইকে ধরার চেষ্টা করল ওরোক্‌স্। শৈলশিরার নিচে প্রচণ্ড আঘাত হানল ওটার শিং। ওয়াইয়ের পায়ের নিচের পাথরটুকু গুঁড়ো হয়ে গেল। শেকড়টার ওপর ঝুলতে থাকল সে।

ঘেউ ঘেউ করতে করতে ছুটে এল ইয়ো। তারপর হঠাৎই থেমে গেল ঘেউ ঘেউ। ষাঁড়টার পেছনদিকে দাঁত বসিয়ে দিয়েছে ইয়ো। লাফাতে লাফাতে পা ছুঁড়তে ছুঁড়তে ষাঁড়টা ছুটল ঢালু সরু পথ ধরে। শেকড় ছিঁড়ে ওয়াই-ও পড়ে গেল নিচে। মাটিতে পা ঠেকতেই ঘুরে দেখল, বারো মাত্র কয়েক ধাপ দূরেই ষাঁড়। ইয়োকে মেরে ফেলার আপ্রাণ চেষ্টা করছে। পেটে দাঁত বসিয়েছে ইয়ো। ওয়াইকে দেখেই আবার তেড়ে এল ষাঁড়টা। শেষ বর্শাটা ছুঁড়ল ওয়াই। ঘাড়ে লেগে ওখানেই ঝুলতে লাগল বর্শাটা। এবার ডানে ঝাঁপিয়ে পড়ল ওয়াই। পাঁই করে ঘুরে আবার ছুটে এল ষাঁড়টা। দুই হাতে দুই শিং ধরে ঝুলে রইল সে। মাথা ঝাঁকাল ষাঁড়টা। হঠাৎ করা। ভেঙে গেল ক্ষয়ে যাওয়া মাটি। নিচের দিকে নামতে নামতে কাদার মধ্যে গিয়ে পড়ল ওরোক্‌স্, ওয়াই এবং ইয়ো।

...ওয়াই গুহা ছেড়ে বেরোনোর একটু পর প্যাগের ঘুম ভাঙল। তার মনে হলো, কাঁধ ধরে কে যেন ঝাঁকাচ্ছে। মাথা তুলতেই নিভু নিভু আগুনের আভায় দেখল, একজোড়া নীল চোখ চেয়ে আছে তার দিকে।

'ওঠো, প্যাগ, ওঠো,' বলল সে। 'খুব খারাপ একটা স্বপ্ন দেখেছি আমি। দেখলাম, মরণপণ লড়াই করছে ওয়াই। তবে, কার সাথে লড়াই করছে, বুঝতে পারলাম না। ভোরের আগে ঘুম ভেঙে গেল আমার। আগুনের আভায় দেখতে পেলাম, বর্শা নিয়ে ওয়াই বেরিয়ে যাচ্ছে গুহা ছেড়ে। একটু পর গরগর করে উঠল ইয়ো। বুঝলাম, ওয়াই তার বাঁধন খুলে দিয়েছে। তারপর আবার ঘুমিয়ে পড়লাম আমি। আর তখনই দেখলাম স্বপ্নটা।'

লাফ দিয়ে উঠে বর্শা আর কুঠার তুলে নিল প্যাগ।

'এসো,' বলেই গুহা থেকে বেরিয়ে ইয়োর খুপরির কাছে গেল সে।

'কুকুরটা নেই,' বলল প্যাগ। 'কোন সন্দেহ নেই, ইয়োকে নিয়ে ওয়াই বনে গেছে শিকার করতে। ওকে খোঁজা দরকার। তোমার স্বপ্ন সত্য হতে পারে।'

ছুটে চলল দুজনে বনের দিকে। মোয়ানাঙ্গার কুটিরের পাশ দিয়ে যাবার সময় বেরিয়ে এল মোয়ানাঙ্গা।

www.BanglaBook.org

'কুঠার আর বর্শা নিয়ে আমাদের সাথে চলো,' বলল প্যাগ। 'তাড়াতাড়ি! কথা বলার সময় নেই।'

ছুটে কুটিরে ঢুকে অস্ত্রশস্ত্র নিয়েই ওদের সাথে এসে যোগ দিল মোয়ানাঙ্গা। যেতে যেতেই গল্পটা বলল প্যাগ।

'বাজে স্বপ্ন,' বলল মোয়ানাঙ্গা। 'কার সাথে লড়বে ওয়াই? বাঘ আর নেকড়ে তো শেষ। জানোয়ারগুলোও বন ছেড়েছে।'

'তুমি বনের সেই ষাঁড়ের কথা শোনোনি, যার সামনে কেউ যেতে সাহস পায় না? আমি জানতে পেরেছি, ওটা কোথায় থাকে। ওয়াইকে বলিনি। কিন্তু সে বোধ হয় নিজেই জায়গাটা খুঁজে পেয়েছে,' দম ঠিক রাখার জন্যে থেমে থেমে বলল প্যাগ। ভোরের আলো উঁকিঝুঁকি দিচ্ছে। মাটির দিকে দেখিয়ে সে বলল:

'ওয়াই আর ইয়োর পায়ের দাগ,' আরও নিচু হয়ে দাগটা কোন্ দিকে চলে গেছে, পরীক্ষা করল সে।

বালির ওপর পরিষ্কার পদচিহ্ন ফুটে আছে। সেই চিহ্ন অনুসরণ করে চলল তিনজনে। হঠাৎ চিৎকার দিয়ে উঠল ললীলা। হাত তুলল সামনের দিকে।

পাঁকের মধ্যে গড়াগড়ি খাচ্ছে ভয়ঙ্কর ষাঁড়টা। আড়াআড়িভাবে ঘাড়ের ওপর বসে এক হাতে শিং ধরে আরেকহাতে কুঠারের ঘা মেরে চলেছে ওয়াই। ষাঁড়টার নিচ থেকে বেরিয়ে আছে হতভাগা ইয়োর পেছনদিকটা।

মরিয়া হয়ে একটা শেষ চেষ্টা করল ওরোকস্। চটচটে কাদার ভেতর থেকে উঠে গড়িয়ে উল্টে গেল ষাঁড়টা ওয়াইকে নিয়ে। পাঁকের ভেতর যেন হারিয়ে গেল ওয়াই। নড়াচড়া নেই, গোঙাতে লাগল ষাঁড়টা। চোখ বোজা। চামড়াটা শুধু কেঁপে কেঁপে উঠছে।

ছুটে গেল প্যাগ আর মোয়ানাঙ্গা। লাফিয়ে ওরোক্সের ওপর উঠে পড়ল। সর্বশক্তি দিয়ে বিরাট মাথাটা একপাশে সরাল প্যাগ। নিচে পড়ে আছে ওয়াই!

ললীলা ছুটে এল। এক কোমর পাঁকে নেমে তিনজন মিলে টানতে লাগল ওয়াইকে। অনেক কষ্টে বের করে জলাটার পাশে এনে উপুড় করে শোয়াল তাকে। তারপর তাকিয়ে রইল একদৃষ্টে। অনেকক্ষণ পর নড়ে উঠল ওয়াই। কাশল। ভক ভক করে লাল কাদা বেরিয়ে এল মুখ দিয়ে। একেবারে ঠিকসময়ে তারা হাজির হওয়ায় এ যাত্রা বেঁচে গেল ওয়াই।

তিনজনে ধরাধরি করে ওয়াইকে গ্রামে নিয়ে এল। এই কাহিনী শুনে সমস্ত লোক ছুটল সেই জলা অভিমুখে। ওরোক্স্ ও ইয়োকে তারা পাঁক থেকে তুলল। মরে গেছে ইয়ো, কিন্তু এখনও কামড় ছাড়েনি।

ষাঁড়টার গাঁয়ের কাদা পরিষ্কার করতে ওয়াইয়ের বর্শার ক্ষতগুলো দেখা গেল। একটা বর্শা ঢুকে আছে চোখে, আরেকটা জিহ্বার গোড়া পর্যন্ত। জানোয়ারটার মাথা ফালি ফালি হয়ে গেছে কুঠারের আঘাতে। ঘাড়ের হাড়টা কেটে ফেলার চেষ্টা করেছে ওয়াই। ঘন লোম আর পুরু চামড়ার জন্যে কাটতে পারেনি। তবু, কুপিয়ে গেছে ষাঁড়টা না মরা পর্যন্ত। বিরাট শিং দুটো দেখে,

www.BanglaBook.org

অবাক হয়ে গেল তারা। পাথরে গুঁতো মারায় একটা শিং চিরে গেছে। লাঠি দিয়ে ষাঁড়টার দৈর্ঘ্য মেপে তারা আর্ককে জানাল।

আর্ক বলল, তার দাদার দাদার আমলে তার চাচার চাচার চাচার চাচা এটার চেয়ে বড় একটা ওরোক্স্ মেরেছিল। নরম ডালের একটা জাল সে ছুঁড়ে মেরেছিল ওরোক্সের ওপর। তারপর পাথর দিয়ে ঘা দিতে দিতে ওটাকে খতম করে দিয়েছিল। সবাই জানতে চাইল, এই কাহিনী সে জানল কি করে। আর্ক জবাব দিল, তার দাদীর দাদীর দাদী একশো বছর বয়েসে এ গল্প বলে তার আপন দাদীকে। সেই দাদীর থেকে এই গল্প সে শুনেছে ছেলেবেলায়।

ষাঁড়টার চামড়া খুলে মাংস ভাগ করে দেয়া হলো। মাদুর তৈরির জন্যে চামড়াটা নিয়ে যাওয়া হলো গুহায়। যে গাছে হেঙ্গার মাথা টাঙানো হয়েছিল, সেই গাছেই টাঙানো হলো ওরোক্সের বিরাট মাথাটা। গুহামুখের কাছে বসে মাথাটার দিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে ভাবল ওয়াই, এরকম একটা জানোয়ারের সাথে লড়ার শক্তি সে পেয়েছিল কোথায়!

আকা বলল, 'তোমার শক্তি সাংঘাতিক, স্বামী। ইচ্ছে করলে আরও অনেক আগেই তুমি হেঙ্গাকে মারতে পারতে। তাহলে হয়তো মেয়েটা বাঁচত। তোমার মত মানুষের সন্তানের জন্ম দিয়ে আমি গর্ব অনুভব করছি। এখন বলো দেখি, ষাঁড়টা যখন তোমার ওপর গড়িয়ে পড়ল, প্যাগ আর মোয়ানাঙ্গা কেমন করে তোমাকে টেনে বের করল?'

'ঠিক জানি না। ললীলা নাকি কি একটা স্বপ্ন দেখে প্যাগ ও মোয়ানাঙ্গাকে বলে। তারপর তিনজনেই আমার খোঁজে ছুটে যায়। ললীলাকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করো। সুস্থ হবার পর ওকে আর দেখিনি।'

'ওকে খুঁজেছি কিন্তু পাইনি। ওর ডাইনীগিরি কেবল শুরু হয়েছে।'

'যদি তাই হয়, তাহলে এ ব্যাপারে তোমার রাগ করা উচিত নয়।'

'রাগ করিনি আমি। বরং শ্রেষ্ঠ মানুষটিকে বাঁচানোর জন্যে মনে মনে ধন্যবাদই জানিয়েছি। ওকে তোমার বিয়ে করা উচিত। তোমার বৌ হবার পক্ষে যথেষ্ট যোগ্যতা সে দেখিয়েছে। আগে ওকে খুঁজে বের করা দরকার।'

'বিয়ে সংক্রান্ত একটা নতুন আইন তৈরি করেছি আমি। যে আইন তৈরি করে, তার কি আইন ভাঙা উচিত?'

'কেন নয়,' হাসল আকা, 'তাছাড়া, যে একাই ওরকম একটা ষাঁড় মারতে পারে, তার কি দোষ খুঁজবে কেউ? অন্তত আমি তো খুঁজব না।'

'দুজন মিলে ষাঁড়টাকে মেরেছি আমরা। আমি আর ইয়ো। ইয়ো না থাকলে আমি মারাই যেতাম।'

'তাহলে তো ইয়োকেও সম্মান করতে হয়। তোমার মত আইন তৈরির ক্ষমতা থাকলে ইয়োকে আমি দেবতা বানাতাম।'

স্বভাবসিদ্ধ বাঁকা হেসে প্যাগ ও মোয়ানাঙ্গার সাথে কথা বলতে চলে গেল আকা। আসলে ঠিক ঠিক কি ঘটনা ঘটেছে, সে জানতে চায়।

গুহামুখে বসে খাবার খেতে খেতে ফো-কে গল্পটা শোনাল ওয়াই। চোখ



নেশা

www.BanglaBook.org

বড় বড় করে শুনল কো। গল্প শেষে ষাঁড়টার চামড়া ঠিকঠাক মত কসানোর ব্যাপারে সাহায্য করার জন্যে ফো-কে পাঠিয়ে বেরিয়ে পড়ল সে গুহা থেকে। ললীলার খোঁজ করা দরকার।

হাঁটতে হাঁটতে সীল ধরা সৈকতের দিকে চলল সে। ওখানে ললীলাকে পাওয়া যেতে পারে। পৌঁছুতে বিকেল গড়িয়ে গেল। ছোট্ট গুহাটার মুখের কাছে চুপচাপ বসে থাকতে দেখল সে ললীলাকে। যেন সূর্য ডোবা বা চাঁদ ওঠার অপেক্ষা করছে। তাকে দেখে চমকে উঠল ললীলা, কিন্তু কিছু বলল না।

'তুমি এখানে কেন?' কড়া গলায় জানতে চাইল ওয়াই।

'একা থাকার জন্যে। একটা স্বপ্ন দেখেছি বলে চাঁদকে ধন্যবাদ জানাব। প্রার্থনাও করব চাঁদ উঠলে।'

'তাই কি? অন্য কোন উদ্দেশ্য নেই?' গুহাটার দিকে তাকাল ওয়াই। ওখানে ললীলার নৌকোটা রাখা আছে।

'ঠিক জানি না। প্রার্থনার জবাব কি পাব, তার ওপর সব নির্ভর করছে।'

'শোনো, ললীলা,' রাগে গলা কাঁপতে লাগল ওয়াইয়ের। 'তুমি চলে না যাওয়ার ব্যাপারে শপথ করেছ, তাছাড়া কুঠার দিয়ে তোমার নৌকোর তলা কেটে ফেলতাম। অথবা পুড়িয়ে ফেলতাম।'

'কি লাভ, ওয়াই? যারা মৃত্যু চায়, তাদের পথ কি একটা? এক পথ বন্ধ হলেও আরও অনেক পথ খোলা থাকে।'

'কিন্তু তুমি মৃত্যু চাইছ কেন? এখানে কি তুমি এতই অসুখী? আমাকে কি এতই ঘৃণা করো যে মরতে হবে?'

'তোমাকে আমি ঘৃণা করি না, সেটা জানো তুমি। এখন কথা শোনো। আমাদের লোকেরা বিশ্বাস করে, আমি ভবিষ্যৎ বলতে পারি। মাঝে মাঝে আমারও মনে হয়, এই ক্ষমতা আমার আছে। বুঝতে পারছি, এখান থেকে চলে না গেলে আমার সবচেয়ে প্রিয়জনের বিপদ হবে।'

'তাহলে না গিয়ে থেকে যাও। আমরা দুজন মিলে সেই বিপদের মোকাবিলা করব।'

'কোন বিপদের মোকাবিলাই আমাদের দুজনের একত্রে করা সম্ভব নয়। তুমি কি শপথ ভাঙতে চাও? শপথ ভাঙলে আকা ও অন্যান্য লোকজন তোমাকে বিদ্রূপ করবে—সেটা দেখার জন্যে বেঁচে থাকার ইচ্ছে আমার নেই।'

'তাহলে সব শেষ,' ওয়াইয়ের ভেতর থেকে গভীর আর্তনাদ বেরিয়ে এল।

মাথা তুলে আকাশের দিকে তাকাল ললীলা। সন্ধ্যাতারা ফুটে উঠেছে। সেই তারার দিকে অপলক তাকিয়ে সে বলল:

'কেমন করে বললে, সব শেষ? সব কি শেষ হয়? আমাদের দেশের জ্ঞানী মানুষেরা বলে, মৃত্যুতেও সবকিছু শেষ হয়ে যায় না। সেটা নাকি সবে শুরু। মরার পর ওই দূর তারার রাজ্যে মানুষ নাকি ফিরে পায় নতুন জীবন। এখানে যা হারালাম, তার সবই নাকি পাওয়া যাবে ওখানে। আমি এসব কথা বিশ্বাস করি। এই পৃথিবী তাই আমার কাছে তুচ্ছ।'



BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ওয়াই জানতে চাইল, 'তুমি কি বলতে চাইছ, মরার পর নতুন একটা দেশ খুঁজে পাব, যে দেশে পাওয়া যাবে, যা কিছু হারিয়েছি? ফোয়া, মা আর-আর যাদের হারিয়েছি, তাদের সবাইকে পাব? শান্তিতে বসবাস করতে পারব তাদের সাথে? আনন্দে ভরে উঠবে জীবন?'

'হ্যাঁ।'

'কখনও কখনও এরকম চিন্তা আমিও করেছি। কিন্তু ঠিক বিশ্বাস করতে পারিনি। বলো, নতুন এই বিশ্বাসের কথা বলো আমাকে, ললীলা।'

নিচু, আন্তরিক স্বরে বলতে লাগল ললীলা। তার কথা গিলতে লাগল ওয়াই। নতুন এক উদ্যমে ভরে উঠল তার হৃদয়।

'আজ রাতে আর কিছু বলো না। আমাকে ভাবতে দাও। আমাকে ভাবতে হবে,' শেষমেষ বলল ওয়াই।

ললীলা হাসল। যাবার জন্যে দুজনই উঠে পড়তে সে বলল:

'প্যাগ বা অন্য আর সবাইকে স্বপ্নটার কথা যা বলেছি, সেটুকুই শেষ নয়। আরও আছে। স্বপ্নে দেখলাম, গোপনে তুমি বেরিয়ে গেলে অন্ধকারে। ধরেই নিয়েছিলে, আলোয় তুমি ফিরে আসবে না আর।'

'হয়তো তাই ভেবেছিলাম। আমার মনে সুখ নেই।'

'এখন তো তুমি সুখী। গতবার ফিরে এসে শপথ করেছিলাম, তোমার কাছ থেকে আর পালিয়ে যাব না। হাত ধরাধরি করে না হলেও ভাল বা মন্দ সবকিছুতেই তোমার পাশে থেকে যাব আমি শেষপর্যন্ত। সে-ই শেষ, যেখান থেকে নতুন জীবন হবে শুরু। এরকম শপথ তুমি করতে পারো, ওয়াই।'

'পারি, ললীলা।'

'ভাল। খুব ভাল। এখন তাহলে আমরা হাসিমুখে যে কোন ঝামেলার মুখোমুখি হতে পারি।'

'হ্যাঁ। কিন্তু একটা কথা। তুমি জানো, ফো-কে আমি খুব ভালবাসি। ওর জন্যে আমার ভয় হয়। শুধু ভাবি, ওর দশা যেন আবার না হয় ওর বোনের মত। ও আমার একমাত্র সন্তান।'

'ভয় নেই। আমার ধারণা, ফো-ও একদিন বিরাট এক গোত্রের নামী সর্দার হবে।'

'কেমন করে জানলে।' ওয়াইয়ের গলায় কৌতূহল।

'তোমাকে বলেছি না, আমি ভবিষ্যৎ জানতে পারি,' বলে আবার মিষ্টি করে হাসল ললীলা।

# সতেরো

ললীলার সাথে এই বিষয়ে আরও আলোচনা করার পর ওয়াইয়ের মুখের



নেশা

www.BanglaBook.org

বিষণ্নভাব কেটে গিয়ে সেখানে ভর করল আনন্দ। আকাও অবাক হয়ে গেল তার এই পরিবর্তন দেখে। সে ভেবেছিল, ওয়াই যতই শপথ করুক, ললীলাকে সে গোপনে বিয়ে করেছে। কিন্তু তার ধারণা যে ভুল, এ সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হবার পর আকা হতবুদ্ধি হয়ে গেল। শেষমেষ কৌতূহল চাপতে না পেরে এমন কায়দায় প্রশ্ন করতে লাগল, যাতে ওয়াই সমস্ত রহস্য উন্মোচন করতে বাধ্য হয়।

'সবকিছুই কেমন বিশ্রী,' বলল সে। 'খাবার বেশি নেই, শীতের শুরুতেই ঠাণ্ডা জেঁকে বসেছে। কিন্তু তুমি বালকদের মত উৎফুল্ল হয়ে আছ। ব্যাপারটা কি বলো তো?'

'জানতে চাও? বেশ, তাহলে শোনো। বিরাট একটা সত্য জানতে পেরেছি আমি। মৃত্যুর পরও জীবন আছে। ফোয়ার কবরে খেলনাগুলো দিয়ে আমি ভুল করিনি। মরার পর দেখতে পাব, অন্য একদেশে খেলনাগুলো নিয়ে খেলছে সে।'

'তুমি কি পাগল হয়ে গেছ? বরফ-দেবতারা কি কোনদিন আমাদের এরকম জীবনের কথা বলেছে? আর্ক বা অন্য কোন বুড়োর কাছ থেকে এ ধরনের কথা কখনও শুনেছ?'

'না। কিন্তু আমি যা বলছি, তা সত্য। যদি সুখী হতে চাও, তোমাকেও শিখতে হবে এসব কথা।'

'কে শেখাবে আমাকে?'

'আমি শেখাব, অবশ্য তুমি যদি শিখতে চাও।'

'কিন্তু তার আগে বলো, তোমাকে কে শেখাল। ললীলা?'

'তাছাড়া আর কে? ওদের দেশের মানুষের জ্ঞানের কথা শুনেছি আমি। বিশ্বাস করো, আমি পাগল হয়ে যাইনি। ওর কথা মিথ্যে নয়। ওই কথা শুনে আমার মত দুঃখী লোক সুখী হয়েছে। সাহসও অনেক বেড়ে গেছে আমার।'

একটু চুপ করে থেকে ঠাণ্ডা গলায় আকা বলল:

'এবার বুঝেছি। ওই ডাইনীটা তোমাকে জাদুকর বানিয়েছে। বিষিয়ে তুলেছে তোমার ভেতরটা। মন ফিরিয়ে দিয়েছে প্রাচীন দেবতাদের দিক থেকে। সর্দার আর সাগর-ডাইনী মিলে অস্বীকার করছে দেবতাদের। তাই তো বলি, আমাদের ওপর এত অভিশাপ নেমে আসছে কেন। বলো আকাশের দিকে তাকিয়ে তোমরা কিসের পুজো করো? আমি তোমাদের আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখেছি।'

'আমরা ভাবি, আকাশে কে আছে। ওখানে গেলে কাদের সাথে দেখা হবে।'

আকা এবার রাগে কাঁপতে লাগল।

'বাপ-দাদার দেবতাকে যে ত্যাগ করে, সেই জাদুকরের সাথে কথা বলব আমি?' ঘুরে চলে গেল আকা।

আবহাওয়া ভীষণ খারাপ হয়ে গেল। শীত এত প্রচণ্ডরূপ ধারণ করল যে,

www.BanglaBook.org

আর্ক পর্যন্ত বলল, এরকম শীতের কথা সে-ও কোনদিন শোনেনি। উত্তর ও পুবদিক থেকে ধেয়ে এল চাবুকের মত বাতাস। অনবরত তুষারপাত হতে লাগল দিনের পর দিন। কুটিরগুলো প্রায় ডুবে গেল তুষারে। ফারগাছের মাথা শুধু জেগে রইল। সাগরের ওপর পড়ল পুরু বরফের আস্তরণ। পাহাড়ের মত বিশাল সব বরফস্তূপ ভেসে চলল দক্ষিণে। এসে হাজির হলো মারাত্মক শ্বেত ভালুকের দল। তাদের ভয়ে লুকাল সব সীল মাছ।

মাসের পর মাস গেল। ওয়াই বুদ্ধি করে খাবার মজুত করেছিল বলে কিছুটা রক্ষা। তবু, খাবারের খোঁজে বেরোতে হলো তাদের। ক্ষুধার্ত শ্বেত ভালুকের বিরুদ্ধে লড়তে গিয়ে মারা পড়ল কয়েকজন। মারাত্মকভাবে আহত হলো কেউ কেউ। বুড়ো এবং কিছু শিশু মারা গেল ঠাণ্ডায়। ওয়াইয়ের কথা অমান্য করে যেসব কুটিরে জ্বালানি কাঠ ও শুকনো শৈবাল জড়ো করা হয়নি, বিশেষ করে সেগুলোতেই ঘটল দুর্ঘটনা। বনভূমি বরফে ডুবে গেছে। নতুন করে জ্বালানী কাঠ সংগ্রহ করা অসম্ভব।

এত কাণ্ডের পরেও ওয়াইয়ের মুখের হাসিটি কিন্তু অম্লান রইল। সর্দার হিসেবে তার যথাসাধ্য করল সে। নিজের খাবার ভাগ করে দিল। জ্বালানী কাঠ সরবরাহ করল। পরিত্যক্ত শিশুদের যথাসাধ্য যত্ন নিল ললীলা। কিন্তু ভয়ঙ্কর ঠাণ্ডায় শিশুরা মারা গেল একের পর এক। খুব কাঁদল ললীলা।

অবশেষে দুঃসহ শীতকাল পেরিয়ে এল বসন্ত। কিন্তু বসন্তের কোন চিহ্ন তখনও নেই প্রকৃতিতে। তুষারপাত অবশ্য বন্ধ হলো। ছোট হয়ে এল সৈকতের ওপরের বরফের পাহাড়। সাদা বিছানা ছেড়ে উঠে এল গাছগুলো। কিন্তু মরে গেছে বেশির ভাগই। সবুজের কোন চিহ্ন নেই কোথাও। ঘাস মরে গেছে। ফুটল না কোন বসন্তের ফুল। সীল বা পাখিরও পাত্তা নেই।

গুজবের ঝড় বয়ে গেল লোকজনের মধ্যে। একেকজনের মুখে একেকরকম গল্প।

'অভিশাপ পড়েছে আমাদের ওপর। সাগর-ডাইনী বয়ে এনেছে এই অভিশাপ।'—এটাই গল্পগুলোর মূল সুর।

এসব ছাড়াও আরেক গুজব উঠল। যুগ যুগ ধরে পূর্বপুরুষেরা যে বরফ-দেবতার পুজো করে এসেছে, সর্দার ওয়াই নাকি তাদের আর মানছে না। সে এখন পুজো করে সাগর-ডাইনীর দেবতাকে। এসব কথা অবশ্য ওয়াইকে জিজ্ঞেস করার সাহস হলো না কারও। যে হেঙ্গা, দাঁতালো বাঘ আর ওই ষাঁড়কে মারতে পারে, সে সাধারণ মানুষ নয়। এ বিষয়ে তারা জানতে চাইল প্যাগের কাছে। ওদের কথা শুনে প্যাগ বলল,

'এই দেবতাদের ব্যাপারে আমি কিছুই জানি না। কারণ, দেবতাকে বিশ্বাস করি না আমি। শুধু জানি, আবহাওয়ার জন্যেই এই দুর্দশা। ওয়াই শপথ ভাঙেনি। অনায়াসেই শপথ ভেঙে ললীলাকে বিয়ে করতে পারত সে। কিন্তু করেনি। আমার কথা হলো, চুপচাপ মৃত্যুকে মেনে নিতে না চাইলে তোমাদের বরফ-দেবতাদের থেকে জেনে এসো, তাদের কি ইচ্ছে। আমার মনে হয়, মানুষ মরবেই। এ নিয়ে হৈ-চৈ করে কোন লাভ নেই। ওয়াইয়ের পক্ষের ও

www.BanglaBook.org

বিপক্ষের লোকদের জড়ো করো তোমরা। সবাই মিলে গিয়ে দেখা যাক, বরফ-দেবতারা কি বাণী দেয়। তোমরা তো দেবতাদের অনেক উৎসর্গ করেছ; দেখা যাক, আর কি চায় তারা।'

বরফ-দেবতাদের উপহাস করে তিক্তকণ্ঠে কথাগুলো বলে গেল প্যাগ। একবারও ভাবল না, লোকেরা এই কথার কতখানি গুরুত্ব দেবে। তারা ভাবল, প্যাগ ঠিকই বলেছে। দেবতাদের কাছে নিশ্চয় যাওয়া উচিত। তাদের কাছে গেলে, উৎসর্গ করলে—এই দুর্দশার কথা তারা নিশ্চয় শুনবে। বরফ গলে গিয়ে আবার হেসে উঠবে বসন্ত।

পরামর্শ করে কিছু লোক নগী, পিটোকিটি, হু এবং হোয়াকাকে সাথে নিয়ে গুহায় গেল ওয়াইয়ের সাথে দেখা করতে। হোটোয়া ও আর্ককে মুখপাত্র নির্বাচিত করল তারা। গুহার কাছে গিয়ে তিনবার শিঙা ফুঁকল উইনি-উইনি। সর্দারের সাথে কথা বলতে চাইলে এরকম করাই প্রাচীন রীতি।

দাঁতালো বাঘের চামড়ার আলখাল্লা পরে বেরিয়ে এল **ওয়াই**। তাকে দেখে মুখ নত করল সবাই।

'কি ব্যাপার?' জানতে চাইল সে।

'সর্দার,' বলল আর্ক, 'লোকজন আর এই **অভিশাপ** সহ্য করতে পারছে না। সাগর-ডাইনীর অভিশাপেই নাকি এইরকম হচ্ছে। সে তোমার মনের পরিবর্তন এনেছে। তুমি নাকি আর প্রাচীন বরফ-দেবতাদের পুজো করতে চাও না; পুজো করতে চাও অন্য দেবতার, তাই বরফ-দেবতারা রেগে গেছে। ফলে, আমাদের এই অবস্থা। আমরা জানতে এসেছি কথাটা সত্য কিনা।'

'সত্য,' দৃঢ়, অবিচলিত কণ্ঠে বলল ওয়াই। 'আমি আর বরফ-দেবতাদের পুজো করি না। কারণ, ওদের **বিশ্বাস** করি না আমি। আসলে বরফের ভেতর কোন দেবতা নেই। ওটা বিশাল এক জানোয়ার ও একজন মানুষ; দুটোই মারা গেছে বহু যুগ আগে।'

এই কথা শুনে মুখ **চাওয়া**-চাওয়ি করতে লাগল তারা। গা কেঁপে উঠল। এ ধরনের কথা তাদের **কাছে** ভয়াবহ। হাত ওপরে তুলল নগী। প্রার্থনা করল নাকি মন্ত্র আওড়াল, **ঠিক** বোঝা গেল না। আর্ক আবার বলল:

'এইরকম হলে ভয়ের কথা। শোনো, সর্দার। পূর্বপুরুষদের কাছে শুনেছি, এখনকার মত আকাল নাকি পড়েছিল একবার। সেবার সর্দার বলি দিয়েছিল তার ছেলেকে। **তাতে** খুশি হয়েছিল দেবতারা। আবহাওয়া ভাল হয়েছিল, সীল ও অন্যান্য মাছ **ফিরে** এসেছিল প্রচুর পরিমাণে। সবকিছু আবার স্বাভাবিক হয়ে গিয়েছিল।'

'তোমরা কি চাও, আমার ছেলেকে আমি বলি দিই?'

'সর্দার, নগী নাকি একটা নির্দেশ পেয়েছে। গভীররাতে সে আর তার বৌ আওয়াজ শুনেছে, তাদের কুটিরের ওপর থেকে কথা ভেসে আসছে।'

'কি কথা?' কুঠারে ভর দিয়ে নগীর দিকে চেয়ে জানতে চাইল ওয়াই। 'তুমি শুনেছ; আমি তোমার মুখ থেকেই শুনতে চাই।'

www.BanglaBook.org

চিকন গলায় বদমুখো নগী বলল:

'সর্দার, বরফ-দেবতাদের উদ্দেশ্যে বলি দিতেই হবে। আর, এমন কিছু বলি দিতে হবে, যেটা দু পায়ে হাঁটে।'

'নাম বলেছে নাকি, নগী?'

'না। তবে বলেছে, কাকে বলি দেওয়া হবে সেটা সর্দারকেই বেছে নিতে হবে নিজের পরিবার থেকে। পাহাড়ে উঠে বরফ-দেবতাদের একেবারে সামনে, নিজ হাতে বলি দিতে হবে।'

'আমার পরিবারের নাম বলো।'

'সর্দার, তোমার পরিবারে তো তিনজন মানুষ। তোমার বৌ আকা, ফো আর সেই সাগর-ডাইনী, তোমার দ্বিতীয় বৌ।'

'আমার কোন দ্বিতীয় বৌ নেই। তোমাদের কাছে যে শপথ করেছিলাম, তার কোনটাই ভাঙিনি আমি।'

'আমরা ধরে নিয়েছি, সে তোমার দ্বিতীয় বৌ। আমাদের এই অবস্থার জন্যে সে-ই দায়ী; সে-ই নিয়ে এসেছিল লাল-দেড়েদের,' নগীর এই কথার সাথে সাথে সম্মতিসূচক মাথা নাড়তে লাগল অন্যান্য লোকেরা। 'তুমি বেছে নাও, এই তিনজনের মধ্যে কাকে বলি দেবে। পূর্ণিমার রাতে, সূর্য ডোবার পরপরই বলি দিতে হবে। কারণ, বলি দেয়ার ওটাই উপযুক্ত সময়। ওইসময় চাঁদ আর সূর্য মুখোমুখি চেয়ে থাকে।'

'যদি না দিই?'

নগী এবার তাকাল আর্কের দিকে। আর্ক বলল:

'যদি না দাও, তাহলে জনগণ ঠিক করেছে, আকা, ফো এবং ওই ডাইনী, তিনজনকেই খুন করবে তারা। দিনে, রাতে, জেগে থাকা অবস্থায়, ঘুমোনোর বা খাবার সময়—যখন পাওয়া যাবে। খুন করে বরফ-দেবতাদের সামনে নিয়ে গিয়ে রাখা হবে তাদের দেহ।'

'আমাকে খুন করবে না কেন?'

'কারণ, তুমি যে সর্দার। তোমার চেয়ে শক্তিশালী কেউই শুধু তোমাকে খুন করবে। এখানে তোমার চেয়ে শক্তিশালী তো কেউ নেই। তোমার সামনে দাঁড়াবার সাহস কি কারও আছে?'

'অর্থাৎ, নেকড়েদের মত দুর্বলকে মারবে তোমরা, কিন্তু সবলকে ঘাঁটাবে না। যাও, এখন ফিরে যাও সবাই। আজরাতে চিন্তা করে দেখি। কাল জানাব, কি করতে চাই। বলি যদি দিতেই হয়, সন্ধ্যায় যেন দেয়া যায়, সেজন্যে দুপুরের মধ্যেই আমার ইচ্ছে জানিয়ে দেব।'

সুড় সুড় করে চলে গেল সবাই। ওয়াইয়ের দিকে তাকানোর সাহস হলো না কারও। আগুনের মত দু'চোখ জ্বলছে তার।

আকা, প্যাগ, ললীলা বা ফো-কে এসবের কিছুই জানাল না ওয়াই। কিন্তু ওরা বোধ হয় কোনভাবে জেনে গেছে। কারণ, ওরা, এমন কি ফো-ও তার দিকে অদ্ভুত চোখে তাকাল। অন্তত ওয়াইয়ের তাই মনে হলো। বিকেলে গুহামুখের কাছে গিয়ে দেখল, বিরাট একটা আগুন জ্বলছে কুটিরগুলোর দিকে।

www.BanglaBook.org

আগুন ঘিরে অনেক লোক। মনে হয়, ভোজ চলছে।

'বোধ হয় মরা সীল পেয়ে রান্না করছে,' নিজের মনে বলল ওয়াই।

প্যাগ ও মোয়ানাঙ্গা এসে হাজির হলো এসময়। মোয়ানাঙ্গার পায়ে জখমের চিহ্ন, যেন কোথাও লড়াই করে এল।

'ওখানে কি হচ্ছে?' জানতে চাইল ওয়াই।

'ভাই,' আতঙ্কিত স্বরে বলল মোয়ানাঙ্গা, 'তুমি তো বলেছ, পূর্ণিমার রাত পার না হলে আর খাবার দেয়া যাবে না। ওদিকে খাবার শেষ হয়ে যারা অনাহারে ছিল, তারা দুটো মেয়েশিশুকে জবাই করে রান্না করে খেয়ে ফেলেছে। আমি বাধা দিতে গিয়েছিলাম। কিন্তু গদার বাড়ি খেয়েছি। ওরা নেকড়ের চেয়েও হিংস্র হয়ে আছে।'

'তাই নাকি?' ভেতরটা মোচড় দিয়ে উঠল ওয়াইয়ের।

'কিছু লোক জড়ো করে ওদের আক্রমণ করব? খতম করে দেব?'

'রক্তক্ষয় করে কি লাভ? ওরা এইরকমই। আমি একটু ঠাণ্ডা মাথায় চিন্তাভাবনা করতে চাই। কেউ যেন আমাকে বিরক্ত করে না। আমি একা থাকতে চাই। ভয় পেয়ো না। আমি আসছি। বাচ্চাগুলোকে দেখো। খিদেয় অনেকগুলোর মরার অবস্থা।'

চলে গেল ওয়াই। পাহাড়ে উঠে সে হাজির হলো বরফ-দেবতাদের বাসস্থানে।

বড় হিমবাহটা আরও এগিয়ে এসেছে। একটা লাঠি পুঁতে চিহ্ন রেখেছিল সে। লাঠিটা ঢেকে গেছে। স্লীপার আর সেই মানুষটা যেন আরও এগিয়ে এসেছে। আগের চেয়ে পরিষ্কারভাবে ওদের দেখতে পেল ওয়াই।

'এই দেবতারা তাহলে ঘুরে বেড়ায়,' আপনমনে এই কথা বলে একটা পাথরের ওপর বসে গভীর চিন্তায় নিমগ্ন হলো সে।

এই জায়গাটা আগে তার কাছে পবিত্র ছিল। এখন আর নেই। তবু সে এখানে এসেছে। কারণ, সে একা থাকতে চায়। রাতে এখানে আসার সাহস হবে না কারও।

ধীরে ধীরে পশ্চিমাকাশে ডুবে গেল সূর্য। পুবকাশে দেখা গেল চাঁদ। ওয়াই প্রার্থনা করতে লাগল:

'ললীলা তোমার পুজো করে। দেখো! আমি অসহায়। ওরা আমার প্রিয়জনকে বলি দিতে চায়। আমাকে বেছে নিতে বলছে, কাকে বলি দেব। না হলে আমার প্রিয়জনদের মেরে ফেলবে। ওরা বলছে, বরফ-দেবতারা নাকি বলি চায়। ললীলা তো তোমার পুজো করে। আমাকে বলে দাও, আমি কি করব।'

অত্যন্ত সাধারণ ভাষায়, সরলভাবে প্রার্থনা করল ওয়াই। যতটা না মুখে মুখে, তার চেয়ে বেশি অন্তরে। তারপর আবার ডুবে গেল চিন্তায়।

জায়গাটা একেবারে স্তব্ধ। ঝুলে আছে বরফ ভেজা ভারী বাতাস। দু পাশে দেখা যাচ্ছে সাগরের কালো পাথুরে দেয়াল। সামনের বরফ আলোর প্রতিফলনে নীল হয়ে আছে। বাঁয়ে কিছুটা ওপরদিকে সেই লোমশ মানুষ, পেছনে অজানা



BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ভয়ঙ্কর দানব।

এখন কি করবে সে? গোত্রের সবাই বরফ-দেবতাকে বিশ্বাস করে। সে করে না। বরং শয়তান ভাবে। ওরা বিশ্বাস করে, বলি দিলেই আবার সুসময় ফিরে আসবে। হতেও পারে। শয়তানেরা তো রক্ত পেলেই খুশি হয়।

কিন্তু কাকে বলি দেবে সে? আকাকে? না, কক্ষনো না। খারাপ ব্যবহার করুক, আর যা-ই করুক, আকাকে সে এখনও ভালবাসে। এই চিন্তা মাথায় আসার জন্যে ভীষণ লজ্জিত হলো সে। ললীলা? নাহ্। সে তাকে জ্ঞান দিয়েছে। জীবনে যেটুকু শান্তি, সে-ই দিয়েছে। তাছাড়া, নিজের জীবনের পরোয়া না করে তার জীবন রক্ষা করেছে। তাহলে বাকি কে থাকল? ফো। তার একমাত্র ছেলে। ওর কাটা গলা থেকে বেরোনো রক্তের গন্ধে ওই বরফ-দেবতারা আনন্দ পাবে, আর সে তা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখবে? অসম্ভব!

তার পরিবারের আর একজনই বাকি আছে। সে। হ্যাঁ, সে নিজে। কিন্তু তার গায়ে হাত দেয়ার সাহস কারও নেই।

সে মরলেই সবদিক থেকে ভাল হয়। সে তো এমনিতেই মরতে গিয়েছিল ষাঁড়টার কাছে। তার একার জন্যে যদি এতগুলো মানুষ নতুন জীবন ফিরে পায়, ক্ষতি কি?

দাঁড়িয়ে হো হো করে হেসে উঠল সে। কুঠার দোলাল স্লীপার আর সেই লোমশ মানুষটার উদ্দেশ্যে।

'তোদের মানি না আমি!' চিৎকার করে বলল সে। তার কণ্ঠ বরফে প্রতিধ্বনিত হতে হতে ছড়িয়ে পড়ল বহুদূরে। 'তোরা বলি পাবি। আমার রক্ত গলগল করে বয়ে যাবে তোদের সামনে। তারপর তোরা এবং তোদের পূজারীরা—সব বোকারা একদিন মুখোমুখি হবি তোদের চেয়েও শক্তিশালী কারোর। তাদের সামনে সেদিন তোদের বলি দেয়া হবে!'

পাগলের মত চিৎকার করে বলে গেল ওয়াই। এসব কথা কেন বলল, অর্থই বা কি, সে জানে না।

এখনও নিশ্চুপ হয়ে রইল বরফ-দেবতার দল। কোন জবাব দিল না তারা। একজন সাহসী কিন্তু পরাজিত মানুষ নামতে লাগল পাহাড় থেকে। ঠাণ্ডায় জমে যাবার জোগাড় হয়েছে তার।

গুহার কাছে এসে ওয়াই দেখল, লোমের চাদর মুড়ি দিয়ে গুহামুখে বসে আছে একটা লোক। লোকটা প্যাগ।

'বরফ-দেবতারা কি বলল?' অদ্ভুত চোখে চেয়ে জানতে চাইল প্যাগ।

'দেবতা বলে কিছু থাকলে তো বলবে। তা, তুমি এখানে কি করছ?'

'তিনজনকে পাহারা দিচ্ছি। যাক, দেবতারা বোবা হলেও আমি নই। শোনো। আজরাতে আমি, তুমি ও মোয়ানাঙ্গা মিলে খতম করব কয়েকজনকে। পালের গোদা কয়টা শেষ হলে অন্যরা এমনিতেই চুপ মেরে যাবে।'

'কোনমতেই রক্তপাত ঘটাতে চাই না আমি। আমাকে যারা ঘৃণা করে, তাদেরও না। দুর্দশায় ওদের মাথা খারাপ হয়ে গেছে।'

www.BanglaBook.org

'তাহলে যাদের ভালবাস, তাদের রক্তপাত হবে।'

'মনে হয় না। তবু, ওদের দিকে ভালভাবে নজর রেখো।'

গুহায় ঢুকে ফো ও আকার মাঝখানে বসে পড়ল ওয়াই। আকাকে এখানে ডেকে এনেছে সে। বলেছে, তার আর কুটিরে থাকা চলবে না।

# আঠারো

পরদিন গুহামুখে দাঁড়িয়ে তিনবার শিঙ্গা ফুঁকল উইনি-উইনি। বেরিয়ে এল ওয়াই।

'বলির কি ব্যবস্থা হলো, সর্দার?' জানতে চাইল আর্ক।

'ওই কুটিরগুলোতে তো বলি দেয়া হয়ে গেছে। তোমাদের কারও কারও পেটও ভরেছে সে মাংস খেয়ে,' জবাব দিল ওয়াই।

ভয়ে গুটিসুটি মেরে বিড়বিড় করতে লাগল লোকজন। খানিক পর থেমে থেমে হোটোয়া বলতে লাগল:

'সর্দার, খিদেয় মরে যাচ্ছিলাম আমরা। কিন্তু না খেয়ে উপায় ছিল না। পুরানো যে দেবতাদের তুমি অস্বীকার করছ, তাদেরও খিদে পেয়েছে। ওদের রক্ত দিতেই হবে। বলো, তিনজনের মধ্যে কাকে বলি দেবে বলে ঠিক করেছ। নইলে তিনজনকেই আমরা খতম করব।'

'আমার পরিবারের মধ্যে কি আমিও একজন নই, হোটোয়া?' জানতে চাইল ওয়াই। 'আমি একা। তোমরা অনেক। এসো, খতম করো আমাকে। তাহলেই বলি পেয়ে যাবে তোমাদের দেবতারা।'

গুহার অন্ধকার থেকে ছিটকে বেরিয়ে ওয়াইয়ের পাশে দাঁড়াল আকা।

'আমাকেও শেষ করো। স্বামীর সাথেই যেতে চাই আমি। এতদিন আমরা একসাথে থেকেছি। এখন আলাদা হব?'

পিছিয়ে গেল জনগণের মুখপাত্ররা। হু আর হোয়াকা তো দৌড়ে চলেই গেল।

'শোন্, কুকুরের দল! কুকুরের মতই মানুষের মাংস ছিঁড়ে খেতে ভালবাসিস তোরা,' গমগম করে উঠল ওয়াইয়ের কণ্ঠ। 'যা, সবাইকে জানিয়ে দে, সূর্যাস্তের সময় আমি যাব বরফ-দেবতাদের কাছে। আমি এবং আমার পরিবার থাকবে একদিকে, তোরা সবাই থাকবি অন্যদিকে। তখন হয়তো বলব, কাকে বলি দিতে চাই। তার আগে একটা কথাও বলব না। দূর হ, কুকুরের দল!'

মুখোমুখি দাঁড়িয়ে রইল জনগণ আর ওয়াই। পরনে বাঘের চামড়ার আলখাল্লা, জ্বলন্ত চোখ, হাতে সেই ভারী কুঠার। শেষমেষ ওয়াইয়ের এই রুদ্রমূর্তির সামনে সাহস গলে জল হয়ে গেল সবার। পালিয়ে গেল তারা নেকড়ের মুখে পড়া শেয়ালের মত।

www.BanglaBook.org

গর্বিত মুখে স্বামীর দিকে তাকাল আকা।

'ঠিক করে বলো! তো, এই দু-পেয়ে জানোয়ারগুলোর মতই কি জন্মেছ তুমি, নাকি কোন দেবতা তোমার জন্ম দিয়েছে? আর বলো, কি বুদ্ধি করেছ তুমি?'

'আমি তোমাকে কিছুই বলব না।'

'বলবে না? তাহলে ওই ডাইনী বোধ হয় তোমাকে বুদ্ধি দিয়েছে। সে তো আবার আমার চেয়ে বুদ্ধিমতী।'

'এই ব্যাপারে ললীলার কোন বুদ্ধি নিইনি আমি।'

'তাহলে হয়তো প্যাগ বুদ্ধি দিয়েছে, যে আমার শত্রু আর তোমার বন্ধু। সে তো আবার তোমাকে নেকড়ের বুদ্ধি শেখায়।'

'গতরাতে ওয়াইকে বুদ্ধি দিয়েছিলাম আমি,' বলল প্যাগ। 'সেই বুদ্ধি হয়তো তোমাকে খুশি করত। কিন্তু সে নেয়নি।'

'কি বুদ্ধি?'

'কুঠার আর বর্শার বুদ্ধি। কুকুর মেরে দরজার সামনে রেখে কুকুরের পালকে সাবধান করে দেয়ার বুদ্ধি, নেকড়ের বুদ্ধি, আকা।'

'হ্যাঁ, এই হলো জ্ঞান, যা আমি খুঁজে পাই না,' বলল আকা।

প্যাগ জবাব দেয়ার আগেই মাটিতে পা ঠুকে চিৎকার করে উঠল ওয়াই:

'হয়েছে, যথেষ্ট হয়েছে!' আজরাতে চাঁদ ওঠার আগেই সবাই টের পাবে, কে জ্ঞানী আর কে মূর্খ। তার আগ পর্যন্ত আমাকে শান্তিতে থাকতে দাও।'

গুহায় গিয়ে খেতে বসল ওয়াই। ফো শিকারের গল্প শোনাতে খুব ভালবাসে, তাই খেতে খেতে শিকারের গল্প শোনাল ওকে। আকা, ললীলা বা প্যাগের সাথে কোন কথা বলল না। বর্শা হাতে গুহামুখ পাহারা দিচ্ছে প্যাগ। ওর সাথে আছে মোয়ানাঙ্গা।

খাওয়ার পর ঘুমোতে গেল ওয়াই। ঘুম ভাঙতে বেলা গড়িয়ে গেল অনেকখানি। আকা, ললীলা, ফো, প্যাগ, মোয়ানাঙ্গা ও তানাকে ডেকে ফারের আলখাল্লা গায়ে দিতে বলল সে। আবহাওয়া ঠাণ্ডা। তার সাথে যেতে হবে বরফ-দেবতাদের কাছে। নিজে বাঘছালের আলখাল্লা গায়ে দিয়ে দুটো বর্শা ও কুঠারটা নিয়ে চলল সামনে সামনে।

গুহার বাইরে লোকজন জড়ো হয়েছে। নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে আছে তারা। ওদের দেখে পিছু নিল।

নিজের লোকজন নিয়ে হিমবাহের ওপর চড়তে লাগল ওয়াই। গুরুজনরা পথ দেখিয়ে নিয়ে এল অন্য দলটাকে। ওয়াইয়ের দল দাঁড়াল ডানে। ওরা বাঁয়ে। প্রায় সবাই এসেছে বলি দেখতে।

ওদের ছেড়ে খানিকটা উঁচুতে উঠে একটা হিমবাহের সামনে দাঁড়াল ওয়াই। অস্তগামী সূর্যের আলো আগুনের মত জ্বলছে হিমবাহটার ওপর। ওদিকে লোকের বিরাট দলটাকে ঢেকে নিয়েছে ছায়া।

'আমি ওয়াই, সর্দার, আমার পরিবারসহ এসেছি এখানে,' চিৎকার করে উঠল সে। গাঢ় নিস্তব্ধতা ভেঙে তার কণ্ঠ-ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হতে লাগল বরফ

www.BanglaBook.org

আর পাথুরে দেয়ালগুলোতে। 'তোমরা যারা জড়ো হয়েছ, বলো, তোমাদের ইচ্ছে কি?'

ছায়ার ভেতর থেকে ধ্বনিত হলো নগীর কণ্ঠ:

'আমাদের ইচ্ছে, তোমার পরিবার থেকে বলির জন্যে একজনকে বেছে নাও তুমি। সাগর-ডাইনী যে অভিশাপ বয়ে এনেছে, রক্তের গন্ধে খুশি হয়ে আমাদের ওপর থেকে সে অভিশাপ তুলে নিক বরফ-দেবতারা।'

'এখন তাহলে তোমরা বরফ দেবতাদের উদ্দেশ্যে প্রার্থনা করো। প্রার্থনা শেষে যদি কোন উত্তর না আসে, তাহলে আমার বলির নাম ঘোষণা করব আমি।'

ছায়া থেকে বেরিয়ে এসে সরু কণ্ঠে প্রার্থনা শুরু করল নগী:

'হে বরফ-দেবতাগণ, যুগ যুগ ধরে আমাদের বাপ-দাদারা তোমাদের পূজো করে এসেছে। আমাদের গল্প মনোযোগ দিয়ে শোনো তোমরা। কিছুদিন আগে আমাদের সর্দার নতুন নিয়ম করেছে, কেউ একটার বেশি বিয়ে করতে পারবে না। সে শপথ করে বলেছে, এই আইন সে নিজেও মেনে চলবে। শপথ ভাঙলে তোমাদের অভিশাপ পড়বে তার ও আমাদের সবার ওপর।

'হে প্রাচীন দেবতাগণ, সাগর থেকে একটা ডাইনী উঠে আসার পর সর্দার শপথ ভেঙে তাকে বিয়ে করেছে। ফলে, তোমাদের অভিশাপ গিয়ে পড়েছে আমাদের ওপর। সীল বা অন্য কোন মাছ আসছে না। বনে বনমুরগী বা হরিণ নেই। যেখানে ঘাস থাকার কথা, ফুল ফোটার কথা—সেখানে শুধু বরফ আর বরফ। ক্ষুধায় মরতে বসেছিলাম আমরা, তাই প্রাণ বাঁচাতে নিজের সন্তানের মাংস খেতে বাধ্য হয়েছি।

'এরকম দুর্দশা হলে বলি দেয়ার প্রাচীন রীতি আমাদের মধ্যে চলে আসছে। আমাদের সর্দারের পাপের ফলেই এমন হচ্ছে। সে তোমাদের দেবতা বলে স্বীকার করে না। বলে—শয়তান। শুধু তাই নয়, সে অন্য কার যেন পুজো করে। সর্দার ওয়াই ভীষণ শক্তিশালী। ওর বিরুদ্ধে লড়ার ক্ষমতা আমাদের কারও নেই।

'তাই আমরা, তোমার সেবকেরা ঠিক করেছি, ছোটখাট কোন উৎসর্গে তার এই বিরাট পাপ দূর হবে না। সুতরাং নিজের পরিবার থেকে তার বৌ বা ছেলেকে বলি দিতে হবে। এখন যে ওয়াই তোমাদের মানে না, পারলে জবাব দিক। বলি দিক, যাতে তোমরা খুশি হয়ে তুলে নাও তোমাদের অভিশাপ। আমরা, যারা ঠাণ্ডায় ও অনাহারে মরতে বসেছি, আবার যাতে ফিরে পাই নতুন জীবন।'

নগীর কথা শেষ হলে কিছুক্ষণ নীরবতা বিরাজ করল। তারপর জবাব দিতে শুরু করল ওয়াই:

'হে বরফের অধিবাসীগণ, একদিন তোমাদের-আমি দেবতা বলেছি। কিন্তু এখন বলি শয়তান। কারণ, এখানকার যা কিছু অশুভ, তার জন্যে তোমরাই দায়ী। এখন শোনো। তোমাদের পুরোহিত বলেছে, আমি শপথ ভেঙেছি। সে মিথ্যুক। শপথ ভাঙিনি আমি। ঋতুর অবস্থা দেখে অবশ্য বুঝতে পারছি, একটা

www.BanglaBook.org

অভিশাপ পড়েছে আমাদের ওপর। এখন গোত্রের সবাই বলছে বলি দিতে। বলি দিলে নাকি শেষ হবে এই অভিশাপ। পরিবর্তন হবে ঋতুর।

'বলি তৈরি। আমি, ওয়াই, নিজেই হতে চাই সেই বলি। আমি বর্শার ওপর পড়ে যাব, অথবা তোমাদের পুরোহিতের দিকে বাড়িয়ে দেব গলা। এখন আমি প্রার্থনা করছি সেই শক্তির কাছে, যে শক্তি তোমাদের চেয়েও বড়। তোমাদের কি এই ইচ্ছে যে, বরফে বসবাসকারী এই শয়তানদের উদ্দেশ্যে আমি বলি হই? বেশ, আমি তৈরি। জনগণকে আমি কোন দোষ দিই না। দুর্দশায় উন্মাদ হয়ে গেছে তারা। আমার রক্তে যদি তাদের দুর্দশা কেটে যায়, এখনই আমি সেই রক্তপাত ঘটাতে প্রস্তুত। হে মহাশক্তি! আমার লোকজনকে আমি সুপথে আনার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছি। পারলে তুমি তাদের শয়তানদের দিক থেকে ফেরাও, এরা মানুষের মৃত্যুতে খুশি হয়। এসব কথা শোনার পরও আমার লোকেরা যদি বলি চায়, যদি ভাবে বলি দিলে তাদের দুর্দশার শেষ হবে, তাহলে আমি এখনি মরতে চাই।'

থামল ওয়াই। চারদিক নিঃশব্দ। সে বুঝতে পারল, ভাল ও মন্দের চিরাচরিত দ্বন্দ্বের মাঝে সে একজন ক্রীড়নক মাত্র।

নিচের দিকে তাকাল সে। দেখল কাঁপা কাঁপা চাঁদের আলোয় তার গোত্রের মানুষজনের মুখ। তারা ফিসফাস শুরু করেছে। বিষণ্ন হয়ে উঠেছে তাদের চোখ। মেয়েদের মধ্যে কেউ কেউ কাঁদছে। টুকরো-টাকরা কথাবার্তা ভেসে এল তার কানে।

'সে খুব দয়ালু মানুষ,' তারা বলছে, 'সে আমাদের জন্যে যা করেছে, কোন মানুষ তারচেয়ে বেশি করতে পারে না; ঋতুর ওপর কি তার হাত আছে? পাখি, সীল যদি না আসে তো সে কি করবে? সে যদি আরেকটা বৌ নিয়ে সুখী হতে চায়, তাতে দোষটা কোথায়? দেবতারা তার বৌ বা সন্তানদের রক্ত দাবি করবে কেন? আর, সে যদি বলি হয়, আমাদের সর্দার হবে কে?'

এ ধরনের কথাবার্তা চলতে লাগল। ওয়াই ভাবল, অশুভকে হটিয়ে বুঝি শুভ-র জয় হচ্ছে।

কিন্তু এসব কথা নগীর কানে যেতে চিৎকার করে বলতে লাগল সে:

'আমি বরফ-দেবতাদের পুরোহিত। আমার কথা শোনো সবাই। ওয়াই কায়দা করে নিজের জীবন রক্ষা করতে চাইছে। মরতে যদি তার এতই ভয়, তাহলে সে অন্য কাউকে বলি দিক। আকা, ফো বা ডাইনীটাকে।

'ভেবে দেখো, সে কেমন মানুষ। নিজে মুখে সে দেবতাদের অস্বীকার করেছে। শুধু তাই নয়; তাদের সামনেই তাদের শয়তান বলে অন্য দেবতার উদ্দেশ্যে প্রার্থনা করেছে। এ জন্যে তার মরা উচিত। তবু আমরা তার মৃত্যু চাই না। সে অন্য বলি দিক। ডাইনীটাকে বলি দিক। শোনো, বলি না হতে তোমরা যদি চলে যাও, আমি বলছি, তোমরা না খেয়ে মরবে। ইতিমধ্যেই অনেকে মারা গেছে। বাকি যারা আছে, তারাও মরবে। খিদের চোটে পরস্পরের মাংস খেতে হবে তোমাদের। শেষমেষ রইবে না আর কেউ। তোমরা না খেয়ে থাকবে? নিজের সন্তানকে খেতে দেখবে চোখের সামনে?

নেশা

www.BanglaBook.org

ওই দেখো!' চাঁদের সামনে থেকে সরে যাওয়া ছায়ার দিকে ইঙ্গিত করল সে। 'দেবতারা ঘোরাফেরা করছে। ভোজের জন্যে অপেক্ষা করছে তারা। তোমাদের এতবড় সাহস, দেবতাদের ভোজ না দিয়েই চলে যেতে চাও! যাও। তারপর মরে পড়ে থেকো স্নীপারের সামনের মানুষটার মত। কি, দেবতারা ঘোরাফেরা করছে, দেখতে পাচ্ছ?'

আর্তনাদ উঠল জনগণের মধ্যে।

'দেখতে পাচ্ছি! দেখতে পাচ্ছি!'

'ওদের ভোজ থেকে বঞ্চিত করতে চাও?'

'না। এখনই বলি দেয়া হোক। রক্তের গন্ধ পাক বরফ-দেবতারা।'

কোলাহল থামলে নগী বলল, 'তোমার জবাব তুমি পেয়েছ, ওয়াই। এখন সাহস থাকলে—মরো। আর যদি ভয় পাও, তাহলে বলি দাও তোমার পরিবারের অন্য কাউকে।'

আকা, ফো, ললীলা, প্যাগ ও মেয়ানাঙ্গা জড়োসড়ো হয়ে দাঁড়িয়ে: ওয়াই পাথরের ওপর থেকে কেবল নামতে যাবে, এমনসময় কি যেন একটা ঘটনা ঘটল।

প্রথমটায় কেউ বুঝতে পারল না, কি হচ্ছে। পাথরের মূর্তির মত জমে গেল সবাই। বাতাস বইছে না। তবু বহু ওপর থেকে একটা শোঁ শোঁ শব্দ ভেসে এল। মনে হলো, বিশাল ডানা মেলে উড়ে চলেছে অসংখ্য পাখি। বাতাসে হঠাৎ করে বেড়ে গেল তুষারের ভাব। ভীষণ ঠাণ্ডায় রক্ত জমাট বাঁধার দশা। কম্পমান চাঁদের আলোয় বরফের ওপরের ছায়াগুলো একবার ছোট হলো, একবার বড় হলো, এগিয়ে এল, পিছিয়ে গেল—অস্থির হয়ে উঠল যেন ছায়ারা। স্নীপারের সামনের লোমশ মানুষটা যেন খানিকটা সরে এল মনে হলো। হ্যাঁ, কোন সন্দেহ নেই, খানিকটা সরে এসেছে মানুষটা!

থরথর করে মাটি কাঁপতে লাগল। তারপরই কড়াৎ করে বজ্রপাতের মত প্রচণ্ড শব্দ। এই শব্দের প্রতিধ্বনি মিলিয়ে যেতে না যেতেই আক্রমণোদ্যত ষাঁড়ের মত ছুটে সামনে এগিয়ে এল স্নীপার। সামনের লোমশ মানুষটা অদৃশ্য হয়ে গেছে। স্নীপার এসে পড়ল ওপরদিকে চেয়ে থাকা পুরোহিত নগীর ওপর। তৎক্ষণাৎ ছাতু হয়ে গেল নগী। লাল একটা ধারা বয়ে গেল বরফের ওপর।

অন্ধকারের ভেতর থেকে কথা বলে উঠল ওয়াই:

'মনে হচ্ছে, বরফ-দেবতারা তাদের বলি পেয়ে গেছে!'

ওর কথা শেষ হতে না হতেই ভয়ঙ্কর এক শব্দে আকাশ-বাতাস বিদীর্ণ হয়ে উঠল। প্রচণ্ড ঘূর্ণিঝড় বয়ে গেল। নড়ে উঠল বিশাল হিমবাহটা। ভেঙে প্রচণ্ড বেগে আঘাত হানল সামনের পাথরে। গলা বরফের স্রোত বয়ে গেল। যেন মুহূর্তে সৃষ্টি হয়েছে এক বিক্ষুব্ধ সাগর। বড় বড় সব গণ্ডশৈল লাফিয়ে উঠল। গোত্রের লোকজন পালাবার উপক্রম করতেই গণ্ডশৈলগুলো নাচতে নাচতে গিয়ে পড়ল তাদের মাঝে। তারপর ওদের ওপর দিয়ে বয়ে গেল বরফ জলের স্রোত। একটু আগেও সেখানে দাঁড়িয়েছিল অতগুলো মানুষ, এখন আর কোন চিহ্ন নেই তাদের। বরফ জলের স্রোত গলগল করে ধেয়ে চলল

www.BanglaBook.org

সৈকতের দিকে।

পাথরের ওপর থেকে লাফিয়ে নামল ওয়াই। সাথের কয়েকজনকে নিয়ে ছুটে গেল পাহাড়ের পাশের পাথুরে দেয়াল ঘেরা জায়গায়। তাদের একেবারে পাশ দিয়ে তীব্র বেগে ধেয়ে গেল স্রোত। কতক্ষণ তারা তাকিয়ে রইল সেই স্রোতের দিকে, কেউ জানে না। তারা দেখল, স্রোত গিয়ে পড়ল সাগরে। চোখা মাথা পাহাড়ের মত সাগরের ওপর ভাসতে লাগল বরফখণ্ড।

তারপর একসময় যেমন হঠাৎ করে ওই কাণ্ড শুরু হয়েছিল, তেমনি হঠাৎ করেই আবার থেমে গেল। রাতকে মনে হলো আগের সে-ই পুরানো রাতই। শুধু, দেবতাদের উপত্যকায় এখন সমতল বরফের উপত্যকা। কোন চিহ্ন নেই সুবিশাল সেই হিমবাহের। এখন সেখানে শুধু ঢাল আর মসৃণ কালো পাথরের দেয়াল।

ওয়াই বলল, 'দারুণ বলি নিল শয়তান দেবতার দল। বলি হয়ে গেল তাদের সব সেবক। মহাশক্তি আমার প্রার্থনা শুনেছে। বাঁচিয়ে দিয়েছে আমাদের। চলো, গুহায় ফিরে যাই।'

রওনা দিয়ে পাহাড়ের ওপর থেকে গ্রামের দিকে তাকাতেই চমকে উঠল তারা। নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে গ্রাম। সেখানে এখন শুধু বরফ আর বরফ। যারা গ্রামে ছিল, জ্যান্ত কবর হয়ে গেছে সবার।

সব দেখেশুনে আকা বলল:

'তোমার ওই সুন্দরী ডাইনীর অভিশাপ ভালমতই ফলল, স্বামী। আমি অবাক হয়ে ভাবছি, এরপর আর কি বাকি থাকে সে।'

'এই মারাত্মক ঘটনার পর তোমার এসব কথা আমার বিশ্রী লাগছে,' জবাব দিল ওয়াই। 'বরফ-দেবতার পূজারীরা কোথায়? সব শেষ। অথচ যার বলি হবার কথা, সেই আমিই বেঁচে রয়েছি। বেঁচে রয়েছ তোমরাও। তাহলে তুমিই বলো, এখন কি তোমার বাঁকা কথা বলার সময়?'

এবারে প্যাগ বলল:

'তুমি তো জানো ওয়াই, এই বরফ-দেবতাদের আমি কখনোই বিশ্বাস করতাম না। অথচ আমাদের লোকজন হাজার হাজার বছর ধরে এদের মাথায় করে নেচেছে। এদের উদ্দেশ্যে বলি দিয়েছে। তারা স-ব শেষ। বরফে কবর হয়ে গেল তাদের, হাজার হাজার বছর আগে যেমন হয়েছিল স্লীপার। বহুবছর পর একদিন হয়তো এদেরও দেবতা মনে করবে অন্য কোন মানুষ। বেঁচে রইলাম শুধু আমরা ক-জন। কিন্তু আমাদের বাড়িঘর সব তো ঢেকে গেছে বরফে। কিছু নেই। এখন আমরা কোথায় যাব, কোথায় থাকব? খুব শিগ্‌গির আমরাও কি শেষ হয়ে যাব না?'

হাত তুলে চোখ ঢাকল ওয়াই। ব্যথায় ওর ভেতরটা ভেঙে পড়ছে।

গুহা থেকে বেরোনোর পর এত কাণ্ড ঘটে গেল, একটা কথাও বলেনি ললীলা। এবার মুখ খুলল সে:

'চাঁদের আলোয় দেখা যাচ্ছে, সৈকত ও কুটিরের ওপর দিয়ে বরফের স্রোত বয়ে গেছে বনের দিকে। কিন্তু দেবতারা যে পাহাড়ে ছিল, তার ওপাশের

নেশা

www.BanglaBook.org

ছোট পাহাড়গুলোর দিকে বরফ যায়নি। তাছাড়া, পুবে, দূরের সেই ছোট্ট গুহাটায় আমার নৌকো রাখা আছে। ওখানে কিছু খাবারও লুকিয়ে রেখেছি আমি। যদি তোমরা চাও, চলো, সবাই মিলে সেই গুহায় যাই।'

'চলো, চলো সবাই,' বলল প্যাগ। 'এখানে থাকলে মারা পড়ব আমরা।'

সুতরাং পাহাড় বেষ্টন করে একসময় তারা এসে পড়ল সেই খোলা সৈকতে। কিছু তুষার থাকলেও কোন বরফ সেখানে নেই। সাগরের কিনার ধরে হেঁটে অবশেষে তারা পৌঁছুল ছোট্ট গুহাটাতে।

সবচেয়ে আগে পৌঁছুল প্যাগ ও মোয়ানাঙ্গা। গুহাতে উঁকি দিয়েই চমকে পেছনে সরে এল প্যাগ। আঁধারের ভেতর থেকে বড় বড় চোখ চেয়ে আছে তার দিকে।

'সাবধান,' মোয়ানাঙ্গাকে বলল সে। 'ভেতরে ভালুক বা নেকড়ে আছে।'

ওদের গলার স্বরে ভয় পেয়ে জন্তুগুলো বেরিয়ে এল সৈকতে। ভালুকও নয়, নেকড়েও নয়—দুটো সীল। মাঝারি ধরনের একটা বাচ্চাসহ বিরাট এক মাদি সীল। সম্ভবত হিমবাহ ভেঙে পড়ার শব্দে ভয় পেয়ে সাগর থেকে উঠে এখানে এসেছে। কুঠার দিয়ে কুপিয়ে সীল দুটোকে মারল তারা।

'বেশ কয়েকদিন চলার মত মাংস জুটল,' বলল প্যাগ। 'এখন জমে যাবার আগেই ওগুলোর ছাল খোলা দরকার।'

ফো ও মোয়ানাঙ্গাকে নিয়ে চাঁদের আলোয় ছাল খুলতে বসল প্যাগ। মেয়েদের নিয়ে ওয়াই এসে পৌঁছার আগেই কাজ প্রায় সেরে ফেলল তারা।

চোখের সামনে ওই ভয়াবহ কাণ্ড ঘটতে দেখে ত্রানা একেবারে মুষড়ে পড়েছিল। ওকে ধরাধরি করে আনতে গিয়েই ওয়াইয়ের এত দেরি।

ঢোকার আগে গুহাটা পরীক্ষা করে দেখল ওয়াই। আর কিছু নেই ভেতরে। গুহায় ঢুকে আগুন জ্বালল সে। তারপর সবাই মিলে ঘিরে বসল আগুন পোয়াতে। একটা কথা নেই কারও মুখে। ভেতরটা সবার এখনও আতঙ্কে ভরা।

# উনিশ

ঊষারও আগে গুহা থেকে বের হলো ওয়াই। পেছনদিকের একটা টিলার ওপর উঠল সে। সূর্যোদয়ের সময় সাগর ও আশেপাশের অঞ্চলের ওপর একবার দৃষ্টি বুলাতে চায়। তাছাড়া, একা একা চিন্তা করা যাবে। কিন্তু উঠে দেখল, সে একা নয়। একটা পাথরের পেছনে বসে মরা চাঁদের দিকে চেয়ে প্রার্থনা করছে ললীলা। ওয়াইকে একনজর দেখে আবার প্রার্থনা করতে লাগল সে। দেখাদেখি ওয়াই-ও তার পাশে হাঁটু মুড়ে বসে প্রার্থনায় যোগ দিল। এখন দুজনের প্রার্থনার বস্তু এক। অবশ্য দুজনের কেউই ঠিক জানে না, তারা কার কাছে প্রার্থনা করছে।

www.BanglaBook.org

প্রার্থনা শেষে আলাপ শুরু করল দুজনে।

'অদ্ভুত ব্যাপার ঘটে গেল, ললীলা,' বলল ওয়াই, 'লোকজন সব মারা যাওয়াতে বুকটা ভেঙে গেছে আমার। বলি হতে চাইলাম আমি, অথচ মরল কিনা তারা। সবাই মারা গেল!' মাথা নিচু করল সে। ফোয়া মারা যাবার পর এই প্রথম কেঁদে ফেলল।

ওর একটা হাত নিজের হাতে তুলে নিয়ে সান্ত্বনা দিল ললীলা। নরম গলায় বলল:

'যা ঘটার তা-ই ঘটে। তাই ঘটেছে। কিন্তু তুমি নিজেকে উৎসর্গ করতে চাইছিলে, কাজটা ভাল করোনি।'

'তাছাড়া আর কি-ই বা করতে পারতাম? নিজেকে উৎসর্গ না করলে আকা, কো ও তোমাকে মেরে ফেলত ওরা। তুমি কি বলতে চাও, আমি নিজে বেঁচে থেকে তোমাদের কাউকে বলি দিতে চাওয়া উচিত ছিল?'

'সব ঝামেলার মূলে আমি। মরা উচিত ছিল আমার। অবশ্য আমার মন বলছিল, ভয়ঙ্কর কিছু একটা ঘটতে চলেছে। তবে সেটা ঠিক কি, তা বুঝতে পারিনি।'

'আমরা সবাই বোধ হয় বুঝতে পেরেছিলাম। গতরাতে বাতাস যেন ভারী হয়েছিল মৃতের গন্ধে। আমার কথার জবাব কিন্তু তুমি দাওনি। যদি তোমাকে বলি দিতে বলতাম, তুমি কি ভাবতে?'

'ভাবতাম, তোমাকে যতখানি জ্ঞানী মনে করি, তুমি আসলে তারচেয়ে বেশি জ্ঞানী,' বিষণ্ণ হেসে বলল সে। 'তবু, বিশ্বাস করো, তোমাকে আমি ধন্যবাদ দিতাম। তুমি মহৎ মানুষ। যদি দশহাজার বছরও বাঁচি, তোমাকে কিছুতেই ভুলতে পারব না।'

'ললীলা, তুমি দশহাজার বছর বাঁচলে হয়তো আমিও দশহাজার বছর বাঁচব। তবে এমন এক দেশে, যেখানে এত ঝামেলা নেই।'

ঊষা এল। চুপচাপ পাশাপাশি দাঁড়িয়ে তারা দেখতে লাগল আরেকটা দিনের আগমন। শান্ত আকাশে ভেসে বেড়াচ্ছে ছোট ছোট মেঘ। লাল আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠল সেগুলো। গ্রামের দিকে চেয়ে চমকে উঠল তারা। এ কি দৃশ্য! যেখানে গ্রাম ছিল, সেখানে এখন পাহাড় প্রমাণ বরফ স্তূপ; যেখানে ওরোকস্টা মারা পড়েছিল, সেই বনভূমিও সম্পূর্ণ ঢেকে গেছে বরফে। অদৃশ্য হয়ে গেছে বরফ-দেবতাদের বাসস্থান। সেখানকার পাহাড়গুলো সাদা পোশাক খুলে ফেলে যেন গায়ে দিয়েছে কালো পোশাক। সামনে, যতদূর চোখ যায়, বরফের পুরু আস্তরণ জমে আছে সাগরের ওপর।

'কি আছে ভাগ্যে,' বলল ওয়াই। 'পৃথিবী কি মরে যাবে?'

'মনে হয় না,' জবাব দিল ললীলা। 'বরফ বোধ হয় ভেসে চলেছে দক্ষিণে। তবে, এখানে আর মানুষ বাস করতে পারবে না। কোন জন্তুও নয়।'

'তাহলে তো আমরা মারা যাব।'

'কেন? আমার নৌকো আছে। খাবার মজুত আছে। আমার নৌকোয় তোমাদের সবার জায়গা হবে।'

www.BanglaBook.org

'কিন্তু তোমার নৌকো তো বরফের ওপর চলবে না।'

'তা চলবে না। কিন্তু আমার নৌকোর কাঠ যথেষ্ট পুরু আর মজবুত। বরফের ওপর দিয়ে ওটাকে ঠেলে নিয়ে যেতে পারব আমরা। তারপর একসময় পানি পাওয়া যাবেই। তখন বৈঠা বাইতে পারব।'

'বেয়ে কোথায় যাবে, ললীলা?'

'দূর দক্ষিণে। আমাদের দেশে। চমৎকার সেই দেশ। বনভূমি আছে, নদী আছে। ওখানে বরফ পৌঁছতে পারবে না। কারণ, আমাদের দেশের চারপাশ ঘিরে যে সাগর, তার জল শীতকালেও গরম থাকে। ওখানে গেলে বরফ সাথে সাথে গলে যায়। আমাদের দেশের মানুষজনও তোমাদের মত নয়। তুমি যে ষাঁড়টাকে মেরেছ, ওইরকম জানোয়ার আমাদের দেশেও আছে, কিন্তু পোষ মানা। মাদিগুলো দুধ দেয়। দুধ দুয়ে নেয় আমাদের লোকেরা, মাংস খায় কখনও কখনও। তারা শান্তিপ্রিয়। অনেকদিন থেকে কোন যুদ্ধ করেনি। জীবনে আর করতেও চায় না।'

'তবু সেই দেশ ছেড়ে তুমি পালিয়ে এসেছিলে।'

'হ্যাঁ। এখন বুঝতে পেরেছি, কেন পালিয়েছিলাম। তো, পালাই আর যা-ই করি, আমার ধারণা, ফিরে গেলে আমাকে স্বাগত জানাবে তারা। আমি যাদের সাথে করে নিয়ে যাব, তাদেরও। কিন্তু সে দেশ যে বহুদূরে। রাস্তাও দুর্গম। তারচেয়ে এখানে থেকে যাওয়াই বুঝি ভাল।'

'না, এখানে থাকা যাবে না। এখানকার সবকিছু বরফে ঢেকে গেছে। তবে, এই বিষয়ে সবার সাথে আলাপ করা উচিত।'

টিলা থেকে নেমে এল ওরা। মন্দির গুহাটার মুখে দাঁড়িয়ে আছে আকা।

'তোমাদের নতুন দেবতার কাছে প্রার্থনা করা শেষ হয়েছে? হলে দেবতার পুরোহিতের কাছে জানতে চাই, সে আমাদের খেতে দেবে কিনা। সে নাকি খাবার মজুত করে রেখেছে। ওদিকে অনেক লোক তো অনাহারে মারা গেল।'

আকার কথা শুনে ঠোঁট কামড়াল ওয়াই। কিন্তু ললীলা বলল:

'আকা, এখানকার যা কিছু, সবই তোমার। আমার নয়। তবু, ওই খাবারের কথা যখন তুললে তখন জেনে রাখো, আমাকে যে খাবার দেয়া হয়েছে, তার থেকেই জমিয়ে রেখেছি আমি। কারণ, এখান থেকে চলে যাবার সময় খাবারগুলো আমার কাজে লাগত।'

ওয়াই বলল, 'বাদ দাও। চলো, খাওয়া যাক।'

খেতে বসল ওরা। গতকাল দুপুর থেকে ওদের পেটে কিছু পড়েনি। খাবার পর ওয়াই বলল:

'এখানকার সবকিছুই তো শেষ হয়ে গেছে। খাবার নেই। এখানে থাকব কি করে? তাছাড়া, ক্ষুধার জ্বালায় উত্তর থেকে আসবে নেকড়ে আর বড় ভালুক। এখানে পড়ে পড়ে মরার চেয়ে চলো, আমরা সবাই ললীলার নৌকোয় চড়ে চলে যাই। খুঁজে বের করি কোন গরম দেশ।'

'তুমি আমাদের প্রভু,' বলল আকা, 'তোমার আদেশ আমাদের মানতেই হবে। কিন্তু ললীলার নৌকোয় যাত্রা করলে সে যাত্রা শুভ হবে না। তারপক্ষে

www.BanglaBook.org

হলেও আমাদের পক্ষে কিছুতেই হবে না।'

এবারে প্যাগ বলল:

'এখানে থাকলে আমাদের যে অবস্থা হবে, তারচেয়ে খারাপ আর কিছু ঘটতে পারে না : এখানে থাকলে নিশ্চিত মৃত্যু। ওখানে বাঁচতেও পারি।'

'প্যাগ আমার মনের কথা বলেছে,' বলল মোয়ানাঙ্গা।

এবারে চিৎকার দিয়ে উঠল ফো:

'আমার বাবা সর্দার। তার যা বলার, সে বলেছে। তার কথা নিয়ে কি আর আলোচনা করা উচিত?'

এবার আর কেউ কোন জবাব দিল না। উঠে গিয়ে খাবার তুলতে লাগল ক্যানোতে। পাথরের মত জমে যাওয়া সীলের মাংসও নেয়া হলো। গুহায় রাখা ছোট একটা ফারগাছও নিল তারা। মাস্তুলের কাজ দেবে, যদিও ললীলা ছাড়া মাস্তুলের ব্যবহার কেউ জানে না। চামড়া মোড়া একবোঝা করে জ্বালানী কাঠ ও শৈবাল পিঠে বেঁধে নিল তারা। আগুন জ্বালাতে কাজে লাগবে।

প্রস্তুতি শেষ হলে নৌকোটাকে বরফের ওপর দিয়ে টেনে নিয়ে চলল তারা। একটা লাঠি হাতে বরফ পরীক্ষা করতে করতে পথ দেখিয়ে সবার আগে চলল ললীলা।

কয়েক ঘণ্টা অক্লান্ত পরিশ্রম করেও খুব একটা এগোনো গেল না। দূর থেকে বরফ যতটা খারাপ মনে হয়েছিল, আসলে তারচেয়ে অনেক খারাপ। খানিকটা বিশ্রাম নিয়ে কিছু খেলো ওরা। তারপর আবার উঠে নৌকো ঠেলতে লাগল। এখন সবার মনে একটাই কথা, এ কাজ অসম্ভব। ফো চেঁচিয়ে উঠল:

'বাবা, দেখো, বরফ নড়ছে।'

'তাই তো মনে হচ্ছে। তবে সত্যিই কি তাই?'

প্যাগ গিয়েছিল পেছনদিকে। ফিরে এসে বলল:

'হ্যাঁ, বরফ নড়ছে। আমাদের পেছনের পথ বন্ধ হয়ে গেছে। সৈকতে আর ফিরে যেতে পারব না আমরা।'

বরফের ওপর দিয়ে নৌকো ঠেলে ঠেলে এগোল তারা। যতটা না প্রয়োজনে তারচেয়ে বেশি—ভয়ে। ওদের মনে হচ্ছে, নৌকো ঠেললে গা গরম থাকবে। থামলে ঠাণ্ডায় জমে মারা যেতে হবে। সারাদিন খেটে সন্ধ্যায় তারা এমন একজায়গায় পৌঁছুল, যেখানে তুষারপাত হয়ে গেছে। রাত নামার পর আবার শুরু হলো তুষারপাত। থামতে বাধ্য হলো তারা। বরফের চাঙড় দিয়ে একটা কুটিরের মত তৈরি করল। তার ভেতর হামাগুড়ি দিয়ে সারারাত কাটিয়ে ঠাণ্ডা থেকে কোনমতে রক্ষা করল নিজেদের।

পরদিন সকালে তুষারপাত বন্ধ হলো। পেছনে তাকিয়ে এত দিনের বাসস্থানের কোন চিহ্ন দেখতে পেল না তারা। পুবে, বহুদূরে তুষারাবৃত অন্তরীপটা শুধু দেখা যাচ্ছে। আবার নৌকো ঠেলতে লাগল তারা। বরফ জমে পাথরের মত হয়ে গেছে। ফলে, ঠেলতে সুবিধে হলো। সারাদিন কিছুক্ষণ বিশ্রাম, কিছুক্ষণ ঠেলা—এভাবে চালিয়ে গেল তারা। বিকেল গড়িয়ে যাবার পর বরফ নরম হয়ে আসতে লাগল। ক্রমেই কঠিন হয়ে দাঁড়াল নৌকো ঠেলা।

www.BanglaBook.org

থেমে আবার বরফের চাঙড়ের একটা কুটির গড়ল তারা। বাইরে আগুন জ্বেলে রান্না করল সীলের মাংস। তারপর খেয়েদেয়ে কুটিরে ঢুকতেই ভীষণ ক্লান্ত শরীর বেয়ে নেমে এল ঘুম।

পরদিন সকালে বের হয়ে দেখল, বরফ এখনও নরম। হাঁটতে গেলে গোড়ালি পর্যন্ত ডুবে যাচ্ছে। এরকম পরিস্থিতিতে নৌকো ঠেলে নিয়ে যাওয়া অসম্ভব।

'সামনে এগোনোর উপায় নেই, পিছানোও সম্ভব নয়,' বলল ওয়াই। 'এখানে অপেক্ষা করা ছাড়া তো আর কোন বুদ্ধি দেখছি না।'

তানা কাঁদতে লাগল। বিষণ্ণ হয়ে উঠল মোয়ানাঙ্গার মুখ। আকা বলল:

'হ্যাঁ, অপেক্ষা করতে হবে। মৃত্যুর অপেক্ষা। এরকম যাত্রার শেষে মৃত্যু ছাড়া আর কি আছে। অবশ্য আমাদের সাথের ডাইনীটা যদি আমাদের রাজহাঁসের মত উড়তে শিখিয়ে দেয়, তাহলে আলাদা কথা।' ললীলার দিকে তাকাল সে।

'ওরকম বিদ্যা আমার জানা নেই,' বলল ললীলা, 'যাত্রা যত কষ্টেরই হোক শেষপর্যন্ত চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। আর, মরার কথা উঠছে কেন? এই কুটিরে থাকতে পারব আমরা। সাথে যথেষ্ট সীলের মাংস আছে। বরফ গলিয়ে খেতে পারব। তাছাড়া, আমাদের নিচের বরফ নিশ্চয় ধীরে ধীরে আমাদের দক্ষিণদিকে এগিয়ে দিচ্ছে। আমার তো মনে হচ্ছে, আবহাওয়াও ধীরে ধীরে গরম হয়ে উঠছে।'

'খুব ভাল কথা,' বলল প্যাগ। 'প্রথম কুটিরটাকে একটু বড় করা দরকার। যতক্ষণ না এখান থেকে বেরোতে পারছি, ততক্ষণ বরফ-দেবতাদের ওপর ভরসা রাখো। অথবা ওয়াই আর ললীলা যাদের পুজো করে তাদের ওপর কিংবা অন্য যে কোন দেবতার ওপর ভরসা রাখতে পারো।'

সীলের মাংস রান্না করে, জুড়িয়ে খেলো তারা। চর্বিগুলো খেলো কাঁচাই।

সারাদিন প্যাগ ও মোয়ানাঙ্গা গল্প করল ললীলার সাথে। তাদের দেশ থেকে এদিকে আসতে কতদিন লেগেছিল; দেশ সম্বন্ধেও অনেক প্রশ্ন করল তারা। যথাসাধ্য জবাব দিল ললীলা। কিন্তু সে ওয়াইয়ের সাথে খুব একটা কথা বলতে পারল না। সবসময় তাদের পাহারা দিয়ে রইল আকা।

চারদিন চাররাত কেটে গেল। বাড়তে লাগল বাতাসের উষ্ণতা। ধীরে ধীরে গলতে শুরু করল বরফ। তাদের কুটিরের দেয়াল গলে ফোঁটায় ফোঁটায় ঝরতে লাগল। ঝাপসা ভাব কেটে গেল অনেকটা। পেছনদিক দৃষ্টিগোচর হলো। আগে কখনও দেখেনি, এরকম একটা বরফ-পাহাড় তারা দেখল পশ্চিমে। ধীরে ধীরে পাহাড়টা যেন বড় হয়ে এগিয়ে এল তাদের দিকে। অথবা তারাই এগিয়ে গেল পাহাড়টার দিকে। বুঝতে পারল, অনুভব করা না গেলেও বরফ ধীরে ধীরে ঠিকই নড়ছে। চতুর্থরাতে প্রচণ্ড একটা গগনবিদারী শব্দ হলো। থরথর করে যেন কেঁপে উঠল পায়ের নিচের গোটা কাঠামো। বরফ গলছে। তবু, কুটির ছেড়ে নির্ভয়ে বেরিয়ে এল তারা। বুঝতে চাইল, কোন্ দিক থেকে এল শব্দটা। উত্তর থেকে ধেয়ে এল প্রচণ্ড বাতাস। সেই বাতাসে

www.BanglaBook.org

ভর করে ভেসে এল মেঘ। চাঁদ সম্পূর্ণ ঢেকে ফেলল।

প্রত্যুষের দিকে বাতাসের বেগ কমে এল। তারপর পরিষ্কার আকাশে হেসে উঠল সূর্য। অকৃপণ হাতে আলো ছড়িয়ে দিল চারদিকে। কুটিরের মুখের বরফের চাঙরটা সরিয়ে বেরিয়ে এল প্যাগ। ফিরে এসে ওয়াইয়ের হাত ধরে তাকেও নিয়ে এল বাইরে।

'ওই দেখো!' উত্তরদিকে নির্দেশ করল সে।

তাকাতেই বিস্ময়ে হতবাক হয়ে টলে পড়ছিল ওয়াই, প্যাগ ধরে ফেলল। বিরাট যে পাহাড়টা তারা দেখেছিল, সেটা আর একশো গজ দূরেও নেই। খাড়া উঠে গেছে পাহাড়টা। শেষ মাথায় এবড়োখেবড়ো বরফের ঢাল। আর সেই ঢালের মাঝামাঝি বরফ আর পাথরখণ্ডের মাঝে দাঁড়িয়ে আছে স্লীপার।

হ্যাঁ, কোন সন্দেহ নেই, ওটা স্লীপার। সরাসরি সূর্যের আলো এসে পড়ায় পরিষ্কার চেনা যাচ্ছে। সারাজীবন স্লীপারকে যেভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছে ওয়াই, এখনও ঠিক সেভাবেই দাঁড়িয়ে আছে। শুধু সামনের একটা পা ভেঙে গেছে হাঁটুর নিচ থেকে। আর, শুধু স্লীপারই নয়, পাথর ও বরফখণ্ডের ফাঁকে ফাঁকে গুঁড়ো তুষারের পোশাক গায়ে নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে আছে অদ্ভুত সব মূর্তি।

'পুরানো বন্ধুরা এসে গেছে দেখছি,' বলল প্যাগ, 'ওরা আসায় যদি খুশি হয়ে থাকো, তাহলে চলো না, ওদের দেখে আসি, ওয়াই। নগী—না, স্লীপার ওর ওপর যেভাবে পড়েছে, বোধ হয় আর কিছুই অবশিষ্ট নেই। তবে বুড়ো আর্ক, প্লিটোকিটি, হোটোয়া আর হোয়াকা আছে। আছে আরও অনেকে।'

'আমি খুশি হইনি,' বলল ওয়াই।

পেছনে কখন যেন এসে দাঁড়িয়েছে আকা। বলল:

'পুরানো দেবতাদের ত্যাগ করে এলেও ওরা কিন্তু পেছনে পেছনে ঠিকই চলে এসেছে। তুমি আর প্যাগ ওদের প্রথম দেখেছ। তোমাদের খারাপ কিছু হতে পারে।'

'কি হতে পারে না পারে, আমি জানি না,' জবাব দিল ওয়াই, 'জানতে চাই-ও না। তবে এটা ঠিক যে, দৃশ্যটা অদ্ভুত।'

অন্যান্যরাও বেরিয়ে এল কুটির ছেড়ে। মোয়ানাঙ্গা চুপ করে রইল। হাত তুলে চিৎকার করতে লাগল তানা। ললীলা বলল:

'অশুভ দেবতাগুলো আমাদের ধরতে পারবে না। ওরা যতই এগিয়ে আসবে, আমরাও তত এগিয়ে যাব।'

'কি হবে বলা যায় না,' বলল প্যাগ।

সূর্যের আলোয় বরফ গলছিল। হঠাৎ ঝুঁকে গেল পাহাড়ের চুড়োটা। তারপর স্লীপার ও তা' সাঙ্গোপাঙ্গোসহ ভেঙে পড়ল সাগরে।

'বিদায়! বরফ-দেবতাগণ!' মুচকি হেসে বলল ললীলা। কিন্তু ওয়াই চিৎকার করে উঠল:

'পেছনে হটো! পেছনে হটো! ঢেউ আসছে!' আকার হাত ধরে টেনে নিয়ে ছুটল সে।

দৌড় দিল সবাই। একটুপরই এল বরফ জলের ঢেউ। ওদের কুটিরের



নেশা

www.BanglaBook.org

কাছে এসে আবার পিছিয়ে যেতে লাগল ঢেউগুলো। তবু গোটা কুটিরটা কেঁপে উঠল।

ভয়ে তাড়াহুড়ো করে পালাতে গিয়ে কুটির পেরিয়ে অনেকটা চলে গিয়েছিল ফো। ফিরে এসে চিৎকার করে বলল:

'বরফ ভেঙে গেছে, অনেকদূরে তীর দেখা যাচ্ছে! বাবা, দেখবে এসো!'

ফো-র পিছু পিছু এগোল সবাই। দুশো ধাপ মত যাবার পর একটা প্রণালী পাওয়া গেল। তীব্র স্রোতের সাথে বড় বড় বরফখণ্ড ভেসে চলেছে প্রণালী দিয়ে। দুদিকে বরফের দেয়াল, মাঝখান দিয়ে বয়ে চলেছে প্রণালীটা। গিয়ে পড়ছে নীল, খোলা একটা সাগরে। সেখানে বরফের কোন চিহ্ন নেই।

বহুদূরে, সাগরের কিনারে ভূমি দেখা যাচ্ছে। সেখানে সবুজ পাহাড়, গাছপালা ভরা উপত্যকা। চোখ ভরে তারা দেখতে লাগল সেই সবুজ ভূমি। হঠাৎ কুয়াশায় ঢেকে গেল জায়গাটা।

'ওটাই আমার দেশ। ওখানকার সবকিছু আমি চিনি,' বলল ললীলা।

'বরফ ভাঙছে। যত তাড়াতাড়ি ওখানে যাওয়া যায়, ততই ভাল,' বলল প্যাগ।

বরফ সত্যিই ভাঙছে। বড় বড় ফাটল দেখা যাচ্ছে। তারপর ভেঙে গরম জলে গিয়ে পড়ে গলে যাচ্ছে। কুটিরের নিচে একটা ফাটল দেখা গেল। তারপর হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ল গোটা কুটিরটা।

'নৌকোয় চলো সবাই!' চিৎকার দিয়ে উঠল ওয়াই।

দৌড়ে গিয়ে সবাই নৌকোয় উঠল। ডুবু ডুবু হয়ে গেল নৌকো। জল বয়ে যাচ্ছে একেবারে কিনার ছুঁয়ে। ওয়াই দেখল, আর একজনও যদি ওঠে, বাতাস একটু জোরে বয় বা নৌকোটা ধাক্কা লাগে কোন বরফখণ্ডের সাথে—তৎক্ষণাৎ উল্টে ডুবে মরবে সবাই।

'তাড়াতাড়ি আসো, ওয়াই, নৌকোয় ওঠো,' চিৎকার করে বলল আকা। অন্যান্যরাও চিৎকার করে ওকে নৌকোয় উঠতে বলল। ওজনের চোটে নৌকো সোজা হয়ে থাকতে চাইছে না।

কয়েকধাপ পেছনে সরে এল ওয়াই। বসে পড়ল বরফস্তরের ওপর। এইসময় ধপাস করে কিছু একটা পড়ল জলে। সে তাকিয়ে দেখল, প্যাগ সাঁতরে আসছে। প্রচণ্ড শক্তির কারণে পৌঁছুতে পারল প্যাগ। ওকে ধরে জল থেকে টেনে তুলল ওয়াই।

'তুমি এলে কেন?' জানতে চাইল সে।

'নৌকো একেবারে ভরে গেছে। তাছাড়া, ওখানে খুব বেশি মেয়েমানুষ। ওদের চেঁচামেচি আমার সহ্য হচ্ছে না।'

এরপর মুখোমুখি তাকিয়ে রইল দুজনে। কারও মুখে কথা নেই। বরফস্তরের ওপর বসে বসে তারা দেখল, যাত্রী নিয়ে বয়ে চলেছে নৌকো। একবার এদিকে, একবার ওদিকে ঘুরে যাচ্ছে মাথা। মনে হচ্ছে, চালকরা নিয়ন্ত্রণ করতে চাইছে। কিন্তু পারছে না।

ভারী কুয়াশা ধীরে ধীরে ঘিরে ধরছে নৌকোটাকে। কুয়াশার আড়ালে

www.BanglaBook.org

নৌকোটা অদৃশ্য হয়ে যাবার ঠিক আগের মুহূর্তে লম্বা একটা নারীমূর্তি ঝাঁপিয়ে পড়ল জলে।

'মেয়েটা কে?' শূন্য কণ্ঠে জানতে চাইল ওয়াই।

'সেটা এখনই জানা যাবে,' জবাব দিল প্যাগ।

তারপর বরফের ওপর শুয়ে পড়ল সে। ধীরে ধীরে দু'চোখ বুজে এল নিদ্রাচ্ছন্ন মানুষের মত।

** ** ** **

ঠিকই এইখানে কেটে গেল নেশা।

# বিশ

আমি, অ্যালান কোয়াটারমেইন জেগে উঠলাম। ফিরে এলাম আমার আমিতে। তাদুকির দিকে তাকিয়ে দেখি, জ্বলন্ত ছাইয়ের ভেতর থেকে উঠছে তার ধোঁয়ার সর্বশেষ রেশটুকু। এতই ক্ষীণ, চোখে পড়ে কি পড়ে না।

হায় ঈশ্বর! চমকে উঠলাম আমি। অত অল্প সময়ের মধ্যে অজানা এক দেশে, অজানা যুগে অতগুলো ঘটনা ঘটে গেল কি করে! একটা সিগারেটের গোড়া পুড়তে যতক্ষণ লাগে, তার চেয়েও তো ক্ষণস্থায়ী ছিল নেশা।

মাথাটা এখনও ভার হয়ে আছে, ভাবে বুদ্ধি কাজ করছে। গুডের কথা মনে পড়ল আমার। উদ্বিগ্ন হয়ে তাকালাম ওর দিকে। ওর যদি কিছু ঘটে যায়, তাহলে কি করব আমি?

সেই আর্মচেয়ারে মাথা পেছনে হেলিয়ে বসে আছে সে। আধবোজা চোখে আমার দিকে তাকিয়ে আছে গভীর ঘুমের ভান করা বেড়ালের মত। অবশ্য মদ খেয়ে বোম হয়ে থাকা মানুষের সাথেও তার এই ভঙ্গির মিল আছে। কথা বলার চেষ্টা করে তোতলাতে লাগল সে। অনেক পর, অনেক কষ্টে একটাই মাত্র শব্দ বের করতে পারল সে গলা দিয়ে—'হুইস্কি।'

'না, মদ খেতে পারবে না,' বললাম আমি। 'আরও অনেকক্ষণ দেরি করতে হবে। তাদুকির সাথে অ্যালকোহল মিশলে ঝামেলা বাধতে পারে।'

এবারে এমন এক শব্দ উচ্চারণ করল গুড, যেটা না করাই ভাল ছিল। উঠে বসে মন্তব্য করল:

'আচ্ছা, ওয়াই, বলো তো—তুমি তো ওয়াই, ঠিক আছে? আচ্ছা, ওই ক্যানো থেকে আমি নেমে এলাম কি করে। আর—ললীলা কোথায়?'

'তোমার প্রশ্নের জবাব দেয়ার আগে আমি একটা প্রশ্ন করতে চাই। ওই ক্যানোতে তোমার নাম কি ছিল?'

'নাম? কেন, মোয়ানাঙ্গা। দেখো, ওসব ভান ছাড়ো। তুমি তোমার আপন ভাইকে ভুলতে পারো না। তাছাড়া, আদর্শ ভাইয়ের মতই বিপদে-আপদে সবসময় সে তোমার পাশে ছিল।'

www.BanglaBook.org

'তো, তুমি যদি মোয়ানাঙ্গাই হও, তাহলে তানার কথা জানতে না চেয়ে ললীলার কথা জানতে চাইলে কেন?'

'কারণ, ওখানে সে উল্লেখযোগ্য কিছু ছিল না। এই তো দেখলাম তাকে কিছুক্ষণ আগে। অথচ এখন দেখছি না। ক্যানোয় শুয়ে আছে সে। সী-সিকনেস অথবা আতঙ্কে একেবারে কাহিল হয়ে পড়েছে! ফো বসে আছে তার পাশে। তবে, তোমার ঈর্ষা করার মত কিছু ঘটেনি, বন্ধু। বেকুবের মত যখন শপথ করেছিলে, তখনই আমি সুযোগ নিয়েছিলাম। কিন্তু বেটি ভুলল না! মুচকি হেসে তোমার মতই তানার কথা শোনাল আমাকে। কিন্তু ললীলা গেল কোথায়? তুমি নিশ্চয় ওকে লুকিয়ে রাখোনি, নাকি রেখেছ?'—বোকার মত ঘরের চারপাশে দৃষ্টি বোলাল সে।

'ওর কথাই তো জানতে চাই আমিও। সত্যি বলতে কি, জীবনে আর কোন কথা জানার ব্যাপারে এতটা আগ্রহ নেই আমার।'

'তাহলে তো বলতে পারব না। শেষবার ওকে দেখেছি ক্যানোতে। প্রাণপণ বৈঠা মেরে নৌকোটাকে ঘোরাতে চাইছে। এই বৈঠা মেরে নৌকো চালানোর বিন্দুবিসর্গ জানি না আমি।'

'শোনো, গুভ। এটা কোন ইয়ার্কির বিষয় নয়। জেগে ওঠার আগে কি দেখেছ, ঠিক ঠিক বলো দেখি।'

'দেখলাম, বরফের দুই দেয়ালের মাঝখান দিয়ে নারকীয় স্রোতের মধ্যে দুলতে দুলতে ক্যানোটা চলেছে তীরের অভিমুখে। গতি আট কি নয় নটের কম হবে না। এইসময় নীলমাছের মত জলে ঝাঁপিয়ে পড়ল বামন প্যাগ। ভীষণভাবে দুলে উঠল ক্যানোটা, অল্পের জন্যে উল্টে গেল না। ব্যাটা বোধ হয় ভেবেছিল, আমরা সবাই ডুবে মরব।

'সুতরাং নৌকোয় থাকলাম আমি, আকা, ললীলা, তানা আর ফো। ললীলা নৌকোটা ঘোরানোর চেষ্টা করছিল। তানা বিলাপ করছিল আর ফোঁপাচ্ছিল। চুপচাপ বসে ছিল ফো—ওর ফর্সা মুখ আর বড় বড় চোখ এখনও দেখতে পাচ্ছি যেন—আর দুহাত দুদিকে ছড়িয়ে ক্যানোর দুধার ধরে পাটাতনে বসেছিল আকা; যা-তা যাচ্ছেতাই কথা শোনাচ্ছিল ললীলাকে। তার স্বামীকে মেরে ফেলার জন্যে ললীলাই দায়ী—এইসব আর কি। কিন্তু ললীলা কোন উত্তর দিচ্ছিল না। ভাসমান একটা বরফখণ্ডকে সরাতে গিয়ে হাত কেটে ফেললাম আমি। তারপরই যেন মোমবাতি নিভে গিয়ে অন্ধকার হয়ে গেল সবকিছু। তারপর দেখি, আমি এখানে। ঈশ্বরের দোহাই, বলো, ললীলা কোথায়?'

'আমার মনে হয়, আমরা সারাজীবন ধরে একে অপরকে এই প্রশ্ন করে যাব, কিন্তু উত্তর মিলবে না। শোনো। তোমার চেয়ে কিছুটা বেশি দেখেছি আমি। প্যাগ সাঁতরে আমার কাছে এসে উঠেছিল। সে বলল, নৌকো একেবারে ভরা। তাছাড়া মেয়েমানুষ বেশি, যাদের সে একদম পছন্দ করে না। তাই চলে এসেছে। আসলে সে যা বলতে চেয়েছিল, তা হলো—ওখানে থাকার চেয়ে আমার সাথে মৃত্যুবরণ করাকেই সে শ্রেয় মনে করেছে।'

'আহ্, প্যাগ বড় ভালমানুষ!' নিজের অজান্তেই বলে ফেলল

www.BanglaBook.org

মোয়ানাঙ্গা—অর্থাৎ, গুড।

'তারপর ভাসমান ফেনার ভেতর দিয়ে চলল ক্যানোটা, চারদিক থেকে কুয়াশা—'

'গলে যাওয়া বরফের কথাটা বাদ দিও না,' বাধা দিয়ে বলে উঠল গুড। 'একবার নিউফাউন্ডল্যান্ডের উপকূলে এই গলা বরফের মাঝে অক্কা পেতে লেগেছিলাম।'

'—কুয়াশার মধ্যে প্যাগ আর আমি নৌকোটাকে হারিয়ে ফেললাম। খানিক পর একশো গজ মত দূরে তরঙ্গায়িত কুয়াশার মাঝে আবার একঝলক দেখতে পেলাম নৌকোটা। সেখান থেকে লম্বা একটা মেয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল সাগরে। আকা ও ললীলা লম্বায় প্রায় সমান। ফলে, ঠিক বুঝতে পারলাম না, কে ঝাঁপিয়ে পড়ল। পরমুহূর্তেই নৌকোটা আবার অদৃশ্য হয়ে গেল কুয়াশার মাঝে।'

'মেয়েটাকে দাঁড়াতে দেখেছিলে? আকা কিন্তু বসেছিল।'

'না। আমরা শুধু ঝাঁপ দিতে দেখেছি।'

'মনে হচ্ছে, ললীলা। ও দাঁড়িয়ে ছিল। তবে, আমি নিশ্চিত নই। কারণ, সে প্রাণপণে চেষ্টা করছিল নৌকোটাকে ঘোরাবার। বোধ হয় তোমার কাছে নিয়ে যেতে চাইছিল। শেষ যা মনে পড়ে, ললীলা আমাকে বলল আরেকটা বৈঠা নিয়ে ওকে সাহায্য করতে। বৈঠাটা অবশ্য আমার হাতেই ছিল। কিন্তু ওটা ব্যবহারের কি ছাই আমি জানি?'

'মনে হয় না, ললীলা আমার কাছে ফেরার কথা ভেবেছিল। আত্মহত্যা ওর নীতিবিরুদ্ধ। এ ব্যাপারে আমাকেও সে বাধা দিয়েছে। তাছাড়া, আর একটু এগোলেই তার দেশ। কত ইচ্ছে তার, দেশে ফিরবে। দেশে ফিরলে ফো আর আকাকে—বিশেষ করে আকাকে সে ভালভাবে অভ্যর্থনা জানাবার ব্যবস্থা করবে। তবু—ওর মনে কি ছিল, কে জানে?'

'ভীষণ বাঁকা কথা এই আকার,' বলল গুড। 'ওদিকে প্রবল স্রোতের বিরুদ্ধে লড়াই করে এগোনো যাবে না বুঝতে পেরে দুঃখে উন্মাদিনী হয়ে উঠেছিল ললীলা। তারপরও বলতে হয়—ওই যে তুমি বললে—কে জানে?' গুঙিয়ে উঠল গুড।

এরপর নীরবতা নেমে এল আমাদের মাঝে। বড় বিষণ্ন সেই নীরবতা। আমরা একেবারে অভিভূত হয়ে পড়েছিলাম। অনেকক্ষণ পর নীরবতা ভাঙল গুড। খুবই বিনীত ভঙ্গিতে জানতে চাইল, এখন তার হুইস্কি খাওয়া চলবে কিনা।

'চলুক বা না চলুক, আমি পরোয়া করি না,' বললাম আমি। 'খাব, যা হয় হবে।' সাইড টেবিলের দিকে এগিয়ে গিয়ে ঢক ঢক করে হুইস্কি ঢাললাম গলায়। আমার দেখাদেখি গুডও।

টীটোটলাররা যা খুশি বলতে পারে, কিন্তু পরিমিত মদ্যপান সত্যিই অনেক ঝাঞ্ঝাট এড়াতে বন্ধুর মত কাজ করে। অন্তত এখন আমাদের তা-ই মনে হলো। হুইস্কি যখন নামিয়ে রাখলাম, তখন অনেকটা সতেজ ভাব ফিরে এসেছে আমাদের।

www.BanglaBook.org

'এখন শোনো!' পাইপ জ্বালতে জ্বালতে বলল গুড। আমি তখন তাদুকি লুকিয়ে রাখতে ব্যস্ত। তাদুকির প্রতি আমার আছে এক ঘৃণামিশ্রিত ভালবাসা। ঘৃণার কারণ হলো, মনে হয় এক শয়তানের বাচ্চা লুকিয়ে আছে তাদুকির মধ্যে। সবকিছুর পর একেবারে জট খোলার মুহূর্তে ছলনা করে পালিয়ে যায়। যে স্বপ্ন দেখে, সে নাকানিচোবানি খায় সন্দেহ আর বিস্ময়ে। আর ভালবাসার কারণ, এর নেশাতে যে স্বপ্ন দেখা যায়, তা যেমন কৌতূহল উদ্রেককারী, তেমনি ইঙ্গিতপূর্ণ।

'এখন শোনো,' আবার বলল গুড। 'তুমি একটা চালাক বুড়ো খোকা। দয়া করে বলবে, এই যে এতকিছু ঘটে গেল, এসবের মানে কি। তুমি কি মনে করো, আদিম জীবনযাত্রার হারিয়ে যাওয়া পুঁথির পাতা থেকে কয়েকটা অধ্যায় পড়ে ফেললাম আমরা?'

'আমি কিছুই মনে করি না,' জবাব দিলাম আমি। 'এসবের কিছুই আমার মাথায় ঢোকে না। শুধু এটুকু বলব, আদিম জীবনযাত্রা বলে কিছুতে আমার বিশ্বাস নেই। ওটা আসলে আমাদেরই জীবনযাত্রা। তোমার কি মনে হয় না, পঞ্চাশ হাজার বা পাঁচ লাখ বছর আগে ওয়াইদের মত পূর্বপুরুষ ছিল আমাদের? অনেক বছর পরের বংশধরদের কাছে আমরাও কি পূর্বপুরুষ হয়ে যাব না? এটা কি অসম্ভব যে, এই তাদুকির হয়তো এমন একটা শক্তি আছে, যা আমাদের পূর্বপুরুষদের স্মৃতি জাগিয়ে তুলতে সাহায্য করে? তাদের জীবনই ঢুকে পড়ে আমাদের আধুনিক জীবনে?'

'হ্যাঁ, ঠিকই বলেছ তুমি। একেবারে খাঁটি কথা বলেছ। প্রাগৈতিহাসিক সেই যুগে ওদের ভাষাতেই কথা বলেছি আমরা। এখন অবশ্য সে ভাষার আর কিছুই আমাদের মনে নেই। অন্তত আমি ভুলে গেছি। ওদের মাধ্যমে যেন প্রতিফলিত হয়েছে আমাদেরই জীবন। কয়েকটা চরিত্র তো একেবারে আমাদের বর্তমানকালের সাথে মিলে যায়। এখনও ওরকম চরিত্রের লোক আছে। যেন এখনকার আমরাই দল বেঁধে গিয়ে হাজির হয়েছিলাম সেই কালে।'

'হ্যাঁ। এই তো ধরতে পেরেছ।'

'ওয়াইয়ের জীবন পর্যালোচনা করলে তোমার ধারণার সত্যতা আরও বেশি করে প্রমাণিত হয়। সে তার যুগের তুলনায় অনেক উন্নত মানুষ। সে আইন তৈরি করেছে; অন্যের ভালর কথা চিন্তা করেছে; আপন ধর্মের চেয়ে উন্নত আরেকটা ধর্মের কথা তার গোচরে আনার সাথে সাথে ওই ধর্মকে গ্রহণ করেছে; যথেষ্ট আত্মসংযম দেখিয়েছে এবং যে দেবতাদের ওপর তার বিশ্বাস নেই, তাদের উদ্দেশ্যে নিজেকে উৎসর্গ করতে চেয়েছে; কারণ, তার গোত্রের লোকেরা সেই দেবতাদের বিশ্বাস করে। সে ভেবেছে, তার স্বেচ্ছামৃত্যু জনগণের ভুল বিশ্বাস ভেঙে দেবে। একজন মানুষের পক্ষে এরচেয়ে মহত্তর কিছু করার কথা আমি ভাবতে পারি না। পরিশেষে, সে যখন দেখেছে, ভারের চোটে নৌকো টলোমলো তখন নৌকোয় ওঠেনি। নিজের জীবন বিপন্ন করে বাঁচিয়ে দিয়ে গেছে আর সবাইকে। যে মানুষ এ ধরনের কাজ করতে পারে,

www.BanglaBook.org

সে নিঃসন্দেহে আমাদের ধর্মের বীর শহীদদের মত। একজন সেইন্ট বা সৌলন* বলতে পারো। কিন্তু অ্যালান, ওইরকম একজন মানুষ কি প্যালিওলিথিক বা প্রীপ্যালিওলিথিক যুগে ছিল বলে তোমার মনে হয়? তখন তো বরফ যুগ কেবল শুরু হতে যাচ্ছিল। ললীলার সম্বন্ধেও এই প্রশ্ন উঠতে পারে।'

'তোমাকে মনে রাখতে হবে,' বললাম আমি, 'ওয়াইকে তুমি যত বড় বীর মনে করছ, আসলে সে অত বড় বীর নয়। সে আত্মাহুতি দিতে চেয়েছিল মূলত পরিবারকে রক্ষা করার তাগিদে। ওইরকম পরিস্থিতিতে পড়লে এখনকার অনেক লোকও একই কাজ করবে। কিন্তু ললীলার সবকিছুই কেমন রহস্যাবৃত; তার উৎপত্তি, দারুণ ধৈর্য, সর্বোপরি আত্মনিয়ন্ত্রণ। তবে, সে ওয়াইদের যুগের কেউ নয়, এটা মোটামুটি পরিষ্কারই বোঝা যায়। আপন দেশের লোকজন সম্বন্ধে তার বর্ণনা শুনে মনে হয়, সে নিওলিথিক।

'এসবে অবাক হবার কিছু নেই। আমরা জানি, প্রাগৈতিহাসিক কালেও একই যুগে নানাজাতের মানুষ ছিল। সম্ভবত ওয়াইরা ছিল স্কটল্যান্ডের আশেপাশে। আর, ললীলারা আয়ারল্যান্ডের দক্ষিণে বা ফ্রান্সে। স্কটল্যান্ডের তুলনায় ওইসব জায়গার আবহাওয়া অনেক গরম।'

'বোধ হয় তাই। ওয়াইরা থাকত কোন ঠাণ্ডা অঞ্চলে। রওনা হলো উষ্ণ অঞ্চলের দিকে,' জবাব দিল গুড। 'তবে, একটা জিনিস জলের মত পরিষ্কার। স্বপ্নে আমরা যা দেখেছি, তার মধ্যে ট্র্যাজেডী ছিলো—যা নিশ্চয় প্রায়ই ঘটেছে পৃথিবীতে।—অর্থাৎ, বরফ যুগের প্রারম্ভে।'

'হ্যাঁ। আসলে, এইসব আলোচনা করে সারারাত কাটিয়ে দেয়া যায়।'

'আগামীকাল সারাদিনও, অ্যালান। কিন্তু তুমি আমার প্রশ্নের জবাব দাওনি। ওই যুগে ওয়াইয়ের মত মানুষ—এ প্রসঙ্গে তোমার বক্তব্য কি?'

চিন্তার অবসরের জন্যে আরেকটু হুইস্কি-সোডা নিলাম। তারপর জবাব দিলাম:

'ওখানকার পরিবেশ মানুষবাসের অযোগ্য ছিল বলে মনে হয় না। লক্ষ লক্ষ বছর ধরে এই পৃথিবীতে মানুষ বাস করেছে। ওয়াই আগুন জ্বালাতে পারে, জানোয়ারদের ফাঁদে ফেলতে পারে, পারে আরও অনেককিছুই। সব মিলিয়ে তাকে খুব বেশি আগের মানুষ মনে হয় না। অর্থাৎ, আমি বলতে চাইছি, ওয়াইয়ের যুগের মানুষের চেয়ে আমরা খুব বেশি উন্নত হইনি। ওয়াই বা তার আগের যুগের মানুষের যে খুলি পাওয়া গেছে, তার কোন কোনটার মগজ ধারণ ক্ষমতা ছিল এমনকি আমাদের চেয়েও বেশি। মানব সভ্যতার প্রাথমিক ও প্রয়োজনীয় উন্নতি সাধিত হয়েছে ওয়াইয়ের জন্মের অসংখ্য বছর আগে। তখনও যুগের তুলনায় অসাধারণ লোক নিশ্চয় ছিল। তারা আইন-প্রবর্তন ও শিশুহত্যা রোধ করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছে। তাহলে ওয়াইয়ের সেরকম একজন লোক হতে বাধা কোথায়? আকা, কো এবং মোয়ানাঙ্গা যদি

* মহাজ্ঞানী আইন-প্রণেতা। খ্রিস্টপূর্ব ৫৫৮ সালে মারা গেছেন।

www.BanglaBook.org

বেঁচে যায়, তাহলে তাদের মাধ্যমে টিকে থাকবে ওয়াইয়ের প্রবর্তিত আইন। এবং ভবিষ্যৎ বংশধরদের মাধ্যমে সেগুলোর ক্রমোন্নতি ঘটবে। মোটকথা, জাতি হিসেবে মানুষ আগের চেয়ে চালাক হলেও, যুগের তুলনায় অসাধারণ মানুষের সংখ্যা ওয়াইয়ের সময়ের চেয়ে এখন বেড়েছে—এ কথা আমি বিশ্বাস করি না। শেষে বলব, আফ্রিকাতে আমি এমন মানুষ দেখেছি, যাদের আদিম মানুষ বলা হয়। ওদের জ্ঞান হয়তো ওয়াইয়ের সমান বা তার চেয়ে কম। কিন্তু ওয়াইয়ের মত পরিস্থিতির মুখোমুখি হলে ওয়াই যা যা করেছে, তারাও হয়তো তা-ই করবে। তারচেয়ে বেশি করাও বিচিত্র নয়।'

'এটা একটা নতুন ধারণা,' বলল গুড। 'আমরা হয়তো সভ্যতা নিয়ে সত্যিই বেশি বড়াই করি।'

'হয়তো,' বললাম আমি, 'যে সভ্যতা আমরা দেখছি, এটাকে তো এখনও কচিই মনে হয়। প্রয়োজনীয় কাজের চেয়ে আমাদের ভণিতাই বেশি। অথবা—আমি ঠিক জানি না। মাথাও ঘামাতে চাই না এই সভ্যতা-টভ্যতা নিয়ে। শুধু এটুকু জানি, আর কোনদিনই দেখতে চাই না ওরকম স্বপ্ন। নতুন এমন একরাশ দুঃখ উপহার দিল এই স্বপ্ন, যেগুলো কিছুতেই ভোলা যাবে না।'

'কথার কথা হলো এটাই!' বলল গুড। 'ওই যে—তানা। বেশ ঈর্ষা ছিল ওর। প্রায় আমরা ঝগড়া করেছি। লন্নীলাকে কেন্দ্র করে তো দারুণ ঝগড়া হয়েছে। তবু, তানা আমার খুব প্রিয় ছিল। সে অনেকবছর আমার ঘর করেছে, আমার সন্তানদের জন্ম দিয়েছে। সেই সন্তানদের ভালওবেসেছি আমরা। তবে, গোত্রে শিশুমৃত্যুর হার বেশি ছিল বলে আমাদের কোন সন্তানই বাঁচেনি। তানার কথা তো আমি কোনদিনই ভুলতে পারব না।'

'আমারও একই অবস্থা,' জবাব দিলাম আমি। 'ফো, ফোয়া যে স্বপ্নের সন্তান, তবু কি ওদের কথা ভুলতে পারছি? হেঙ্গা নৃশংসভাবে হত্যা করেছিল ফোয়াকে। সবই নেশার ঘোরের কল্পনা—এটা বুঝতে পেরেও ফোয়ার জন্যে ভীষণ কষ্ট হচ্ছে।'

'তাহলে দেখো, এই অভিশপ্ত তাদুকি কতখানি ক্ষতি করেছে আমাদের! এমনি এই জীবনেই আমাদের কত দুঃখ, কত দুর্দশা। তার সাথে যোগ করেছে নতুন দুঃখ। আলাদা জীবন, আলাদা ক্ষয়-ক্ষতি ও দুর্দশার ইঙ্গিত দিয়েছে, কিন্তু সেই সমস্যাগুলো সমাধানের কোন ইঙ্গিত দেয়নি। ওই লোকগুলোর দেখা কি আর কোনদিন পাব? ওদের সাথে আমরা মিশে গিয়েছিলাম। আমরা এখনও রয়ে গেছি। ওরাও কি আছে? যদি থাকে, খুঁজে পাওয়ার আশা কি আছে কখনও?'

'অ্যালান, ইতিমধ্যেই কি তুমি খুঁজে পাওনি? অবশ্য পেয়েও হারিয়েছ। হ্যান্‌স্ নামের সেই হটেনটটকে আমি কখনও দেখিনি, যার কথা তুমি আমাকে বারবার বলেছ। তোমার যুবক বয়স থেকে আমৃত্যু সে তোমার সেবা করেছে। সেই হটেনটট আর প্যাগের মধ্যে কি সাদৃশ্য নেই?'

'নিঃসন্দেহে আছে। যদিও, নেকড়ে-মানব প্যাগ হ্যান্সের চেয়ে কিছুটা প্রাচীন।'

www.BanglaBook.org

'আর, লরীনা ও লেডি র‍্যাগনল্ড—যার সম্পত্তি তুমি গাধার মত প্রত্যাখ্যান করলে—ওদের মধ্যে কোন সাদৃশ্য দেখতে পাচ্ছ?'

'খুব বেশি নয়। অবশ্য লরীনা সম্বন্ধে আমি জেনেছিও খুব কম। সে দক্ষিণ থেকে তার দেশ ছেড়ে এসেছিল, এটুকু জানি। তবে, ঠিক কি কারণে ছেড়েছিল, বলতে পারব না। সে-ও কখনও আমাকে পরিষ্কার করে বলেনি। আচ্ছা, সেসময় ওর বয়েস নিশ্চয়—যাকে, তোমার কত মনে হয়েছিল, গুড?'

'আটাশ থেকে বত্রিশের মধ্যে।'

'তাই হবে। আচ্ছা, ওই বয়সে অমন সুন্দরী, মর্যাদাসম্পন্ন একজন মেয়ের তো অনেক ব্যক্তিগত ঘটনা থাকা দরকার। লরীনা ইঙ্গিতও দিয়েছে কয়েকবার। কিন্তু পরিষ্কার করে বলেনি।'

'যাক। পাগল হবার ইচ্ছে না থাকলে এসব আলোচনা বন্ধ করা উচিত। প্রাচীন যুগের একটা গোত্র দেখলাম আমরা। সেই গোত্রে জন্ম নিল একজন নীতিজ্ঞানসম্পন্ন মানুষ। অনেককিছুর সংস্কারসাধন করতে চাইল সে। শেষমেষ যুগে যুগে সংস্কারকদের যে পরিণতি হয়েছে, তারও হলো ওই একই পরিণতি।'

'হ্যাঁ। অনেককিছুই ঘটতে দেখলাম আমরা। কিন্তু ওগুলো যদি সত্যি সত্যি না ঘটে থাকে, তাহলে আর দেখে কি লাভ হলো? স্বপ্নের বাস্তবমূল্য খুব কম।'

'তুমি কি এ ব্যাপারে নিশ্চিত? তুমি কি সত্যিই মনে করো, জীবন জাদুকর স্বপ্নের চেয়ে বেশি কিছু?'

'তুমি কি বলতে চাও, অ্যালান?'

'আমার মনে হয়, এই যে স্বপ্ন আমরা দেখলাম, তার মধ্যে অনেককিছু শিখবার আছে। স্বপ্নটা সত্যি কি মিথ্যে, জানি না। তবে এটা আমাকে জানিয়েছে, দশহাজার বা লক্ষ বছর আগে আমাদের পূর্বপুরুষদের সময় এ ধরনের ঘটনা নিশ্চয় ঘটেছে। ধরা যাক, এটা আসলেই স্বপ্ন। এটার কোন মূল্য নেই। তবু বলতে হয়, এ এক চমকপ্রদ স্বপ্ন। এ স্বপ্ন বিদ্যুৎচমকের মত আমাদের দেখিয়েছে অতীতের একটা রহস্যময় পাতা। এই স্বপ্ন ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার মত থেকে যাক আমাদের অন্তরে। এ অভিজ্ঞতায় অন্য কারও লাভ বা ক্ষতি হলো কিনা, সে হিসেব না করলেও চলবে। আর, এটাকে হ্যালুসিনেশন বলে ঘোষণা করাও বুদ্ধিমানের কাজ হবে না।'

'তোমার সাথে আমি একমত, অ্যালান,' বলল গুড, 'ওই অভিজ্ঞতা একেবারে নিজস্ব করেই রাখব আমি। শুধু, অবসর সময়ে আমি পড়াশোনা করতে চাই বরফ যুগের ওপর।'

'এখন একেবারে বাদ দেয়া যাক ওই প্রসঙ্গ। স্নাইপগুলোর কি ব্যবস্থা করবে, বলো। ভাবতে অবাক লাগে, সেই অতীতকালেও তুমি শিকারী ছিলে। আগামীকাল স্নাইপ মারতে আসবে তো? সাথে করে কিন্তু অবশ্যই নিয়ে এসো তোমার বর্শা…থুড়ি বন্দুকটা।'

***